CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওস্তার মঠ

৬।৩ ৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তব আমার পরমভক্ত, ভাগবতপ্রধান ভগবদ্ধর্ম্মবেত্তা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে আমার লীলামূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়ে ছিলাম। ভাগবৎ শ্রবণেই পরীক্ষিৎ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। শুকদেব পরীক্ষিৎকে শেষ উপদেশ করেন,—হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তম ভগবান্ মানবগণের দ্রব্য দেশও চিত্তজাত কলিকৃত নিখিলদোষ, পূর্ব্ব বা পরজন্ম জাত যাবতীয় পাপ অপহরণ ক'রে থাকেন। ভগবান্ শ্রুত কীর্ত্তিত চিন্তিত পূজিত অথবা কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা আদৃত হ'লেও তৎক্ষণাৎ হৃদয় মধ্যে উদিত হ'য়ে, মানবদিগের অযুত জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় করে থাকেন। তাম্রাদি মিশ্রিত সুবর্ণে অগ্নি সংযোগ হ'লে অগ্নি যেমন তার সমস্ত মালিন্য নাশ করে, তদ্রূপ হৃদয়স্থ বিষ্ণু মুক্ত-যোগীগণের নিখিল দুর্বাসনা বিনষ্ট ক'রে থাকেন। ভগবান্ অনন্ত হৃদিস্থ হ'লে যেমন অন্তরাত্মা অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করেন, দেবোপাসনা তপস্যা প্রাণায়াম মৈত্রী তীর্থস্নান ব্রত দান ও জপ প্রভৃতির দ্বারা

১১শ বর্ষ, বৈশাখমাস. একাদশসংখ্যা—চান্দনী যাত্রা

(আর্য্যশাস্ত্র)

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

(মহাভারতম্)

7563
৫৩/4

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

•

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যূন্য আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রত্যধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ওরফে নন্দলাল)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি;
ডি. ও. এম এম, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন);
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৯-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১ আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহাতে ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

২ মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৫ ৭৪-৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৩ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলাভা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৪ আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৫। উল্লিখিত ৩ ও ৪ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

স্ত্রীপর্ব্ব।

(জলপ্রদানিক-পর্ব্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, তস্মৈ সঞ্জয়স্য সান্ত্বনাদানঞ্চ]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

জনমেজয় উবাচ।

হতে দুর্যোধনে চৈব হতে সৈন্যে চ সর্বশঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ শ্রুত্বা কিমকরোন্মুনে
তথৈব কৌরবো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব কিমকুর্বত তে ত্রয়ঃ ॥ ২

অশ্বত্থামঃ শ্রুতং কর্ম শাপাদ্ভোজ্যকারিতাৎ।
বৃত্তান্তমুত্তরং ব্রূহি যদভাসত সঞ্জয়ঃ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতে পুত্রশতে দীনং ছিন্নশাখমিব দ্রুমম্।
পুত্রশোকাতিসন্তপ্তং ধৃতরাষ্ট্রং মহীপতিম্ ॥ ৪

ধ্যানমূকত্বমাপন্নং চিন্তয়া সমভিপ্লুতম্।
অভিগম্য মহারাজ সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫

কিং শোচসি মহারাজ নাস্তি শোকে সহায়তা।
অক্ষৌহিণ্যো হতাশ্চাষ্টৌ দশ চৈব বিশাম্পতে ॥ ৬

নির্জনেয়ং বসুমতী শূন্যা সম্প্রতি কেবলা।
নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগম্য নানাদেশ্যা নরাধিপাঃ ॥ ৭

সহৈব তব পুত্রেণ সর্বে বৈ নিধনং গতাঃ।
পিতৃণাং পুত্র-পৌত্রাণাং ভ্রাতৃণাং সুহৃদাং তথা
গুরূণাং চানুপূর্ব্যেণ প্রেতকার্য্যাণি কারয় ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং পুত্র-পৌত্রবধার্দিতঃ
পপাত ভুবি দুর্ধর্ষো বাত্যাহত ইব দ্রুমঃ ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতপুত্রো হতামাত্যো হতসর্বসুহৃজ্জনঃ।
দুঃখং নূনং ভবিষ্যামি বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১০

স্ত্রীপর্ব্ব।

(জলপ্রদানিক পর্ব্ব)

প্রথম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং তাঁহাকে সঞ্জয়ের সান্ত্বনাদান।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলা সাহচর্য্যকারিণী) ভগবতী দুর্গাদেবী, (তাঁহার লীলাপ্রকটনকারিণী) সরস্বতী, এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-নাম্ন মহাভারত পাঠ করিবে।)

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! দুর্যোধন ও তাঁহার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হইলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি কি করিলেন? ১

এইরূপ কুরুবংশধর রাজা মহামনস্বী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি তিনজন মহারথী তাঁহার পর কি করিলেন? ২

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অশ্বত্থামা ও অশ্বত্থামার দ্বারা পাণ্ডবগণ পরস্পর শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত আমি অশ্বত্থামার সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এখন ইঁহার পর সকল সংবাদ বলুন—যে সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন? ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিজের শত পুত্র নিহত হইলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেইরূপ এক দয়নীয় অবস্থা উপনীত হইল, যেরূপ শাখাসকল ছিন্ন হইলে পর বৃক্ষের অবস্থা হইয়া থাকে। ৪

মহারাজ তিনি পুত্রগণের ধ্যান করিতে করিতে মৌন হইয়া যাইলেন, চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় সঞ্জয় তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন। ৫

মহারাজ! আপনি শোক করিতেছেন কেন? এই শোকে আপনার সহায়তা করিতে পারে, এরূপ কেহই ত' আর জীবিত নাই। প্রজানাথ! এই যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইয়াছে। ৬

এই সময় এই পৃথিবী নির্জন হইয়া গিয়া যেন কেবল শূন্যার ন্যায় দেখা যাইতেছে। নানা দেশের বহু নরপতি বিবিধ দিক্ হইতে আসিয়া আপনার পুত্রের সহিতই সকলে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭

রাজন্! এখন আপনি ক্রমশঃ নিজের পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও গুরুজনগণের প্রেত কার্য্যসকল সম্পন্ন করান। ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সঞ্জয়ের এই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ও পৌত্রগণের বধে ব্যাকুল হইয়া দুর্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রবল বায়ুর আঘাতে উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। ৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার পুত্র, মন্ত্রী ও সমস্ত

কিং নু বন্ধুবিহীনস্য জীবিতেন মমাদ্য বৈ
লূনপক্ষস্য ইব মে দ্বিজাতের্নস্য পক্ষিণঃ
হৃতরাজ্যো হতবন্ধুর্হতচক্ষুশ্চ বৈ তথা
ন ভ্রাজিষ্যে মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষীণরশ্মিরিবাংশুমান
ন কুতঃ সুহৃদাং বাক্যং কামাদ্দ্বেষাচ্চ কৃষ্ণতঃ।
নারদস্য চ দেবর্ষেঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ১৪
সভামধ্যে তু কৃষ্ণেন যচ্ছ্রেয়োঽভিহিতং মম।
অলং বৈরেণ তে রাজন্ পুত্রঃ সংশৃণ্বতামিতি ॥ ১
তচ্চ বাক্যমকৃত্বাহং ভৃশং তপ্যামি দুর্মতিঃ
ন হি শ্রোতাস্মি ভীষ্মস্য ধর্মযুক্তং প্রভাষিতম্ ॥ ১৭
দুর্যোধনস্য চ তথা বৃষলস্যেব নর্দতঃ
দুঃশাসনবধং শ্রুত্বা কর্ণস্য চ বিপর্যয়ম্ ॥ ১৮
দ্রোণসূর্য্যোপরাগঞ্চ হৃদয়ং মে বিদীর্যতে।
ন স্মরাম্যাত্মনঃ কিঞ্চিৎ পুরা সঞ্জয় দুষ্কৃতম্ ১৯

সুহৃদ্‌গণ নিহত হইয়াছে। এখন আমি অবশ্যই এই ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে থাকিব। ১৩

যাহার পক্ষ ছিন্ন হইয়াছে, সেই জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যায় বন্ধু-বান্ধবহীন হইয়া বৃদ্ধ আমার আর এই জীবনে প্রয়োজন কি? ১৪

মহামতে! আমার রাজ্য হৃত হইয়াছে, আমার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে এবং চক্ষু ত' পূর্ব্ব হইতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ক্ষীণরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় এ-জগতে আর প্রকাশিত হইতে পারিব না। ১৫

আমি সুহৃদ্‌গণের কথা মানি নাই, জনার্দ্দনের পরামর্শও, দেবর্ষি নারদ এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই সকলেই আমাকে হিত উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের কাহারও কথা আমি গ্রহণ করি নাই। ১৬

শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে আমার পক্ষে যাহা হিতকর, তাহার পরামর্শ দিয়াছিলেন,—রাজন্! শত্রুতা বাড়াইয়া আপনার কি লাভ হইবে? আপনি পুত্রদিগকে নিবারণ করুন। ১৭

তাঁহার এই কথা না মানিয়া আজ আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। তখন আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। হায়! এখন আমি ভীষ্মের ধর্ম্মযুক্ত বাক্যও শুনিতে পারিব না। দুঃশাসন নিহত হইয়াছে, কর্ণের বিনাশ হইয়াছে এবং দ্রোণপুত্র সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়াছে, এই সব সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ১৮-১৯½

যশোদঃ ফলমদ্যেহ ময়া মূঢ়েন ভুজ্যতে।
নূনং ব্যপকৃতং কিঞ্চিদ্‌গুরা পূর্ব্বেষু জন্মসু ॥ ১৮
যেন মাং দুঃখভাগেষু ধাতা কর্ম্মসু যুক্তবান্।
পরিণামশ্চ বয়সঃ সর্ব্ববন্ধুক্ষয়শ্চ মে ॥ ১৯
সুহৃন্মিত্রবিনাশশ্চ দৈবযোগাদুপাগতঃ।
কোঽন্যোঽস্তি দুঃখিততরো মত্তোঽন্যোঽস্তি পুমান্ ভুবি ॥ ২০
তস্মাদদ্যৈব পশ্যন্তু পাণ্ডবাঃ সংজিতব্রতাঃ।
বিবৃতং ব্রহ্মলোকস্য দীর্ঘমধ্বানমাস্থিতম্ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য লালপ্যমানস্য বহুশোকং বিতত্যবঃ।
শোকাপহং নরেন্দ্রস্য সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২
শোকং রাজন্ ব্যপনুদ ত্যজ্যতাং বেগনিশ্চয়াঃ।
শাস্ত্রাগমাশ্চ বিবিধা বৃদ্ধেভ্যো নৃপসত্তম ॥ ২৩

সঞ্জয়! এই জন্মে পূর্ব্বে কখনও নিজের কৃত এরূপ কোন পাপকর্ম্মের কথা আমার স্মরণ হইতেছে না, যাহার ফলে বৃদ্ধ আমার আজ এখানে এই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। ১৭½

আমি অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে এরূপ কোন মহাপাপ করিয়া ছিলাম, যাহার জন্য বিধাতা আমাকে এই দুঃখময় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৮½

এখন আমার বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং দৈববশতঃ আমার সুহৃদ্ ও মিত্রগণও নিহত হইয়াছে। অহো! এই ভূমণ্ডলে এখন আমা অপেক্ষা অধিক মহাদুঃখী অপর কোন পুরুষ আছে? ১৯-২০

সেইজন্য কঠোর ব্রতপালনকারী পাণ্ডবেরা আমাকে আজই ব্রহ্মলোকে উন্মুক্ত বিশাল পথে অগ্রসর হইতে দেখিবে। ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন অতিশয় শোকপ্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন সঞ্জয় তাঁহার শোক আপনোদনের জন্য এই কথা বলিলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজন্! আপনি বৃদ্ধগণের মুখ হইতে বেদ-সকলের সিদ্ধান্ত, নানাপ্রকার শাস্ত্র ও আগম (তন্ত্রশাস্ত্র) শ্রবণ করিয়াছেন, যাহা পুরাকালে মুনিগণ রাজা সগরকে পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পর শুনাইয়াছিলেন, অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। ২৩½

সঞ্জয়ে পুত্রশোকার্তে মন্যুচুর্ণনঃ পুরা।
যথা যৌবনজং দর্পমাস্থিতে ত্বয়ি স্থতে নৃপ ॥ ২৪
ন ত্বয়া সুহৃদাং বাক্যং ক্রুরত্বামবধারিতম্।
স্বার্থশ্চ ন কৃতঃ কিঞ্চিদ্ভূতেন ফল্গুবুদ্ধিনা ॥ ২৫
অসিনৈবৈকধারেণ স্ববুদ্ধ্যা তু বিচেষ্টিতম্।
প্রায়শোঽবৃত্তসম্পন্নাঃ সততং পর্য্যুপাসিতাঃ ॥২৬
যস্য দুঃশাসনো মন্ত্রী রাধেয়শ্চ দুরাত্মবান্।
শকুনিশ্চৈব দুষ্টাত্মা চিত্রসেনশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ২৭
শল্যশ্চ যেন বৈ সর্বং শল্যভূতং কৃতং জগৎ।
কুরুবৃদ্ধস্য ভীষ্মস্য গান্ধার্য্যা বিদুরস্য চ ॥২৮
দ্রোণস্য চ মহারাজ কৃপস্য চ মহাত্মনঃ।
কৃষ্ণস্য চ মহাবাহো নারদস্য চ ধীমতঃ ॥ ২৯
যবীয়াংশ্চ তথান্যেষাং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
ন কৃতং তেন বচনং তব পুত্রেণ ভারত ॥ ৩০

হে নৃপ! যখন আপনার পুত্র যৌবনোচিত দর্পের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনোমত আচরণ করিতেছিলেন, তখন আপনি হিতভাষী সুহৃদ্গণের কথা গ্রহণ করেন নাই। ২৪॥

তাঁহার মনে লোভ ছিল এবং এই রাজ্যের সমুদয় সত্যাংশ নিজেই ভোগ করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন; সেই কারণে তিনি অন্য কাহাকেও নিজের স্বার্থের সহায়ক বা আনুকূল্যকারী করেন নাই। একদিকে ধারযুক্ত তরবারির ন্যায় একপক্ষপাতী নিজের বুদ্ধিতেই তিনি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। প্রায়শঃ যাহারা অনাচারী পুরুষ ছিল, তাহাদিগকেই তিনি সদা সঙ্গে রাখিতেন। ২৫-২৬

দুঃশাসন, দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণ, দুষ্টাত্মা শকুনি, দুর্মতি চিত্রসেন এবং যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে শল্যময় (কণ্টকাকীর্ণ) করিয়া দিয়াছিলেন, সেই শল্য—ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন। ২৭॥

মহারাজ! মহাবাহো! ভারত! কুরুবৃদ্ধের জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, মহাত্মার পুত্র কৃপাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ, মতিমান্ দেবর্ষি নারদ, অমিততেজস্বী ব্যাসদেব এবং অন্য মহর্ষিগণেরও বাক্য আপনার পুত্র মানেন নাই। ২৮-৩০

তিনি সদা যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিতেন। সেইজন্য তিনি কখনও কোন বৃদ্ধেরই সম্মানের সহিত অনুষ্ঠান করেন নাই। এই দুর্য্যোধন মন্দমতি ও অহঙ্কারী ছিলেন, সেই কারণে তিনি নিত্য

ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিন্নিত্যং যুদ্ধনিবাসতা
অল্পবুদ্ধিরহঙ্কারী নিত্যং যুদ্ধনিতি ব্রুবন্
ক্রূরো দুর্মর্ষণো নিত্যমসন্তুষ্টশ্চ যাবাবান্ ॥৩১
শ্রুতবানসি মেধাবী সত্যবাংশ্চৈব নিত্যদা
ন মুহ্যন্তীদৃশাঃ সন্তো বুদ্ধিমন্তো ভবাদৃশাঃ ॥ ৩২
ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিৎ তব পুত্রেণ নারিষ।
ক্ষপিতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে শত্রূণাং বর্দ্ধিতং যশঃ ॥ ৩৩
মধ্যস্থো হি ত্বমপ্যাসীর্ন কশ্চিদ্ব্যুক্তবান্
দুর্যোধেন ত্বয়া ভারস্তুলয়া ন সমং ধৃতঃ ॥ ৩৪
আদাসেব মনুষ্যেণ বর্ত্তিতব্যং যদাক্ষমম্
যথা নাতীতমর্থং বৈ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৩৫
পুত্রগৃদ্ধ্যা ত্বয়া রাজন্ প্রিয়ং তস্য চিকীর্ষিতম্
পশ্চাত্তাপমিমং প্রাপ্তো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩৬
মধু যঃ কেবলং দৃষ্ট্বা প্রপাতং নানুপশ্যতি
স ভ্রষ্টো মধুলোভেন শোচতেঽবং যথা ভবান্ ॥ ৩৭

যুদ্ধ-যুদ্ধ বলিয়াই চীৎকার করিতেন। ইঁহার জন্য ক্রূরতায় পূর্ণ ছিল। ইনি সর্ব্বদা অমর্ষে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং পরাক্রমী ও অসন্তোষীও ছিলেন (সেইহেতু তাঁহার এই দুর্গতি হইয়াছে)। ৩১

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্, মেধাবী এবং সর্ব্বদা সত্যে নিরত থাকেন। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও সৎপুরুষগণ কখনও মোহের বশীভূত হন্ না। ৩২

মাননীয় নৃপাল! আপনার এই পুত্র দুর্য্যোধন কোনও ধর্ম্মেরই সম্মান করে নাই। তিনি সকল ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করাইয়াছিলেন এবং শত্রুদের যশ বিস্তার করিয়াছেন। ৩৩

আপনিও মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া রহিলেন, তাঁহাকে কোন উচিত পরামর্শ দিলেন না। আপনি দুষ্কর নীর ছিলেন—আপনার বাক্য কেহই লঙ্ঘন, করিতে পারিত না। এরূপ অবস্থায় আপনি উভয়পক্ষের দিক্ হইতে কর্ত্তব্যভারকে সমভাবে তুলনা করেন নাই। ৩৪

মানুষের প্রথমেই যথোচিত ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে অতীত সময়ে তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে না হয়। ৩৫

রাজন্! আপনি নিজ পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় করিতেছিলেন, সেইজন্য এই সময় আপনার অনুতাপ ভোগ করিবার কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এখন আপনি শোক করিবেন না। ৩৬

যে ব্যক্তি উচ্চ স্থানে স্থিত মধুকে দেখিয়া সে স্থান হইতে

অর্থান্ন শোচন্ প্রাপ্নোতি ন শোচন্ বিন্দতে ফলম্ ।
ন শোচন্ শ্রিয়মাপ্নোতি ন শোচন্ বিন্দতে পরম্ ॥৩৮
স্বয়মুৎপাদয়িত্বাগ্নিং বন্ধুস্নেহ পরিবেষ্টয়ন্ ।
দহ্যমানো মনস্তাপং ভজতে ন স পণ্ডিতঃ ॥ ৩৯
স্বয়ৈব সসুতস্নায়ং বাক্যবায়ুসমীরিতঃ ।
লোভাজ্যেন চ সংসিক্তো জ্বলিতঃ পার্থপাবকঃ ॥ ৪০
তস্মিন্ সমিদ্ধে পতিতাঃ শলভা ইব তে সুতাঃ ।
তান্ বৈ শরাগ্নিনির্দগ্ধান্ ন শোচিতুমর্হসি ॥ ৪১
যচ্চাস্রপাতাৎ কলিলং বদনং বহসে নৃপ ।
অশাস্ত্রদৃষ্টমেতদ্ধি ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪২
বিস্ফুলিঙ্গা ইব স্নেহান্ দহন্তি কিল মানবান্ ।
জহীহি মন্যুং বুদ্ধ্যা বৈ ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাশ্বাসিতস্তেন সঞ্জয়েন মহাত্মনা ।
বিদুরো ভূয় এবাহ বুদ্ধিপূর্বং পরন্তপ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পতিত হইবার সম্ভাবনা করত যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মধুর লালসায় অধঃপতিত হইয়া সেইরূপ শোক করিয়া থাকে, যেরূপ আপনি শোক করিতেছেন ॥ ৩৭

শোককারী মানুষ নিজের অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিতে পারে না, শোকপরায়ণ মানুষ কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শোককারী ব্যক্তির লক্ষ্মী লাভও হয় না এবং সে পরমাত্মাকেও লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৮

যে মানুষ নিজেই অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া উহাকে বন্ধুস্নেহে পরিবেষ্টিত করত গুরুতর দগ্ধ হইতে থাকিলে মনে মনে অনুতাপ করে, তাহাকে কখনও বুদ্ধিমান্ বলা চলে না ॥ ৩৯

পুত্র সহ আপনি নিজেকে নিজেই লোভরূপী ঘৃতে সর্বতোভাবে সিক্ত করিয়া বাক্যরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া পার্থরূপী অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ॥ ৪০

এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আপনার সকল পুত্র শতশলভের ন্যায় পতিত হইয়াছেন। বাস্তবিক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ সেই পুত্রগণের জন্য আপনার শোক করা উচিত নয় ॥ ৪১

হে নৃপ! আপনি যে অশ্রুধারায় সিক্ত বদনমণ্ডলকে লইয়া বিচরণ করিতেছেন, ইহা অশাস্ত্রীয় কার্য। বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহার প্রশংসা করেন না ॥ ৪২

এই শোকাশ্রুদ্বারা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই মহত্মনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব আপনি শোক পরিহার করুন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে নিজেই সুস্থির করুন ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শত্রুতাপন জনমেজয়! মহাত্মা সঞ্জয় যখন এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাসদান করিলেন, তখন বিদুরও পুনরায় সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে শোকনিবারণবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[শোকপরিত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্যোপদেশদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোঽমৃতসমৈর্বাক্যৈর্হ্লাদয়ন্ পুরুষর্ষভম্ ।
বৈচিত্রবীর্য্যং বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ নিবোধ তৎ ॥ ১

বিদুর উবাচ ।

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে ধারয়াত্মানমাত্মনা
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥ ৩
যদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ যমঃ কর্ষতি ভারত
তৎ কিং ন যোৎস্যন্তি হি তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ৪
অযুধ্যমানো ম্রিয়তে যুধ্যমানশ্চ জীবতি ।
কালং প্রাপ্য মহারাজ ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে ॥ ৫
অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত
অভাবনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা । ৬
ন শোচন্ মৃতমেতি ন শোচন্ ম্রিয়তে নরঃ ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুশোচসি ॥ ৭
কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্বাণি বিবিধান্যুত
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৮
যথা বায়ুস্তৃণাগ্রাণি সংবর্ত্তয়তি সর্বশঃ ।
তথা কালবশং যান্তি ভূতানি ভরতর্ষভ ॥ ৯
একমার্গপ্রয়াতানাং সর্বেষাং তত্র গামিনাম্ ।
যস্য কালঃ প্রয়াতাগ্রে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১০
ন চাপোতান্ হতান্ যুদ্ধে রাজন্ শোচিতুমর্হসি ।
প্রমাণং যদি শাস্ত্রাণি গতাস্তে পরমাং গতিম্ ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শোকপরিত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর বিদুর পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ অমৃততুল্য মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা আহ্লাদিত করিতে করিতে সেখানে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা শ্রবণ কর। ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আপনি ধরাতলে পতিত আছেন কেন? আপনি উঠুন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে স্থির করুন। হে লোকেশ্বর! সকল প্রাণীর ইহাই অন্তিম গতি ॥ ২

সমস্ত সংগ্রহের শেষ তাহার বিনাশেই হইয়া থাকে, ঔন্নতির অন্ত পতনেই হয়, সকল সংযোগের অন্ত বিয়োগেই হইয়া থাকে এবং জীবনেরও শেষ মৃত্যুতেই ॥ ৩

হে ভারত! হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যখন শৌর্য্যশালী বীর ও ভীরু ব্যক্তি উভয়কেই যমরাজ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, তখন এই ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিবেন না কেন? ৪

মহারাজ! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে না, সেও মরিবে এবং যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে, সেও জীবিত থাকে। কালকে পাইয়া কেহ তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না ॥ ৫

যত প্রাণী আছে, তাহারা জন্মের পূর্ব্বে এখানে ব্যক্ত ছিল না। ইহারা মধ্যেই ব্যক্ত হইয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্তে পুনরায় তাহাদের অভাব (অব্যক্তরূপে অবস্থান)-ই হইবে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য দুঃখ শোক করিয়া কি হইবে? ৬

শোককারী মানুষ মৃত ব্যক্তির সহিত যাইতে পারে না এবং মরিতেও পারে না। যখন জগতে এরূপই স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কাহার জন্য শোক করিতেছেন? ৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! কাল নানাপ্রকার সমস্ত প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কালের কেহই প্রিয়ও নহে এবং কেহ দ্বেষের পাত্রও নহে ॥ ৮

ভরতপ্রধান! যেরূপ বায়ু তৃণসকলকে চারিদিকে উড়াইতে থাকে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই কালের বশীভূত হইয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে ॥ ৯

যাহারা এক পথে সংসার যাত্রায় আসিয়াছে, তাহাদের সকলকেই একদিন সেখানে (পরলোকে) যাইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে, সে অগ্রে গমন করে। এরূপ অবস্থায় কাহারও জন্য শোক করা উচিত নহে ॥ ১০

রাজন্! যুদ্ধে নিহত এই বীরগণের জন্য আপনার শোক করা উচিত হইবে না। যদি আপনি শাস্ত্রের প্রমাণ মানিয়া থাকেন, তবে নিশ্চিতই তাঁহারা সকলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১১

সর্বে স্বাধ্যায়বন্তো হি সর্বে চ চরিতব্রতাঃ।
সর্বে চাভিমুখাঃ ক্ষীণাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১১
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনস্তাদর্শনং গতাঃ।
নৈতে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা ॥১৩
হতোঽপি লভতে স্বর্গং হত্বা চ লভতে যশঃ।
উভয়ং নো বহুগুণং নাস্তি নিষ্ফলতা রণে ॥ ১৪
তেষাং কামদুঘাল্লোকানিন্দ্রঃ সঙ্কল্পয়িষ্যতি।
ইন্দ্রস্যাতিথয়ো হ্যেতে ভবিষ্যন্তি ভরতর্ষভ ॥ ১৫
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভির্ন তপোভির্ন বিদ্যয়া।
স্বর্গং যান্তি তথা মর্ত্যা যথা শূরা রণে হতাঃ ॥ ১৬
শরীরাগ্নিষু শূরাণাং জুহ্বতে শরাহুতীঃ।
দুরমানান্ শরাংশ্চৈব সেহুস্তেঽখিলো মিষঃ ॥১৭
এবং রাজংস্তবাচক্ষে স্বর্গ্যং পন্থানমুত্তমম্।

এই সব বীর বেদসকলের স্বাধ্যায় করিয়াছিলেন, সকলেই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিয়াছিলেন এবং সকলে যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বীর-গতি লাভ করিয়াছেন অতএব ইহাদের জন্য শোক করা কর্তব্য নহে ॥ ১২

ইহারা অদৃশ্য জগৎ হইতে আসিয়াছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই পুনরায় চলিয়া গিয়াছেন। ইহারা আপনার ছিলেন না এবং আপনিও ইহাদের ছিলেন না, সুতরাং এখন শোক করিবার কি আছে? ১৩

যুদ্ধে যিনি নিহত হন, তিনি স্বর্গলোক লাভ করেন এবং যিনি শত্রুকে বধ করেন, তিনি যশ প্রাপ্ত হন। এই উভয় অবস্থাতেই আমাদের পক্ষে অতিশয় লাভজনক হইয়াছে। যুদ্ধে নিষ্ফলতা নাই ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্র এই সব বীরযুদ্ধের জন্য ইচ্ছানুসারে ভোগপ্রদানকারী লোকসকলের ব্যবস্থা করিবেন কারণ ইহারা সকলেই ইন্দ্রেরই অতিথি ॥ ১৫

যুদ্ধে নিহত বীরবর যেভাবে অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন, সেরূপ অনায়াসে অপর মনুষ্যগণ প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাসকলের দ্বারা গমন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১৬

সৌর্যশালী বীরগণের দেহরূপ অগ্নিতে তাঁহারা বাণরূপী আহুতিসকল প্রদান করিয়াছেন এবং এই তেজস্বী বীরগণ পরস্পর দেহাগ্নিতে কৃত হোমরূপ বাণসমূহ সহ্য করিয়াছেন ॥ ১৭

ন যুদ্ধাদধিকঃ কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্যেহ বিদ্যতে ॥ ১
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ
আসিযঃ পরমাঃ প্রাপ্তা ন শোচ্যাঃ সর্ব এব হি ॥১৯
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য মা শুচঃ পুরুষর্ষভ।
নাস্তি শোকাভিভূতস্য কার্যমুৎসাদনং হি তৎ ॥ ২০
মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ২১
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২২
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ পুরুষসত্তম।
ন মধ্যস্থঃ কচিৎকালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি ॥ ২৩
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ২৪

হোন। সেইজন্য আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ জগতে যুদ্ধযুদ্ধ অপেক্ষা অধিক অপর কোন স্বর্গপ্রাপ্তি-কারক উত্তম পথ নাই ॥ ১৮

এই সব মহাত্মা বীর ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে শোভা পাইয়া থাকেন; অতএব ইহারা নিজ নিজ কর্মফলানুসারে উত্তমলোক লাভ করিয়াছেন ইহাদের জন্য কোনরূপ শোকপ্রকাশ করাই উচিত নহে ॥ ১৯

পুরুষপ্রবর! আপনি স্বয়ংই নিজ মনকে সান্ত্বনা দান করুন শোক পরিত্যাগ করুন আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনার নিজেকে নিজে দেহত্যাগ করা উচিত হইবে না ॥ ২০

আমরা বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করত সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের অনুভব করিয়াছি, কিন্তু আজ তাহারা কাহার এবং আমরা তাহাদের মধ্যেই বা কাহার? ২১

শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং ভয়েরও শত শত স্থান আছে। তাহারা প্রতিদিন মূর্খ ব্যক্তিদেরই উপর নিজের প্রভাব দেখাইয়া থাকে; বিদ্বান্ পুরুষের উপর নহে ॥ ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের কাহারও সহিত প্রেম নাই, কাহারও প্রতি শত্রুতাও নাই এবং কাহারও সহিত নিরপেক্ষ ভাবও নাই। কাল সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

কালই প্রাণীদিগকে পাক করেন, কালই প্রজাগণকে সংহার করেন এবং কালই সকলে নিদ্রিত হইলেও জাগরিত থাকেন। এই কালকে উল্লঙ্ঘন করা অতিশয় কঠিন ॥ ২৪

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেদেষু ন পণ্ডিতঃ ॥ ২৫
ন জ্ঞানপণ্ডিতং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হসি।
অপাকাবেন বুদ্ধ্যেত তচ্চাসা ন নিবর্ততে ॥ ২৬
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেৎ পরাক্রমম্।
তৈমজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ ॥ ২৭
চিন্ত্যমানং হি ন যোতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ ॥ ২৮
মানুষা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ
নার্থো ন ধর্মো ন সুখং যস্যৈতদনুশোচসি ॥ ২৯
ন চ নাপৈতি কার্যার্থাৎ ত্রিবর্গাচ্চৈব হীয়তে।
অস্থানস্থাং মনাবস্থাং প্রাপ্য বৈশেষিকীং নরাঃ ॥ ৩০
অসন্তুষ্টাঃ প্রমুহ্যন্তি সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥ ৩১
শয়ানং চানুশেতে হি তিষ্ঠন্তং চানুতিষ্ঠতি।
অনুধাবতি ধাবন্তং কর্ম পূর্বকৃতং নরম্ ॥ ৩২
যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎ ফলং সমুপাশ্নুতে ॥ ৩৩
যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তৎ ফলং সমুপাশ্নুতে ॥ ৩৪
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপকৃতস্য চ ॥ ৩৫
শুভেন কর্মণা সৌম্যাং দুঃখং পাপেন কর্মণা।
কৃতং ভবতি সর্বত্র নাকৃতং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৬
ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসংগ্রহ, আরোগ্য এবং প্রিয় জনগণের সহিত একত্রে বাস—এ সমস্তই অনিত্য; অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহাতে কখনও আসক্ত হন্ না।২৫

যে দুঃখ সমস্ত দেহের উপর পতিত হইয়াছে, তাহার জন্য আপনার একাকী শোক করা উচিত নয়। শোক করিতে করিতে কেহ মরিয়া যাইলেও তাহার শোক দূরীভূত হয় না। ২৬

যদি নিজের মধ্যে পরাক্রম থাকে, তবে শোক করিতে করিতে শোকের কারণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে। দুঃখকে দূর করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহাই যে, তাহার চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে, চিন্তা করিলে দুঃখ কমিয়া যায় না, পরন্তু আরও বাড়িয়া যায়। ২৭।

বুদ্ধিমান্ মানুষ অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগে মানসিক দুঃখসমূহে অভিভূত হইতে থাকে। ২৮।

আপনি যে এই শোক করিতেছেন, ইহা অর্থের সাধকও নহে এবং ধর্ম ও সুখের সাধক নহে। ইহার দ্বারা মানুষ নিজ কর্তব্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ হইতেও বঞ্চিত হইয়া থাকে। ২৯।

মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া অল্পবুদ্ধি মানুষ মোহিত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্বদা সন্তুষ্টই থাকেন। ৩০।

মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—মানসিক দুঃখকে বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা এবং শারীরিক কষ্টকে ঔষধসমূহের দ্বারা দূরীভূত করা, ইহাই বিজ্ঞানের শক্তি। তাহাদের বালকগণের ন্যায় অবিবেক পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত নহে।

মানুষের পূর্বকৃত কর্ম তাহার শয়নের সহিত শয়ন করে, উত্থিত হইলে উত্থিত হয় এবং ধাবিত হইলে তাহার সহিত ধাবিত হয়। ৩২

মানুষ যে যে অবস্থায় যে যে শুভ বা অশুভ কর্ম করিয়া থাকে, সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলও লাভ করে। ৩৩

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে যে কর্ম করিয়া থাকে, অপর জন্মে সে সেই সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করে। ৩৪

মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। নিজেই নিজের শুভ ও অশুভ কর্মের সাক্ষী। ৩৫

শুভ কর্মের দ্বারা সুখলাভ হয় এবং পাপকর্মের দ্বারা দুঃখ লাভ হয়; সর্বত্র কৃত কর্মেরই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, কোথাও অকৃত কর্মের ফললাভ হয় না। ৩৬

আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ বিনাশকর বহুবিধ শোকযুক্ত এবং মূলঘাতী দেহেরও নাশকারী বুদ্ধিবিরুদ্ধ কর্মফলে কখনও আসক্ত হন্ না। ৩৭

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শ্রীমজ্জাহ্নবীগর্ভ জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দেহসন্নিভাতাং বর্ণয়তা বিদুরেণ শোকং ত্যক্তুং ধৃতরাষ্ট্রায়োপদেশঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

সুভাষিতৈর্মহাপ্রাজ্ঞ শোকোঽয়ং বিগতো মম।
ভূয় এব তু বাক্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
অনিষ্টানাঞ্চ সংসর্গাদিষ্টানাঞ্চ বিসর্জনাৎ
কথং হি মানবৈর্দুঃখৈঃ প্রমুচ্যন্তে তু পণ্ডিতাঃ ॥ ২

বিদুর উবাচ।

যতো যতো মনো দুঃখাৎ সুখাদ্ বা বিপ্রমুচ্যতে।
ততস্ততো নিবর্তেত তাভ্যাং বিদ্বান্ হি বুদ্ধিমান্ ॥ ৩
অশাশ্বতমিদং সর্বং চিন্ত্যমানং নরর্ষভ।
কদলীসন্নিভো লোকঃ সারো যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪
যদা প্রাজ্ঞাশ্চ মূঢ়াশ্চ ধনবন্তোঽথ নির্ধনাঃ।
সর্বে নিধনমাপন্নাঃ প্রাপ্য স্বপন্তি বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫
নিত্যাঃ সৈরন্ধ্রিভূতিভৈর্গাত্রৈঃ স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ।
কিং বিশেষঃ প্রপশ্যন্তি তত্র তেষাং পরে জনাঃ ॥ ৬
যেন প্রস্তাবমচ্ছেয়ুঃ কুলরূপবিশেষণম্।
কস্মাদন্যোন্যমিচ্ছন্তি বিপ্রলব্ধধিয়ো নরাঃ ॥ ৭
গৃহাণীব হি মর্ত্যানামাহুর্দেহানি পণ্ডিতাঃ।
কালেন বিনিযুজ্যন্তে সদ্যমেকঃ তু শাশ্বতম্ ॥ ৮
যথা জীর্ণমজীর্ণং বা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা তু পূরুষঃ।
অন্যন্ নবোচয়তে বস্ত্রমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্ ॥ ৯
বৈচিত্রবীর্য্য প্রাপ্যং হি দুঃখং বা যদি বা সুখম্।
প্রাপ্নুবন্তীহ ভূতানি স্বকৃতেনৈব কর্মণা ॥ ১০
কর্মণা প্রাপ্যতে স্বর্গঃ সুখং দুঃখঞ্চ ভারত।
ততো বহতি তং ভাবমবশঃ স্বয়শোঽপি বা ॥ ১১
যথা চ মৃন্ময়ঃ ভাণ্ডঃ চক্রারূঢ়ঃ বিপদ্যতে।
কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণঃ বা কৃতমাত্রমথাপি বা ॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায়।

[দেহের অনিত্যতার কথা বলিতে বলিতে বিদুর কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে শোকত্যাগ করিতে উপদেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদুর! তোমার উত্তম বাক্য শ্রবণ করত আমার এই শোক দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি তোমার এই তত্ত্বসমন্বিত বাক্য আরও শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

বিদ্বান্ পুরুষগণ অনিষ্টের সংযোগ এবং ইষ্টের বিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিভাবে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন? ২

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! বিদ্বান্ পুরুষ যে যে উপায় অবলম্বন করিলে মন দুঃখ অথবা সুখ হইতে মুক্ত হয়, সেই সেই বিষয়ে নিয়ত পূর্বক মনঃসংযোগ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন্ ॥ ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিচার করিলে পর এই সম্পূর্ণ জগৎ অনিত্যই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সমস্ত বিশ্ব কদলীবৃক্ষতুল্য সারহীন, ইহাতে সার বলিয়া কিছুই নাই ॥ ৪

যখন বিদ্বান্ মূর্খ, ধনবান্ নির্ধন সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া শ্মশানে শয়ন করে, তখন তাহাদের মাংসহীন, নাড়ীসমূহে বদ্ধ এবং অস্থিবহুল অসার কঙ্কাল দেখিয়া অপর কোন ব্যক্তি কি এরূপ কোন পার্থক্য দেখিতে পায়, যাহাতে সে তাহাদের কুল ও রূপের বিশেষত্ব বুঝিতে পারে, তথাপি তাহারা কেন পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে? এজন্য বুঝিতে হইবে তাহাদের বুদ্ধি প্রতারিত হইয়াছে ॥ ৫-৭

বিদ্বান্ পুরুষগণ মরণধর্মা মানুষদের শরীরকে গৃহতুল্য বলিয়া থাকেন, কারণ, সময় আসিলে এই শরীর নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উহার মধ্যে একমাত্র সনাতন আত্মা বিদ্যমান থাকেন, তিনি নিত্য—নাশবুদ্ধিরহিত চিরকালস্থায়ী ॥ ৮

যেরূপ মানুষ নূতন বা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করিবার বাসনা করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহধারীদিগের শরীর তাহাদের দ্বারা সময় আসিলে ত্যক্ত ও অপর দেহ গৃহীত হয় ॥ ৯

বিচিত্রবীর্য্যানন্দন! যদি দুঃখ বা সুখ প্রাপ্যই হয়, তবে প্রাণিগণ উহা নিজ নিজ কর্মানুসারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০

হে ভারত! কর্মানুসারেই পরলোকে স্বর্গ ও নরক এবং ইহলোকে সুখ বা দুঃখলাভ হয়। তাহার পর মানুষ সেই সুখ ও দুঃখকে স্বাধীন বা পরাধীন হইয়া বহন করিতে থাকে ॥ ১১

যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্মাণ করিবার সময় কখনও চক্রের উপর আরোহণ করাইলেই নষ্ট হইয়া যায়, কখনও কিছু কিছু নির্মিত হইলে, কখনও পূর্ণ নির্মিত হইলে, কখনও ছিদ্র করিবার

ছিন্নঃ বাপাবরোপ্যন্তমবতীর্ণমথাপি বা।
আর্দ্রঃ বাপাথবা শুষ্কঃ পচ্যমানমথাপি বা ॥ ১৩
উত্তার্যমাণমাপাকাদুদ্ধৃতঞ্চাপি ভারত।
অথবা পরিভুঞ্জানমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্ ॥ ১৪
গর্ভস্থো বা প্রসূতো বাপাথ বা দিবসান্তরঃ।
অর্ধমাসগতো বাপি মাসমাত্রগতোঽপি বা ॥
সংবৎসরগতো বাপি দ্বিসংবৎসর এব বা।
যৌবনস্থোঽথ মধ্যস্থো বৃদ্ধো বাপি বিপদ্যতে
প্রাক্তমভিস্তু ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুতপ্যসে ॥ ১৭

সময়, কখনও চক্র হইতে নামাইবার সময়, কখনও নামাইবার পর, কখনও আর্দ্র (ভিজা) বা শুষ্ক অবস্থায়, কখনও পক্ক হইবার সময়, কখনও পাকস্থান হইতে নামাইবার সময়, কখনও পাকস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার সময়ে এবং কখনও উহা ব্যবহারের সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ দেহধারীদিগের দেহেরও এই অবস্থাই হয়। ১২-১৪

কখনও গর্ভে অবস্থানের সময়, কখনও জন্মের পর, কখনও কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর, কখনও পনের দিন, কখনও একমাস এবং কখনও এক-দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর, কখনও যুবাবস্থায়, কখনও মধ্যাবস্থায় অথবা কখনও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে পর মৃত্যু হয়। ১৫-১৬

যথা তু সলিলঃ রাজন্ ক্রীড়ার্থমুপসর্পতাম্
উন্মজ্জেচ্চ নিমজ্জেচ্চ কিঞ্চিৎ সন্তঃ নরাধিপ ॥ ১৮
এবং সংসারগহনে উন্মজ্জন নিমজ্জনে।
কর্মভোগেন বধ্যন্তে ক্লিশ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৯
যে তু প্রাজ্ঞাঃ স্থিতাঃ সত্ত্বে সংসারেঽস্মিন্ হিতৈষিণঃ।
সমাগমজ্ঞা ভূতানাং তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

প্রাণিগণ পূর্বকর্মের ফলানুসারেই এই জগতে অবস্থান করে এবং অবস্থান করে না। অথবা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে। যখন লোকের এরূপ স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কেন শোক করিতেছেন ? ১৭

রাজন্ ! নরেশ্বর ! যেরূপ ক্রীড়ার জন্য জলে সন্তরণ করিবার সময় কোন প্রাণী কখনও নিমগ্ন হয় এবং কখনও উপরে উঠিয়া আসে, সেইরূপ এই অগাধ-সমুদ্রে জীবগণের মজ্জন ও উহে আগমনে (জন্ম ও জন্মগ্রহণে) নিরত থাকে, মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণ এস্থানে কর্মভোগের দ্বারা বদ্ধ ও ক্লিষ্ট প্রাপ্ত হয়। ১৮-১৯

যে সকল বুদ্ধিমান্ মানুষ এ জগতে সত্ত্বগুণে যুক্ত, সকলের হিতকারী ও প্রাণিগণের গমনাগমনে অভিজ্ঞ, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন্। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখময়-সংসারস্য স্বরূপবর্ণনম্, ততো মুক্তিলাভস্যোপায়কথনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

কথং সংসারগহনং বিজ্ঞেয়ং বদতাং বর।
এতদিচ্ছামহং শ্রোতুং তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥ ১

বিদুর উবাচ।

গুপ্তপ্রভৃতি ভূতানাং ক্রিয়া সর্বোপলক্ষ্যতে।
পূর্বমেবেহ কলিলে বসতে কিঞ্চিদন্তরম্ ॥ ২

ততঃ স পঞ্চমেঽভীতে মাসে বাসমকল্পয়ৎ।
ততঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো গর্ভো বৈ স তু জায়তে ॥ ৩

অমেধ্যমধ্যে বসতি মাংসশোণিতলেপনে।
ততস্তু বায়ুবেগেন ঊর্ধ্বপাদো ভবঃশিরাঃ ॥ ৪

যোনিদ্বারমুপাগম্য বহূন্ ক্লেশান্ সমশ্নুতে
যোনিসম্পীড়নাচ্চৈব পূর্বকর্মভিরর্দিতঃ ॥ ৫

তস্মাদ্যুক্তঃ স সংসারাদ্ভ্রান্ পশ্যত্যুপদ্রবান্।
গ্রহাস্তমনুগচ্ছন্তি সারমেয়া ইবামিষম্ ॥ ৬

ততঃ প্রাপ্তোত্তরে কালে ব্যাধয়শ্চাপি তং তথা।
উপসর্পন্তি জীবন্তং বধ্যমানং স্বকর্মভিঃ ॥ ৭

তং বন্ধমিন্দ্রিয়ৈঃ পাশৈঃ সঙ্গবান্ধবসংবৃতম্
বাসয়ন্ত্যপি বর্তন্তে বিবিধানি নরাধিপ ॥ ৮

বধ্যমানশ্চ তৈর্ভূয়ো নৈব তৃপ্তিমুপৈতি সঃ
তদা নাবৈতি চৈবায়ং প্রকুর্বন্ সাধ্বসাধু বা ॥ ৯

তাঁশ্চৈব পরিরক্ষন্তি যে ধ্যানপরিনিষ্ঠিতাঃ।
অয়ং ন বুধ্যতে তাবদ্ যমলোকমথাগতম্ ॥ ১০

চতুর্থ অধ্যায়।

[দুঃখময় সংসারের স্বরূপ বর্ণন এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিদুর! এই গহন সংসারের স্বরূপজ্ঞান কিভাবে হয়? আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রশ্ন অনুসারে তুমি এ বিষয় যথার্থরূপে বর্ণনা কর। ১

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! যখন হইতে গর্ভাশয়ে বীর্য ও রক্তের সংযোগ হয়, সেই সময় হইতেই জীবসম্পর্কে গর্ভবৃদ্ধিরূপ সকল ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়।* আরম্ভ সময়ে জীব কলিল (বীর্য ও রক্তের সংযোগ) রূপে থাকে, তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হইলে পর উহা চৈতন্যরূপে প্রকটিত হইয়া পিণ্ডাকারে বাস করে। ইহার পর এই গর্ভস্থ পিণ্ড সর্বাঙ্গ পূর্ণ হয়। ২-৩

এই সময় উহাকে মাংস ও রুধিরে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত অপবিত্র গর্ভাশয়ে অবস্থান করিতে হয়। তারপর বায়ুর বেগে উহার পদ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে এবং মস্তক নিম্নভাগে থাকে। ৪

এরূপ অবস্থায় যোনিদ্বারসমীপে উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়। তারপর পূর্বকর্মসমূহে সংযুক্ত এই জীব যোনিপথে পীড়িত হইয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করত বহির্গত হয় এবং সংসারে আসিয়া অন্যান্য নানাপ্রকারের উপদ্রবের সম্মুখীন হয়। যেরূপ কুক্কুর মাংসের দিকে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ বালগ্রহগণ শিশুর পশ্চাদ্গামী হয়। ৫-৬

তদনন্তর যত যত সময় অতিবাহিত হইবে, তত তত নিজ কর্মসমূহে আবদ্ধ জীবকে জীবিত অবস্থাতেই নব নব ব্যাধিসকল আক্রমণ করে। ৭

হে নরাধিপ! তারপর আসক্তিবশতঃ যাহার মধ্যে যাহার প্রতীতি হইবে, সেই সব বিষয়ে পরিবৃত ও ইন্দ্রিয়রূপ পাশসকলে বদ্ধ সেই সংসারী জীবকে নানাপ্রকার সঙ্কট পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে। ৮

ইহাদের দ্বারা বদ্ধ হইলে পর পুনরায় সেই জীব কখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সে সৎ অসৎ কর্মসকল করিয়াও তাহাদের বিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারে না। ৯

যাঁহারা ভগবানের ধ্যানে সংলগ্ন থাকেন, তাঁহারাই শাস্ত্রানুসারে গমন করত নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। সাধারণ জীব ত' নিজের সম্মুখে আগত যমলোককেও বুঝিতে সমর্থ হয় না। ১০

---

* "একরাত্রোষিতং কলিলং ভবতি পঞ্চরাত্রাদ্ বুদ্বুদঃ"। এক রাত্রিতে রজ ও বীর্য মিলিত হইয়া 'কলিল'রূপে এবং পাঁচ রাত্রিতে উহা 'বুদ্বুদ' আকারে পরিণত হয়। ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে গর্ভের বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

যমদূতৈর্বিকৃষ্যংশ্চ মৃত্যুঃ কালেন চোদিতঃ
বাগ্‌যন্ত্রিতস্য চ যত্মাত্রমিষ্টানিষ্টং কৃতং মুখে
ভূয় এবাত্মনাত্মানং বধ্যমানমুপেক্ষতে ॥ ১১
অহো বিনিকৃতো লোকে লোভেন চ বশীকৃতঃ
লোভক্রোধভয়োদ্বিগ্নো নাত্মানমববুধ্যতে ॥ ১২
কুলীনত্বে চ রমতে দুষ্কুলীনান্ বিগর্হয়ন্ ।
ধনদর্পেণ দৃপ্তশ্চ দরিদ্রান্ পরিকুৎসয়ন্ ॥ ১৩
মূর্খানিতি পরানাহ নাত্মানং সমবেক্ষতে ।
দোষান্ ক্ষিপতি চান্যেষাং নাত্মানং শান্তমিচ্ছতি ॥ ১৪
যদা প্রাজ্ঞাশ্চ মূর্খাশ্চ ধনবন্তশ্চ নির্ধনাঃ ।
কুলীনাশ্চাকুলীনাশ্চ মানমোহব্যপাশ্রয়াঃ ॥ ১৫
সর্বে পিতৃবনং প্রাপ্তাঃ স্বপন্তি বিগতত্বচঃ ।
নির্মাংসৈরস্থিভূয়িষ্ঠৈর্গাত্রৈঃ স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ ॥ ১৬
বিশেষং ন প্রপশ্যন্তি তত্র তেষাং পরে জনাঃ ।
যেন প্রত্যবগচ্ছেয়ুঃ কুলরূপবিশেষবৎ ॥ ১৭
যদা সর্বে সমং সুপ্তাঃ স্বপন্তি ধরণীতলে ।
কস্মাদন্যোন্যমিচ্ছন্তি প্রলব্ধুমিহ দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ যো নিশম্য শ্রুতিং স্মৃতিম্ ।
অস্মিন্ লোকে চরেদ্ধর্মমনুপালয়ন্ ।
ভদ্রপ্রকৃতি বর্তেত প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্ ॥ ১৯
এবং সর্বং বিদিত্বা বৈ যস্তত্ত্বমনুবর্ততে ।
স প্রমোক্ষায় লভতে পন্থানং মনুজেশ্বর ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলোককরণে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

তদনন্তর কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যমদূত তাহাকে দেহ হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তাহার মৃত্যুপ্রাপ্তি হয়। সেই সময় তাহার কিছু বলিবার থাকে না। তাহার যত শুভ ও অশুভ কর্ম আছে, সেই সব কর্ম সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। তদনুসারে নিজেকে নিজের দ্বারা পুনরায় দেহ-বন্ধনে বদ্ধ দেখিয়াও সে উপেক্ষা করিয়া থাকে—নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করে না। ১১

অহো! লোভের বশবর্তী হইয়া এই সমগ্র সংসার প্রতারিত হইতেছে। লোভ, ক্রোধ ও ভয়ে সে এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া যায় যে, সে নিজেকে নিজেও চিনিতে পারে না। ১২

যাহারা হীন কুলে উৎপন্ন, তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে কুলীন ব্যক্তিগণ নিজের কুলীনতার গর্ব করিয়া থাকে এবং ধনী ধনের দর্পে গর্বিত হইয়া দরিদ্রদিগকে নিন্দা করিতে থাকে। ১৩

ইহারা অন্য ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলে, কিন্তু নিজের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করে না। অপরের দোষসকলের সমালোচনা করে, কিন্তু নিজেকে সেই সব দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের মনকে বশীভূত রাখে না। ১৪

যখন জ্ঞানী ও মূর্খ, ধনবান্ ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন এবং মানী ও অমানী সকলেই মৃত্যুলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের ত্বক্ (চামড়া) নষ্ট হইয়া যায় এবং নাড়ীসমূহে বদ্ধ মাংসহীন অস্থিসকলে পূর্ণ তাহাদের নগ্ন দেহই সম্মুখে আসে, তখন সে স্থানে স্থিত অপর কোন ব্যক্তিই তাহাদের এরূপ কোন পার্থক্য দেখিতে পায় না, যাহাতে একের অপেক্ষা অন্যের কুল ও রূপে বৈশিষ্ট্য জানিতে সমর্থ হয়। ১৫-১৭

যখন মৃত্যুর পর শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সকলে সমানরূপেই ধরাতলে নিদ্রিত হয়, তখন সেই মূর্খ মানব এ সংসারে কেন পরস্পরকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে? ১৮

এই কণভঙ্গুর জগতে যে মানুষ এই বেদোক্ত উপদেশ সাক্ষাদ্‌ভাবে জানিয়া বা কাহারও দ্বারা শ্রুত হইয়া তদনুযায়ী নিরন্তর ধর্মপালন করিতে থাকেন, সেই মানুষই পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন্। ১৯

হে নরেশ্বর! যে ব্যক্তি এইভাবে সব কিছু জানিয়া তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তিনি মোক্ষ পর্যন্ত গমনের জন্য পথ প্রাপ্ত হন্। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শ্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(গহনবনস্য দৃষ্টান্তেন সংসারস্য ভয়ঙ্করস্বরূপবর্ণনম্ ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যদিদং হৃদয়গ্রহনং বুদ্ধ্যা সমনুগম্যতে ।
তন্মে বিস্তরতঃ সর্বং বুদ্ধিমার্গং প্রশংস মে ॥ ১

বিদুর উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা স্বয়ম্ভুবে ।
যথা সংসারগহনং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ২
কশ্চিন্নরস্তি কান্তারে বর্তমানো দ্বিজঃ কিল ।
মহদ্ দুর্গমনুপ্রাপ্তো বনং ক্রব্যাদসঙ্কুলম্ ৩
সিংহব্যাঘ্রগজক্ষৌ দ্বৈরতিঘোরৈঃ মহাস্বনৈঃ ।
পিশিতাশৈরভিতয়ৈর্মহোগ্রাকৃতিভিস্তথা ॥ ৪
সমন্তাৎ সংপরিক্ষিপ্তং যৎ স দৃষ্ট্বা ত্রসেদ্ যমঃ
তস্য দৃষ্ট্বা হৃদয়মুদ্বেগমগমৎ পরম্ ॥ ৫
অভ্যাজগ্মুশ্চ রোমাণি বৈ বিক্রিয়াশ্চ পরন্তপ ।

পঞ্চম অধ্যায়।

(গহনবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা সংসারের ভয়ঙ্কর স্বরূপের বর্ণন ।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! এই যে বুদ্ধির গূঢ়স্বরূপ, উহা বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়; অতএব তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিমার্গ বিস্তার পূর্বক বল। ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আমি স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করত সংসাররূপ গহন-বনের যেরূপ বর্ণনা করিব, যাহা মহর্ষিগণ কীর্তন করেন। ২

তাঁহারা বলেন—কোন এক বিশাল দুর্গম বনে কোন ব্রাহ্মণ যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি বনের অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হিংস্র জন্তুগণে পূর্ণ ছিল। ৩

উচ্চৈঃস্বরে গর্জনকারী সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও ভল্লুকসমূহ এই স্থানকে অতিশয় ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। ভীষণাকৃতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী প্রাণীরা সেই বনভাগের চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাহা দেখিয়া যমরাজও ভীত হন্। ৪;

শত্রুসূদন নরেশ! এই স্থান দর্শন করত ব্রাহ্মণের হৃদয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং মনে অন্য প্রকারের বিকার উৎপন্ন হইল। ৫;

স তদ্ বনং বাহুসহং সম্প্রধাবন্নিতস্ততঃ ॥ ৬
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ শরণং ক্ব ভবেদিতি ।
স তেষাং ছিদ্রমন্বিচ্ছন্ প্রক্রান্তো ভয়পীড়িতঃ ॥ ৭
ন চ নিষ্যাত বৈ দূরং ন বা তৈর্বিপ্রমোচ্যতে ।
অথাপশ্যদ্ বনং ঘোরং সমন্তাদ্ বাগুরাবৃতম্ ॥ ৮
বাহুভ্যাং সম্পরিক্ষিপ্তং স্ত্রিয়া পরমঘোরয়া ।
পঞ্চশীর্ষবরৈর্নাগৈঃ শৈলৈরিব সমুদ্যতৈঃ ॥ ৯
নভঃস্পৃশৈর্মহাবৃক্ষৈঃ পরিক্ষিপ্তং মহাবনম্ ।
বনমধ্যে চ তত্রাভূদুদপানঃ সমাবৃতঃ ॥ ১০
বল্লীভিস্তৃণগহ্বাভিদ্ চ্ছন্নাভিরভিসংবৃতঃ ।
পপাত স দ্বিজস্তত্র নিগূঢ়ে সলিলাশয়ে ॥ ১১
বিলগ্নশ্চাভবৎ তস্মিন্ লতাসন্তানসঙ্কুলে
পনসস্য যথা জাতঃ বৃন্তবন্ধঃ মহাফলম্ ॥ ১২

তিনি এই বন অনুসরণ করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন এবং এই ভাবিয়া চারিদিকেই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে, কোথায় আমি রক্ষা পাইবার স্থান পাইব? ৬;

তিনি সেই হিংস্র জন্তুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি সেখান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারিলেন না এবং তাহারা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করিল না। ৭;

এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, সেই ভয়ানক বন চারিদিকে জালের দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে এবং এক ভয়ঙ্করী স্ত্রী উহাকে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ৮;

পর্বততুল্য উচ্চ ও পঞ্চ মস্তকবিশিষ্ট সর্পগণ এবং বহু বহু আকাশচুম্বী বৃক্ষসমূহে এই বিশাল বন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ৯;

এই বনের মধ্যে একটি কূপ ছিল, যাহা তৃণবল্লে আবৃত সুদৃঢ় লতাসমূহের দ্বারা সর্বদিকে আচ্ছাদিত ছিল। ১০;

এই ব্রাহ্মণ সেই গুপ্ত কূপের মধ্যে পতিত হইলেন; কিন্তু লতাসমূহ থাকায় তিনি নিম্নে পতিত হইলেন না, উপরেই আটকে হইয়া (আটক) থাকিলেন। ১১;

যেরূপ কাঁঠালের বিশাল ফল বৃন্তে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলিতে

স তথা লম্বতে তত্র দুর্গে কূপনিবেশনে।
অথ তত্রাপি চাস্যোঽন্য দুর্যো জাত উপদ্রবঃ ॥ ১৩
কূপমধ্যে মহানাগমপশ্যত মহাবলম্।
কূপবীনাহবেলায়ামপশ্যত মহাগজম্ ॥ ১৪
ষড়্বক্ত্রং কৃষ্ণশুক্লঞ্চ দ্বিসন্ধিকপদচারিণম্
ক্রমেণ পরিসর্পন্তং বল্লীবৃক্ষসমাবৃতম্ ॥ ১৫
তস্য চাপি প্রশাখাসু বৃক্ষশাখাবলম্বিনঃ।
নানারূপা মধুকরা ঘোররূপা ভয়াবহাঃ ॥ ১৬
আসতে মধু সংবৃত্য পূর্বমেব নিকেতজাঃ।
দুর্যো দুর্যঃ সমাহন্তে মধূনি ভরতর্ষভ ॥ ১৭
স্বাদনীয়ানি ভূতানাং ধৈর্যালোপ বিঘ্নকৃন্তে।
তেষাং মধূনাং বহুধা ধারা প্রস্রবতে তদা ॥ ১৮
আলম্বমানঃ স পুমান্ ধারাং পিবতি সর্বদা।
ন চাস্য তৃষ্ণা বিরতা পিবমানস্য সঙ্কটে ॥ ১৯
অতীপ্সতি তদা নিত্যমতৃপ্তঃ স পুনঃ পুনঃ।
ন চাস্য জীবিতে রাজন্ নির্বেদঃ সমজায়ত ॥ ২০
তত্রৈব চ মনুষ্যস্য জীবিতাশা প্রতিষ্ঠিতা
কৃষ্ণাঃ শ্বেতাশ্চ তং বৃক্ষং কৃন্তন্ত্যস্য চ মূষিকাঃ ॥ ২১
ব্যালৈশ্চ বনদুর্গান্তে ক্রিয়া চ পরমোগ্রয়া।
কূপাবস্তাচ্চ নাগেন বীনাতে কুঞ্জরেণ চ ॥ ২২
বৃক্ষপ্রপাতাচ্চ ভয়ং মূষিকেভ্যশ্চ পঞ্চমম্
মধুলোভাদ্ধুতশ্চৈব ষষ্ঠমাহুর্মহদ্ ভয়ম্ ॥ ২৩
এবং স বসতে তত্র ক্ষিপ্তঃ সংসারসাগরে।
ন চৈব জীবিতাশায়াঃ নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ব্রাহ্মপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
পঞ্চমোঽধ্যায়: ॥ ৫

থাকে, সেইরূপ এই ব্রাহ্মণ উপরের দিকে পদদ্বয় ও নীচের দিকে মস্তক রাখিয়া (লতাসকলের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া) কূপমধ্যে ঝুলিতে লাগিলেন। ১২½

সেখানেও তাঁহার সম্মুখে অপর এক উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কূপমধ্যে এক মহাবল বিশালদেহ নাগকে বলিয়া থাকিতে দর্শন করিলেন এবং কূপের উপরে উটস্থলে মুখব্যাদের (পাটের) পার্শ্বে এক বিশাল হাতীকে অবস্থান করিতে দেখিলেন। এই হাতীর ছয়টা মুখ ছিল। উহার বর্ণ ছিল শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের এবং বারটি পদের দ্বারা গমনাগমন করিত। ১৩-১৫½

সে লতা ও বৃক্ষসমূহে পরিবৃত সেই কূপের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ যে বৃক্ষের শাখায় ঝুলিতে ছিলেন, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাসমূহে পূর্ব হইতেই মধুর চাকে উৎপন্ন অনেক রূপবিশিষ্ট, ঘোর ও ভয়ঙ্কর মধুমক্ষিকাগণ মধুর চাক পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট ছিল। ১৬-১৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণীদিগেরই স্বাদিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান সেই মধু, যাহার উপর বালক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই মক্ষিকাগণ বারংবার উহা পান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিল। ১৭½

সেই সময় এই মধুর অনেক ধারা সেখানে নিঃসৃত হইতেছিল এবং সেই লম্বমান পুরুষ নিরন্তর সেই মধুধারা পান করিতে ছিলেন। ১৮½

যদিও তিনি সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই মধু পান করিতে করিতে তাঁহার তৃষ্ণার শান্তি হইতেছিল না। তিনি সর্বদা অতৃপ্ত থাকিয়া বারংবার উহা পান করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। ১৯½

রাজন্! তাঁহার এই সঙ্কটপূর্ণ জীবনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল না। সেই মনুষ্যের মনে সেখানে ঐ অবস্থায় জীবিত থাকিয়া মধুপান করিবার আশা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ২০½

যে বৃক্ষের আশ্রয় লইয়া এই ব্রাহ্মণ ঝুলিতে ছিলেন, উহাকে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের মূষিকগণ নিরন্তর ছেদন করিতেছিল। শুনিয়াছি তা' এই বনের দুর্গম প্রদেশসমূহে বহু সর্পের ভয় ছিল, অপর ভয় হইল—দীর্ঘাঙ্গে স্থিত সেই ভয়ঙ্করী স্ত্রীর। তৃতীয় ভয় কূপের নিম্নে স্থিত নাগগণের, চতুর্থ ভয় কূপের মুখব্যাদের পার্শ্বেই অবস্থিত হস্তীর এবং পঞ্চম ভয় মূষিকগণ ছেদন করিয়া দিলে বৃক্ষপতনের। ইহা ব্যতীত মধুলোভে মধুমক্ষিকা সকলের দিক্ হইতে যে মহাভয় ছিল, উহাকে ষষ্ঠ ভয় বলিয়া বলা হইয়াছে। ২১-২৩

এইরূপে সংসার-সাগরে পতিত হইয়া মানুষ এতাদৃশ ভয়সমূহে পরিবৃত হইয়া বাস করে, তথাপি তাহার জীবনের আশা জাগরিত থাকে এবং তাহার মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না। ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ঔপরিপর্বগত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[সংসাররূপিণো বনস্য স্পষ্টীকরণম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অহো খলু মহদ্ দুঃখং কৃচ্ছ্রবাসশ্চ তদা ত্বয়ি ।
কথং তস্য রতিস্তত্র তুষ্টির্বা বদতাং বর ॥ ১
স দেশঃ ক তু যত্রাসৌ বসতে ধর্মসঙ্কটে ।
কথং বা স বিমুচ্যেত নরস্তস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব সাধু চেষ্টামহে তদা ।
কৃপা মে মহতী জাতা তস্যাভ্যুদ্ধরণেন হি ॥ ৩

বিদুর উবাচ ।

উপমানমিদং রাজন্ মোক্ষবিদ্ভিরুদাহৃতম্ ।
সুকৃতং বিদ্যতে যেন পরলোকেষু মানবঃ ॥ ৪
উচ্যতে যৎ তু কান্তারং মহাসংসার এব সঃ ।
বনং দুর্গং হি যচ্চৈতৎ সংসারগহনং হি তৎ ॥ ৫
যে চ তে কথিতা ব্যালা ব্যাধয়স্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
যা সা নারী বৃহৎকায়া অধ্যাতিষ্ঠত তত্র বৈ ॥ ৬
তামাহুর্জরাং প্রাজ্ঞা রূপবর্ণবিনাশিনীম্ ।
সন্তত্র কূপো নৃপতে স তু দেহঃ শরীরিণাম্ ॥ ৭
যস্তত্র বসতেঽধস্তান্মহাহিঃ কাল এব সঃ ।
অন্তকঃ সর্বভূতানাং দেহিনাং সর্বহার্থসৌ ॥ ৮
কূপমধ্যে চ যা জাতা বল্লী যস্যাং স মানবঃ ।
প্রতানে লম্বতে লগ্নো জীবিতাশা শরীরিণাম্ ॥ ৯
স যস্তু কূপবীনাহে তং বৃক্ষং পরিসর্পতি ।
ষড়্বক্ত্রঃ কুঞ্জরো রাজন্ স তু সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
মুখানি ঋতবো মাসাঃ পাদা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ ।
যে তু বৃক্ষং নিকৃন্তন্তি মূষিকাঃ সততোত্থিতাঃ ॥ ১১
রাত্র্যহানি তু তাঞ্ছাহুর্ভূতানাং পরিচিন্তকাঃ ।
যে তে মধুকরাস্তত্র কামান্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[সংসার রূপ বনের স্পষ্টীকরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,— বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর! ইহা ত' অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা যে, সেই ব্রাহ্মণের মহাদুঃখ লাভ হইতেছিল এবং বহু কষ্টে তিনি সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি কিরূপে তাঁহার মন সেস্থলে অনুরক্ত ছিল ও তাঁহার কিভাবে সন্তোষলাভ হইতেছিল? ১

কোথায় এই দেশ, যেখানে এই ব্রাহ্মণ এতাদৃশ ধর্মসঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন? এই সব মহাভয় হইতে সেই ব্রাহ্মণ কিভাবে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন? ২

এই সব বিষয় আমাকে বল; তাহা হইলে আমরা পূর্ণ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সে স্থান হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিব; কারণ, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার অতিশয় কৃপা জন্মিয়াছে। ৩

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা বুঝিয়া বৈরাগ্য ধারণ করত মানুষ পরলোকে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়। ৪

যে দুর্গম স্থান পূর্বে বলা হইয়াছে, উহাই হইল মহাসংসার। আর এই যে অগম্য বন, উহাই সংসারের গহন স্বরূপ। ৫

যে সব সর্পের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সব হইল নানাপ্রকার রোগ। সেই বনের দীর্ঘ ভাগে যে বিশালাঙ্গী নারী অবস্থিত রহিয়াছে, উহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ রূপ ও কান্তির বিনাশকারী বৃদ্ধাবস্থা বলা হইয়াছে। ৬-৭

হে নৃপতে! ঐ বনে যে কূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই দেহধারীদিগের দেহ। উহাতে নিম্নভাগে যে বিশাল নাগ বাস করিতেছে, উহাই হইল কাল। ইনিই সমস্ত প্রাণীর অন্তকারী ও দেহধারীদিগের সর্বস্বহরণকারী। ৭-৮

কূপের মধ্যভাগে যে লতা উৎপন্ন রহিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করত মানুষ ঝুলিতে থাকে, উহাই দেহধারিগণের আশা। ৯

রাজন্! কূপের মুখবন্ধের (পাটের) নিকট ছয়টি মুখবিশিষ্ট যে হাতী সেই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, উহাকে সংবৎসর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ১০

ছয়টি ঋতু উহার ছয়টি মুখ এবং বার মাস হইল উহার বারটি পদ। যে সব মূষিক সদা উত্থিত থাকিয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতেছিল, উহাদিগকে বিচারশীল জ্ঞানী পুরুষগণ প্রাণিসকলের দিন ও রাত্রি বলিয়াছেন। ১১

আরও যাহাদিগকে মধুমক্ষিকা (মৌমাছি) বলা হইয়াছে, এ সমস্তই হইল কামনা। যে বহুসংখ্যক ধারা মধুর ধারা নিঃসরণ

যান্ত্য তা বহুলো ধারাঃ স্রবন্তি মধুনিস্রবম্ ।
তাংস্তু কামরসান্ বিদ্বাদ্ গত্র মজ্জন্তি মানবাঃ ॥ ১৩
এবং সংসারচক্রস্য পরিবৃত্তিঃ বিদুর্বুধাঃ ।
যেন সংসারচক্রস্য পাশাংশ্ছিন্দন্তি বৈ বুধাঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শ্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

বিদ্বান্ পুরুষগণ এই সংসারচক্রের গতি জানেন, সেইজন্য তাঁহারা বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ইহার সকল বন্ধন ছেদন করেন । ১৪

করিতেছিল, এই সকলকে কামরস জানিতে হইবে, যেখানে সব মানুষই নিমগ্ন হইতেছে । ১২-১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শ্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সংসারচক্রস্য বর্ণনম্, রথ-রূপকেণ সংযম-জ্ঞানাদীনাং মুক্তেরুপায়ত্বেন নিরূপণঞ্চ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অহোঽভিহিতমাখ্যানং ভবতা তত্ত্বদর্শিনা ।
ভূয় এব তু মে হর্ষঃ শ্রুত্বা বাগমৃতং তব ॥ ১

বিদুর উবাচ ।

শৃণু ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি মার্গস্থৈস্তত্ত্ব বিস্তরম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যন্তে সংসারেভ্যো বিচক্ষণাঃ ॥ ২
যথা তু পুরুষো রাজন্ দীর্ঘমধ্বানমাশ্রিতঃ ।
ক্বচিৎ ক্বচিচ্ছ্রমাচ্ছ্রান্তঃ কুরুতে বাসমেব বা ॥ ৩
এবং সংসারপর্য্যায়ে গর্ভবাসেষু ভারত ।
কুর্বন্তি দুর্বুধা বাসং মুচ্যন্তে তত্র পণ্ডিতাঃ ॥ ৪

তস্মাদধ্বানমেবৈতমাহুঃ শাস্ত্রবিদো জনাঃ ।
গত্বা সংসারগহনং বনমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫
সোঽয়ং লোকসমাবর্তো মর্ত্যানাং ভরতর্ষভ ।
চরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ ন গৃধ্যেৎ তত্র পণ্ডিতঃ ॥ ৬
শরীরা মানসাশ্চৈব মর্ত্যানাং যে তু ব্যাধয়ঃ ।
প্রত্যক্ষাশ্চ পরোক্ষাশ্চ তে ব্যালাঃ কবিভা বুধৈঃ ॥ ৭
ক্লিশ্যমানাশ্চ তৈর্নিত্যং বার্ধ্যমাণাশ্চ ভারত ।
স্বকর্মভির্মহাব্যালৈর্নৌদ্বিজন্ত্যাত্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮
অথাপি তৈর্বিমুচ্যেত ব্যাধিভিঃ পুরুষো নৃপ ।
আবৃণোত্যেব তং পশ্চাজ্জরা রূপবিনাশিনী ॥ ৯

সপ্তম অধ্যায়

[সংসারচক্র বর্ণন এবং রথের রূপকের দ্বারা সংযম ও জ্ঞান প্রভৃতিকে মুক্তির উপায় বলিয়া নিরূপণ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর ! তুমি অদ্ভুত উপাখ্যান শুনাইলে । প্রকৃতপক্ষে তুমি তত্ত্বদর্শী । পুনরায় তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে । ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্ ! শ্রবণ করুন ! আমি পুনরায় বিস্তৃতভাবে সেই পথের কথা বর্ণনা করিতেছি, যাহা শ্রবণ করত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান্ । ২

হে রাজন্ ! যেরূপ কোন দীর্ঘ পথে গমনকারী পুরুষ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মধ্যে কোন কোন স্থানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে, সেইরূপ এই সংসারপথে গমনকারী অজ্ঞান মানুষ বিশ্রামের জন্য গর্ভে বাস করিয়া থাকে । ভারত ! কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যান । ৩-৪

সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ গর্ভবাসকে পথের ক্লান্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং গহন সংসারকে মনীষী পুরুষগণ বন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ইহাই মনুষ্যগণের এবং স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর বারম্বার যাতায়াতের স্থান সংসারচক্র । বিবেকী পুরুষ ইহাতে আসক্ত হইবেন না । ৬

মনুষ্যগণের যাহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধিসকল রহিয়াছে, ইহাদিগকে বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্প ও হিংস্র জীব বলিয়াছেন । ৭

হে ভারত ! স্বীয় কর্মরূপী এই মহাহিংস্রসত্ত্বগণের দ্বারা পীড়িত ও ক্ষত হইলেও মন্দবুদ্ধি মানবেরা সংসার হইতে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত হয় না । ৮

হে নৃপ ! যদি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও নানাবিধ গন্ধযুক্ত, মজ্জা এবং মাংসরূপী মহাপঙ্কে পূর্ণ এবং সর্বদিকে অবলম্বনশূন্য

শব্দরূপরসস্পর্শৈর্গন্ধৈশ্চ বিবিধৈরপি।
মজ্জামাংসমহাপঙ্কে নিরালম্বে সমস্তৃতঃ ॥১০
সংবৎসরাশ্চ মাসাশ্চ পক্ষাহোরাত্রসঞ্চয়ঃ।
ক্রমেণাস্যোপযুঞ্জন্তি রূপমায়ুস্তথৈব চ ॥ ১১
এতে কালস্য নিধয়ো নৈতান্ জানন্তি দুর্বুধাঃ
ধাত্রাভিলিখিতান্যাহুঃ সর্বভূতানি কর্মণা ॥ ১২
রথঃ শরীরং ভূতানাং সত্ত্বমাহুস্তু সারথিম্
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ কর্মবুদ্ধিস্তু রশ্ময়ঃ ॥ ১৩
তেষাং হয়ানাং যো বেগং ধাবতামনুধাবতি।
স তু সংসারচক্রেঽস্মিংশ্চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥ ১৪
যস্তান্ সংযচ্ছতে বুদ্ধ্যা সংযতো ন নিবর্ততে।
যে তু সংসারচক্রেঽস্মিংশ্চক্রবৎ পরিবর্তিতে ॥ ১৫
ভ্রমমাণা ন মুহ্যন্তি সংসারে ন ভ্রমন্তি তে।
সংসারে ভ্রমতাং রাজন্ দুঃখমেতদ্ধি জায়তে ॥ ১৬

তস্মাদস্য নিবৃত্ত্যর্থং যত্নমেবাচরেদ্ বুধঃ।
উপেক্ষা নাত্র কর্তব্যা শতশাখঃ প্রবর্ধতে ॥ ১৭
যতেন্দ্রিয়ো নরো রাজন্ ক্রোধ-লোভবিবর্জিতঃ
সন্তুষ্টঃ সত্যবাদী চ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১৮
যামমাহুর্রথং জ্ঞেয়ং মুহ্যন্তে যেন দুর্বুধাঃ।
স চৈতৎ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজন্ যৎ ত্বং প্রাপ্তো নরাধিপ ॥১৯
অন্যস্তর্মূলমেবৈতদ্ দুঃখং ভবতি মারিষ।
রাজ্ঞাশ্চ সুহৃদাশ্চ সুতনাশশ্চ ভারত ॥ ২০
সাধুঃ পরমদুঃখানাং দুঃখৈরেবমমাচরেৎ।
জ্ঞানৌষধমবাপ্যোহ দুরপারং মহৌষধম্।
ছিন্দ্যাদ্ দুঃখমহাব্যাধিং নরঃ সংযতমানসঃ ॥ ২১
ন বিক্রমো ন চাপার্থো ন মিত্রং ন সুহৃজ্জনঃ।
তথোন্মোচয়তে দুঃখাদ্ যথাত্মা স্থিরসংযমঃ ॥ ২২

এই দেহরূপী রূপে অবস্থিত হইলে এই দেহ ব্যাধি হইতে কোনরূপে মুক্ত হইয়া যাইলেও অন্যে রূপ-সৌন্দর্য বিনাশকারী বৃদ্ধাবস্থা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে। ৯-১০

বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন-রাত্রি ও সন্ধ্যাসকল ইহার রূপ এবং আয়ু ক্রমশঃ শোষণ করিতেই থাকে। এ সমস্তই কালের প্রতিনিধি। মূঢ় মানুষ ইহাদিগকে এইরূপে জানিতে পারে না। মনীষী পুরুষগণ বলেন,—বিধাতা সকল প্রাণীরই ললাটে স্ব স্ব কর্মানুসারে রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। (প্রারব্ধানুসারে তাহাদের আয়ু, সুখ-দুঃখ ভোগ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।) ১১-১২

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন,—প্রাণীদের দেহটি রথের তুল্য, সত্ত্ব (সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধি) সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও মন রশ্মি (লাগাম)। যে মানুষ স্বেচ্ছায় ধাবিত সেই অশ্বগণের বেগের অনুসরণ করে, সেই মানুষ এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। ১৩-১৪

কিন্তু যে ব্যক্তি সংযত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন, সেই ব্যক্তি এ-সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না। যে ব্যক্তি চক্রের ন্যায় প্রাণিগণ এই সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকিলেও মোহের বশীভূত হন না, তিনি পুনরায় এ সংসারে ফিরিয়া আসেন না। ১৫।

রাজন্! সংসারে ভ্রমণকারীরাই দুঃখ প্রাপ্ত হয়; অতএব বিজ্ঞ পুরুষ এই সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তির জন্য অবশ্যই যত্নপরায়ণ হইবেন। এ বিষয়ে কদাপি উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে; অন্যথায় এই সংসার শত শত শাখায় বিস্তৃত হইয়া অতিশয় বর্ধিত হইয়া উঠিবে। ১৬-১৭

রাজন্! যে মানুষ জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধ ও লোভহীন, সন্তুষ্ট এবং সত্যবাদী হন, তিনি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ১৮

হে রাজন্! এই সংসারকে যাহা (যমলোকপ্রাপক) রথ বলা হয়, যাহা দ্বারা মূর্খ মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া যায়; রাজন্ যে দুঃখ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রত্যেক অজ্ঞান পুরুষেরই ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ১৯

মাননীয় ভারত! যাহার তৃষ্ণা বর্ধিত হয়, তাহার রাজ্য, সুহৃদ্ ও পুত্রগণের নাশরূপ এই মহাদুঃখ লাভ হইয়া থাকে। ২০

সাধু পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানরূপী মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, যাহা পরম দুর্লভ। তিনি স্বীয় দুঃখরূপ মহাব্যাধিসকলের চিকিৎসা করিবেন। সেই জ্ঞানরূপী ওষধির দ্বারা দুঃখরূপ মহাব্যাধিকে নাশ করিবেন। ২১

পরাক্রম, ধন, মিত্র ও সুহৃদ্‌গণ সেইভাবে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না, যেরূপ দৃঢ়তা সহকারে সংযতমনাগণ নিজের মন দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে। ২২

তস্মাদ্মৈত্রং সমাস্থায় শীলবানপ্রমত্ত ভারত
দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রহ্মণো হয়াঃ ॥ ১৫
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্মিতো যো মানসে রথে।
তাক্ত্বা মৃত্যুভয়ং রাজন্ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দদাতি মহীপতে
স গচ্ছতি পরং স্থানং বিষ্ণোঃ পদমনাময়ম্ ॥ ১৫
ন তৎ ক্রতুশতেনেষ্ট্বা নোপবাসৈশ্চ নিত্যশঃ।
অভয়স্য চ দানেন যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ১৬
ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদ্ ভূতেষু নিশ্চিতম্।
অনিষ্টং সর্বভূতানাং মরণং নাম ভারত ॥ ১৭

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়া কার্যা বিপশ্চিতা
নানাযোনিসমাযুক্তা বুদ্ধিজালেন সংবৃতাঃ ॥ ১৮
অসূক্ষ্মদৃষ্টয়ো মগ্না ভ্রাম্যন্তে তত্র তত্র হ
সূক্ষ্মদৃষ্টয়ো রাজন্ ব্রজন্তি ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১৯
(এবং জ্ঞাত্বা মহাপ্রাজ্ঞ স ত্বেষামৌর্ধ্বদৈহিকম্।
কর্তুমর্হতি তেনৈব ফলং প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ৭ ॥

হে ভারত! সেইজন্য সকলের মৈত্রীভাব অবলম্বন করিয়া ক্ষমা (সংসহভাব) লাভ করিতে হইবে। ক্ষমা, ত্যাগ ও সাবধানতা এই তিনটিই পরমাত্মার যানে লইয়া যাইবার অশ্ব। যে মানব শীলরশ্মি (লাগামকে) ধারণ করত এই তিন অশ্বে যোজিত মনরূপ রথে আরোহণ করেন, তিনি মৃত্যুর ভয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন্। ১৩-১৪

হে মহীপতে! যিনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর অবিনাশী পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন। ১৫

অভয়দানে মানুষ যে ফল প্রাপ্ত হন্, তিনি উহা সহস্র সহস্র যজ্ঞ এবং প্রতিদিন উপবাস করিলেও লাভ করিতে পারেন না। ১৬

ভাতে। একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, প্রাণিগণের নিজ আত্মা হইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই সেইজন্য মৃত্যু কোন প্রাণীরই ভাল লাগে না অতএব বিদ্বান্ পুরুষের সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করা উচিত। ১৭½

যে মূঢ় মানুষ নানাপ্রকার মোহে নিমগ্ন আছে, যাহাকে বুদ্ধির জালের দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহার দৃষ্টি স্থূল, সেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে। ১৮½

রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ! অতি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষগণ সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। ইহা জানিয়া আপনি নিজের মৃত পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের ঔর্ধ্বদৈহিক সংস্কার করুন। ইহাতে আপনার উত্তম ফললাভ হইবে। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

["সংহার অবশ্যম্ভাবী আসীৎ" ইত্যুক্ত্বা ব্যাসদেবেন ধৃতরাষ্ট্রায় প্রবোধদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিদুরস্য তু তদ্ বাক্যং নিশম্য কুরুসত্তমঃ
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ ॥ ১
তং তথা পতিতং ভূমৌ নিঃসংজ্ঞং প্রেক্ষ্য বান্ধবাঃ
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষত্তা চ বিদুরস্তথা ॥ ২
সঞ্জয়ঃ সুহৃদশ্চাস্য যে চাস্য সমতাঃ
তলেন সুবর্ণীভেন তালবৃন্তৈশ্চ ভারত ॥ ৩
পস্পৃশুশ্চ করৈর্গাত্রং বীজমানাশ্চ ষড়্ভতঃ।
অন্বাসন্ সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রং তথাগতম্ ॥৪
অথ দীর্ঘস্য কালস্য লব্ধসংজ্ঞো মহীপতিঃ।
বিললাপ চিরং কালং পুত্রাদিভিরবপ্লুতঃ ॥
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং মানুষেষু পরিগ্রহে।
যতো মূলানি দুঃখানি সম্ভবন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
পুত্রনাশোঽর্থনাশে চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিনামথ।

অষ্টম অধ্যায়।

[সংহার অবশ্যম্ভাবী ছিল—এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বিদুরের এই বাক্য শ্রবণ করত কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ১

তাঁহাকে এইভাবে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত বান্ধবগণ, ব্যাসদেব, বিদুর, সঞ্জয়, সুহৃদ্‌বর্গ এবং বিষয়সম্বন্ধীয় যে সব ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা সকলে শীতল জল সিঞ্চন করত তালের পাখাদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরীরে উপর হাত বুলাইতে থাকিলেন। সেই অচৈতন্য অবস্থা হইতে ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় যত্নসহকারে চেতন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আবশ্যক কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ২-৪

তদনন্তর দীর্ঘকালের পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং তিনি পুত্রগণের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৫

তিনি বলিলেন,—এই মনুষ্য জন্ম ধিক্। ইহার পর বিবাহাদি করিয়া পরিবার বৃদ্ধি করা আরও নিন্দনীয়, কারণ, তাহাদের জন্য বারংবার নানাপ্রকার দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। ৬

প্রভো! পুত্র, ধন, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের নাশ হইলে পর বিষপান ও অগ্নিদাহের ন্যায় অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৭

এই দুঃখে সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়, বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং অসহ্য শোকে পীড়িত মানুষ নিজেই জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকেই অত্যুত্তম বলিয়া মনে করে। ৮

আজ ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে এই স্বজনগণের বিনাশরূপ মহাদুঃখ আমাকে লাভ করিতে হইল। এখন প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমি এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব না। ৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য আজই আমি প্রাণত্যাগ করিব। নিজের ব্রহ্মজ্ঞ পিতা মহাত্মা ব্যাসদেবকে এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। রাজন্! পুত্রগণের চিন্তা করিতে করিতে এই বৃদ্ধ নরেশ সেখানে নীরবে বসিয়া রহিলেন। ১০-১১

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত শক্তিশালী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুত্রগণের শোকে সন্তপ্ত নিজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন। ১২

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে

প্রাপ্যতে সুমহদ্ দুঃখং বিষাগ্নিপ্রতিমং বিভো ॥ ৭
যেন দহ্যন্তি গাত্রাণি যেন প্রজ্ঞা বিনশ্যতি।
যেনাভিভূতঃ পুরুষো মরণং বহু মন্যতে ॥ ৮
তদিদং ব্যসনং প্রাপ্তং ময়া ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ।
তস্মাদ্ত্বং নাধিগচ্ছামি শ্রুতে প্রাণবিমোক্ষণাৎ ॥ ৯
তথৈবাহং করিষ্যামি শ্বশ্চৈব দ্বিজসত্তম।
ইত্যুক্ত্বা তু মহাত্মানং পিতরং ব্রহ্মবিত্তমম্ ॥ ১০
ধৃতরাষ্ট্রোঽভবন্মূঢ়ঃ স শোকং পরমং গতঃ।
অভূচ্চ তূষ্ণীং রাজাসৌ ধ্যায়মানো মহীপতে ॥১১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ পুত্রং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্র মহাবাহো যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
শ্রুতবানসি মেধাবী ধর্মার্থকুশলঃ প্রভো ॥ ১৩

ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বেদিতব্যং পরন্তপ
অনিত্যতাং হি মর্ত্যানাং বিজানাসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
অধ্রুবে জীবলোকে চ স্থানে বা শাশ্বতে সতি
জীবিতে মরণান্তে চ কস্মাচ্ছোচসি ভারত। ১৫
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র বৈরস্যাস্য সমুদ্ভবঃ।
পুত্রং তে কারণং কৃত্বা কালযোগেন কারিতঃ ॥১৬
অবশ্যং ভবিতব্যে চ কুরূণাং বৈশসে নৃপ
কস্মাচ্ছোচসি তান্ শূরান্ গতান্ পরমিকাং গতিম্ ॥১৭
জানতা চ মহাবাহো বিদুরেণ মহাত্মনা।
যতিতং সর্বযত্নেন শমং প্রতি জনেশ্বর ১৮
ন চ দৈবকৃতো মার্গঃ শক্যো ভূতেন কেনচিৎ।
যত্নেতাপি চিরং কালং নিয়ন্তুমিতি মে মতিঃ ॥১৯
দেবতানাং হি যৎ কার্যং ময়া প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা ধৈর্যং ভবেৎ তব ॥২০

যাহা কিছু বলিব, উহা তুমি শ্রবণ কর। প্রভো! তুমি বেদশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, মেধাবী এবং ধর্ম ও অর্থ সাধনে নিপুণ। ১৩

শত্রুসন্তাপী নরেশ! জানিবার যোগ্য যে সব তত্ত্ব আছে, সেই সমস্তই তোমার অজ্ঞাত নয়। তুমি মানব-জীবনের অনিত্যতা ভালভাবেই জান, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৪

হে ভারত! যখন জীব-জগৎ অনিত্য, সনাতন পরম পদ নিত্য এবং এই জীবনের শেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন তুমি ইহার জন্য শোক করিতেছ কেন? ১৫

রাজেন্দ্র! তোমার পুত্রকে নিমিত্ত করিয়া কালের প্রেরণায় এই শত্রুতার উৎপত্তি ও তোমার সম্মুখেই হইয়াছিল। ১৬

হে নৃপ! যখন কৌরবগণের এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তখন পরমগতিপ্রাপ্ত সেই বীরগণের জন্য তুমি কেন শোক করিতেছ? ১৭

মহাবাহো নরেশ্বর! মহাত্মা বিদুর ইহার ভাবী পরিণাম জানিত, সেইজন্য সে নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া সন্ধির জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল। ১৮

আমার এই বিশ্বাস আছে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা করিলেও কোন প্রাণী দৈবের বিধানকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ১৯

দেবতাগণের যে কার্য আমি প্রত্যক্ষ নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, উহা আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহাতে তোমার মন স্থির হইয়া যাইবে। ২০

পুরাহং ত্বরিতো যাতঃ সভামৈন্দ্রীং ত্রিবিষ্টপম্।
অপশ্যং তত্র চ তদা সমবেতান্ দিবৌকসঃ ॥ ২১
নারদপ্রমুখাশ্চাপি সর্বে দেবর্ষয়োঽনঘ।
তত্র চাপি ময়া দৃষ্টা পৃথিবী পৃথিবীপতে ॥ ২২
কার্যার্থমুপসম্প্রাপ্তা দেবতানাং সমীপতঃ।
উপগম্য তদা ধাত্রী দেবানাহ সমাগতান্ ॥ ২৩
যৎ কার্যং মম যুষ্মাভির্ঋদ্ধ্যৈ সদনে তদা।
প্রতিজ্ঞাতং মহাভাগাস্তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥ ২৪
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ।
উবাচ বাক্যং প্রহসন্ পৃথিবীং দেবসংসদি ॥ ২৫
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং যস্তু জ্যেষ্ঠঃ শতস্য বৈ।
দুর্যোধন ইতি খ্যাতঃ স তে কার্যং করিষ্যতি ॥ ২৬
তঞ্চ প্রাপ্য মহীপালং কৃতকৃত্যা ভবিষ্যসি।
তস্যার্থে পৃথিবীপালাঃ কুরুক্ষেত্রং সমাগতাঃ ॥ ২৭

বহু পূর্বের কথা, একদিন আমি এস্থান হইতে ইন্দ্রের সভায় গিয়াছিলাম। সেখানে যাইলেও আমার কোন পরিশ্রম হয় নাই, কারণ, আমি এ সমস্ত জয় করিতে সমর্থ। সেখানে তখন আমি দেখিলাম যে, ইন্দ্রের সভায় সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়াছেন। ২১

অনঘ! সেখানে নারদাদি সকল দেবর্ষিগণও উপস্থিত ছিলেন। পৃথ্বীনাথ! আমি সেখানে এই পৃথিবী দেবীকেও দর্শন করিলাম, যিনি কোন উপলক্ষে সেখানে দেবগণের নিকটে গিয়াছিলেন। ২২

সেই সময় বিশ্বধারিণী পৃথিবী দেবী সেখানে সমবেত দেবতা-মণ্ডলীর নিকট গমন করত বলিলেন,—মহাভাগ দেবগণ! আপনারা সকলে সেদিন ব্রহ্মার সভায় আমার কার্যসিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উহা শীঘ্র পূর্ণ করুন। ২৩-২৪

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবসভায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক হাস্যসহকারে বলিলেন,—শুভে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে যে সর্বজ্যেষ্ঠ ও দুর্যোধন নামে বিখ্যাত হইবে, সে-ই তোমার কার্য সিদ্ধ করিবে। তাহাকে রাজারূপে পাইয়া তুমি কৃতার্থা হইয়া যাইবে। ২৫-২৬½

তাহার জন্যই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কুরুক্ষেত্রে একত্রে সমবেত হইবে ও সুদৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা পরস্পর প্রহার করত পরস্পরকে বধ করিবে। ২৭½

অন্যোন্যং যাতয়িষ্যন্তি দৃঢ়ং শস্ত্রৈঃ প্রহারিণঃ
ততস্তে ভবিতা ঘোরো ভারতা বুদ্ধি নাশনম্ ॥ ২৮
গচ্ছ ক্ষিপ্রং স্বকং স্থানং লোকান্ ধারয় শোভনে
য এষ তে সুতো রাজন্ লোকসংহারকারণাৎ ॥ ২৯
কলেরংশঃ সমুৎপন্নো গান্ধার্যাং জঠরে নৃপ।
অমর্ষী চপলশ্চাপি ক্রোধনো দুষ্প্রসাধনঃ ॥ ৩০
দৈবযোগাৎ সমুৎপন্না ভ্রাতরশ্চাস্য তাদৃশাঃ
শকুনিমাতুলশ্চৈব কর্ণশ্চ পরমঃ সখা ॥ ৩১
সমুৎপন্না বিনাশার্থং পৃথিব্যাঃ সহিতা নৃপাঃ।
যাদৃশো ভারতে রাজা তাদৃশোঽস্য জনো ভবেৎ ॥৩২
অধর্মো ধর্মতাং যাতি স্বামী চেদ্ ধার্মিকো ভবেৎ
স্বামিনো গুণ-দোষাভ্যাং ভৃত্যাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩
দুষ্টং রাজানমাসাদ্য গতাস্তে তনয়া নৃপ
এতন্মর্থং মহাবাহো নারদো বেদতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৪
আত্মাপরাধাৎ পুত্রাস্তে বিনষ্টাঃ পৃথিবীপতে।

যা তান্ শোচস্ব রাজেন্দ্র ন হি শোকেঽস্তি কারণম্ ॥৩৫
ন হি তে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চিদপরাধ্যন্তি ভারত।
পুত্রাস্তব দুরাত্মানো বৈরিণং ঘাতিতা মহী ॥ ৩৬
নারদেন চ ভদ্রং তে পূর্বমেব ন সংশয়ঃ
যুধিষ্ঠিরস্য সমিতৌ রাজসূয়ে নিবেদিতম্ ॥ ৩৭
পাণ্ডবাঃ কৌরবাঃ সর্বে সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ন ভবিষ্যন্তি কৌন্তেয় যৎ তে কৃত্যং তদাচর ॥ ৩৮
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তদাশোচস্ত পাণ্ডবাঃ
এবং তে সর্বমাখ্যাতং দেবগুহ্যং সনাতনম্ ॥ ৩৯
কথং তে শোকনাশঃ স্যাৎ প্রাণেষু চ দয়া প্রভো।
স্নেহশ্চ পাণ্ডুপুত্রেষু জ্ঞাত্বা দৈবকৃতং বিধিম্ ॥ ৪০
এষ চার্থো মহাবাহো পূর্বমেব ময়া শ্রুতঃ।
কথিতো ধর্মরাজস্য রাজসূয়ে ক্রতূত্তমে ॥ ৪১
যতিতং ধর্মপুত্রেণ ময়া শুশ্রূষে নিবেদিতে
অবিগ্রহে কৌরবাণাং দৈবং তু বলবত্তরম্ ॥ ৪২

চলি। এইভাবে সেই যুদ্ধে তোমার ভার নাশ হইয়া যাইবে। শোভনে! এখন তুমি পুনরায় নিজ গমন কর এবং পূর্ববৎ সমস্ত লোককে ধারণ কর ॥ ২৮॥

রাজন্! নরেশ্বর! এই যে তোমার পুত্র দুর্যোধন ছিল, সে সমস্ত জগৎকে সংহার করিবার জন্য মূর্তিমান্ অংশরূপে গান্ধারীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। সে অমর্ষশীল, ক্রোধী, চঞ্চল এবং কূট-নীতিতে কার্যসম্পন্ন করিতে কুশল ছিল ॥ ২৯-৩০

দৈবযোগে ইহার ভ্রাতারাও সেইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। মাতুল শকুনি ও পরম মিত্র কর্ণও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল ॥ ৩১

এই সব নরপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই একসঙ্গে ভূমণ্ডলে উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজা যেরূপ হয়, তাহার স্বজন ও সেবকগণও সেইরূপই হইয়া থাকে ॥ ৩২

যদি স্বামী ধার্মিক হয়, তবে তাহার অধার্মিক সেবকও ধার্মিক হইয়া যায়। সেবক স্বামীদের গুণদোষে যুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৩

মহাবাহু নরেশ্বর! দুষ্ট রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সকল পুত্র তাহার সহিত নষ্ট হইয়া গেল। এই বিষয়ে সব কিছুই তত্ত্বজ্ঞ নারদ জানেন ॥ ৩৪

পৃথিবীপতে! তোমার পুত্রগণ নিজেদেরই অপরাধে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! তাহাদের জন্য শোক করিও না; কারণ, শোক করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই ॥ ৩৫

ভারত! পাণ্ডবেরা তোমার অল্পও অপরাধ করে নাই। তোমার পুত্রগণ দুষ্ট ছিল, তাহারা এই ভূমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া দিল ॥ ৩৬

রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। রাজসূয়-যজ্ঞের সময় দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় নিঃসন্দেহে পূর্বে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইবে; কুন্তীনন্দন! অতএব তোমার পক্ষে যাহা অবশ্য কর্তব্য, উহা সম্পাদন কর ॥ ৩৭-৩৮

প্রভো! নারদের এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় পাণ্ডবগণ চিন্তিত হইয়াছিল। এইরূপ আমিও তোমাকে দেবতাগণের সেই সমুদয় সনাতন রহস্য বলিলাম, যাহাতে যে কোনপ্রকারে তোমার শোক নাশ হয়। তুমি নিজের প্রাণের প্রতি দয়া কর এবং দেবতাগণের বিধান জানিয়া পাণ্ডুর পুত্রগণের উপর তোমার স্নেহ অক্ষুণ্ণ রাখ ॥ ৩৯-৪০

মহাবাহো! এই কথা আমি বহু পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছি এবং ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়যজ্ঞে উহা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াও দিয়াছিলাম ॥ ৪১

আমার দ্বারা সেই গুহ্য রহস্য কথিত হইলে পর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যত্ন চেষ্টা করিতে লাগিল যে, কৌরবগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পর কলহ না হয়, কিন্তু দৈবের বিধান অতিশয় প্রবল ॥ ৪২

অনতিক্রমণীয়ো হি বিধী রাজন্ কথঞ্চন
কৃতান্তস্য তু ভূতেন স্থাবরেণ চরেণ চ ॥ ৪৩
ভবান্ ধর্মপরো যত্র বুদ্ধিশ্রেষ্ঠশ্চ ভারত ।
মুহ্যতে প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা গতিং চাগতিমেব চ ॥ ৪৪
যাং তু শোকেন সন্তপ্তঃ মুহ্যমানঃ মুহুর্মুহুঃ ।
জ্ঞাত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রাণানপি পরিত্যজেৎ
কৃপালুর্নিত্যশো ধীরস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি ।
স কথং ত্বয়ি রাজেন্দ্র কৃপাং নৈব করিষ্যতি
মম চৈব নিরোধেন বিদ্বেচ্ছাপানিবর্তনাৎ ।
পাণ্ডবানাঞ্চ কারুণ্যাৎ প্রাণান্ ধারয় ভারত ॥ ৪৭
এবং তে বর্ত্তমানস্য লোকে কীর্ত্তির্বিবর্দ্ধতি ।
ধর্ম্মার্থঃ সুমহাংস্তাত তপশ্চ স্যাচ্চ তপশ্চিরাৎ ॥ ৪৮
পুত্রশোকঃ সমুৎপন্নঃ হুতাশং জ্বলিতং যথা ।
প্রজ্ঞাম্বুসা মহাভাগ নির্ব্বাপয় সদা সদা ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা তস্য বচনং ব্যাসস্যামিততেজসঃ ।
মুহূর্তং সমচিন্তয়ন্ ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত ॥ ৫০
মহতা শোকজালেন প্রপুরোঽস্মি দ্বিজোত্তম ।
নাস্মানমবগচ্ছামি মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫১
ইদং তু বচনং শ্রুত্বা তব দেবনিয়োগজম্ ।
ধারয়িষ্যামহং প্রাণান্ যদ্যেন ন তু শোচিতুম ॥ ৫২
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজেন্দ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্ব্বণি জলপ্রদানিকপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাজন্ ! দৈব অথবা কালের বিধানকে চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কেহই কোনক্রমেও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না । ৪৩

হে ভারত ! তুমি ধর্মপরায়ণ ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ । তুমি প্রাণিগণের গমনাগমনের তত্ত্বও জান, তবে কেন মোহের বশীভূত হইতেছ ? ৪৪

তোমাকে বারংবার শোকে সন্তপ্ত ও মোহিত হইতে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজের প্রাণত্যাগ করিবে । ৪৫

রাজেন্দ্র ! বীর যুধিষ্ঠির যখন পশু-পক্ষী আদি যোনির প্রাণিগণের উপরও দয়া দয়াভাব অক্ষুণ্ণ রাখে, তখন তোমার উপর দয়া করিবে না কেন ? ৪৬

ভারত ! অতএব আমার আজ্ঞা মনে করিয়া, 'বিধাতার বিধান অন্যথা হয় না' ইহা জানিয়া এবং পাণ্ডবদের প্রতি করুণা করত তুমি নিজের প্রাণধারণ কর । ৪৭

তাত ! এইভাবে ব্যবহারপরায়ণ হইলে পর সংসারে তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে, অতিশয় ধর্ম্ম ও অর্থসিদ্ধি হইবে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিবার ফল তোমার লাভ হইবে । ৪৮

মহাভাগ ! প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তোমার এই যে পুত্রশোক লাভ হইল, ইহাকে বিচাররূপ জলের দ্বারা চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়া ফেল । ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্ত্তকাল কিছুই বিচার বিবেচনা করিতে পারিলেন না ; তারপর এই কথা বলিলেন ।৫০

দ্বিজোত্তম ! গুরুতর শোকজালের দ্বারা আমি সর্ব্বদিকে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছি । আমি এখন নিজেকে নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না । আমি বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি । ৫১

'সব কিছুই দৈব-প্রেরণায় হইয়াছে' এখন আপনার এই বাক্য শ্রবণ করত আমি নিজের প্রাণধারণ করিব এবং যথাশক্তি ইহার জন্য চেষ্টাও করিব যে, যাহাতে আমার কোন শোক না হয় । ৫২

রাজেন্দ্র ! ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ করত সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন । ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক
অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকপ্রকাশঃ, তস্য শোকং নিবারয়িতুং পুনর্বিদুরস্যোপদেশপ্রদানঞ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

গতে ভগবতি ব্যাসে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।
কিমচেষ্টত বিপ্রর্ষে তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি
তথৈব কৌরবো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব কিমকুর্বত তে ত্রয়ঃ ॥ ১
অশ্বত্থামঃ শ্রুতং কর্ম শাপশ্চাস্যোপকারিতঃ ।
বৃত্তান্তমুত্তরং ব্রূহি যদভাষত সঞ্জয়ঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হতে দুর্যোধনে চৈব হতে সৈন্যে চ সর্বশঃ ।
সঞ্জয়ো বিগতপ্রজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রমুপস্থিতঃ ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

আগমং নানাদেশেভ্যো নানাজনপদেশ্বরাঃ ।
পিতৃলোকং গতা রাজন্ সর্বে তব সুতৈঃ
যাচ্ঞমানেন সততং তব পুত্রেণ ভারত ।
যাচিতা পৃথিবী সর্বা বৈরদ্যাস্তং বিধিৎসতা ॥ ৬
পুত্রাণামথ পৌত্রাণাং পিতৃণাঞ্চ মহীপতে ।
আনুপূর্ব্যেণ সর্বেষাং প্রেতকার্য্যাণি কারয় ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং ঘোরং সঞ্জয়স্য মহীপতিঃ ।
গতাসুরিব নিশ্চেষ্টো নাপতৎ পৃথিবীতলে ॥ ৮
তং শয়ানমুপাগম্য পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিম্
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে মা শুচো ভরতর্ষভ ।
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ ॥১০
অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত ।
অভাবনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥১১
ন শোচন্ মৃতমস্বেতি ন শোচন্ ম্রিয়তে নরঃ ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুশোচসি ॥ ১২

নবম অধ্যায়

[ধৃতরাষ্ট্রের শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার শোক নিবারণের জন্য বিদুরের পুনরায় উপদেশদান ।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবে ! ভগবান্ ব্যাসদেব গমন করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন ? তাহা আমাকে বিস্তৃত সহকারে বলুন । ১

এইরূপ কুরুবংশীয় রাজা মহাবলশালী বহুপুত্র যুধিষ্ঠির এবং কৃপ প্রভৃতি তিন মহারথ কি করিলেন ? ২

অশ্বত্থামার কর্ম ত' আমি শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু যে শাপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহারও বিষয় আমি অবগত হইয়াছি । এখন তাঁহার পরের বৃত্তান্ত বলুন, যাহা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন । ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! দুর্যোধন এবং তাঁহার সমুদয় সৈন্যবাহিনী নিহত হইলে পর সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি চলিয়া যাইলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হইলেন । ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! নানা জনপদের অধিপতিগণ বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া তাঁহারা সকলেই আপনার পুত্রদের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন । ৫

ভারত ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের নিকট সকলে সদা শান্তির জন্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শত্রুতায় অবসানের ইচ্ছায় এই সমগ্রা পৃথিবীকেই গ্রাস করিয়া দিলেন । ৬

মহারাজ ! আপনি এখন ক্রমশঃ নিজের পিতামহ, পিতৃব্য, পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেরই প্রেতকার্য্য সকল (মরণের পর অবশ্য কর্ত্তব্য শবদাহ তর্পণাদি কার্য্যসকল) করান । ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! সঞ্জয়ের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । ৮

পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথিবীতে শয়ান দেখিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদুর তাঁহার নিকটে যাইলেন এবং এই কথা বলিলেন । ৯

রাজন্ ! আপনি উঠুন, শয়ন করিয়া আছেন কেন ? ভরতশ্রেষ্ঠ ! শোক করিবেন না । লোকনাথ ! সমস্ত প্রাণীর ইহাই অন্তিম গতি । ১০

হে ভারত ! প্রাণিগণ জন্মাইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, মধ্যে ব্যক্ত হয় এবং অন্তে মৃত্যুর পর পুনরায় অব্যক্তই হইয়া যায় । এরূপ অবস্থায় তাহাদের জন্য শোক করিবার কি আছে ? ১১

শোককারী মানুষ মৃতের সহিত গমন করে না এবং স্বয়ং মৃত্যুবরণও করে না । যখন এজগতে ইহাই স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কিজন্য বারংবার শোক করিতেছেন ? ১২

অযুধ্যমানো ম্রিয়তে যুধ্যমানস্তু জীবতি।
কালঃ প্রাপ্য মহারাজ ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥ ১৩
কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্বাণি বিবিধানি চ
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিদ্দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ১৪
যথা বায়ুস্তৃণাগ্রাণি সংবর্তয়তি সর্বতঃ।
তথা কালবশং যান্তি কৃতানি ভরতর্ষভ ॥
একসার্থপ্রয়াতানাং সর্বেষাং তত্র গামিনাম্
যস্য কালঃ প্রয়াত্যগ্রে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৬
যাংশ্চাপি নিহতান্ যুদ্ধে রাজংস্ত্বমনুশোচসি।
ন শোচ্যা হি মহাত্মানঃ সর্বে তে ত্রিদিবং গতাঃ ॥ ১৭
ন যজ্ঞৈরিষ্টিভির্বহ্নৌ তপোভির্ন বিলম্বয়া।
তথা স্বর্গমুপায়ান্তি যথা শূরাস্তনুত্যজঃ ॥ ১৮
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ।
সর্বে চাভিমুখাঃ ক্ষীণাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৯
শরীরাণিষু শূরাণাং জুহ্বতে শরাহুতীঃ।
হূয়মানান্ শরাংশ্চৈব সেহুরুত্তমপূরুষাঃ ॥ ২০
এষ রাজংস্তবাচক্ষে স্বর্গস্য পন্থানমুত্তমম্
ন যুদ্ধাদধিকং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্যেহ বিদ্যতে ॥ ২১
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ
আশিষং পরমাং প্রাপ্তা ন শোচ্যাঃ সর্ব এব হি ॥ ২২
আত্মনাত্মানমাশ্বাস্য মা শুচঃ পুরুষর্ষভ।
নাস্ত শোকাভিভূতস্য কার্যমুৎসৃষ্টুমর্হসি ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি বিদুরবাক্যে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

মহারাজ! যে যুদ্ধ করে না, সেও মরে এবং যে যুদ্ধ করে, সেও আবার জীবিত থাকে। কালকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ১৩

কাল নানাবিধ সকল প্রাণীকেই আকর্ষণ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের নিকট কেহ প্রিয়ও নহে এবং কেহ আবার দ্বেষের পাত্রও নহে। ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বায়ু তৃণাগ্রভাগকে সর্বদিকে উড়াইতে ও তৃপাতিত করিতে থাকে, সেইরূপ সকল প্রাণীই কালের অধীনস্থ হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। ১৫

একত্রে সমাগত সকল প্রাণীকে একদিন সেখানে যাইতেই হইবে যাহার কাল আসিয়া গিয়াছে, সে প্রথমে চলিয়া যায় সুতরাং তাহার জন্য বৃথা শোক করিবার কি আছে? ১৬

রাজন্! যে সকল লোক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং যাহাদের জন্য আপনি বারংবার শোক করিতেছেন, সেই মহাত্মা বীরগণ শোকযোগ্য নহেন; কারণ তাঁহারা সকলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৭

নিজ দেহ পরিত্যাগকারী বীরগণ যেভাবে স্বর্গলোকে গমন করেন, সেইভাবে দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও শিক্ষায় দ্বারাও কেহ যাইতে সমর্থ হয় না। ১৮

সেই সব বীরগণ বেদজ্ঞ ও উত্তমরূপে ব্রতচর্যা ব্রত পালন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া নিহত হইয়াছেন অতএব ইঁহাদের জন্য শোক করিবার আবশ্যকতা কি আছে? ১৯

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বীর যোদ্ধাদের দেহরূপী অগ্নিতে বাণরূপ হবিষ্য আহুতি দিয়াছেন এবং নিজের দেহে যাহাদের হোম করা হইয়াছে, সেই সকল বাণের আঘাত সহ্য করিয়াছেন। ২০

রাজন্! আমি আপনাকে স্বর্গপ্রাপ্তির সর্বোত্তম মার্গ বলিতেছি। এ জগতে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গসাধক দ্বিতীয় কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। ২১

এই সব মহাত্মা ক্ষত্রিয় বীরগণ যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতা পাইয়া থাকেন। ইঁহারা উত্তম ভোগসম্পন্ন পুণ্যলোকে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাদের সকলের জন্য শোক করা উচিত নহে। ২২

পুরুষপ্রবর! আপনি স্বয়ংই নিজ মনকে আশ্বাসদান করত শোক পরিত্যাগ করুন। আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনার কর্তব্য কার্য পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না। ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে বিদুরের বাক্যবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[রণভূমিং গন্তুং স্ত্রীভিঃ প্রজাভিশ্চ সহ রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য নগরাদ্ বহির্গমনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বিদুরস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা তু পুরুষর্ষভঃ ।
যুক্তাং যানমিত্যুক্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

শীঘ্রমানয় গান্ধারীং সর্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ
বধূং কুন্তীমুপাদায় যাশ্চান্যাস্তত্র যোষিতঃ
এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা বিদুরং ধর্মবিত্তমম্ ।
শোকবিপ্রহতজ্ঞানো যানমেবাধ্যপদ্যত ॥ ৩
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা ভর্তুর্বচনচোদিতা
সহ কুন্ত্যা যতো রাজা সহ স্ত্রীভিরুপাদ্রবৎ ॥৪
তাঃ সমাসাদ্য রাজানং দৃষ্ট্বা শোকসমন্বিতাঃ ।
প্রারুদ্যন্তোচ্চকৈর্যুঃ স্ম তুমুলং কুরুতস্ততঃ ॥ ৫
তাঃ সমাশ্বাসয়ং শ্চক্রে ভার্যাশ্চাতিতরাং স্বয়ম্ ।
অশ্রুকণ্ঠীঃ সমারোপ্য ততোঽসৌ নির্যযৌ পুরাৎ ॥৬
ততঃ প্রপাদঃ সঞ্জজ্ঞে সর্বেষু কুরুবেশ্মসু ।
আকুমারং পুরং সর্বমভবচ্ছোককর্ষিতম্ ॥ ৭
অদৃষ্টপূর্বা যা নার্যঃ পুরা দেবগণৈরপি ।
পৃথগ্জনেন দৃশ্যন্তে তাস্তদা নিহতেশ্বরাঃ ॥ ৮
প্রকীর্য কেশান্ সুতভান্ দৃশদাঞ্চাপ্যমুহ্য চ ।
একবস্ত্রধরা নার্যঃ পরিপেতুরনাথবৎ ॥৯
শ্বেতপর্বতরূপেভ্যো গৃহেভ্যস্তাস্ত্বপাক্রমন্
গুহাভ্য ইব শৈলানাং সৃমৃতো হতযূথপাঃ ॥
তাসূদীর্ণানি নারীণাং তদা বৃষ্ণ্যন্ধকেষ্বপি ।
শোকার্তাস্তত্রবন্ রাজন্ কিশোরীণামিবাজনে ॥ ১১
প্রগৃহ্য বাহূন্ ক্রোশন্ত্যঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন পিতৄনপি ।
দর্শয়ন্ত্যীব তা হ স্ম যুগান্তে লোকসংক্ষয়ম্ ॥ ১২

দশম অধ্যায়।

[রণভূমিতে যাইবার জন্য স্ত্রীগণ ও প্রজাগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে বহির্গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বিদুরের এই কথা শ্রবণ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথ যোজনা করিতে আজ্ঞা দিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন। ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—গান্ধারীকে ও ভরতবংশীয় অন্য সব স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া এস এবং বধূ কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া অপর যে সব স্ত্রী এখানে আছে, তাহাদিগকেও লইয়া এস। ২

পরম ধর্মজ্ঞ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকে যাঁহার জ্ঞান-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই ধর্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথে আরোহণ করিলেন। ৩

গান্ধারী পুত্রশোকে পীড়িতা থাকিলেও পতির আজ্ঞায় প্রেরণালাভ করত তিনি কুন্তীদেবী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেখানে আসিলেন। ৪

সেখানে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত শোকমগ্না সেই সমস্ত স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করত কণ্ঠে ধারণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫

বিদুর এই সকল স্ত্রীগণকে আশ্বাসদান করিলেন। অশ্রুতে গদ্গদকণ্ঠ এই সব স্ত্রীবর্গকে রথে আরোহণ করাইয়া তারপর তিনি নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ৬

তদনন্তর কৌরবদের সকল গৃহেই অতিশয় আর্তনাদ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্যন্ত সমস্ত নগর শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৭

যে স্ত্রীগণকে পূর্বে কখনও দেবগণও দেখিতে পান নাই, তাঁহাদিগকে এই সময় পতি নিহত হওয়ায় সাধারণ মানুষেরাও দেখিতে লাগিল। ৮

এই সব নারীগণ নিজ নিজ সুন্দর কেশ বিকীর্ণ করিয়া দিয়া সমস্ত আভরণ মুক্ত করত একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক অনাথার ন্যায় রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন। ৯

কৌরবদের গৃহসকল শ্বেত পর্বতের ন্যায় ছিল। এই সব গৃহ হইতে যখন স্ত্রীগণ বাহির হইয়া আসিলেন, তখন যাহাদের যূথপতি নিহত হইয়াছে, পর্বত গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত বিচিত্রবর্ণা হরিণীসকলের ন্যায় তাঁহারা দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ১০

রাজন্! রাজভবনের বিশাল অঙ্গনে একত্রে সমবেত সেই কিশোরী স্ত্রীগণের বহু দল শোকে পীড়িত হইয়া রণভূমির দিকে সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ অশনায়কদিগকে শিকারভূমিতে লইয়া আসা হয়। ১১

পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করত পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণের নামগ্রহণ করিতে করিতে রোরুদ্যমানা এই কুরুকুলের নারীগণ যেন প্রলয়কালে লোকসংহারের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ১২

বিলপন্ত্যো রুদন্ত্যশ্চ ধাবমানাস্ততস্ততঃ
শোকেনোপহতজ্ঞানাঃ কর্তব্যং ন প্রজজ্ঞিরে ॥ ১৩
ব্রীড়াং জহুঃ পুরা যাঃ স্ম সখীনামপি সোষিতঃ
তা একবস্ত্রা নির্লজ্জাঃ শ্বশ্রূণাং পুরতোঽভবন্
পরস্পরং সুদুঃখেষু শোকেদ্বাশ্বাসয়ংস্তদা
তাঃ শোকবিহ্বলা রাজন্নৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা কুরুভীভিঃ সহস্রশঃ।
নির্যযৌ নগরাদ্ দীনস্তূর্ণমাহোদনং প্রতি ॥ ৬
শিল্পিনো বণিজো বৈশ্যাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ
তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্ বহিঃ ॥ ১৭

তাসাং বিক্রোশমানানামার্তানাং কুরুসংক্ষয়ে।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দো বাষ্পদূষিতজাত ॥ ১৮
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে ভূতানাং দগ্ধুমিচ্ছতাম্।
অভাবঃ স্যাদয়ং প্রাপ্ত ইতি ভূতানি মেনিরে ॥ ১৯
তুমুলঃ স্ত্রিয়মনসস্তে পৌরাঃ কুরুসংক্ষয়ে।
প্রাক্রোশন্ত মহারাজ স্মৃত্বা কর্তৃংস্তদা কৃশম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শ্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রনির্গমনে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

শোকে ইহাদের জ্ঞানশক্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইহারা রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতেছিলেন। ইহাদের তখন কোনও কর্তব্যবোধ ছিল না ॥ ১৩

যে সব যুবতীগণ পূর্বে সখীদের সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধ করিতেন, তাঁহারা সকলে এখন লজ্জা ত্যাগ করত একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্বক নিজের শাশুড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭

রাজন্! যে সব নারীরা অল্প শোকের সময়েও পরস্পরের নিকটে যাইয়া আশ্বাসদান করিতেন, তাঁহারা আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

এই সব কম্বলরত্না সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত দুঃখী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নগর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাইবার জন্য অতি সত্বর নির্গত হইলেন ॥ ১৫

শিল্পী, বণিক বৈশ্য এবং সকলপ্রকার কর্মের দ্বারা জীবন নির্বাহকারী মনুষ্যগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত বহির্গত হইলেন ॥ ১৭

কৌরবগণের বিনাশ হইলে পর আর্তস্বরে বিলাপ ও রোদন-পরায়ণা সেই সব নারীদের প্রচণ্ড আর্তনাদ সমস্ত লোককে ব্যাপ্ত করিতে করিতে উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৮

প্রলয়কাল আসিলে ভূতগণের চীৎকারের ন্যায় এই সব স্ত্রীগণের রোদনের অত্যন্ত শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গেল। তখন সকল প্রাণীই ইহা মনে করিতে লাগিল যে, এখন সংহারকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৯

মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে সংহার হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত পুরবাসীরা রাজবংশের সহিত অতিশয় অনুরাগ থাকায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন-বিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহ কৃপাচার্য্যাশ্বত্থামকৃতবর্ম্মণাঃ সাক্ষাৎকারঃ, কৃপাচার্য্যেণ কৌরবপাণ্ডবসৈন্যানাং বিনাশ-সন্দেশোল্লেখশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা দদৃশুস্তান্ মহারথান্
শারদ্বতঃ কৃপঃ দ্রৌণিঃ কৃতবর্ম্মাণমেব চ ৮
তে তু দৃষ্ট্বৈব রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্
অশ্রুকণ্ঠা বিনিঃশ্বস্য রুদন্তমিদমব্রুবন্ ॥ ১
পুত্রস্তব মহারাজ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্
গতঃ সানুচরো রাজন্ শত্রুলোকং মহীপতে ॥ ৩
দুর্য্যোধনবলানুক্তা বয়মেব ত্রয়ো রথাঃ ।
সর্বমন্যৎ পরিক্ষীণং সৈন্যং তে ভরতর্ষভ ॥ ৪
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং কৃপঃ শারদ্বতস্ততঃ ।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্ত্তামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
অভীতা যুধ্যমানাস্তে দ্বন্দ্বঃ শত্রূন্ বহূন্ ।
বীরকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ পুত্রাস্তে নিধনং গতাঃ ॥ ৬
ধ্রুবং সম্প্রাপ্য লোকাংস্তে নির্ম্মলান্ শস্ত্রনির্জ্জিতান্
ভাস্বরং দেহমাস্থায় বিহরন্ত্যমরা ইব ॥ ৭
ন হি কশ্চিদ্ধি শূরাণাং যুধ্যমানঃ পরাঙ্মুখঃ
শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্তো ন চ কশ্চিৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮
এবং তাঃ ক্ষত্রিয়স্ত্রাঃ পুরাণাঃ পরমাং গতিম্
প্রদেব নিধনং সংখ্যে তস্য শোচিতুমর্হসি ॥ ৯
ন চাপি শত্রবস্তেষামুদ্ধাস্তে রাজ্ঞি পাণ্ডবাঃ
শৃণু যৎ কৃতমস্মাভিরশ্বত্থামপুরোগমৈঃ ॥ ১০
অধর্ম্মেণ হতং শ্রুত্বা ভীমসেনেন তে সুতম্ ।
সুপ্তং শিবিরমাসাদ্য পাণ্ডূনাং কদনং কৃতম্ ॥ ১১
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ।
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ পাতিতাঃ ॥ ১২

একাদশ অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার সাক্ষাৎকার এবং কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের বিনাশের সংবাদ উল্লেখ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! এই সব লোক হস্তিনাপুর হইতে এক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে পর তাঁহারা শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্ম্মা এই তিন মহারথীকে দেখিতে পাইলেন। ১

রুদ্ধনয়নত্বহেতু ঐশ্বর্য্যশালী প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিবামাত্র অন্যান্য তাঁহাদের কণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা এই কথা বলিলেন। ২

পৃথ্বীনাথ! মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া নিজের সেবকগণের সহিত উত্তমলোকে গমন করিয়াছেন। ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে কেবল আমরা তিনজনেই জীবিত আছি। আপনার অন্য সমস্ত সৈন্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য পুত্রশোকে পীড়িতা গান্ধারীদেবীকে এই বাক্য বলিলেন। ৫

দেবি! আপনার সকল পুত্রই নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করত এবং বহুসংখ্যক শত্রুগণকে সংহার করত বীরোচিত কার্য্য করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬

নিশ্চয়ই তাঁহারা অস্ত্রের দ্বারা জিত নির্ম্মল লোকে গমন করত তেজস্বী শরীর ধারণ পূর্ব্বক সেখানে দেবতাদের ন্যায় বিহার করিতেছেন। ৭

এই সব বীরগণের মধ্যে কেহই যুদ্ধ করিবার সময় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। কেহই শত্রুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হন্ নাই এবং সকলেই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। ৮

এইরূপে যুদ্ধে যে যে অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে, উহাকে প্রাচীন মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে উত্তম গতি বলিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের জন্য আপনি শোক করিবেন না। ৯

মহারাণী! তাঁহাদের শত্রু পাণ্ডবগণও বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি শ্রবণ করুন। ১০

ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক বধ করিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করত আমরাও নিদ্রিত থাকিবার সময় পাণ্ডব-যোদ্ধাদের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং পাণ্ডব বীরগণকে সংহার করিলাম। ১১

দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণ নিহত হইয়াছে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকেও আমরা বধ করত কৃপান্বিত করিয়াছি। ১২

তথা বিশসনং কৃত্বা পুত্রশত্রুগণস্য তে।
প্রাপ্তবাম রণে স্থাতুং ন হি শক্যামহে ত্রয়ঃ ॥ ১৩
তে হি শূরা মহেষ্বাসাঃ ক্ষিপ্রমেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ
অমর্ষবশমাপন্না বৈরঃ প্রতিজিহীর্ষবঃ ॥ ১৪
তে হতানাত্মজান্ শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ পুরুষর্ষভাঃ
নিরীক্ষন্তঃ পদং শূরাঃ ক্ষিপ্রমেব যশস্বিনি ॥ ১৫
তেষাং তু কদনং কৃত্বা সংস্থাতুং নোৎসহামহে
অনুজানীহি নো রাজ্ঞি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৬
রাজংস্ত্বমনুজানীহি ধৈর্য্যমাস্থায় চোত্তমম্।
দিষ্টান্তং পশ্য চাপি ত্বং ক্ষাত্রং ধর্ম্মঞ্চ কেবলম্ ॥ ১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রৌণপুত্রশ্চ ভারত ॥ ১৮
অবেক্ষমাণা রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্।
গঙ্গামনু মহারাজ তূর্ণমস্থানচোদয়ন্ ॥ ১৯

অপক্রম্য তু তে রাজন্ সর্ব্ব এব মহারথাঃ।
আমন্ত্র্যাক্ষোনমুখিরাস্ত্রিধা তে প্রাদ্রুতন্তদা ॥ ২০
জগাম হাস্তিনপুরং কৃপঃ শারদ্বতস্তদা
স্বমেব রাষ্ট্রং হার্দিক্যো দ্রৌণির্ব্যাসাশ্রমং যযৌ ॥ ২১
এবং তে প্রসমূহ্যৈব বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্।
ভয়ার্ত্তাঃ পাণ্ডুপুত্রাণামাগস্কৃত্বা মহাত্মনাম্ ॥ ২২
সমেত্য বীরা রাজানং তদা ধৃতরাষ্ট্রমন্তিকে রথৈ
বিপ্রকৃষ্টা মহাত্মানো যথেচ্ছক্রমরিন্দমাঃ ॥ ২৩
সমাসাদ্যাথ বৈ দ্রৌণিং পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
বাক্যমূচুস্তদা রণে রাজন্ বিক্রম্য তদনন্তরম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্ব্বণি জলপ্রদানিকপর্ব্বণি কৃপদ্রৌণিভোজদর্শনে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এইভাবে আপনার পুত্র দুর্যোধনের শত্রুদিগকে রণাঙ্গনে বিনাশ করত আমরা ভিন্নভাবে পলায়ন করিতেছি। এখন এস্থানে আমরা অবস্থান করিতে পারিব না ॥ ১৩

কারণ, অমর্ষের বশীভূত সেই মহাবলশালী বীর পাণ্ডবগণ শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য অতি সত্বর এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ১৪

যশস্বিনি! নিজেদের পুত্রগণের নিধন সংবাদ শ্রবণ করত সদা সাবধানে অবস্থিত পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ আমাদের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে অতিদ্রুত আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে ॥ ১৫

মহারাণী! তাহাদের পুত্র ও সৈন্যগণকে বিনাশ করত আমরা এস্থানে অবস্থান করিতে পারিব না; অতএব আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন এবং আপনি নিজ মনকে শোকে নিবিষ্ট করিবেন না ॥ ১৬

(পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—) রাজন্! আপনিও আমাদের যাইতে আজ্ঞা দান করুন এবং উত্তম ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত ইহাই নিরীক্ষণ করুন যে, তাঁহাদের মৃত্যু কিভাবে হইয়াছে ॥ ১৭

ভারত! মহারাজ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দৃষ্ট হইতে হইতে অতিদ্রুত গঙ্গাতীরের দিকে নিজ নিজ অশ্ব চালনা করিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! সেস্থান হইতে পলায়ন করত এই সব মহারথী বীরগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া তিনজনে তিন পথ ধরিয়া গমন করিলেন ॥ ২০

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য ত' হস্তিনাপুরের দিকেই গমন করিলেন। কৃতবর্ম্মা নিজের দেশের দিকে যাইলেন এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের অপরাধ করত ভয়ে পীড়িত হইয়া এই তিন বীর এইভাবে পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ২২

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদমন এই তিন মহাত্মা বীর দুর্য্যোধনের পুত্রেই নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তদনন্তর মহারথী পাণ্ডবগণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমরে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার দর্শনবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রের সহ পাণ্ডবানাং মিলনম্, ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃকো ভীমসেনস্যায়স্যাঃ প্রতিমায়া ভঙ্গঃ, তেন শোকপ্রস্যায় ধৃতরাষ্ট্রায় ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন প্রবোধদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
গুরুন্ পিতরং বৃদ্ধং নির্যাস্যন্ গঙ্গসাহ্বয়াৎ ॥ ১
সোঽভ্যয়াৎ পুত্রশোকার্তঃ পুত্রশোকপরিপ্লুতম্
শাম্যমানং মহারাজ ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা ॥ ২
অন্বীয়মানো বীরেণ দাশার্হেণ মহাত্মনা ।
যুযুধানেন চ তথা তথৈব চ যুযুৎসুনা ॥ ৩
তমন্বগাৎ সুদুঃখার্তা দ্রৌপদী শোককর্শিতা
সহ পাঞ্চালযোষিদ্ভির্যত্তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৪
স গঙ্গামনু বৃন্দানি স্ত্রীণাং ভরতসত্তম ।
কুররীণামিবার্তানাং ক্রোশন্তীনাং দদর্শ হ ॥ ৫
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা ক্রোশন্তীভিঃ সহস্রশঃ ।
ঊরূন্ বাহূংস্তথাতাম্রা রুদন্তীভিঃ প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ ॥ ৬

কু নু ধর্মজ্ঞতা রাজ্ঞঃ ক নু সান্ত্বানৃশংসতা
সঞ্চারয়ীৎ পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ গুরুপুত্রান্ সখীনপি ॥ ৭
ঘাতয়িত্বা কথং দ্রোণং ভীষ্মঞ্চাপি পিতামহম্
মনস্তেঽভূন্মহাবাহো হত্বা চাপি জয়দ্রথম্ ॥ ৮
কিং নু রাজ্যেন তে কার্যং পিতৃন্ ভ্রাতৃনপশ্যতঃ ।
অভিমন্যুঞ্চ দুর্ধর্ষং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ভারত ॥ ৯
অতীত্য তা মহাবাহুঃ ক্রোশন্তীঃ কুররীরিব
ববন্দে পিতরং জ্যেষ্ঠং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০
ততোঽভিবাদ্য পিতরং ধর্মেণামিত্রকর্ষণঃ ।
শ্রবেদয়ত্ত নামানি পাণ্ডবানাং তথাপি সর্বশঃ ॥ ১১
তমাঘ্রায় মহাবাহুং করণং পিতা পুত্রবধার্দিতঃ ।
অপ্রীয়মাণঃ শোকার্তঃ পাণ্ডবং পরিষস্বজে ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমাভঙ্গ এবং উহাতে শোক করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দান।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! সমস্ত সৈন্যদের সংহার হইয়া যাইলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, আমাদের বৃদ্ধ পিতা (জ্যেঠামহাশয়) সংগ্রামে হত বীরগণের অন্ত্যেষ্টিকর্ম করাইবার জন্য হস্তিনাপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং পুত্রগণের শোকে পীড়িত হইয়াও পুত্রদের শোকে নিয়ত চিন্তান্বিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত গমন করিলেন। ১-২

সেই সময় দশার্হকুলনন্দন বীর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং যুযুৎসুও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ৩

অত্যন্ত দুঃখে কাতরা ও শোকে দুর্বলা দ্রৌপদীও সেখানে সমাগতা পাঞ্চাল মহিলাগণের সহিত তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির কুররী পক্ষিণীগণের ন্যায় আর্তস্বরে বিলাপরতা স্ত্রীবর্গের বহু বৃন্দকে দেখিলেন। ৫

সেখানে পাণ্ডবদের প্রিয় ও অপ্রিয় জনগণের জন্য হস্ত উত্তোলিত করিয়া আর্তস্বরে বিলাপকারিণী ও রুক্ষভাবে ক্রন্দনরতা সহস্র সহস্র মহিলা রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ৬

তাঁহারা বলিলেন,—অহো! রাজার সেই ধর্মজ্ঞতা ও দয়ালুতা কোথায় চলিয়া যাইল? ইনি পিতামহ, পিতৃব্য, ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকেও বধ করিলেন?

মহাবাহো! দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম এবং জয়দ্রথকেও বধ করিয়া আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে? ৮

ভরতবংশধর নরেশ! নিজের পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতৃগণ, দুর্জয় বীর অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রদিগকে না দেখিয়া এই রাজ্যে আপনার প্রয়োজন কি? ৯

অনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির কুররী পক্ষিণীগণের ন্যায় ক্রন্দনরতা সেই স্ত্রীগণের বেষ্টন অতিক্রম করত নিজের জ্যেষ্ঠতাত (জ্যেঠামহাশয়) ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। ১০

তাহার পর সকল শত্রুসূদন পাণ্ডবেরা যথানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করত নিজ নিজ নাম বলিলেন। ১১

পুত্রগণের বধে পীড়িত পিতা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া নিজ পুত্রদের বিনাশকারী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু সেই সময় তাঁহার মন প্রসন্ন ছিল না। ১২

ধর্মরাজং পরিষজ্য সান্ত্বয়িত্বা চ ভারত।
দুষ্টাত্মা ভীমমন্বৈচ্ছদ্ দিধক্ষুরিব পাবকঃ ॥ ১৩
স কোপপাবকস্তস্য শোকবায়ুসমীরিতঃ।
ভীমসেনময়ঃ সাধ্বঃ দিধক্ষুরিব দৃশ্যতে ॥ ১৪
তস্য সঙ্কল্পমাজ্ঞায় ভীমঃ প্রত্যাগুতঃ হরিঃ।
ভীমমাক্ষিপ্য পাণিভ্যাঃ প্রদদৌ ভীমমায়সম্ ॥ ১৫
প্রাগেব তু মহাবুদ্ধির্বুদ্ধ্বা তস্যেঙ্গিতং হরিঃ।
সংবিধানং মহাপ্রাজ্ঞস্তত্র চক্রে জনার্দনঃ ১৬
তং গৃহীত্বৈব পাণিভ্যাং ভীমসেনময়ন্তদা
বভঞ্জ বলবান্ রাজা মন্যমানো বৃকোদরম্ ॥ ১৭
নাগাযুতবলপ্রাণঃ স রাজা ভীমমায়সম্।
ভঙ্ক্ত্বা বিমথিতোরস্কঃ সুস্রাব রুধিরং মুখাৎ ॥ ১৮
ততঃ পপাত মেদিন্যাং তথৈব রুধিরোক্ষিতঃ।

হে ভারত! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত তাঁহাকে সান্ত্বনাদান পূর্বক ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সেইভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি অগ্নিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে জ্বালাইয়া দিবেন। সেই সময় তাঁহার মনে দুর্ভাবনা জাগরিত হইল ॥ ১৩

তাঁহার শোকরূপী বায়ুতে উদ্দীপিত ক্রোধময় অগ্নি এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, যেন এই অগ্নি ভীমসেনরূপ বনকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ১৪

ভীমসেনের প্রতি তাঁহার অশুভ সঙ্কল্পের বিষয় জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে ধাত্রী-বাহু পূর্বক সরাইয়া নিয়া দুই হস্তে লৌহময়ী ভীমমূর্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে স্থাপন করিলেন ॥ ১৫

মহাজ্ঞানী ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি এস্থানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ॥ ১৬

বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমসেনকেই প্রকৃত ভীমসেন মনে করত তাঁহাকে দুই বাহুতে ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

যদিও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, তথাপি ভীমসেনের লৌহময় প্রতিমাকে ভগ্ন করত তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ১৮

প্রপুষ্পিতাগ্রশিখরঃ পারিজাত ইব দ্রুমঃ ॥ ১৯
প্রজ্ঞাচক্ষুষ্কাচ্চ তং বিদ্বান্ সুতো গাবল্গণিস্তদা।
মৈবমিত্যব্রবীচ্ছনৈঃ শময়ন্ সান্ত্বয়ন্নিব ॥ ২০
স তু কোপঃ সমুৎসৃজ্য গতমন্যুর্মহামনাঃ।
হা হা ভীমেতি চুক্রোশ নৃপঃ শোকসমন্বিতঃ ॥ ২১
তং বিদিত্বা গতক্রোধং ভীমসেনবধাদিতম্।
বাসুদেবো বরঃ পুংসামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২২
মা শুচো ধৃতরাষ্ট্র ত্বং নৈষ ভীমস্ত্বয়া হতঃ।
আয়সী প্রতিমা ষেষা ত্বয়া নিষ্পাতিতা বিভো ॥ ২৩
ত্বাং ক্রোধবশমাপন্নং বিদিত্বা ভরতর্ষভ।
ময়াপকৃষ্টঃ কৌন্তেয়ো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতঃ ॥ ২৪
ন হি তে রাজশার্দূল বলে তুল্যোঽস্তি কশ্চন
কঃ সহেত মহাবাহো বাহ্বোর্বিপ্রহণং নরঃ ॥ ২৫

তিনি সেই অবস্থায় রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইঁহাতে মনে হইল পারিজাত বৃক্ষ যাঁহার অগ্রভাগে বিকসিত রক্তবর্ণ পুষ্প-সমূহে সুশোভিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে ॥ ১৯

সেই সময় তাঁহার বিদ্বান্ সারথি গবল্গণপুত্র সঞ্জয় তাঁহাকে ধারণ পূর্বক উত্তোলিত করিলেন এবং বুঝাইয়া শান্ত করত তাঁহাকে বলিলেন—আপনার এরূপ করা উচিত না ॥ ২০

যখন রোষের আবেগ চলিয়া যাইল, তখন সেই মহাবল নরেশ ক্রোধ পরিহার করত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং 'হা ভীম'! 'হা ভীম'! এই কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তাঁহাকে ভীমসেনের বধের আশঙ্কায় পীড়িত ও ক্রোধহীন জানিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ॥ ২২

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি শোক করিবেন না। ভীমসেন আপনার দ্বারা নিহত হন্ নাই। প্রভো! ইহা ত' এক লৌহ প্রতিমা ছিল, যাহা আপনি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনাকে ক্রোধবশীভূত জানিয়া আমি মৃত্যুর দংষ্ট্রান্তর হইতে ভীমসেনকে দূরে সরাইয়া দিয়াছি ॥ ২৪

রাজশ্রেষ্ঠ! বলে আপনার তুল্য এ জগতে অপর কেহ নাই। মহাবাহো! আপনার বাহুদ্বয়ের সবলে ধারণকে কোন্ মানুষ ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ২৫

যথাস্তকমনুপ্রাপ্য জীবন্ কশ্চিন্ন মুচ্যতে
এবং বাহুন্তরং প্রাপ্য তব জীবেয় কশ্চন ॥ ২৬
তস্মাৎ পুত্রেণ যা তেঽসৌ প্রতিমা কারিতাঽয়সী।
ভীমস্য সেয়ং কৌরব্য ত্বদ্বৈরোপহৃতা ময়া ॥ ২৭
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ধর্মাদপকৃতং মনঃ
তব রাজেন্দ্র তেনাদ্য ভীমসেনং জিঘাংসসি ॥ ২৮
ন হ্যেতৎ তে ক্ষমং রাজন্ হন্তাস্তং যদ্ বৃকোদরম্।
ন হি পুত্রা মহারাজ জীবেয়ুস্তে কথঞ্চন ॥ ২৯
তস্মাদ্ যৎ কৃতমস্মাভির্মন্যুমাবৈঃ শমং প্রতি।
অনুমন্যস্ব তৎ সর্বং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি আহবভীমভঙ্গে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যেরূপ যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বাহুবলের যথাভাগে পতিত হইলে পর কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না। ২৬

কুরুনন্দন! সেই কারণে আপনার পুত্র দুর্যোধন যে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল, উহাই আমি আপনার সম্মুখে স্থাপনা করিয়া দিয়াছিলাম। ২৭

রাজেন্দ্র! আপনার মন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ধর্ম হইতে বিচলিত হইয়াছিল, সেইজন্য আপনি ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ২৮

রাজন্! আপনার পক্ষে ইহা কখনও উচিত হইবে না যে, আপনি ভীমসেনকে বধ করুন। মহারাজ! (ভীমসেন বধ করিলেও) আপনার পুত্রগণ কোনরূপেই জীবিত থাকিতে পারিত না (কারণ, তাহাদের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছিল)। ২৯

অতএব আমরা সর্বত্র শান্তি স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করিয়াছি, সেই সব বিষয়কে আপনিও অনুমোদন করুন। মনকে আপনি বৃথা শোকাকুল করিবেন না। ৩০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা-ভঞ্জনবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণেন ধৃতরাষ্ট্রমুত্তোল্য নির্ভর্ৎসা চ তস্য ক্রোধস্য প্রশমনম্, ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবানামালিঙ্গনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ এবমুপাভিষ্টন্ শৌচার্থং পরিচারকাঃ।
কৃতশৌচং পুনস্তেনং প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১
রাজন্নধীতা বেদাস্তে শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ
শ্রুতানি চ পুরাণানি রাজধর্মাংশ্চ কেবলাঃ ॥ ২
এবং বিদ্বান্ মহাপ্রাজ্ঞঃ সমর্থঃ সন্ বলাবলে।
আত্মাপরাধাৎ কস্মাৎ ত্বং কুরুষে কোপমীদৃশম্ ॥ ৩
উক্তবাংস্ত্বাং তদৈবাহং ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ ভারত।
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব বাক্যং রাজন্ ন তৎ কৃথাঃ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তোলিত করিয়া তিরস্কার পূর্বক তাঁহার ক্রোধ প্রশমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেবকগণ শৌচসম্বন্ধীয় কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হইল। যখন তিনি শৌচক্রিয়া পূর্ণ করিলেন, তখন ভগবান্ মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ১

রাজন্! আপনি বেদসকল ও নানাপ্রকার শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন। সমস্ত পুরাণ এবং কেবল রাজধর্ম সকলও শ্রবণ করিয়াছেন। ২

এরূপ বিদ্বান্, পরম বুদ্ধিমান্ ও বলাবল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াও নিজ অপরাধের জন্য উদ্ভূত এই বিনাশকে দেখিয়া আপনি কেন এতাদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? ৩

হে ভারত! আমি ও সেই সময়েই আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনাকে বুঝাইয়াছিলেন। রাজন্! কিন্তু আপনি কাহারও কথা শুনেন নাই ॥ ৪

স বার্য্যমাণো নাস্মাকমকার্ষীর্বচনং তদা
পাণ্ডবানধিকান্ জ্ঞানন্ বলে শৌর্য্যে চ কৌরব ॥ ৫
রাজা হি যঃ স্থিরপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং দোষানবেক্ষতে।
দেশকালবিভাগজ্ঞ পরং শ্রেয়ঃ স বিন্দতি ॥ ৬
উচ্যমানস্তু যঃ শ্রেয়ো গৃহ্নীতে নো হিতাহিতে।
আপদঃ সমনুপ্রাপ্য স শোচত্যনয়ে স্থিতঃ ॥ ৭
তত্তোঽন্তর্মৃত্তমাত্মানং সমবেক্ষস্ব ভারত
রাজংস্ত্বং হ্যবিধেয়াত্মা দুর্য্যোধনবশে স্থিতঃ ॥ ৮
আত্মাপরাধাদাপন্নস্তৎ কিং ভীমং জিঘাংসসি।
তস্মাৎ সংযচ্ছ কোপং ত্বং স্বমনুষ্যেষু দুষ্কৃতম্ ॥ ৯
যস্তু তাং স্পর্দ্ধয়া ক্ষুদ্রঃ পাঞ্চালীমানয়ৎ সভাম্।
স হতো ভীমসেনেন বৈরং প্রতিজিহীর্ষতা ॥ ১০
আত্মনোঽতিক্রমং পশ্য পুত্রস্য চ দুরাত্মনঃ।
ধনানাপসি পাণ্ডূনাং পরিত্যাগস্বয়া কৃতঃ ॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন সর্বং সত্যং জনাধিপ।
উবাচ দেবকীপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥ ১২

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
পুত্রস্নেহস্তু বলবান্ ধৈর্য্যাদ্মাং সমচালয়ৎ ॥ ১৩
দিষ্ট্যা তু পুরুষব্যাঘ্রো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ত্বদ্গুপ্তো নাগমৎ কৃষ্ণ ভীমো বাহুবলং মম ॥ ১৪
ইদানীং ত্বহমব্যগ্রো গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
দ্রষ্টাস্মি পাণ্ডবং বীরং দ্রষ্টুমিচ্ছামি মাধব ॥ ১৫
হতেষু পার্থিবেন্দ্রেষু পুত্রেষু নিহতেষু চ।
পাণ্ডুপুত্রেষু বৈ সর্বং প্রীতিশ্চাপ্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৬
ততঃ স ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
পস্পর্শ গাত্রৈঃ প্ররুদন্ সুগাত্রা-
নাশাস্য কল্যাণমুবাচ চৈতান্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-কোপবিমোচনে
পাণ্ডবপরিষ্বঙ্গো নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

কৃষ্ণনন্দন! আমরা আপনাকে বহুবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি বল ও শৌর্য্যে পাণ্ডবগণকে অধিক জানিয়াও আমাদের কথা গ্রহণ করেন নাই ॥ ৫

যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এরূপ যে রাজা স্বয়ং দোষসমূহ দর্শন করেন এবং দেশ-কালের বিভাগ বুঝিতে পারেন, তিনিই পরম কল্যাণভাগী হন্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি হিতের কথা বলিলেও হিতাহিত কথা বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তি অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করত অতিশয় বিপদে পতিত হইয়া শোক করিতে থাকে ॥ ৭

হে ভারত! আপনি নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আপনার আচরণ সর্ব্বথা ন্যায়ের বিপরীত। রাজন্! আপনি নিজের মনকে বশীভূত না করিয়া সদা দুর্য্যোধনের অধীনে ছিলেন ॥ ৮

নিজেরই অপরাধে বিপদে পতিত হইয়া আপনি ভীমসেনকে কেন বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? সেইজন্য ক্রোধকে রুদ্ধ করুন এবং নিজের দুষ্কৃত স্মরণ করুন ॥ ৯

যে নীচ দুর্য্যোধন মনে স্পর্দ্ধা পোষণ করত পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে জনপূর্ণ সভামধ্যে আনাইয়া অপমানিত করিয়াছিল, সেই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী ভীমসেন তাহাকে বধ করিয়াছে ॥ ১০

আপনি নিজের এবং দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনের সেই অন্যাচারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যখন আপনি বিনা অপরাধেই পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরাধিপ! যখন এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সত্য কথা বলিতে থাকিলেন, তখন নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১২

মহাবাহু মাধব! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই, কিন্তু পুত্রের স্নেহ অতিশয় প্রবল, সেই স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৩

হে কৃষ্ণ! সৌভাগ্যের কথা এই যে, আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বলবান্ সত্যপরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমার দুই বাহুর মধ্যভাগে আসে নাই ॥ ১৪

মাধব! বর্ত্তমানে এই সময়ে আমি শান্ত আছি। আমার ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে এবং চিন্তাও নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি পাণ্ডব বীর অর্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫

সমস্ত রাজা ও নিজের পুত্রগণ নিহত হওয়ার পর এখন আমার প্রীতি ও হিতচিন্তন পাণ্ডুর এই পুত্রগণের উপরেই আশ্রিত আছে ॥ ১৬

তদনন্তর ক্রন্দন করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র সুন্দর দেহযুক্ত ভীমসেন, অর্জুন ও মাদ্রীর দুই পুত্র নরবীর নকুল-সহদেবকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ১৭

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের কোপপরিহারপূর্বক পাণ্ডবদের আলিঙ্গনবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পাণ্ডবেভ্যঃ শাপদানং কর্ত্তুমুদ্যতায়ৈ গান্ধারীদেব্যৈ ব্যাসদেবস্য প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধৃতরাষ্ট্রানুজ্ঞাতাস্তত্তে কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
অভ্যাযুর্ভ্রাতরঃ সর্বে গান্ধারীং সহকেশবাঃ ॥ ১

ততো জ্ঞাত্বা হতামিত্রং যুধিষ্ঠিরমুপাগতম্ ।
গান্ধারী পুত্রশোকার্ত্তা শপ্তুমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ২

তস্যাঃ পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাণ্ডবান্ প্রতি ।
ঋষিঃ সত্যবতীপুত্রঃ প্রাগেব সমবুধ্যত ॥ ৩

স গঙ্গায়ামুপস্পৃশ্য পুণ্যগন্ধি পয়ঃ শুচি ।
তং দেশমুপসম্পেদে পরমর্ষির্মনোজবঃ ॥ ৪

দিব্যেন চক্ষুষা পশ্যন্ মনসা তদ্গতেন চ ।
সর্বপ্রাণভৃতাং ভাবং স তত্র সমবুধ্যত ॥ ৫

স সুমাসতবীৎ কালে কল্যবাদী মহাতপাঃ ।
শাপকালমবাক্ষিপ্য শমকালমুদীরয়ন্ ॥ ৬

ন কোপঃ পাণ্ডবে কার্য্যো গান্ধারি শমমাপ্নুহি ।
বচো নিগৃহ্যতামেতচ্ছৃণু চেদং বচো মম ॥ ৭

উক্তাস্যষ্টাদশাহানি পুত্রেণ জয়মিচ্ছতা ।
নিহতাশ্চাপি মে মাতুর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ ॥ ৮

সা তথা যাচমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা ।
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৯

ন চাপ্যতীতাঃ গান্ধারি বাচঃ তে বিতথামহম্ ।
স্মরামি ভাষমাণায়াস্তথা প্রাণিহিতা হ্যসি ॥ ১০

বিগ্রহে তুমুলে রাজ্ঞাং গত্বা পারমসংশয়ম্ ।
জিতং পাণ্ডুসুতৈর্যুদ্ধে নূনং ধর্মস্ততোঽধিকঃ ॥ ১১

ক্ষমাশীলা পুরা ভূত্বা সাদ্য ন ক্ষমসে কথম্ ।
অধর্মং জহি ধর্মজ্ঞে যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[পাণ্ডবগণকে শাপদান করিতে উদ্যতা গান্ধারীদেবীকে ব্যাসদেবের প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন —রাজন্ ! তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া কুরুবংশীয় পাণ্ডবগণ সকল ভ্রাতাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গান্ধারীদেবীর নিকট গমন করিলেন । ১

পুত্রশোকে পীড়িতা গান্ধারীদেবী যখন জানিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির নিজ শত্রুদিগকে সংহার করত আমার নিকট আসিতেছে, তখন সেই সতী-সাধ্বী দেবী তাঁহাকে শাপদান করিতে ইচ্ছা করিলেন । ২

পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীদেবীর মনে পাপপূর্ণ এই সঙ্কল্পের কথা সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন । তাঁহার এই অভিপ্রায় জানিয়া সেই মনের ন্যায় বেগগামী মহর্ষি ব্যাসদেব সত্বর পবিত্র ও সুপরিষ্কৃত জলে আচমন করত অতিসত্বর সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৩-৪

তিনি দিব্যদৃষ্টির দ্বারা এবং নিজের মনকে সমস্ত প্রাণীর সহিত একাগ্র করত তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন । ৫

অতএব হিতভাবী এই মহাতপস্বী ব্যাসদেব যথাসময়ে নিজের পুত্রবধূ গান্ধারীদেবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শাপের সময় অপসারিত করিয়া শান্তির সময় উপস্থাপিত করিতে করিতে এই কথা বলিলেন । ৬

গান্ধারিরাজকুমারি ! শান্ত হও । পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের উপর তোমার ক্রোধ করা উচিত নয় । এই সময় তোমার মুখ হইতে যে কথা নির্গত করিতে তুমি ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা সংযত কর এবং আমার এই কথা শ্রবণ কর । ৭

গত আঠার দিনে জয়াভিলাষী হইয়া তোমার পুত্র দুর্য্যোধন প্রতিদিন তোমার নিকট যাইয়া এই কথা বলিত যে, মা ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি । তুমি আমার কল্যাণের জন্য আশীর্ব্বাদ কর । ৮

এইভাবে যখন জয়াভিলাষী দুর্য্যোধন সময়ে সময়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করিত, তখন তুমি এই উত্তরই প্রদান করিতে যে, 'যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়' । ৯

গান্ধারি ! তুমি অতীতকালে কখনও কথাবার্ত্তা বলিবার সময় মিথ্যা কথা বলিয়াছ, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না এবং তুমি সর্ব্বদা প্রাণিগণের হিতকার্য্যেই নিরত আছ । ১০

রাজগণের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে পার হইয়া পাণ্ডবগণ যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, ইহাতে নিঃসন্দেহে এই কথা সিদ্ধ হয় যে, ধর্ম্মের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক । ১১

ধর্ম্মজ্ঞে ! তুমি ত' পূর্ব্বে অতিশয় ক্ষমাশীলা ছিলে । এখন ক্ষমা করিতেছ না কেন ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর ; কারণ, যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়লাভ হইয়া থাকে । ১২

ত্যজ ধর্মং পরিস্মৃত্য বাচং চোক্তাং মনস্বিনি।
কোপং সংযচ্ছ গান্ধারি নৈবং ভূঃ সত্যবাদিনি ॥ ১৩

গান্ধার্যুবাচ।

ভগবন্নাভ্যসূয়ামি নৈতান্নিচ্ছামি নশ্যতঃ।
পুত্রশোকেন তু বলান্মনো বিহ্বলতীব মে ॥ ১৪
যথৈব কুন্ত্যা কৌন্তেয়া রক্ষিতব্যাস্তথা ময়া।
তথৈব ধৃতরাষ্ট্রেণ রক্ষিতব্যা যথা ত্বয়া ॥ ১৫
দুর্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ কৃতোঽয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ ॥ ১৬
নাপরাধ্যতি বীভৎসুর্ন চ পার্থো বৃকোদরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ নৈব ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭
যুধ্যমানা হি কৌরব্যাঃ কৃন্তমানাঃ পরস্পরম্
নিহতাঃ সহিতাশ্চাস্মৈস্তচ্চ নাস্ত্যপ্রিয়ং মম ॥ ১৮
কিং তু কর্মাকরোদ্ ভীমো বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
দুর্যোধনং সমাসাদ্য গদাযুদ্ধে মহাবলঃ ॥ ১৯
শিক্ষয়াতীবিকং জ্ঞাত্বা চরন্তং বহুধা রণে।
অধো নাভ্যাঃ প্রহৃতবাংস্তন্মে কোপমবর্ধয়ৎ ॥ ২০
কথং তু ধর্মং ধর্মজ্ঞৈঃ সমুদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ।
ত্যজেয়ুরাহবে শূরাঃ প্রাণহেতোঃ কথঞ্চন ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি গান্ধারীসান্ত্বনায়াং চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

মনস্বিনী গান্ধারি! নিজের ধর্ম ও কথিত বাক্য স্মরণ করত তুমি ক্রোধ পরিহার কর। সত্যবাদিনি! পুনরায় তোমার এরূপ আচরণ করা উচিত হইবে না ॥ ১৩

গান্ধারী বলিলেন,—ভগবন্! আমি পাণ্ডবগণের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করি না এবং ইহাদের বিনাশও কামনা করি না। কিন্তু কি করিব? পুত্রগণের শোকে আমার মন হঠাৎ সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৪

কুন্তীর পুত্রগণ যেরূপ কুন্তীর দ্বারা রক্ষণীয়, সেরূপ আমারও ইহাদের রক্ষা করা উচিত। যেরূপ আপনি ইহাদের রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল—ইহাদের রক্ষা করা ॥ ১৫

কুরুকুলের এই সংহার ত' দুর্যোধন, আমার ভ্রাতা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনের অপরাধেই হইয়াছে ॥ ১৬

ইহাতে অর্জুনেরও কোন অপরাধ নাই এবং কুন্তীপুত্র ভীমসেনের কোন অপরাধ নাই। নকুল-সহদেব ও যুধিষ্ঠিরেরও ইহার জন্য কোনও দোষ নাই ॥ ১৭

কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধ ও বিনাশ করিতে করিতে নিজ নিজ অপর সঙ্গীদের সহিত নিহত হইয়াছে, অতএব ইহাতে আমার অপ্রিয় হইবার কিছুই নাই ॥ ১৮

কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন গদাযুদ্ধের জন্য দুর্যোধনকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, উহা আমার ভাল লাগে নাই। সে রণাঙ্গনে গদাযুদ্ধের বহুবিধ কৌশল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতেছিল, অতএব শিক্ষাতে তাহাকে নিজের অপেক্ষা অধিক জানিয়া ভীমসেন যে তাহার নাভির নীচে প্রহার করিয়াছে, ইহার এই আচরণই আমার ক্রোধকে বর্ধিত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৯-২০

ধর্মজ্ঞ মহাত্মাগণ গদাযুদ্ধের জন্য যে ধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহা বীরবর যোদ্ধারা রণাঙ্গনে যে কোনরূপে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য কিভাবে ত্যাগ করিতে পারে? ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে গান্ধারীকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বকর্ম্ম প্রশংসতা ভীমসেনেন গান্ধারীদেব্যাঃ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরস্য স্বীয়াপরাধস্বীকারঃ, গান্ধার্য্যা দৃষ্টিপাতেন যুধিষ্ঠিরস্য পাদনখানাং কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্তিঃ, ভীতস্য অর্জ্জুনস্য শ্রীকৃষ্ণপৃষ্ঠদেশে আত্মগোপনম্, স্বমাত্রা সহ পাণ্ডবানাং মিলনম্, দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, কুন্ত্যা আশ্বাসপ্রদানম্, গান্ধার্য্যানয়োরুভয়োর্দৈর্য্যধারণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা বচনং তস্যা ভীমসেনোঽথ ভীতবৎ
গান্ধারীং প্রত্যুবাচেদং বচঃ সান্ত্বনয়ং তদা ॥ ১

অধর্ম্মো যদি বা ধর্ম্মস্তাসাৎ তত্র ময়া কৃতঃ
আত্মানং ত্রাতুকামেন তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২

ন হি যুদ্ধেন পুত্রস্তে ধর্ম্মেণ স মহাবলঃ ।
শক্যঃ কেনচিদুদ্যন্তুমতো বিষমমাচরম্ ॥ ৩

অধর্ম্মেণ জিতঃ পূর্বং তেন চাপি যুধিষ্ঠিরঃ ।
নিকৃত্যা সদৈব স্ম ততো বিষমমাচরম্ ॥ ৪

সৈন্যস্যৈকোঽবশিষ্টোঽয়ং গদাযুদ্ধেন বীর্য্যবান্
মাং হত্বা ন হরেদ্ রাজ্যমিতি বৈ তৎ কৃতং ময়া ॥ ৫

রাজপুত্রীঞ্চ পাঞ্চালীমেকবস্ত্রাং রজস্বলাম্ ।
ভবত্যা বিদিতং সর্বমুক্তবান্ যৎ সুতস্তব ॥ ৬

সুযোধনময়ং গৃহ্য ন শক্যা ভূঃ সসাগরা ।
কেবলা ভোক্তুমস্মাভিরতশ্চৈতৎ কৃতং ময়া ॥ ৭

তথাপ্যপ্রিয়মস্মাকং পুত্রস্তে সমুপাচরৎ ।
দ্রৌপদ্যা যৎ সভামধ্যে সব্যমূরুমদর্শয়ৎ ॥ ৮

তদৈব বধ্যঃ সোঽস্মাকং দুরাচারশ্চ তে সুতঃ ।
ধর্ম্মরাজাজ্ঞয়া চৈব স্থিতাঃ স্ম সময়ে তদা ॥ ৯

বৈরমুদ্দীপিতং রাজ্ঞি পুত্রেণ তব তন্মহৎ ।
ক্লেশিতাশ্চ বনে নিত্যং তত এতৎ কৃতং ময়া ॥ ১০

বৈরস্যান্ত গতাঃ পারং হত্বা দুর্য্যোধনং রণে ।
রাজ্যং যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্তো বয়ঞ্চ গতমন্যবঃ ॥ ১১

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[নিজ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে ভীমসেনের গান্ধারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরের স্বীয় অপরাধ স্বীকার, গান্ধারীর দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের পদের নখসকলের কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্তি, ভীত অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে আত্মগোপন, নিজ মাতার সহিত পাণ্ডবদের মিলন, দ্রৌপদীর বিলাপ, কুন্তীর আশ্বাসপ্রদান এবং গান্ধারীকর্ত্তৃক ইহাদের উভয়ের ধৈর্য্যধারণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! গান্ধারীদেবীর এই কথা শ্রবণ করত ভীমসেন ভীতের ন্যায় তাঁহার বাক্যের উত্তর দান করিতে করিতে বলিলেন । ১

মাতঃ ! ইহা অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম হউক, আমি দুর্য্যোধনের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য সেস্থানে এরূপ কার্য্য করিয়াছি ; অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন । ২

আপনার সেই মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে কেহই ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিবার সাহস করিতে পারে না ; সেইজন্য আমি এই বিপরীত আচরণ করিয়াছি । ৩

প্রথমে সে-ও অধর্ম্ম দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিল এবং আমাদের সহিত সর্ব্বদা প্রতারণা করিয়াছে, সেইজন্য আমিও তাহার সহিত বিষম আচরণ করিয়াছি । ৪

কৌরবসৈন্যদের মধ্যে একাকী জীবিত এই পরাক্রমশালী বীর গদাযুদ্ধের দ্বারা আমাকে বধ করিয়া পুনরায় সমগ্র রাজ্য যাহাতে হরণ করিতে না পারে, এই আশয়ে আমি তাদৃশ অযোগ্য আচরণ করিয়াছি । ৫

একবস্ত্রপরিহিতা রাজস্বলা দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনাইয়া তাহাকে আপনার পুত্র যাহা কিছু বলিয়াছিল, তৎসমস্তই আপনি জানেন । ৬

দুর্য্যোধনকে সংহার না করিতে পারিলে আমরা নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিতে পারিব না, এইজন্য আমি এরূপ অযোগ্য কার্য্য করিয়াছি । ৭

আপনার পুত্র ত আমাদের সকলের প্রতি ইহা হইতেও অধিক অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল—সে জনপূর্ণ সভামধ্যে দ্রৌপদীকে নিজ বামজঙ্ঘা দেখাইয়াছিল । ৮

আপনার দুরাচার পুত্রকে ত' সেই সময়েই আমাদের বধ করা উচিত ছিল ; কিন্তু ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় আমরা সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নীরব ছিলাম ॥ ৯

মহারাণী ! আপনার পুত্র ত' সেই মহাসঙ্কটের অগ্নিকে আরও প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং আমাদের বনে পাঠাইয়া সর্ব্বদা ক্লেশদান করিয়াছিল ; সেইজন্য তাহার সহিত আমি এরূপ ব্যবহার করিয়াছি ॥ ১০

রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া আমরা এই শত্রুতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি । রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ হইয়াছে এবং আমাদেরও ক্রোধ শান্ত হইয়া গিয়াছে । ১১

গান্ধার্যুবাচ ।

ন তেঽদ্য বধতাত যৎ প্রশংসসি মে সুতম্ ।
কৃতবাংশ্চাপি তৎ সর্বং যদিদং ভাষসে বিভো ॥ ১১
হতাশ্বে নকুলে যত্তু বৃষসেনেন ভারত ।
অপিবঃ শোণিতং সংখ্যে দুঃশাসনপরাভবম্ ॥ ১২
সদ্ভির্বিগর্হিতং ঘোরমনার্যজনসেবিতম্ ।
ক্রূরং কর্মাকৃথাস্তস্মাত্তদসূক্রুং বৃকোদর ॥

ভীমসেন উবাচ

অন্যস্যাপি ন পাতব্যং রুধিরং কিং পুনঃ স্বকম্
যত্রৈবাত্মা তথা ভ্রাতা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥ ১৩
রুধিরং ন ব্যতিক্রামদ্ দন্তোষ্ঠং মেঽস্য মা শুচঃ ।
বৈবস্বতস্তু তদ্ বেদ হস্তৌ মে রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ১৬
হতাশ্বং নকুলং দৃষ্ট্বা বৃষসেনেন সংযুগে ।
ভ্রাতৄণাং সম্প্রদুষ্টানাং ত্রাসঃ সংজনিতো ময়া ॥ ১৭
কেশপক্ষপরামর্শে দ্রৌপদ্যা দ্যূতকারিতে ।
ক্রোধাদ্ যদব্রুবং চাহং তচ্চ মে হৃদি বর্ততে ॥
ক্ষত্রধর্মাচ্চ্যুতো রাজ্ঞি ভবেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ
প্রতিজ্ঞাং তামনিস্তীর্য তত্তৎ কৃতবানহম্ ॥ ১৯
ন মামর্হসি গান্ধারি দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্ ।
অনিগৃহ্য পুরা পুত্রানস্মাসুনপকারিষু
অধুনা কিং নু দোষেণ পরিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ২০

গান্ধার্যুবাচ

বৃদ্ধস্যাস্য শতং পুত্রান্ নিঘ্নংস্ত্বমপরাজিতঃ ।
কস্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ যেনাহনপরাধিনম্ ॥ ২১
লম্বানমাবয়োস্তাত বৃদ্ধয়োর্জরাতুরায়োঃ
কথমন্ধস্য লম্বান্ত যষ্টিরেকা ন বর্জিতা ॥ ২২

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার পুত্রের এরূপ প্রশংসা করিতেছ; সেইজন্য এই বধ তাহার হয় নাই (সে নিজ যশোময় শরীরে অমর হইয়াছে) এবং আমার সম্মুখে তুমি যাহা কিছু বলিলে, সেই সমস্ত অপরাধ দুর্যোধন অবশ্যই করিয়াছিল। ১২

ভারত! কিন্তু বৃষসেন যখন নকুলের অশ্বদিগকে বধ করত তাহাকে রথহীন করিয়া দিয়াছিল, সেই সময় তুমি দুঃশাসনকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া তাহার যে রক্ত পান করিয়াছিলে, উহা সৎপুরুষগণের দ্বারা নিন্দিত এবং নীচ পুরুষদের দ্বারা সেবিত অতিশয় ভয়ঙ্কর ক্রূরতাপূর্ণ কার্য। বৃকোদর! তুমি সেই ক্রূর কার্য করিয়াছ, সেইজন্য তোমার দ্বারা অত্যন্ত অযোগ্য কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। ১৩-১৪

ভীমসেন বলিলেন, মাতঃ! যে স্থলে অন্যেরও শোণিত পান করা উচিত নহে, সেস্থলে নিজের শোণিত কিভাবে পান করা যাইতে পারে? যেরূপ নিজের শরীর, সেইরূপ ভ্রাতারও শরীর। নিজের ও ভ্রাতার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। ১৫

মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। সেই শোণিত আমার দন্তসকল ও ওষ্ঠদ্বয় অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে নাই। এই বিষয় সূর্যপুত্র যমরাজ জানেন এবং কেবল আমার দুই হস্তই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। ১৬

যুদ্ধে বৃষসেনের দ্বারা নকুলের অশ্বগণকে নিহত হইতে দেখিয়া দুঃশাসনের সকল ভ্রাতারা যে রণে উন্মাদিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সেরূপ করিয়া আমি তাহাদের মনে কেবল ভয় উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ১৭

দ্যূতক্রীড়ার সময় যখন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করা হইয়াছিল, সেই সময় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহার স্মরণ আমার হৃদয়ে সব সময় জাগরূক ছিল। ১৮

মহারাজ! যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে চিরকালের জন্য ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইত; সেইজন্য আমি এই কার্য করিয়াছি। ১৯

মাতা গান্ধারি! আপনার আমার উপর দোষের আশঙ্কা করা উচিত নহে। পূর্বে যখন আমরা কোন অপরাধ না করিলেও আপনার পুত্রগণ আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের কোনরূপ নিষ্ঠুর করেন নাই পুনরায় এই সময় আপনি কেন আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? ২০

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—পুত্র! তুমি অপরাজিত বীর। তুমি এই বৃদ্ধ মহারাজের শত পুত্রকে বধ করিবার সময় এক অপরাধকারী যে কোন একজনকে কেন জীবিত পরিত্যাগ কর নাই? ২১

বৎস! আমরা উভয়েই বৃদ্ধ। আমাদের রাজ্যও তোমরা কাড়িয়া লইয়াছ। এরূপ অবস্থায় আমাদের একটি মাত্র সন্তানকে অন্ধের যষ্টির ন্যায় তুমি কেন জীবিত পরিত্যাগ কর নাই? ২২

শেষে ধ্রুবস্থিতে তাত পুত্রাণামন্যতমে ত্বয়ি
ন মে দুঃখং ভবেদেতদ্ যদি ত্বং ধর্মমাচরেঃ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু গান্ধারী যুধিষ্ঠিরমপৃচ্ছত।
ক স রাজেতি সক্রোধা পুত্র-পৌত্রবধার্দিতা ॥ ২৪

তমভ্যগচ্ছদ্ রাজেন্দ্রো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
যুধিষ্ঠিরস্ত্বিদং তত্র মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৫

পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ।
শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্ ॥ ২৬

ন হি মে জীবিতেনার্থো ন রাজ্যেন ধনেন বা।
তাদৃশান্ সুহৃদো হত্বা মূঢ়স্যাস্য সুহৃদ্দ্রুহঃ ॥ ২৭

তমেবংবাদিনং ভীতং সন্নিকর্ষগতং তদা।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ গান্ধারী নিঃশ্বাসপরমা কৃশম্ ॥ ২৮

ওস্থাবনতদেহস্ত পাদয়োর্নিপতিষ্যতঃ।
যুধিষ্ঠিরস্ত নৃপতের্ধর্মজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনী ॥ ২৯

অঙ্গুলাগ্রাণি দদৃশে দেবী পট্টান্তরেণ সা।
ততঃ স কুনখীভূতো দর্শনীয়নখো নৃপঃ ॥ ৩০

তং দৃষ্ট্বা চার্জুনোঽগচ্ছদ্ বাসুদেবস্য পৃষ্ঠতঃ।
এবং সঞ্চেষ্টমানাংস্তানিতশ্চেতশ্চ ভারত ॥ ৩১

গান্ধারী বিগতক্রোধা সান্ত্বয়ামাস মাতৃবৎ।
তত্রা তে সমনুজ্ঞাতা মাতরং বীরমাতরম্ ॥ ৩২

অভ্যগচ্ছন্ত সহিতাঃ পৃথাং পৃথুলবক্ষসঃ
চিরস্য দৃষ্ট্বা পুত্রান্ সা পুত্রাধিভিরভিপ্লুতা ॥
বাষ্পমাহারয়দ্ দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্।
ততো বাষ্পং সমুৎসৃজ্য সহ পুত্রৈস্তদা পৃথা ॥ ৩৪

অপশ্যদেতান্ শস্ত্রৌঘৈর্বহুধা ক্ষতবিক্ষতান্।
সা তানেকৈকশঃ পুত্রান্ সংস্পৃশন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫

পুত্র! তুমি আমার সমস্ত পুত্রগণের পক্ষে যমস্বরূপ হইয়াছ। যদি তুমি ধর্মের আচরণ করিতে এবং আমার যে কোন একটিও পুত্রকে অবশিষ্ট রাখিতে, তবে আমার এত দুঃখ হইত না ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র ও পৌত্রগণের বধে পীড়িতা গান্ধারীদেবী কুপিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির? ২৪

ইহা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে আসিলেন এবং মধুর ভাষায় বলিলেন,—দেবি! আপনার পুত্রগণের সংহারকারী ক্রূরকর্মা এই আমি যুধিষ্ঠির। পৃথিবীর রাজগণের বিনাশের হেতুও আমি, সেইজন্য আমি শাপের যোগ্য। আপনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন ॥ ২৫-২৬

আমি সুহৃদ্দ্রোহী ও অবিবেকী। আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্গণকে বধ করিয়া এখন আমার রাজ্য, জীবন অথবা ধনের কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ২৭

যখন নিকটে আসিয়া ভীত রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন, তখন গান্ধারীদেবী অতিশয় শব্দ সহকারে শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিলেন। মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৮

রাজা যুধিষ্ঠির স্ব-দেহকে নত করিয়া গান্ধারীদেবীর পদদ্বয়ে পতিত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। ঠিক এই সময়েই ধর্মজ্ঞা দূরদর্শিনী দেবী গান্ধারী পট্টের (চক্ষুর্বন্ধনবস্ত্র) পতি হওয়াই অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারীদেবীও নিজের চক্ষুর্দ্বয় সব সময় বাঁধিয়া রাখিতেন।) যখা হইতেই রাজা যুধিষ্ঠির পদযুগলের অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগ দেখিতে পাইলেন। ইহাতেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নখসকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইল। ইহার পূর্বে তাঁহার নখসকল অতিশয় সুন্দর ও দর্শনীয় ছিল ॥ ২৯-৩০

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে যাইয়া লুকাইয়া পড়িলেন। ভারত! তাঁহাদিগকে এইভাবে এদিক্ ওদিকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর ক্রোধ শান্ত হইয়া যাইল এবং তিনি তাঁহাদের সকলকে তখন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ৩১।

তারপর তাঁহারা আজ্ঞা লইয়া দীর্ঘ ও বিশাল বক্ষবিশিষ্ট পাণ্ডবগণ একত্রে বীরজননী মাতা কুন্তীদেবীর নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩২।

কুন্তীদেবী দীর্ঘকাল পরে নিজের পুত্রগণকে দেখিয়া তাঁহাদের কষ্টের কথা স্মরণ করত করুণায় আপ্লুত হইয়া উঠিলেন এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩।

পুত্রগণের সহিত অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি বারংবার তাঁহাদের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেহ তখন অস্ত্রসকলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল ॥ ৩৪।

পুনঃ পুনঃ পুত্রগণের শরীরের উপর নানাভাবে হস্ত দিয়া

অথশোচন্ত দুঃখার্তা দ্রৌপদীঞ্চ হতাত্মজাম্ ।
কৃদন্তীমথ পাঞ্চালীং দদর্শ পতিতাং ভুবি ॥ ৩৬

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

আর্য্যো পৌত্রাঃ ক তে সর্বে সৌভদ্রসহিতা গতাঃ ।
ন ত্বাং তেঽভ্যাগচ্ছন্তি চিরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনীম্ ॥ ৩৭
কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম
তাং সমাশ্বাসয়ামাস পৃথা পৃথুললোচনা ॥ ৩৮
উত্থাপ্য বাষ্পসেনীং তু কৃদন্তীং শোককর্শিতাম্ ।
তয়ৈব সহিতা চাপি পুত্রৈরনুগতা নৃপ ॥ ৩৯
অভ্যগচ্ছত গান্ধারীমার্তামার্ততরা স্বয়ম্ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তামুবাচাথ গান্ধারী সহ বধ্বা যশস্বিনীম্ ॥ ৪০

মৈবং পুত্রেতি শোকার্তা পশ্য মামপি দুঃখিতাম্ ।
মন্যে লোকবিনাশোঽয়ং কালপর্য্যায়নোদিতঃ ॥ ৪১
অবশ্যম্ভাবী সম্প্রাপ্তঃ স্বভাবাল্লোমহর্ষণঃ ।
ইদং তৎ সমনুপ্রাপ্তং বিদুরস্য বচো মহৎ ।
অসিদ্ধানুনয়ে কৃষ্ণে সত্যবাচ মহামতিঃ ।
তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ব্যতীতে চ বিশেষতঃ ॥ ৪৩
মা শুচো ন হি শোচ্যাস্তে সংগ্রামে নিধনং গতাঃ ।
যথৈবাহং তথৈব ত্বং কো নাবাপ্স্যতি ।
মমৈব দুষ্কৃতৈর্ন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি পৃথাপুত্রদর্শনে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

স্পর্শ করিতে করিতে কুন্তীদেবী দুঃখে আর্ত হইয়া যাহার সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে, সেই দ্রৌপদীর অন্ত শোক করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি দেখিলেন কি যে দ্রৌপদী নিকটেই ভূতলে পতিতা রহিয়াছেন। ৩৪-৩৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—আর্য্যে! অভিমন্যুপ্রভৃতি আপনার সকল পৌত্রগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে? তাহারা দীর্ঘকাল পরে তপস্বিনী দেবী আপনাকে দেখিয়া আপনার নিকটে আসিতেছে না কেন? নিজের পুত্রগণকে হারাইয়া এখন এই রাজ্যে আমাদের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে? ৩৭।

নৃপ! বিশালনেত্রা কুন্তীদেবী শোকে কাতরা হইয়া ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে উঠাইয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং তাঁহার সহিতই নিজেও অত্যন্ত শোকার্তা হইয়া গান্ধারীদেবীর নিকট গমন করিলেন। ৩৮-৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গান্ধারীদেবী বধূ দ্রৌপদীসহ যশস্বিনী কুন্তীদেবীকে বলিলেন,—পুত্রি! এভাবে শোকে আকুল হইও না। দেখ, আমিও ত' দুঃখে নিমগ্না রহিয়াছি। আমি বুঝিতেছি যে, সময়েই বৈপরীত্যে প্রেরিত হইয়া এই সমগ্র জগতের বিনাশ হইয়াছে, যাহা স্বভাবতই রোমাঞ্চকর। এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেইজন্য উহা সংঘটিত হইয়াছে। যখন সন্ধি স্থাপন করাইবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় সফল হইল না, তখন অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদুর যে মহত্বপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল, তদনুসারেই এই সব কিছু সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ৪০-৪২½

যখন এই বিনাশ কোনরূপেই পরিহার করা সম্ভব হইল না, বিশেষতঃ যখন সব কিছু সংঘটিত হইয়া সমাপ্ত হইল, তখন আর তোমাদের শোক করা উচিত নহে। সেই সব বীর সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, অতএব তাহারা শোকের যোগ্য নয়। আজ যেরূপ আমি, সেইরূপ তুমিও। আমাদের উভয়কে কে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ কুল ধ্বংস হইয়া যাইল। ৪৩-৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে কুন্তীদেবীর স্বীয় পুত্রগণের
দর্শনবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসবরদানেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নয়া গান্ধার্য্যা যুদ্ধস্থলে নিহত যোধানাং দর্শনম্, রোদনপরায়ণা বধূর্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা বিলাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু গান্ধারী কুরূণামবকর্তনম্।
অপশ্যত্তত্র তিষ্ঠন্তী সর্বং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১
পতিব্রতা মহাভাগা সমানব্রতচারিণী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা সততং সত্যবাদিনী ॥ ২
বরদানেন কৃষ্ণস্য মহর্ষেঃ পুণ্যকর্মণঃ।
দিব্যজ্ঞানবলোপেতা বিবিধং পর্যদেবয়ৎ ॥ ৩
দদর্শ সা বুদ্ধিমতী দূরাদপি যথান্তিকে।
রথাশ্বিতং নরবীরাণামদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪
অস্থিকেশবসাকীর্ণং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্।
শরীরৈর্বহুসাহস্রৈর্বিনিকীর্ণং সমন্ততঃ ॥ ৫
গজাশ্বরথযোধানামাবৃতং রুধিরার্ণবৈঃ।
শরীরৈরশিরস্কৈশ্চ বিদেহৈশ্চ শিরোগণৈঃ ॥ ৬
গজাশ্বনরনারীণাং নিঃস্বনৈরতিসংবৃতম্।
শৃগালবককাকোলকঙ্কাকুলনিষেবিতম্ ॥ ৭
রক্ষসাং পুরুষাদানাং মোদনং কুররাকুলম্।
অশিবাভিঃ শিবাভিশ্চ নাদিতং গৃধ্রসেবিতম্ ॥ ৮
ততো ব্যাসাভ্যনুজ্ঞাতো ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
পাণ্ডুপুত্রাশ্চ তে সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৯
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য হতবন্ধুঃ পার্থিবম্।
কুরুস্ত্রিয়ঃ সমাসাদ্য জগ্মুরাযোধনং প্রতি ॥ ১০
সমাসাদ্য কুরুক্ষেত্রং তাঃ স্ত্রিয়ো নিহতেশ্বরাঃ।
অপশ্যন্ত হতাংস্তত্র পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পতীন্ ॥ ১১
ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যমাণান্ বৈ গোমায়ুবলবায়সৈঃ
ভূতৈঃ পিশাচৈ রক্ষোভির্বিবিধৈশ্চ নিশাচরৈঃ ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়।

বেদব্যাসের বরদানে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না গান্ধারী কর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত যোদ্ধাগণের দর্শন এবং রোদনপরায়ণা বধূগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া গান্ধারীদেবী সেই স্থানেই থাকিয়া স্বীয় দিব্য দৃষ্টির দ্বারা কৌরবগণের সেই সমস্ত বিনাশস্থল দর্শন করিলেন। ১

গান্ধারীদেবী অতিশয় পতিব্রতা, পরম সৌভাগ্যবতী, পতিসদৃশ ব্রতপালনকারিণী, উগ্র তপস্যাযুক্তা এবং সদা সত্যভাষিণী ছিলেন। ২

পুণ্যাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের বরদানে তিনি দিব্যজ্ঞান-বলসম্পন্না হইয়াছিলেন। অতএব রণভূমির দৃশ্য দেখিয়া তিনি নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩

বুদ্ধিমতী গান্ধারীদেবী নরনারীগণের সেই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চজনক সমরাঙ্গণকে সেইভাবে দূর হইতেই দর্শন করিলেন, যেরূপ নিকটে থাকিয়াই দর্শন করা যায়। ৪

সেই রণক্ষেত্র অস্থি, কেশ, চর্বীদলুহে পূর্ণ ছিল, রক্তের প্রবাহে আপ্লুত ছিল এবং কবন্ধ হীন মস্তকের সেখানে চারিদিকে পতিত ছিল। ৫

গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের রক্তে প্লাবিত মস্তকহীন অগণিত মৃতদেহ এবং দেহহীন অনেক মস্তকে সেই রণভূমি আবৃত ছিল। ৬

হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও স্ত্রীগণের আর্তনাদে এই সমস্ত রণস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। শৃগাল, বক, দাঁড়কাক, হাড়গিলা ও কাকগণে এই রণভূমি পূর্ণ ছিল। ৭

এই স্থান নরভক্ষী রাক্ষসগণের আনন্দদায়ক ছিল। এখানে চারিদিকেই কুকুর ও পক্ষিগণে পূর্ণ ছিল। অমঙ্গলময়ী শিবাগণ নিজ নিজ শব্দ করিতেছিল এবং গৃধ্রগণ চারিদিকেই বিচরণ করিতেছিল। ৮

সেই সময় ভগবান্ বেদব্যাসের আজ্ঞা পাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণ রণভূমির দিকে গমন করিলেন। ৯

যাহার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া কুরুকুলের স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সকলে যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। ১০

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সেই অনাথ স্ত্রীগণ সেখানে নিহত নিজ নিজ পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও পতিগণের দেহসমূহ দেখিতে পাইলেন। যে সকল দেহ তখন মাংসভক্ষী জীব-জন্তু, শৃগাল, গ্রোমকাক, কাক, কৃমি, পিশাচ, রাক্ষস ও নানাপ্রকার নিশাচরগণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতেছিল। ১১-১২

রুক্মরথক্রীড়নিভং দৃষ্ট্বা তদা বিশসনং স্ত্রিয়ঃ।
মহার্হেভ্যোঽধ যানেভ্যো বিক্রোশন্ত্যো নিপেতিরে ॥১৩
অদৃষ্টপূর্বং পশ্যন্ত্যো দুঃখার্তা ভরতস্ত্রিয়ঃ।
শরীরেষ্বঙ্গলগ্নস্থাঃ পতন্ত্যশ্চাপরা ভুবি ॥ ১৪
ভ্রাম্যতাং চাপানাধ্মানাং নাসীৎ কাচন চেতনা
পাঞ্চালকুরুযোষাণাং কৃপণং তদভূন্মহৎ ॥ ১৫
দুঃখোপহতচিন্তাভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্।
দৃষ্ট্বা যোধনমভ্যাত্রং ধর্মজ্ঞা সুবলাত্মজা ॥ ১৬
ততঃ সা পুণ্ডরীকাক্ষমাসাদ্য পুরুষোত্তমম্
কৃপণং বৈশসং দৃষ্ট্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭
পশ্যৈতাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ সুষা মে নিহতেশ্বরাঃ।
প্রকীর্ণকেশাঃ ক্রোশন্তীঃ কুররীরিব মাধব ॥ ১৮
অনুস্মৃত্যসমাগম্য স্বরন্ত্যো ভর্তৃজান্ গুণান্।
পৃথগেবাভ্যধাবন্ত্যঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পতীন্ ॥১৯

বীরসূতির্মহারাজ হতপুত্রাভিরাবৃতম্।
ক্বচিচ্চ বীরপত্নীভির্হতবীরাভিরাবৃতম্ ॥ ২০
শোভিতং পুরুষব্যাঘ্রৈঃ কর্ণ-ভীষ্মাভিমন্যুভিঃ।
দ্রোণ দ্রুপদ-শল্যৈশ্চ অন্যৈশ্চাদ্ভুবির পাবকৈঃ ॥ ২১
কাঞ্চনৈঃ কবচৈর্নিষ্কৈর্মণিভিশ্চ মহাধনাম্।
অক্ষৈর্হৈমৈস্তথেষূণাং প্রস্তিশ্চ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ২২
বীরবাহুবিসৃষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ পরিঘৈরপি।
খড়্গৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈশ্চ শরাসনৈঃ ॥ ২৩
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈর্মুদিতৈস্তির্যগ্ভিঃ সহিতৈঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদাক্রীড়মানৈশ্চ শয়ানৈশ্চাপরৈঃ ক্বচিৎ ॥ ২৪
এতদেবংবিধং বীরঃ সম্পশ্যন্নোঘনঃ বিভো।
পশ্যমানা হি দস্যন্তি শোকেনাহং জনার্দন ॥ ২৫
পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ বিনাশে মধুসূদন।
পঞ্চানামপি ভূতানামহং বধমচিন্তয়ম্ ॥ ২৬

ভদ্রবেরের ক্রীড়াস্থলসদৃশ সেই রণভূমিকে দর্শন করিয়া সেই স্ত্রীগণ নিজ নিজ বহুমূল্য রথ হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে নিম্নে পতিত হইলেন (অথবা ভূমিতে নামিলেন)। ১৩

যাহাকে কখনও পূর্বে দর্শন করেন নাই, এরূপ সেই অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করত দুঃখে আতুর ভরতকুলের কিছু স্ত্রী মৃত দেহের উপর পতিত হইলেন এবং বহু স্ত্রী ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪

এই সব পরিত্রস্তা ও অনাথা পাঞ্চাল এবং কৌরবগণের স্ত্রীবর্গের সেখানে তখন কোন চেতনাই ছিল না। এই সময় তাঁহাদের অতিশয় দয়নীয় অবস্থা হইয়াছিল ॥ ১৫

দুঃখে ব্যাকুলচিত্তা যুবতীগণের করুণ ক্রন্দনে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থল সর্বদিকে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধর্মজ্ঞা সুবলনন্দিনী গান্ধারীদেবী কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধিত করিয়া কৌরবগণের সেই বিনাশের উপর দৃষ্টিপাত করত এই কথা বলিলেন। ১৬-১৭

কমলনয়ন মাধব! আমার এই বিধবা পুত্রবধূদিগের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ইহারা কেশ উন্মুক্ত করিয়া কুররী-পক্ষীদের ন্যায় বিলাপ করিতেছে ॥ ১৮

ইহারা নিজ নিজ পতির গুণসমূহের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহাদের মৃতদেহের পার্শ্বে গমন করিতেছে এবং পতি, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের শরীরের দিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধাবিত হইতেছে ॥ ১৯

মহারাজ! কোথাও যাহাদের পুত্র নিহত হইয়াছেন, সেই বীরপ্রসবিনী মাতারা এবং কোথাও যাহাদের পতি বিনষ্ট হইয়াছেন, সেই বীরপত্নীগণের দ্বারা যুদ্ধস্থল আবৃত হইয়া পড়িল ॥ ২০

পুরুষব্রেষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী কর্ণ, ভীষ্ম, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্যের ন্যায় বীরগণের দ্বারা এই রণভূমি সুশোভিত ॥ ২১

এই মহাত্মা বীরগণের সুবর্ণময় কবচ, নিষ্ক (পদক), মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, ও হারসকলে সমলঙ্কৃত বিকৃষ্ট দেখাইতেছে ॥ ২২

কোথাও বীরগণের বাহুসকলের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বহু শক্তি পতিত আছে। কোথাও পরিঘ, নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং বাণসহ বহু ধনু পতিত রহিয়াছে। কোথাও দলে দলে মাংসভক্ষী জীবজন্তু আনন্দময় হইয়া একত্রে অবস্থান আছে, কোথাও ইহারা খেলা করিতেছে এবং কোথাও অন্যান্য জন্তুরা শুইয়া আছে। বীর! প্রভো! এইরূপে এই সব জীব-জন্তুগণে পরিপূর্ণ এই যুদ্ধস্থল পরিদর্শন কর। জনার্দন! আমি ত' ইহা দেখিয়া শোকে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি ॥ ২৩-২৫

মধুসূদন! এই পাঞ্চাল ও কৌরব বীরগণ নিহত হওয়ায় আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, পঞ্চভূতসকলেরই বিনাশ হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬

তান্ সুপর্ণাশ্চ গৃধ্রাশ্চ কর্বরস্তান্সুগুদ্ধিতাঃ।
বিগৃহ্য চরণৈর্গৃধ্রা ভক্ষয়ন্তি সহস্রশঃ ॥ ২৭
জয়দ্রথস্য কর্ণস্য তথৈব দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ
অভিমন্যোর্বিনাশঞ্চ কস্তিষ্ঠন্নিতুমর্হতি ॥ ২৮
অবধ্যকল্পান্ নিহতান্ গতসত্ত্বানচেতসঃ।
গৃধ্র-কঙ্ক-বট-শ্যেন-শ্চ শৃগালাদনীকৃতান্ ॥ ২৯
অমর্ষবশমাপন্নান্ দুর্যোধনবশে স্থিতান্।
পশ্যেমান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ সংশান্তান্ পাবকানিব ॥ ৩০
শয়ানা যে পুরা সর্বে মৃদূনি শয়নানি চ।
বিপন্নাস্তেঽদ্য বসুধাং বিবৃতাননিশেরতে ॥ ৩১
বন্দিভিঃ সততং কালে স্তবদ্ভিরভিনন্দিতাঃ।
শিবানামশিবা ঘোরাঃ শৃণ্বন্তি বিবিধা গিরঃ ॥ ৩২
যে পুরা শেরতে বীরাঃ শয়নেষু যশস্বিনঃ।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গাস্তেঽদ্য পাংশুষু শেরতে ॥ ৩৩

এই বীরগণকে রক্তে পরিপ্লুত শকুন ও গৃধ্র পক্ষিগণ এদিক ওদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র গৃধ্র ইহাদের শবসকল ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছে ॥ ২৭

এই যুদ্ধে জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এবং অভিমন্যুর ন্যায় বীরগণ বিনষ্ট হইবেন, ইহা কে চিন্তা করিয়াছিল ? ২৮

যাহারা অবধ্য বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে এবং অচৈতন্য ও প্রাণহীন হইয়া এস্থানে পতিত আছে। গৃধ্র, কঙ্ক, বট, শ্যেন, কঙ্কর ও শৃগালগণ তাহাদিগকে আহারে পরিণত করিয়াছে ॥ ২৯

দুর্যোধনের অধীনে থাকিয়া এই অমর্ষ বশীভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় শান্ত হইয়া গিয়াছেন। ইহাদের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর ॥ ৩০

যাহারা পূর্বে কোমল শয্যায় শয়ন করিত, তাহারা সকলে এখন নিহত হইয়া আস্তরণহীন কেবল ভূমিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৩১

যাহাদের সকলকে যথাসময়ে স্তুতিপাঠক বন্দীরা নিজ নিজ বাক্যসমূহের দ্বারা আনন্দিত করিত, তাঁহারাই আজ শিবাগণের অমঙ্গলময় ভয়ঙ্কর নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৩২

এই সব যশস্বী বীর পূর্বে নিজ নিজ দেহে চন্দন ও অগুরু লেপন করত সুখদায়িনী শয্যায় শয়ন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা এখন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন ॥ ৩৩

তেষামাস্তরণান্যেতে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ।
আক্ষিপন্তি শিবা ঘোরা বিনদন্ত্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪
বাণান্ বিনিশিতান্ পীতান্ নিস্ত্রিংশান্ বিমলা গদাঃ
যুদ্ধাভিমানিনঃ সর্বে জীবন্ত ইব বিভ্রতি ॥ ৩৫
সুরূপবর্ণা বহবঃ ক্রব্যাদৈরবঘট্টিতাঃ।
ঋষভপ্রতিরূপাশ্চ শেরতে হরিতস্রজঃ ॥ ৩৬
অপরে পুনরালিঙ্গ্য গদাঃ পরিঘবাহবঃ।
শেরতেঽভিমুখাঃ শূরা ধরিত্রীমিব যোষিতঃ ॥ ৩৭
বিভ্রতঃ কবচান্যস্মে বিমলাস্যায়ুধানি চ।
ন ধর্ষয়ন্তি ক্রব্যাদা জীবন্তীতি জনার্দন ॥ ৩৮
ক্রব্যাদৈঃ কৃষ্যমাণানামপরেষাং মহাত্মনাম্।
শাতকৌম্ভ্যঃ স্রজশ্চিত্রা বিপ্রকীর্ণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯
এতে গোমায়বো ভীমা নিহতানাং যশস্বিনাম্।
কণ্ঠাস্তরগতান্ হারানাক্ষিপন্তি সহস্রশঃ ॥ ৪০

তাঁহাদের আস্তরণসকল এই গৃধ্র, শৃগাল, কাক ও ভয়ানক শিবাগণ বারংবার চীৎকার করিতে করিতে এদিক ওদিকে নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৩৪

এই সব যুদ্ধাভিমানী বীরগণ জীবিত পুরুষগণের ন্যায় এই সময়েও তীক্ষ্ণ বাণ, পীতবর্ণের তরবারি ও নির্মল গদা হস্তে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩৫

সুন্দর রূপ ও কান্তিবিশিষ্ট, বৃষের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট এবং হরিতবর্ণের হার পরিধানকারী বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেখানে শয়ন করিয়া আছেন ও মাংসভক্ষী জন্তুরা ইহাদের পরিবর্তিত করিতেছে ॥ ৩৬

পরিঘতুল্য স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট অপর বীরগণ প্রেয়সী যুবতীর ন্যায় গদাসকলকে আলিঙ্গন করত সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৭

জনার্দন ! বহুসংখ্যক যোদ্ধা নির্মল কবচ ও অস্ত্রসকল ধারণ করিয়া আছেন। সেইজন্য ইহাদের দেখিয়া জীবিত মনে করত মাংসভক্ষী জন্তুরা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিতেছে না ॥ ৩৮

অপর মহাত্মা বীরগণকে মাংসাহারী জীবসকল এদিক ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যাহার ফলে স্বর্ণনির্মিত ইহাদের বিচিত্র মালাসমূহ চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে ॥ ৩৯

এস্থানে নিহত যশস্বী বীরগণের কণ্ঠ মধ্যে গত হারসমূহ এই সহস্র সহস্র ভয়ানক গৃধ্রগণ আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪০

সর্বেষ্বপররাত্রেষু যানেনাদ্ভুতবর্চসঃ।
স্তুতিভিশ্চ পরার্ধ্যাভিঃ কল্পচারৈশ্চ শিক্ষিতাঃ ॥ ৪১
তাসিমাঃ পরিদেবন্তি দুঃখার্তাঃ পরমাঙ্গনাঃ।
কৃপণং বৃষ্ণিশার্দূল দুঃখ-শোকাদিতা ভৃশম্ ॥ ৪২
রক্তোৎপলবনানীব বিভান্তি রুচিরাণি চ।
মুখানি পরমস্ত্রীণাং পরিশুষ্কাণি কেশব ॥ ৪৩
রুদিতাদ্ বিরতা হ্যেতা ধ্যায়ন্ত্যঃ সপরিচ্ছদাঃ
কুরুস্ত্রিয়োঽভিগচ্ছন্তি তেন তেনৈব দুঃখিতাঃ ॥ ৪৪
এতাস্তাম্রায়তাক্ষাণি তপনীয়নিভানি চ
রোষরোদনতাম্রাণি বক্ত্রাণি কুরুযোষিতাম্ ॥ ৪৫
শ্যামানাং বরবর্ণানাং গৌরীণামেকবাসসাম্।
দুর্যোধনবরস্ত্রীণাং পশ্য বৃত্তানি কেশব ॥ ৪৬
আসামপরিপূর্ণার্থং নিশম্য পরিদেবিতম্।
ইতরেতরসংক্রন্দাদ্ বিজানন্তি সোষিতঃ ॥ ৪৭

এতা দীর্ঘমিবোচ্ছ্বস্য বিক্রুশ্য চ বিলপ্য চ।
বিস্পন্দমানা দুঃখেন ধীরা জহতি জীবিতম্ ॥ ৪৮
বহ্ব্যো দৃষ্ট্বা শরীরাণি ক্রোশন্তি বিলপন্তি চ।
পাণিভিশ্চাপরা ঘ্নন্তি শিরাংসি মুক্তমূর্ধজাঃ ॥ ৪৯
শিরোভিঃ পতিতৈর্হস্তৈঃ সর্বাঙ্গৈর্ভূশমাকুলৈঃ
ইতরেতরসম্পৃক্তৈরাকীর্ণা ভাতি মেদিনী ॥ ৫০
বিশিরস্কানথো কায়ান্ দৃষ্ট্বা হ্যেতানবস্থিতান্
মুহূর্তমুদ্গতা নার্যো বিদেহানি শিরাংসি চ ॥ ৫১
শিরঃ কায়েন সন্ধায় প্রেক্ষমাণা বিচেতসঃ
অপশ্যন্ত্যোঽপরং তত্র নেদমস্তেতি দুঃখিতাঃ
বাহূরুচরণানন্যান্ বিশিখোপস্থিতান্ পৃথক্।
সম্প্রধার্যোঽথ দুঃখার্তা মূর্চ্ছন্ত্যেতাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩
উৎকৃত্তশিরসশ্চান্যান্ বিজ্ঞায় মৃগ পক্ষিভিঃ।
দৃষ্ট্বা কাশ্চিন্ন জানন্তি ভর্তৄন্ ভরতযোষিতঃ ॥ ৫৪

বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! প্রায় প্রত্যেক রাত্রির শেষ প্রহরে সুশিক্ষিত বন্দীগণ উত্তম স্তুতি ও উপচারসকলের দ্বারা যাঁহাদিগকে আরাধিত করিত, তাঁহাদিগকেরই পার্শ্বে আজ এই দুঃখ ও শোকে অত্যন্ত পীড়িত সুন্দরী যুবতীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতেছে। ৪১-৪২

কেশব! এই সুন্দরীগণের শুষ্ক সুন্দর মুখ সকল রক্তকমলের পরস্পরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ৪৩

এই সব কুরুকুলের স্ত্রীগণ ক্রন্দন বন্ধ করত স্বজনসকলের চিন্তা করিতে করিতে পরিজনবৃন্দের সহিত তাহাদের অন্বেষণে গমন করিতেছে এবং দুঃখিতা হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইতেছে। ৪৪

কৌরববংশের এই যুবতীগণের সুধা ও সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ মুখসকল রোদ ও রোদনের দ্বারা তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৪৫

কেশব! দুর্যোধনের সুন্দর কান্তিসম্পন্না, একবস্ত্রপরিহিতা এবং শ্যাম ও গৌরবর্ণা এই সুন্দরী স্ত্রীগণের বলকে অবলোকন কর। ৪৬

পরস্পরের রোদনধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ায় ইহাদের বিলাপের অর্থ পূর্ণভাবে বুঝা যাইতেছে না। ইহা শ্রবণ করত অন্য স্ত্রীগণও কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ৪৭

এই সব বীরবনিতাগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বজনদিগকে আহ্বানপূর্বক করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকিয়া দুঃখে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ৪৮

বহু স্ত্রী স্বজনগণের মৃতদেহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং বিলাপ করিতে থাকিল। কোমলহৃদয়া বহু রমণী নিজ নিজ হস্তের দ্বারা মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। ৪৯

ছিন্ন হইয়া পতিত মস্তক, হস্ত ও সম্পূর্ণ অঙ্গসকলের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বহু রাশি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সমস্তই একের উপরে এক এইভাবে পতিত ছিল। ইহাদের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। ৫০

মস্তকহীন সুন্দর দেহ ও দেহহীন মস্তকসকল দেখিয়া এই সব অনুগামিনী স্ত্রীগণ যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। ৫১

যেন অচৈতন্যা বহু স্ত্রী স্বজনবর্গকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোন এক মস্তককে নিকটবর্তী দেহের সহিত সংযোগ করিয়া দেখিতে লাগিল এবং যখন এই মস্তক ইহাতে সংযুক্ত হইল না ও অপর কোন মস্তক নিকটে দেখিতে পাওয়া যাইল না, তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—ইহা ত' তাঁহার মস্তক নহে। ৫২

অন্যে বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথকভাবে পতিত বাহু, জঙ্ঘা ও পদসকল যোজনা করিতে করিতে এই সব দুঃখিতা অবলাগণ বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। ৫৩

বহু মৃতদেহের মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বহুকে আবার মাংসভক্ষী পশুরা ও পক্ষীরা ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব ইহাদের

পাণিভিশ্চাপরা ঘ্নন্তি শিরাংসি মধুসূদন।
প্রেক্ষ্য ভ্রাতৃন্ পিতৃন্ পুত্রান্ পতীংশ্চ নিহতান্ পরৈঃ॥৫৫

বাহুভিশ্চ সগন্ধৈশ্চ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ
অগম্যাকল্পা পৃথিবী মাংসশোণিতকর্দমা ৫৬

ন দুঃখেষূচিতাঃ পূর্বং দুঃখং গাঢ়মুপস্থিতাঃ।
ভ্রাতৃভিঃ পতিভিঃ পুত্রৈরপাকীর্ণা বসুন্ধরা॥ ৫৭

বৃষাণীব কিশোরীণাং সুকেশীনাং জনার্দন।
সুষুপাণাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পশ্য বৃদ্ধাস্তনেকণঃ॥ ৫৮

ইতো দুঃখতরং কিং নু কেশব প্রতিভাতি মে।
যদিমাঃ কুর্বতে সর্বা রবমুচ্চাবচং স্ত্রিয়ঃ॥ ৫৯

নূনমাচরিতং পাপং ময়া পূর্বেষু জন্মসু।
যা পশ্যামি হতান্ পুত্রান্ পৌত্রান্ ভ্রাতৃঃ

এবমার্তা বিলপতী সমাভাষ্য জনার্দনম্।
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা দদর্শ নিহতং সুতম্॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি আরোধনদর্শনে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬

দেখিয়াও 'ইনি আমার পতি' এইভাবে ভরতবংশের রমণীরা চিনিতে পারিতেছে না। ৫৪

মধুসূদন! দেখ, যদুবংশীয় স্ত্রীগণের দ্বারা নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও পতিবৃন্দকে দেখিয়া নিজ নিজ হস্তের দ্বারা মস্তকে আঘাত করিতেছে। ৫৫

বলযুক্ত বাহু ও কুণ্ডলভূষিত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত এই পৃথিবীর উপর গমনাগমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এখানে মাংস ও রক্তের কর্দম উৎপন্ন হইয়াছে। ৫৬

এই সব সতী-সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রীগণ পূর্বে কখনও এরূপ দুঃখে পতিতা হয় নাই, কিন্তু আজ দুঃখসমূহে নিমগ্ন হইতেছে। এই সমস্ত রমণীরা ইহাদের ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। ৫৭

জনার্দন! দেখ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সুন্দর কেশযুক্ত কিশোরী পুত্রবধূগণের এই সহ সুপ্ত অশ্বলিগুলনের ন্যায় দেখা যাইতেছে। ৫৮

কেশব! আমার পক্ষে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? এই সমস্ত বধূগণই এখানে আসিয়া নানাভাবে আর্তনাদ করিতেছে। ৫৯

মাধব! নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে কোন পাপ আচরণ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে আজ নিজ পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে এখানে নিহত হইতে দেখিলাম। ৬০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া এইভাবে আর্তস্বরে বিলাপকারিণী গান্ধারীদেবী যুদ্ধস্থলে নিহত স্বীয় পুত্র দুর্যোধনকে দর্শন করিলেন। ৬১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে যুদ্ধদর্শনবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনঃ তৎপার্শ্বে লোকক্ষয়ানাঃ পুত্রবধূশ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসন্নিধৌ গান্ধারীদেব্যা বিলাপঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্যোধনং হতং দৃষ্ট্বা গান্ধারী শোককর্শিতা।
সহসা ন্যপতদ্ ভূমৌ ছিন্নেব কদলী বনে ॥ ১

সা তু লব্ধ্বা পুনঃ সংজ্ঞাং বিক্রুশ্য চ বিলপ্য চ
দুর্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্ ॥২

পরিষজ্য চ গান্ধারী কৃপণং পর্য্যদেবয়ৎ
হা হা পুত্রেতি শোকার্ত্তা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়া

সুগূঢ়জত্রুবিপুলং হারনিষ্কবিভূষিতম্
বাসিতা নেত্রজেনোরঃ সিঞ্চন্তী শোকতাপিতা ॥ ৪

সমীপস্থং হৃষীকেশমিদং বচনমব্রবীৎ
উপস্থিতেঽস্মিন্ সংগ্রামে জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়ে বিভো ॥৫

মামযং প্রাহ বার্ষ্ণেয় প্রাঞ্জলির্নৃপসত্তমঃ।
অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে ॥ ৬

উত্তাক্তে জানতী সর্বমহং স্ববাসনাগমম্।
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৭

যদা চ যুধ্যমানস্ত্বং ন বৈ মুঞ্চসি পুত্রক।
ধ্রুবং শস্ত্রজিতাঁল্লোকান্ প্রাপ্স্যস্যমরবৎ প্রভো ॥ ৮

ইত্যেবমব্রুবং পূর্বং নৈনং শোচামি বৈ প্রভো।
ধৃতরাষ্ট্রং তু শোচামি কৃপণং হতবান্ধবম্ ॥ ৯

অমর্ষণং যুধাং শ্রেষ্ঠং কৃতাস্ত্রং যুদ্ধদুর্মদম্।
শয়ানং বীরশয়নে পশ্য মাধব মে সুতম্ ॥ ১০

যোঽয়ং মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতি পরন্তপঃ।
সোঽয়ং পাংশুষু শেতেঽদ্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ১১

ধ্রুবং দুর্যোধনো বীরো গতিং ন সুলভাং গতঃ।
তথা হ্যভিমুখঃ শেতে শয়নে বীরসেবিতে ॥১২

সপ্তদশ অধ্যায়।

[দুর্যোধন এবং তাঁহার পার্শ্বে লোকক্ষয়ানা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীদেবীর বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকে পীড়িতা গান্ধারী দেবী বনে ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। ১

পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত নিজ পুত্রকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে করিতে তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রক্তাপ্লুত হইয়া দুর্যোধনকে ধরাতলে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দীনভাবে রোদন করিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শোকাতুর হইয়া 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২-৩

দুর্যোধনের কণ্ঠের বিশাল অংশ মাংসে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার কণ্ঠে হার ও নিষ্ক (পদক) ন্যস্ত ছিল। সেই আভরণ-ভূষিত পুত্রের বক্ষঃস্থল অশ্রুতে সিক্ত করিতে করিতে গান্ধারীদেবী শোকে তাপিতা হইয়া উঠিলেন। ৪

তিনি পার্শ্বেই অবস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—বৃষ্ণিনন্দন! প্রভো! জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের বিনাশকর এই ভীষণ সংগ্রাম যখন উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় এই নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন আমাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—মাতঃ! জ্ঞাতিগণের এই সংগ্রামে আপনি আমাকে জয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। ৫-৬

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! সে এই কথা বলিলে পর আমি এ সব কিছুই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার উপর গুরুতর সঙ্কট আসিতেছে, তথাপি আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়। ৭

প্রভাবশালী পুত্র! যদি তুমি যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম হইতে বিচলিত না হও, তবে নিশ্চয়ই দেবগণের ন্যায় অস্ত্রের দ্বারা জিত লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। ৮

শক্তিশালী মাধব! এই কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি, সেইজন্য আমার এই দুর্যোধনের জন্য শোক হইতেছে না। আমি ত' এই দীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোকগ্রস্ত হইতেছি, যাহার সমস্ত বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে। ৯

মাধব! অমর্ষশীল, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, যুদ্ধদুর্মদ এবং বীরশয্যায় শায়িত আমার এই পুত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ১০

শত্রুসন্তাপক যে দুর্যোধন মূর্ধাভিষিক্ত রাজাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিত, সে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। অহো! কালের বিপরীত গতি লক্ষ্য কর। ১১

নিশ্চয়ই বীর দুর্যোধন সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা

যঃ পুরা পর্য্যুপাসীনা রমতে বরস্ত্রিয়ঃ।
তং বীরশয়নে সুপ্তং রমন্তে শিবাঃ শিবাঃ ॥ ১৩
যং পুরা পর্য্যুপাসীনা রমন্তি মহীক্ষিতঃ।
মহীতলস্থং নিহতং গৃধ্রাস্তং পর্য্যুপাসতে ॥১৪
যং পুরা বাজপৈ রমৈরুপবাজন্তি ঘোষিতঃ।
তমদ্য পক্ষবাজপৈরুপবীজন্তি পক্ষিণঃ ॥ ১৫
এষ শেতে মহাবাহুর্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ
সিংহেনেব দ্বিপঃ সংখ্যে ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১৬
পশ্য দুর্যোধনং কৃষ্ণ শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্।
নিহতং ভীমসেনেন গদাং সম্যুচ্য ভারতম্ ॥ ১৭
অক্ষৌহিণীর্মহাবাহুশ্চৈকাঞ্চ কেশব।
আনয়দ্ যঃ পুরা সংখ্যে সোঽনয়াদ্বিধনং গতঃ ॥ ১৮
এষ দুর্যোধনঃ শেতে মহেষ্বাসো মহাবলঃ।
শার্দূল ইব সিংহেন ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১৯
বিদুরং ভ্রুবমত্যেষ পিতরঞ্চৈব মন্দভাক্।
বালো বৃদ্ধাবমানেন মন্দো মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ২০
নিঃসপত্না মহী যস্য ত্রয়োদশ সমাঃ স্থিতা।
স শেতে নিহতো ভূমৌ পুত্রো মে পৃথিবীপতিঃ ॥ ২১
অপশ্যঃ কৃষ্ণ পৃথিবীং ধার্তরাষ্ট্রানুশাসিতাম্।
পূর্ণাং হস্ত্যশ্ববাহৈশ্চ বাক্যৈর্ন তু তচ্ছিরম্ ॥ ২২
তামেবাদ্য মহাবাহো পশ্যামাস্থায় মেদিনীম্।
হীনাং হস্ত্যশ্ববাহৈশ্চ কিং মু জীবামি মাধব ॥ ২৩
ইদং কষ্টতরং পশ্য পুত্রস্যাপি বধাদ্যম।
যদিমাঃ পর্য্যুপাসন্তে হতান্ শূরান্ রণে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪
প্রকীর্ণকেশাঃ সুশ্রোণীঃ দুর্যোধনশুভাঙ্গনাম্।
রুধিরেণ নিতাঃ পশ্য কৃষ্ণ লক্ষণমাতুরম্ ॥ ২৫
নূনমেষা পুরা বালা জীবমানে মহীভুজে।
ভুঙ্তে বাস্ত্রিতা রমতে সুভুজা মনস্বিনী ॥ ২৬

সকলেরই পক্ষে সুলভ নহে, কারণ, এই বীরসেবিত শয্যায় সে সম্মুখে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ১২

পূর্ব্বে যাহার পার্শ্বে উপবেশন করত সুন্দরী স্ত্রীগণ তাহার মনোরঞ্জন করিত, বীরশয্যায় শয়নকারী আজ সেই বীরের এই অমঙ্গলকারিণী শিবারা মনোরঞ্জন করিতেছে। ১৩

যাহার পার্শ্বে পূর্ব্বে রাজারা উপবেশন করিয়া তাহাকে আনন্দদান করিত, আজ নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত সেই বীরের পার্শ্বে বহু শকুনি বসিয়া রহিয়াছে। ১৪

পূর্ব্বে যাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবতী স্ত্রীগণ সুন্দর পাখার দ্বারা বাতাস করিত, আজ তাহাকে পক্ষীরা নিজ নিজ পক্ষের দ্বারা বাতাস করিতেছে। ১৫

এই মহাবাহু সত্যপরাক্রমী বলবান্ বীর দুর্যোধন ভীমসেনের দ্বারা ভূপাতিত হইয়া বৃকস্থলে সিংহের দ্বারা নিহত গজরাজের ন্যায় শয়ন করিয়া আছে। ১৬

হে কৃষ্ণ! ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় গদা ধারণ করত শয়ান দুর্যোধনকে তুমি অবলোকন কর। ১৭

কেশব! যে মহাবাহু বীর পূর্ব্বে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে আনয়ন করিয়াছিল, সে আজ নিজেরই দুর্নীতির জন্য যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮

এক সিংহের দ্বারা নিহত অপর সিংহের ন্যায় ভীমসেনের দ্বারা নিহত এই মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর দুর্যোধন শয়ন করিয়া আছে। ১৯

এই মূর্খ ও দুর্ভাগা বালক বিদুর এবং নিজের পিতাকে অপমান করত বৃদ্ধগণের অবমাননার পাপে মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে। ২০

এই সমস্ত ধরণী তের বৎসর যাবৎ নিষ্কণ্টকভাবে যাহার অধিকারে ছিল, সেই আমার পুত্র পৃথিবীপতি দুর্যোধন আজ নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে। ২১

বৃষ্ণিসিংহকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! আমি দুর্যোধনের দ্বারা শাসিত এই পৃথিবীকে হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যদলে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাজা চিরস্থায়ী হইল না। ২২

মহাবাহু মাধব! আজ আমি সেই পৃথিবীকে দেখিতেছি যে, সে অন্যের দ্বারা শাসিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যদল হীনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি আর কিসের জীবন ধারণ করিব?২৩

আমার পক্ষে পুত্র বধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হইতেছে যে, এই স্ত্রীগণ রণাঙ্গনে আসিয়া নিজ নিজ বীর পতির নিকট বসিয়া রোদন করিতেছে। ইহাদের অবস্থা দেখ। ২৪

হে কৃষ্ণ! রুধিরে বেদীতুল্যা তেজস্বিনী সুন্দর কটিদেশ-সুশোভিতা এই লক্ষ্মণের মাতাকে নিরীক্ষণ কর, যে কেশ উন্মুক্ত করিয়া দুর্যোধনের শুভ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে। ২৫

পূর্ব্বে রাজা দুর্যোধন যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই এই মনস্বিনী বালা সুন্দর বাহুবিশিষ্ট নিজের বীর পতির দুই বাহুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ইহার সহিত সানন্দে ক্রীড়া করিত। ২৬

কথং ত্বদ্য শতধা মেদং হৃদয়ং মম দীর্যতে ।
পশ্যন্ত্যা নিহতং পুত্রং পুত্রেণ সহিতং রণে ॥ ২৭
পুত্রং রুধিরসংসিক্তমুপজিঘ্রত্যনিন্দিতা ।
দুর্যোধনং তু বামোরুঃ পাণিনা পরিমার্জতী ॥২৮
কিং ত্বং শোচসি ভর্তারং পুত্রঞ্চৈষা মনস্বিনী
তথা হ্যবস্থিতা ভাতি পুত্রভাণ্ডাভিরীক্ষ্য সা ॥ ২৯
স্বশিরঃ পক্ষশাখাভ্যামভিহত্যাদতেক্ষণা
পতত্যুরসি বীরস্য কুরুরাজস্য মাধব ॥ ৩০

রণভূমিতে এই আমার পুত্র নিজের পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছে। ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না ? ২৭

সুন্দর ভ্রূযুক্তা আমার সতীসাধ্বী পুত্রবধূ কখনও রুধিরে সংসিক্ত নিজের পুত্র লক্ষ্মণের মুখ আঘ্রাণ করিতেছে এবং কখনও পতি দুর্যোধনের শরীর নিজের হাতে মার্জনা করিতেছে। ২৮

বুঝিতে পারিতেছি না, এই মনস্বিনী পুত্রবধূ পুত্রের জন্য শোক করিতেছে কিংবা পতির জন্য শোক করিতেছে ? এরূপ অবস্থায় এখন সে প্রতিভাত হইতেছে যাদব ! এই দেখ, এই বিশাললোচনা বধূ পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করত দুই হাতে মস্তকে আঘাত করিতে করিতে নিজের বীর পতি কুরুরাজ দুর্যোধনের বক্ষে পতিত হইতেছে। ২৯-৩০

পদ্মপুষ্পের মধ্যভাগতুল্য মনোহর কান্তিযুক্তা ও পদ্মপুষ্পসদৃশ সুশোভিতা আমার তপস্বিনী পুত্রবধূ কখনও নিজের পুত্রের মুখ মার্জনা করিতেছে আবার কখনও নিজ পতির মুখ মার্জনা করিতেছে। ৩১

হে কৃষ্ণ ! যদি বেদশাস্ত্র সত্য হয়, তবে আমার এই পুত্র দ্বারা দুর্যোধন নিশ্চয়ই স্বীয় বাহুবলে অর্জিত পুণ্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি দুর্যোধনদর্শনে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

শ্রীমদ্ভগবান বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে দুর্যোধনের দর্শনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[আত্মনোঽন্যপুত্রান্ দুঃশাসনঞ্চ দৃষ্ট্বা গান্ধার্যাঃ শ্রীকৃষ্ণসমীপে বিলাপঃ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

পশ্য মাধব পুত্রাংস্ত্বং হতসংখ্যান্ জিতক্লমান্ ।
গদয়া ভীমসেনেন ভূয়িষ্ঠং নিহতান্ রণে ॥ ১
ইদং দুঃখতরং মেঽদ্য যদিমা মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ।
হতপুত্রা রণে বালাঃ পরিধাবন্তি মে স্নুষাঃ ॥ ২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[নিজের অন্য পুত্রগণ ও দুঃশাসনকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—মাধব ! যাহারা পরিশ্রমকে জয় করিয়াছে, আমার সেই অন্যান্য পুত্রগণকেও তুমি দর্শন কর, যাহাদিগকে রণাঙ্গনে ভীমসেন প্রায় স্বীয় গদার দ্বারাই বিনাশ করিয়াছে। ১

আর আমার ইহা দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা এই মহদ্দুঃখ হইতেছে যে, এই আমার বালিকা পুত্রবধূগণ পুত্রসকল নিহত হওয়ায় রণাঙ্গণে কেশ উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় স্বজনবৃন্দের অন্বেষণে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ২

ইহারা প্রাসাদের অন্তঃপুরমধ্যে আতপস্পর্শরহিত চরণের দ্বারা বিচরণ করিত, কিন্তু আজ আপদ্গ্রস্তা হইয়া তাহারা রক্তসিক্ত ধরাতলে বিচরণ করিতেছে। ৩

ইহারা দুঃখে আতুর হইয়া পাগলিনী স্ত্রীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে এবং অতিশয় কষ্টসহকারে

এষাঙ্গা তনবস্ত্রাঙ্গী কৃশমধ্যমনধ্যমা।
ঘোরমায়োধনং দৃষ্ট্বা নিপতত্যতিদুঃখিতা ॥ ৫
দৃষ্ট্বা মে পার্থিবসুতামেতাং লক্ষণমাতরম্।
রাজপুত্রীং মহাবাহো মনো ন ছাপশাম্যতি ॥ ৬
ভ্রাতৄংশ্চাস্যাঃ পিতৄংশ্চাস্যাঃ পুত্রাংশ্চ নিহতান্ ভুবি।
দৃষ্ট্বা পরিপতত্যেতাঃ প্রসৃজ্য সুমহাভুজান্ ॥ ৭
মধ্যমানাং তু নারীণাং বৃদ্ধানাঞ্চাপবাহিত।
আক্রন্দং হতবন্ধূনাং দারুণে বৈসসে শৃণু ॥ ৮
রথনীড়ানি দেহাংশ্চ হতানাং গজ-বাজিনাম্
আশ্রিতা ভ্রমমোহার্তাঃ স্থিতাঃ পশ্য মহাভুজ ॥ ৯
অন্যাকাপহৃতং কায়াচ্চারুকুণ্ডলমুন্নসম্
অন্যস্য বক্ত্রং শিরঃ কৃষ্ণ গৃহীত্বা পশ্য তিষ্ঠতীম্ ॥ ১০
পূর্বজাতিকৃতং পাপং মন্যে নাস্যমিবানঘ।
এতাভির্নিবহাভির্মহ্যা চৈবানুমেদয়া ॥ ১১

যদিদং ধর্মরাজেন পাতিতা নো জনার্দন।
ন হি নাশোঽস্তি বার্ষ্ণেয় কর্মণোঃ শুভ-পাপয়োঃ ॥১২
প্রভাতারুণতাম্রাঃ পশ্য দর্শনীয়কুচাননাঃ।
কুলেষু জাতা ভ্রীমত্যঃ কৃষ্ণপক্ষ্মান্তমূর্ধজাঃ ॥ ১৩
হংসগদ্গদভাষিণ্যো দুঃখশোকপ্রমোহিতাঃ।
সারস্য ইব বাশন্ত্যঃ পতিতাঃ পশ্য মাধব ॥ ১৪
ফুল্লপদ্মপ্রকাশানি পুণ্ডরীকাক্ষ যোষিতাম্।
অনবদ্যানি বক্ত্রাণি তাপয়ত্যেষ রশ্মিবান্ ॥ ১৫
ঈর্ষূণাং মম পুত্রাণাং বাসুদেবাবরোধনম্।
মত্তমাতঙ্গদর্পাণাং পশ্যাস্যান্ত পৃথগ্জনাঃ ॥ ১৬
শতচন্দ্রাণি চর্মাণি ধ্বজাংশ্চাদিত্যবর্চসঃ।
রৌক্মাণি চৈব বর্মাণি নিষ্কানপি চ কাঞ্চনান্ ॥ ১৭
শ্রৈষ্ঠ্যত্রাণানি চৈতানি পুত্রাণাং মে মহীতলে।
পশ্য দীপ্তানি গোবিন্দ পাবকান্ সুহুতানিব ॥ ১৮

শকুনি, শৃগাল ও কাকসকলকে মৃতদেহের নিকট হইতে দূরে অপসারণ করিতেছে ॥ ৪

কৃশ কটিতাগসুশোভিতা সর্বাপেক্ষা সুন্দরী অপর বধূ যুদ্ধ স্থলের ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে ভূতলে পতিত হইতেছে। ৫

মহাবাহো! এই লক্ষ্মণের মাতা এক ভূপতির কন্যা, এই রাজকুমারীর দশা দেখিয়া আমার মন কোনরূপেই শান্ত হইতেছে না। ৬

কিছু স্ত্রী রণাঙ্গনে নিহত নিজের ভ্রাতৃগণকে, কিছু স্ত্রী নিজ নিজ পিতৃদিগকে এবং কিছু স্ত্রী নিজের পুত্রসকলকে দেখিয়া সেই মহাবাহু বীরগণকে ধারণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে। ৭

অপরাজিত বীর! এই দারুণ সংগ্রামে যাহাদের বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, সেই মধ্যবয়স্কা ও বৃদ্ধা স্ত্রীবর্গের এই করুণাজনক ক্রন্দন শ্রবণ কর ৮।

মহাবাহো! দেখ, এই স্ত্রীগণ পরিশ্রম ও মোহে পীড়িত হইয়া ভগ্ন অবস্থায় পতিত রথের আসনসমূহ এবং নিহত হস্তি-সকলের মৃতদেহের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছে ৯।

হে কৃষ্ণ! দেখ, এই অপর এক স্ত্রী কোন আত্মীয় জনের মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত ও উন্নত নাসিকাযুক্ত ছিন্ন মস্তক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ১০

হে অনঘ! আমি মনে করি, এই অনিন্দ্য সুন্দরী অবলাগণ এবং মদ্বধূতি আমি পূর্ব জন্মে কোন গুরুতর পাপকার্য করিয়াছিলাম, যাহার ফলস্বরূপ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগকে অতিশয় বিপদে পাতিত করিয়াছে। জনার্দন! বৃষ্ণিনন্দন! মনে হইতেছে, পুণ্য ও পাপকর্মের ফলভোগ না হইলে উহারা নাশ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১-১২

মাধব! দেখ, এই মহিলাগণের নবীন বয়স। ইহাদের বক্ষঃস্থল ও মুখ দর্শনীয়। ইহাদের চক্ষুর পক্ষ এবং মস্তকের কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা সকলেই কুলীনা ও লজ্জাবতী। ইহারা সকলে হংসের ন্যায় গদ্গদ স্বরে কথা বলে, কিন্তু আজ দুঃখ ও শোকে মোহিত হইয়া শব্দকারিণী সারসী পক্ষিগণের ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতেছে। ১৩-১৪

কমলনয়ন! বিকসিত পদ্মপুষ্প সদৃশ প্রকাশিতা যুবতীগণের সুন্দর মুখসকল এই সূর্যদেব সন্তপ্ত করিতেছেন ॥ ১৫

বাসুদেব! মদমত্ত হস্তিগণসদৃশ দর্পান্বিত ও ঈর্ষ্যালু আমার এই পুত্রবধূদের পরাদিগকে আজ সাধারণ লোকসকলও দর্শন করিতেছে। ১৬

গোবিন্দ! দেখ, আমার পুত্রগণের এই শতচন্দ্রাকার চিহ্নে সুশোভিত চামসকল, সূর্যতুল্য তেজস্বী ধ্বজসমূহ, স্বর্ণময় বহু কবচ, স্বর্ণনির্মিত বহু পদক ও শিরস্ত্রাণ ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহের ন্যায় পৃথিবীতে দেদীপ্যমান হইতেছে। ১৭-১৮

এষ দুঃশাসনঃ শেতে শূরেণামিত্রঘাতিনা।
পীতশোণিতসর্বাঙ্গো যুধি ভীমেন পাতিতঃ ॥ ১৯
গদয়া ভীমসেনেন পশ্য মাধব মে সুতম্।
দ্যূতক্লেশানসুস্মৃত্য দ্রৌপদীনোদিতেন চ ॥ ২০
উক্তা স্থনেন পাঞ্চালী সভায়াং দ্যূতনির্জিতা।
প্রিয়ং চিকীর্ষতা ভ্রাতুঃ কর্ণস্য চ জনার্দন ॥ ২১
সহৈব সহদেবেন নকুলেনার্জুনেন চ।
দাসীভূতাসি পাঞ্চালি ক্ষিপ্রং প্রবিশ নো গৃহান্ ॥২২
ততোঽহমব্রুবং কৃষ্ণ তদা দুর্যোধনং নৃপম্
মৃত্যুপাশপরিক্ষিপ্তং শকুনিং পুত্র বর্জয় ॥২৩
নিবোধৈনং সুদুর্বুদ্ধিং মাতুলং কলহপ্রিয়ম্।
ক্ষিপ্রমেনং পরিত্যজ্য পুত্র শাম্যস্ব পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৪

ন বুধ্যসে ত্বং দুর্বুদ্ধে ভীমসেনমমর্ষণম্।
বাঙ্নারাচৈস্তুদংস্তীক্ষ্ণৈরুদ্যতৈরিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৫
তানেবং রহসি ক্রুদ্ধো বাক্‌শল্যানবধারয়ন্
উৎসসর্জ বিষং তেষু সর্পো গোবৃষভেষিব ॥ ২৬
এষ দুঃশাসনঃ শেতে বিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ।
নিহতো ভীমসেনেন সিংহেনেব মহাগজঃ ॥ ২৭
অত্যর্থমকরোদ্ রৌদ্রং ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ।
দুঃশাসনস্য যৎ ক্রুদ্ধোঽপিবচ্ছোণিতমাহবে ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারী-
বাক্যোঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শত্রুঘাতী বীরবর ভীমসেন যুদ্ধে যাহাকে নিপাতিত করিয়াছে এবং যাহার সর্বাঙ্গের শোণিত পান করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসনও এখানে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৯

মাধব! দেখ, দ্যূতক্রীড়ার সময় প্রাপ্ত ক্লেশসমূহের কথা স্মরণ করত দ্রৌপদীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীমসেন আমার এই পুত্রকে গদার দ্বারা বিনাশ করিয়াছে ॥ ২০

জনার্দন! আমার এই পুত্র নিজের ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সভাতে পাশাখেলায় পরাজিত দ্রৌপদীর প্রতি বলিয়াছিল যে, পাঞ্চালি! তুমি নকুল, সহদেব এবং অর্জুনের সহিতই আমাদের দাসী হইয়া গিয়াছ, অতএব সত্বর তুমি আমাদের গৃহে প্রবেশ কর ॥ ২১-২২

হে কৃষ্ণ! সেই সময় আমি রাজা দুর্যোধনকে বলিয়াছিলাম যে,—পুত্র! শকুনি মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। তুমি ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। পুত্র! তুমি নিজের এই নীচমতি মাতুলকে কলহপ্রিয় বলিয়াই মনে কর এবং অতি সত্বর ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। দুর্মতি! তুমি জান না যে, ভীমসেন কিরূপ অমর্ষশীল তথাপি প্রজ্বলিত উল্কার দ্বারা হস্তীকে প্রহার করিবার ন্যায় তুমি ঘোর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাহাকে পীড়াদান করিতেছ ॥ ২৩-২৪

এইভাবে নির্জনে আমি তাহাদের সকলকে বুঝাইয়াছি। হে কৃষ্ণ! এই বাক্যবাণকে স্মরণ করত ক্রুদ্ধ ভীমসেন আমার পুত্রগণের উপর নিজের ক্রোধরূপী বিষকে সেইভাবে নিক্ষেপ করিয়াছে, যেরূপ সর্প গো-বৃষসকলকে দংশন করত তাহাদের মধ্যে নিজের বিষ সঞ্চারিত করিয়া থাকে ॥ ২৫

সিংহের দ্বারা নিহত বিশাল হাতীর ন্যায় ভীমসেন কর্তৃক নিহত এই দুঃশাসন দুই বিশাল হস্ত প্রসারিত করিয়া রণাঙ্গনে পতিত রহিয়াছে ॥ ২৭

অত্যন্ত অমর্ষপূর্ণ ভীমসেন যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া যে দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছিল, উহা অতিশয় ভয়ানক কর্ম করিয়াছে ॥ ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শ্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে গান্ধারীদেবীর বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিকর্ণম্, দুর্মুখম্, চিত্রসেনম্, বিবিংশতিম্, দুঃসহঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে গান্ধারীদেব্যা বিলাপঃ ।]

গান্ধার্যুবাচ

এষ মাধব পুত্রো মে বিকর্ণঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ
ভূমৌ বিনিহতঃ শেতে ভীমেন শতধা কৃতঃ ॥১

গজমধ্যে হতঃ শেতে বিকর্ণো মধুসূদন
নীলমেঘপরিক্ষিপ্তঃ শরদীব নিশাকরঃ ॥ ২

অস্য চাপগ্রহেণৈব পাণিঃ কৃতকিণো মহান্
কথমিচ্ছিন্নভূতে গৃধ্রৈরস্ত্রকাঙ্ক্ষৈস্তলত্রবান্ ॥ ৩

অস্য ভার্যামিষপ্রেক্ষূন্ গৃধ্র-কাকাংস্তপস্বিনী
বারয়ত্যনিশং বালা ন চ শক্নোতি মাধব ॥ ৪

ধ্রুবা বৃন্দারকঃ শূরো বিকর্ণঃ পুরুষর্ষভ
সুখোচিতঃ সুখার্হশ্চ শেতে পাংশুষু মাধব ॥ ৫

কণি-নালীক-নারাচৈর্ভিন্নমর্মাণমাহবে ।
অত্রাপি ন জহাত্যেনং লক্ষ্মীর্ভরতসত্তমম্ ॥ ৬

এষ সংগ্রামশূরেণ প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যতা ।
দুর্মুখোঽভিমুখঃ শেতেঽহতোঽরিগণা রণে ॥ ৭

তস্যৈতদ্ বদনং কৃষ্ণ শ্বাপদৈরর্দ্যতে ভৃশম্ ।
বিভাত্যভ্যধিকং তাত সপ্তম্যামিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৮

শূরস্য হি রণে কৃষ্ণ পশ্যাননমখেদজম্ ।
স কথং নিহতোঽমিত্রৈঃ পাংশূন্ গ্রসতি মে সুতঃ ॥ ৯

গন্ধাহ্বয়মুখে সৌম্য স্থাতা নৈবোপপদ্যতে
স কথং দুর্মুখোঽমিত্রৈর্হতো বিবুধলোকজিৎ ॥ ১০

চিত্রসেনং হতং ভূমৌ শয়ানং মধুসূদন ।
ধার্তরাষ্ট্রমিমং পশ্য প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥ ১১

তং চিত্রমাল্যাভরণং যুবত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈঃ সহিতা রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ১২

একোনবিংশ অধ্যায়।

[বিকর্ণ, দুর্মুখ, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃসহকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিলাপ ।]

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—মাধব! এই আমার পুত্র বিকর্ণ, যে বিদ্বান্ পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত ছিল এবং এখন রণাঙ্গনে নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ভীমসেন ইহাকেও শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ১

মধুসূদন! যেরূপ শরৎকালের কৃষ্ণবর্ণের মেঘমণ্ডলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেন কর্তৃক নিহত বিকর্ণ হস্তিসৈন্যদলের মধ্যে পতিত আছে। ২

সর্ব্বদা ধনুর্ধারণ করিয়া থাকায় ইহার বিশাল হস্ততলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহার হস্তে এখনও দস্তানা বাঁধা আছে; সেইজন্য ইহাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষী শকুনিরা অতিশয় কষ্টের সহিত ইহার কোন কোন স্থল ছেদন করিতেছে। ৩

মাধব! ইহার তপস্বিনী ও বালিকা পত্নী মাংসলোলুপ শকুনি ও কাকসকলকে দূর করিয়া দিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে সফল হইতেছে না। ৪

পুরুষোত্তম মাধব! বিকর্ণ নবযুবক, দেবতুল্য কান্তিমান্, শৌর্যশালী বীর, গুণে পালিত এবং সুখভোগের যোগ্য ছিল, কিন্তু আজ ধূলায় লুটাইতেছে। ৫

যুদ্ধে বহিও কর্ণী, নালীক ও নারাচসকলের প্রহারে ইহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার অঙ্গকান্তি এখনও ইহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ৬

যে শত্রুগণের সংহারক ছিল, সেই দুর্মুখ প্রতিজ্ঞাপালনকারী রণবীর ভীমসেনকর্তৃক নিহত হইয়া সমরে সম্মুখভাগে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৭

তাত কৃষ্ণ! ইহার এই মুখ হিংস্র জন্তুগণের দ্বারা অনেক ভক্ষিত হইয়াছে, সেইজন্য সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় যে আরও অধিক শোভা পাইতেছে। ৮

হে কৃষ্ণ! দেখ, আমার এই বীর পুত্রের মুখ কিরূপ তেজস্বী? জানি না, আমার এই বীর পুত্র কিভাবে শত্রুদের দ্বারা নিহত হইয়া ধূলি গ্রাস করিতেছে। ৯

সৌম্য! যুদ্ধে সম্মুখভাগে যাহার সমীপে কেহই থাকিতে সমর্থ হয় না, সেই দেবলোকবিজয়ী দুর্মুখকে শত্রুরা কিরূপে বিনাশ করিল? ১০

মধুসূদন! দেখ, যে ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাগণের আদর্শ ছিল, সেই এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র চিত্রসেন নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে। ১১

বিচিত্র মালা ও আভরণধারী এই চিত্রসেনকে পরিবৃত করিয়া শোকে কাতর হইয়া রোদনপরায়ণা যুবতীগণ হিংস্র পশুদের সহিত তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। ১২

স্ত্রীণাং রুদিতনির্ঘোষঃ শ্বাপদানাঞ্চ গর্জিতম্ ।
চিত্ররূপমিদং কৃষ্ণ বিচিত্রং প্রতিভাতি মে ॥ ১৩
যুবা বৃদ্ধারকো নিত্যং প্রবরস্ত্রীনিষেবিতঃ ।
বিবিংশতিরসৌ শেতে ধ্বস্তঃ পাংশুষু মাধব ॥১৪
শরসংকৃত্তবর্মাণং বীরং বিপ্রসনে হতম্ ।
পরিবার্যাসতে গৃধ্রাঃ পক্ষ কৃষ্ণ বিবিংশতিম্ ॥১৫
প্রবিশ্য সমরে শূরঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।
স বীরশয়নে শেতে পরঃ সংপুরুষোচিতে ॥ ১৬
শ্বিতোপপন্নং সুনসং সুভ্রু তারাধিপোপমম্ ।
অতীব শুভ্রং বদনং কৃষ্ণ পশ্য বিবিংশতেঃ ॥ ১৭
এবং হি পশ্যুপাসন্তে বহ্বয়া বরযোষিতঃ ।
ক্রীড়ন্তমিব গন্ধর্বং দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৮
হন্তারং পরসৈন্যানাং শূরং সমিতিশোভনম্ ।
নিবর্হণমনিত্রাণাং দুঃসহং বিষহেত কঃ ॥ ১৯
দুঃসহস্যৈতদাভাতি শরীরং সংবৃতং শরৈঃ
গিরিরাজগতৈঃ ফুল্লৈঃ কর্ণিকারৈরিবাচিতঃ ॥ ২০
শাতকৌম্ভ্যা প্রভা ভাতি কবচেন চ ভাস্বতা ।
অগ্নিনেব গিরিঃ শ্বেতো গতাসুরপি দুঃসহঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

হে কৃষ্ণ! একদিকে স্ত্রীদিগের রোদনধ্বনি এবং অন্যদিকে হিংস্র পশুদের গর্জনধ্বনি ঘুগপৎ শুনা যাইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য আমার নিকট বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। ১৩

মাধব! দেখ, যাহাকে সুন্দরী স্ত্রীগণ সর্বদা সেবা করিত, এই দেবতুল্য নবযুবক বিবিংশতি আজ বিপন্ন হইয়া ধূলিতে পতিত রহিয়াছে। ১৪

শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, বাণসমূহে ইহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে নিহত এই বীর বিবিংশতির চারিপার্শ্বে শকুনিরা ঘিরিয়া বসিয়া আছে। ১৫

যে বীর সমরাঙ্গণে পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বিনাশ করিয়াছিল, সেই বীর আজ স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ১৬

কৃষ্ণ! দেখ, বিবিংশতির মুখ অতিশয় উজ্জ্বল, ইহার অধরে এখনও ঈষৎ হাসি আছে, ইহার নাসিকাদ্বয় সুন্দর এবং নয়ন মনোহর। ইহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ১৭

যেরূপ ক্রীড়ারত গন্ধর্বগণের সহিত সহস্র সহস্র দেবকন্যা বিরাজমান থাকে, সেইরূপ এই বিবিংশতির সেবায় বহু সুন্দরী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিত। ১৮

শত্রুসৈন্যদের সংহার করিতে সমর্থ এবং যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত বীরবর শত্রুসূদন দুঃসহের দেহ যুদ্ধে কে সহ্য করিতে পারে? ১৯

সেই দুঃসহের এই শরীর বাণসকলে সর্বতোভাবে আবৃত আছে। ইহাতে সে নিজের মধ্যে প্রস্ফুটিত কর্ণিকার বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২০

যদিও দুঃসহের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, তথাপি স্বর্ণমালা ও কবচে সুশোভিত অগ্নিযুক্ত শ্বেতপর্বতের ন্যায় সে প্রতীয়মান হইতেছে। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ঔপন্যাসপর্বের স্ত্রীবিলাপপর্বে গান্ধারীদেবীর বাক্যবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্যা উত্তরায়া বিরাটকুলস্ত্রীণাঞ্চ শোকস্য বিলাপস্য চ বর্ণনম্ ।]

গান্ধার্যুবাচ ।

অর্ধ্যর্ধগুণমাহুর্যং বলে শৌর্যে চ কেশব ।
পিত্রা তুল্যা চ দাশার্হ দৃপ্তঃ সিংহমিবোৎকটম্ ॥ ১
যো বিভেদ চমূমেকো মম পুত্রস্য দুর্ভিদাম্ ।
স ভূত্বা মৃত্যুরন্যেষাং স্বয়ং মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ২
তস্যোপলক্ষয়ে কৃষ্ণ কার্ষ্ণেরমিততেজসঃ
অভিমন্যোর্হতস্যাপি প্রভা নৈবোপশাম্যতি ॥ ৩
এষা বিরাটদুহিতা স্নুষা গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
আর্তা বালং পতিং বীরং দৃষ্ট্বা শোচতানিন্দিতা ॥ ৪
অমেয়া হি সমাগম্য ভার্যা ভর্তারমন্তিকে ।
বিরাটদুহিতা কৃষ্ণ পাণিনা পরিমার্জতি ॥ ৫
তস্য বক্ত্রমুপাঘ্রায় সৌভদ্রস্য মনস্বিনী ।
বিবৃদ্ধকমলাকারং কমলোৎপলিরোধরম্ ॥ ৬
কাম্যরূপবতী চৈষা পরিষজতি ভামিনী ।
লজ্জমানা পুরা চৈনং মাল্যীকমদমূর্চ্ছিতা ॥ ৭
তস্য ক্ষতজসংসিক্তং জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ।
বিমুচ্য কবচং কৃষ্ণ শরীরমভিবীক্ষতে ॥ ৮
অবেক্ষমাণা তং বালা কৃষ্ণ ত্রাসমিতাব্রবীৎ ।
অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ সদৃশাক্ষো নিপাতিতঃ ॥ ৯
বলে বীর্যে চ সদৃশস্তেজসা চৈব তেঽনঘ ।
রূপেণ চ তথাত্যর্থং শেতে ভুবি নিপাতিতঃ ॥ ১০
অতাম্রং সুকুমারস্য রাঙ্কবাজিনশায়িনঃ ।
কচ্চিন্নস্য শরীরং তে ভূমৌ ন পরিতপ্যতে ॥ ১১
মাতঙ্গভুজবর্ষ্মাণৌ জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ ।
কাঞ্চনাঙ্গদিনৌ শেতে নিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ ॥ ১২

বিংশ অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীকর্তৃক উত্তরা ও বিরাটবংশের স্ত্রীগণের শোক এবং বিলাপ বর্ণন]

গান্ধারী বলিলেন,—দশার্হনন্দন কেশব ! যে বীর বল ও শৌর্যে নিজ পিতা এবং তোমা অপেক্ষা কোন অংশে অধিক বলিয়া কথিত, যে বীর প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় অভিমানী, যে একাকীই আমার পুত্রের ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সেই অভিমন্যু অপরের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ংই মৃত্যুর অধীনস্থ হইয়াছে । ১-২

হে কৃষ্ণ ! আমি দেখিতেছি যে, নিহত হইলে পরও অমিততেজস্বী অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর কান্তি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই । ৩

এই রাজা বিরাটের কন্যা এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্রবধূ সতী সাধ্বী উত্তরা নিজের বালক পতি বীর অভিমন্যুকে নিহত হইতে দেখিয়া আর্তস্বরে শোকপ্রকাশ করিতেছে । ৪

হে কৃষ্ণ ! এই বিরাটের পুত্রী ও অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা নিজের পতি অভিমন্যুর নিকটে যাইয়া তাহার দেহে হাত বুলাইতেছে । ৫

সুতপ্তকাঞ্চন অভিমন্যুর মুখ বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ইহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ ও গোল । কমনীয় রূপ-সৌন্দর্যে সুশোভিতা মাননীয়া ও মনস্বিনী উত্তরা পতির মুখপদ্ম আঘ্রাণ করত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে । পূর্বেও সে এইরূপে মধু হইতে উৎপন্ন মদে অচেতন হইয়া সলজ্জভাবে ইহাকে আলিঙ্গন করিত । ৬-৭

শ্রীকৃষ্ণ ! অভিমন্যুর সুবর্ণভূষিত কবচ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে । বালিকা উত্তরা সেই কবচ উন্মুক্ত করিয়া পতির দেহ অবলোকন করিতেছে । ৮

উহাকে দেখিয়াই সেই বালিকা উত্তরা তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করত বলিতেছে—কমলনয়ন ! আপনার ভাগিনেয় অভিমন্যুর নেত্রদ্বয় আপনারই তুল্য ছিল । তাহাকে আজ রণাঙ্গনে ভূপাতিত করা হইয়াছে । ৯

হে অনঘ ! যে বল, বীর্য, তেজ ও রূপে সর্বথা আপনার তুল্য ছিল, সেই এই সুতপ্তকাঞ্চনবর্ণ শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে । ১০

(কৃষ্ণ ! এখন উত্তরা নিজ পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে) প্রিয়তম ! আপনার শরীর ত' অতিশয় সুকুমার । আপনি রুরুমৃগের চর্মনির্মিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন । আজ এইভাবে ভূতলে পতিত থাকিলে আপনার শরীরে কি কোন কষ্ট হইতেছে না ? ১১

যে দুই হস্ত হস্তিশুণ্ডসদৃশ ক্রমস্থূল, ধনুর গুণ আকর্ষণ করায় যাহাদের ত্বক্ (চামড়া) কঠিন হইয়া (কড়া পড়িয়া) গিয়াছে

ব্যায়ম্য বহুধা নূনং সুখসুপ্তঃ শ্রমাদিব।
এবং বিলপতীমার্তাং ন হি মামভিভাষসে ॥ ১৩
ন স্মরাম্যপরাধং তে কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
ননু মাং ত্বং পুরা দূরাদভিবীক্ষ্যাভিভাষসে ॥ ১৪
আর্য্যামার্য্য সুভদ্রাং ত্বমিমাংশ্চ ত্রিদশোপমান্।
পিতৄন্ মাঞ্চৈব দুঃখার্তাং বিহায় ক্ব গমিষ্যসি ॥ ১৫
তস্য স্রোণিতদিগ্ধান্ বৈ কেশানুষ্ণেন পাণিনা
উৎসঙ্গে বন্ধুমাধায় জীবন্তমিব পৃচ্ছতি ॥ ১৬
স্বস্রীয়ং বাসুদেবস্য পুত্রং গাণ্ডীবধন্বনঃ
কথং ত্বাং রণমধ্যস্থং জঘ্নুরেতে মহারথাঃ ॥ ১৭
বিগস্ত ক্রূরকর্তৃংস্তান্ কৃপ-কর্ণ-জয়দ্রথান্।
দ্রোণ-দ্রৌণায়নী চোভৌ যৈরবং বিধবা কৃতা ॥ ১৮
ব্যর্থত্রাণাং সর্বেষাং কথমাসীৎ তদা মনঃ।
বালং ত্বাং পরিবার্যৈকং মম দুঃখায় জগ্মুষাম্ ॥ ১৯
কথং হু পাণ্ডবানাঞ্চ পাঞ্চালানাং তু পশ্যতাম্।
ত্বং বীর নিধনং প্রাপ্তো নাথবান্ সন্ননাথবৎ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা বহুভিরাক্রন্দে নিহতং ত্বাং পিতা তব।
বীরঃ পুরুষশার্দূলঃ কথং জীবতি পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ন রাজ্যলাভো বিপুলঃ শত্রূণাঞ্চ পরাভবঃ।
প্রীতিং দাস্যতি পার্থানাং ত্বামৃতে পুরুষেক্ষণ ॥ ২২
তব শস্ত্রজিতাল্লোকান্ ধর্মেণ চ দমেন চ।
ক্ষিপ্রমস্মাগমিষ্যামি তত্র মাং প্রতিপালয় ॥ ২৩
দুর্লভং পুনরপ্রাপ্তে কালে ভবতি কেনচিৎ
যদহং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা হতং জীবামি দুর্ভগা ॥ ২৪
কামিদানীং নরব্যাঘ্র প্রহৃষ্টা স্মিতয়া গিরা।
পিতৃলোকে সমেত্যাস্মাং মানিবানস্মরিষ্যসি ॥ ২৫

এবং যে দুই হস্ত স্বর্ণময় অঙ্গদে ভূষিত থাকে, সেই দুই বিশাল বাহু বিস্তৃত করিয়া আপনি শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১২

নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রম করত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আমি এইভাবে আজ আর্ত হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুই বলিতেছেন না কেন? ১৩

আমি কোন অপরাধ করিয়াছি, ইহা ত' আমার স্মরণ হইতেছে না; তবে কি কারণে আপনি আমার সহিত কথা বলিতেছেন না? পূর্বে ত' আপনি আমাকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেও কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না ॥ ১৪

আর্য্য! আপনি মাতা সুভদ্রাদেবীকে, দেবতুল্য পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্যদিগকে এবং দুঃখাতুরা পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? ১৫

জনার্দন! দেখ, অভিমন্যুর মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উত্তরা তাহার রক্তে অঙ্গুলিস কেশসমূহ হস্তের দ্বারা উত্তোলিত করিয়া যেন তাহাকে জীবিত মনে করত এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

প্রাণনাথ! আপনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্র। রণভূমির যমরাজ্যে অবস্থিত আপনাকে এই মহারথীরা কিভাবে বিনাশ করিল? ১৬-১৭

সেই ক্রূরকর্মা কৃপাচার্য, কর্ণ ও জয়দ্রথকে ধিক্, দ্রোণাচার্য ও তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকেও ধিক্। যাহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে বিধবা করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮

আপনি বালক ছিলেন এবং একাকী যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে দুঃখ দিবার জন্য যাহারা সকলে মিলিত হইয়া আপনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রেষ্ঠ মহারথীদিগের মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল? ১৯

বীর! আপনি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতে সনাথ হইয়া অনাথের ন্যায় কিরূপে নিহত হইলেন? ২০

আপনাকে যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধার দ্বারা নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পিতা পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন কিভাবে জীবিত থাকিলেন? ২১

কমলনয়ন! পাণ্ডবদের এই যে বিশাল রাজ্য লাভ হইল, তাঁহারা শত্রুগণকে যে পরাজিত করিলেন, এ সমস্তই আপনি ব্যতীত উঁহাদের কেহই প্রসন্ন করিতে পারিবে না ॥ ২২

আর্যপুত্র! আপনার অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত পুণ্যলোকসকলে আমিও শীঘ্র এবং ইন্দ্রিয়সংযমের বলে শীঘ্রই আপনার অনুগমন করিব। আপনি সেখানে আমাকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৩

মনে হইতেছে, মৃত্যুকাল না আসিলে কাহারও পক্ষে মৃত্যুবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য, যেহেতু অভাগিনী আমি আপনাকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়াও এখনও জীবিত আছি ॥ ২৪

নরশ্রেষ্ঠ! আপনি পিতৃলোকে যাইয়া এই সময় আমারই ন্যায় অপর কোন স্ত্রীলোককে ঈষৎ হাস্যসহকারে মধুর বাণীতে আমন্ত্রণ করিবেন ॥ ২৫

নূনমপ্সরসাং স্বর্গে মনাংসি প্রমথিষ্যসি ।
পরমেণ চ রূপেণ গিরা চ স্মিতপূর্বয়া ॥ ২৬
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকানপ্সরোভিঃ সমেষ্যসি ।
সৌভদ্র বিহরন্ কালে স্মরেথাঃ সুকৃতানি মে ॥ ২৭
এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ ।
ষণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্তবচনামেতামপকৃষ্যতি দুঃখিতাম্ ।
উত্তরাং মোঘসঙ্কল্পাং মৎস্যরাজকুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯
উত্তরানপকৃষ্যেনামার্তামার্ততরাঃ স্বয়ম্ ।
বিরাটং নিহতং দৃষ্ট্বা ক্রোশন্তি বিলপন্তি চ ॥ ৩০
স্রোণাস্ত্রশরসংকৃত্তং শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্ ।
বিরাটং বিভুদন্তোতে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ ॥ ৩১
বিভুঞ্জমানং বিহগৈর্বিরাটমসিতেক্ষণাঃ ।
ন শক্নুবন্তি বিহগান্ নিবারয়িতুমাতুরাঃ ॥ ৩২
আসামাতপতপ্তানামায়াসেন চ যোষিতাম্ ।
শ্রমেণ চ বিবর্ণানাং বক্ত্রাণাং বিপ্লুতং বপুঃ ॥ ৩৩
উত্তরং চাভিমন্যুঞ্চ কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্ ।
শিশূনেতান্ হতান্ পশ্য লক্ষ্মণঞ্চ সুদর্শনম্ ॥ ৩৪
আয়োধনশিরোমধ্যে শয়ানং পশ্য মাধব ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে
বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করত আপনি স্বীয় সুন্দর রূপ ও ঈষৎ হাস্যসমন্বিত মধুর বাক্যের দ্বারা স্বর্গস্থিত অপ্সরাগণের মনকে মথিত করিবেন । ২৬

সুভদ্রানন্দন ! আপনি পুণ্যাত্মাগণের লোকে গমন করত অপ্সরোবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিবার সময় আমার শুভ কর্মফল স্মরণ করিবেন । ২৭

বীর ! এই ভূলোকে আমার সহিত আপনার ত' কেবল ছয় মাস সহবাস হইয়াছিল । সপ্তম মাসেই আপনি বীর-গতি প্রাপ্ত হইলেন । ২৮

যাহার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে দুঃখে নিমগ্না হইয়াছে, সেই পূর্বোক্ত বাক্যভাষিণী উত্তরাকে মৎস্যরাজ বিরাটের কুলস্ত্রীগণ টানিয়া লইয়া দূরে অপসারণ করিলেন । ২৯

শোকে অতিশয়-পীড়িতা উত্তরাকে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা সেই স্ত্রীগণ রাজা বিরাটকে নিহত হইতে দেখিয়া নিজেরাও চীৎকার করিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন । ৩০

দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত রাজা বিরাটকে শকুনি, শৃগাল ও কাকসকল ভক্ষণ করিতেছিল । ৩১

বিরাটকে সেই সব পক্ষিগণের দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণনয়না স্ত্রীরা আর্তা হইয়া পড়ায় পক্ষিসকলকে দূর করিয়া দিতে সমর্থা হইলেন না । ৩২

এই সব যুবতী স্ত্রীগণের মুখ সূর্যকিরণ তাপে সন্তপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আয়াস ও পরিশ্রমে তাঁহারা বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছিলেন । ৩৩

মাধব ! উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজনিবাসী সুদক্ষিণ ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর লক্ষ্মণ—ইহারা সকলে বালক ছিল । এই নিহত বালকগণকে নিরীক্ষণ কর । যুদ্ধের সম্মুখভাগে শয়ান অতিশয় সুন্দর কুমার লক্ষ্মণের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত কর । ৩৪-৩৫

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক
বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গান্ধার্যা কর্ণং দৃষ্ট্বা তস্য শৌর্য্যস্য, তস্য পত্ন্যাশ্চ বিলাপস্য শ্রীকৃষ্ণসন্নিধে বর্ণনম্ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

এষ বৈকর্ত্তনঃ শেতে মহেষ্বাসো মহারথঃ
জ্বলিতানলবৎ সংখ্যে সংশান্তঃ পার্থতেজসা ॥ ১

পশ্য বৈকর্ত্তনং কর্ণং নিহত্যাত্তিরথান্ বহূন্
শোণিতৌঘপরীতাঙ্গঃ শয়ানঃ পতিতঃ ভুবি ॥ ২

অমর্ষী দীর্ঘরোষশ্চ মহেষ্বাসো মহাবলঃ ।
রণে বিনিহতঃ শেতে ভূতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩

যং স্ম পাণ্ডবসন্ত্রাসাদ্যুধি পুত্রা মহারথাঃ ।
প্রায়ুঙ্ক্ষত পুরস্কৃত্য মাতঙ্গা ইব যূথপম্ ॥ ৪

শার্দূলমিব সিংহেন সমরে সব্যসাচিনা ।
মাতঙ্গমিব মত্তেন মাতঙ্গেন নিপাতিতম্ ॥ ৫

সমেতাঃ পুরুষব্যাঘ্র নিহতং শূরমাহবে ।
প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ পত্ন্যো রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৬

উদ্বিগ্নঃ সততং যস্মাদ্ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ত্রয়োদশ সমা নিদ্রাং চিন্তয়ন্ নাধ্যগচ্ছত ॥ ৭

অনাধৃষ্যঃ পরৈর্যুদ্ধে শক্রভির্মঘবানিব ।
যুগান্তাগ্নিরিবাচিষ্মান্ হিমবানিব নিশ্চলঃ ॥ ৮

স ভূত্বা শরণং বীরো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মাধব ।
ভূমৌ বিনিহতঃ শেতে বাতভগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৯

পশ্য কর্ণস্য পত্নীং ত্বং বৃষসেনস্য মাতরম্ ।
লালপ্যমানাং করুণং রুদন্তীং পতিতাং ভুবি ॥ ১০

আচার্য্যশাপোঽনুগতো ধ্রুবং ত্বাং
যদগ্রসচ্চক্রমিদং ধরিত্রী ।
: শরেণাপহৃতং শিরস্তে
ধনঞ্জয়েনাহবশোভিনা যুধি ॥ ১১

হা হা বিগেন্দ্রা পতিতা বিসংজ্ঞা
সমীক্ষ্য ভর্ত্তৃন্নিধনং স্বকঞ্চ ।
কর্ণং মহাবাহুমদীনসত্ত্বং
সুষেণমাতা রুদতী ভূশার্ত্তা ॥ ১২

একবিংশ অধ্যায় ।

[গান্ধারী কর্ত্তৃক কর্ণকে দেখিয়া তাঁহার শৌর্য্য এবং তাঁহার স্ত্রীর বিলাপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণন ।]

গান্ধারী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ! দেখ, এই মহাবাহুর মহারথী সূর্য্যপুত্র কর্ণ যুধীকুমার অর্জুনের তেজে নির্ব্বাপিত অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ভূতলে শান্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১

মাধব ! দেখ, সূর্য্যপুত্র কর্ণ বহুসংখ্যক অতিরথ বীরকে সংহার করত স্বয়ংই রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ২

বীরবর কর্ণ অতিশয় বলবান্ এবং মহাবাহুর ছিল। সে দীর্ঘকাল ধরিয়া রোষাবিষ্ট থাকিত এবং অমর্ষপরায়ণ ছিল, কিন্তু গাণ্ডীবধারী অর্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সে রণভূমিতে শায়িত আছে ॥ ৩

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের ভয়ে আমার মহারথী পুত্রগণ যাহাকে অগ্রে করত যূথপতিকে সম্মুখে রাখিয়া মত্তমাতঙ্গ হস্তীদিগের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই বীর কর্ণকে সব্যসাচী অর্জুন সেইভাবে যুদ্ধস্থলে বধ করিয়াছে, যেরূপ এক সিংহ অপর সিংহকে এবং এক মদমত্ত হস্তী অপর মদোন্মত্ত গজরাজকে নিহত করত ভূপাতিত করে ॥ ৪-৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! রণাঙ্গনে নিহত সেই যোদ্ধাশালী বীর কর্ণের নিকটে আসিয়া তাহার স্ত্রীগণ কেশ উন্মুক্ত করিয়া রোদন করিতেছে ॥ ৬

মাধব ! যাহা হইতে নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চিন্তাহেতু তের বৎসর নিদ্রা হয় নাই, যে যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য শত্রুদিগের পক্ষে অজেয় ছিল, প্রলয়কাল অগ্নিসদৃশ তেজস্বী এবং হিমালয়তুল্য নিশ্চল ছিল, সেই বীর কর্ণ দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হইয়া মৃত্যুবরণ করত প্রবল বায়ুতে ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৭-৯

দেখ, কর্ণের পত্নী এবং বৃষসেনের মাতা ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কিরূপ করুণাজনক বিলাপ করিতেছে ॥ ১০

প্রাণনাথ ! নিশ্চয়ই তোমার উপর আচার্য্য পরশুরামকর্ত্তৃক প্রদত্ত শাপ আজ ফলিত হইয়াছে, যাহার জন্য এই পৃথিবী তোমার রথের চক্রসকলকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। এই কারণেই যুদ্ধে সুশোভিত অর্জুন রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছে ॥ ১১

হায়, হায় ! আমাকে ধিক ! সুবর্ণ কবচধারী উদারহৃদয় মহাবাহু কর্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত কাতরা সুষেণের মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১২

অল্পাবশেষোঽপি কৃতো মহাত্মা
শরীরভক্ষৈঃ পরিভক্ষয়দ্ভিঃ
ত্রস্টুং ন নঃ প্রীতিকরঃ পশীব
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য চতুর্দশাহে ॥ ১৩
সা বর্তমানা পতিতা পৃথিব্যা-
মুত্থায় দীনা পুনরেব চৈষা।
কর্ণস্য বক্ত্রং পরিজিঘ্রমাণা
রোরূয়তে পুত্রবধাভিতপ্তা ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি কর্ণদর্শনো নামৈক-
বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

মানবদেহ ভক্ষণকারী জন্তুগণ মহাত্মা কর্ণের দেহ ভক্ষণ করিয়া আর অল্পই অবশিষ্ট রাখিয়া দিয়াছে। তাহার এই অল্পাবশিষ্ট শরীর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিলেও আমাদের প্রীতিদান করিতে পারিতেছে না। ১৩

এই দীনা কর্ণের পত্নী ভূতলে পতিত হইয়া উঠিতেছে এবং উঠিয়া পুনরায় পতিত হইতেছে। কর্ণের মুখ আঘ্রাণ করিতে করিতে এই নারী স্বীয় পুত্রের বধে সন্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। ১৪

শ্রীহরিঃ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে কর্ণের দর্শনবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্ব-স্ব-স্ত্রীভিঃ পরিবৃতম্ অবন্তীদেশাধিপতিং জয়দ্রথঞ্চ নিরীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা বিলাপঃ।]

গান্ধার্যুবাচ।

আবন্ত্যং ভীমসেনেন ভক্ষয়ন্তি নিপাতিতম্।
গৃধ্র-গোমায়বঃ শূরং বহ্বন্ধুমবন্ধুবৎ ॥ ১
তং পশ্য কদনং কৃত্বা শূরাণাং মধুসূদন।
শয়ানং বীরশয়নে রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥ ২
তং শৃগালাশ্চ কঙ্কাশ্চ ক্রব্যাদাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ
তেন তেন বিকর্ষন্তি পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ৩
শয়ানং বীরশয়নে শূরমাক্রন্দকারিণম্।
আবন্ত্যমভিতো নার্য্যো রুদন্তাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৪
প্রাতিপেয়ং মহেষ্বাসং হতং ভল্লেন বাহ্লিকম্।
প্রসুপ্তমিব শার্দূলং পশ্য কৃষ্ণ মনস্বিনম্ ॥ ৫
অতীব মুখবর্ণোঽস্য নিহতস্যাপি শোভতে।
সোমস্যেবাভিপূর্ণস্য পৌর্ণমাস্যাং সমুদ্গতঃ ॥ ৬
পুত্রশোকাভিতপ্তেন প্রতিজ্ঞাং চাভিরক্ষতা।
পাকশাসনিনা সংখ্যে পার্থক্ষত্রনিপাতিতঃ ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নিজ নিজ স্ত্রীগণে পরিবৃত অবন্তীদেশপতি ও জয়দ্রথকে দেখিয়া এবং দুঃশলাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

গান্ধারী বলিলেন,—ভীমসেন যাহাকে বিনাশ করত কৃপান্বিত করিয়াছে, এই সেই বীরবর অবন্তীপতি বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব সম্পন্ন ছিল; কিন্তু আজ তাহাকে বন্ধুহীনের ন্যায় গৃধ্র ও শৃগালগণ ভক্ষণ করিতেছে। ১

মধুসূদন! দেখ, বহু বীর যোদ্ধাকে সংহার পূর্ব্বক রক্তে আপ্লুত হইয়া এই কৃপাল বীরশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। ২

তাহাকে শৃগাল, কঙ্ক এবং নানাবিধ মাংসভোজী জীবজন্তু এদিক্ ওদিকে টানাটানি করিতেছে। হায়, কালের বিপরীত গতি অবলোকন কর। ৩

তখানক বিপক্ষপক্ষর বীরশ্রেষ্ঠ অবন্তীপতিকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রীগণ রোদন করিতে করিতে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। ৪

হে কৃষ্ণ! দেখ, মহাধনুর্দ্ধর প্রতীপনন্দন মনস্বী বাহ্লীক ভল্লের আঘাতে নিহত হইয়া নিদ্রিত সিংহের ন্যায় পতিত আছে। ৫

রণাঙ্গনে নিহত হইলেও পূর্ণিমায় উদিত পূর্ণ চন্দ্রের তুল্য ইহার মুখের কান্তি অতিশয় প্রকাশিত হইতেছে। ৬

হে কৃষ্ণ! পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিজের কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতে করিতে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন যুদ্ধস্থলে বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথকে বিনাশ করত কৃপান্বিত করিয়াছে। যদিও তাহার রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞাকে

একাদশ চমূর্ভিত্বা রক্ষ্যমাণং মহাত্মনা
সত্যাং চিকীর্ষতা পশ্য হতমেনং জয়দ্রথম্ ॥ ৮
সিন্ধুসৌবীরভর্তারং দর্পপূর্ণং মনস্বিনম্।
ভক্ষয়ন্তি শিবা গৃধ্রা জনার্দন জয়দ্রথম্ ॥ ৯
সংরক্ষ্যমাণং ভার্য্যাভিরনুরক্তাভিরচ্যুত।
ভীষয়ন্ত্যো বিকর্ষন্তি গহনং নিম্নমন্তিকাৎ ॥ ১০
তমেতাঃ পশ্য পার্শ্বস্থে রক্ষ্যমাণং মহাভুজম্।
সিন্ধু-সৌবীরভর্তারং কাম্বোজ-যবনস্ত্রিয়ঃ ॥ ১১
যদা কৃষ্ণামুপাদায় প্রাদ্রবৎ কেকয়ৈঃ সহ
তদৈব বধ্যঃ পাণ্ডূনাং জনার্দন জয়দ্রথঃ ॥ ১২
দুঃশলাং মানয়ন্তিস্ত তদা মুক্তো জয়দ্রথঃ।
কথমদ্য ন তাঃ কৃষ্ণ মানয়ন্তি স্ম তে পুনঃ ॥ ১৩

সৈন্যা মম হতা বালা বিলপন্তী চ দুঃখিতা।
আত্মনা হন্তি চাত্মানমাক্রোশন্তী চ পাণ্ডবান্ ॥ ১৪
কিং নু দুঃখতরং কৃষ্ণ পরং মম ভবিষ্যতি।
যং হতা বিধবা বালা স্নুষাশ্চ নিহতেশ্বরাঃ ॥ ১৫
হা হা ধিগ্ দুঃশলাঃ পশ্য বীতশোকভয়ামিব।
শিরো ভর্তুরনাসাদ্য ধাবমানামিতস্ততঃ ॥ ১৬
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীরং পরমদুর্জয়ম্।
পরিবার্য্য রুদন্ত্যেতাঃ স্ত্রিয়শ্চন্দ্রোপমাননাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শ্রীপর্বণি শ্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সত্য করিয়া দেখাইতে ইচ্ছুক মহাত্মা অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ভেদ করত যাহাকে বধ করিয়াছিল, সেই এই জয়দ্রথ এখানে পতিত আছে। তুমি ইহা অবলোকন কর। ৮

জনার্দন! সিন্ধু ও সৌবীর দেশের প্রতিপালক অভিমানী ও মনস্বী জয়দ্রথকে শকুনি এবং শৃগালেরা ভক্ষণ করিতেছে। ৯

হে অচ্যুত! ইহার প্রতি অনুরক্ত ইহার পত্নীগণ যদিও ইহাকে রক্ষণে ব্যাপৃত আছে, তথাপি শকুনি প্রভৃতি জন্তুগণ তাহাদিগকে ভীত করিয়া জয়দ্রথের মৃতদেহকে তাহাদের নিকট হইতে গভীর গর্ত্তের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ১০

এই কাম্বোজ ও যবনদেশের স্ত্রীগণ সিন্ধু এবং সৌবীরদেশের অধিপতি মহাবাহু জয়দ্রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে এবং সে উহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে। ১১

জনার্দন! যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া কেকয়গণের সহিত পলায়ন করিয়াছিল, সেই দিনেই সে পাণ্ডবগণের দ্বারা বধ্য হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই সময় দুঃশলার প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাহারা জয়দ্রথকে জীবিত ছাড়িয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণ! সেই পাণ্ডবগণ আজ পুনরায় কেন তাহার সম্মান করিল না? ১২-১৩

দেখ, এই আমার বালিকা কন্যা দুঃশলা কিরূপ দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতেছে এবং পাণ্ডবদের প্রতি আক্রোশ দেখাইয়া নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করিতেছে। ১৪

হে কৃষ্ণ! আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি দুঃখের বিষয় আছে যে, এই আমার কন্যা অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া যাইল এবং আমার সকল পুত্রবধূ অনাথ হইয়া গিয়াছে। ১৫

হায়, হায়! ধিক্! দেখ, দেখ দুঃশলা যেন শোক ও ভয়হীনা হইয়া নিজের পতির মস্তক না পাওয়ায় এদিক্ ওদিকে ছোটাছুটি করিতেছে। ১৬

যে বীর নিজেদের পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক সমস্ত পাণ্ডবগণকে একাকীই নিবারণ করিয়াছিল, সেই জয়দ্রথ বহু সৈন্যকে সংহার করত স্বয়ংই শেষে মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে। ১৭

মদমত্ত হস্তিতুল্য সেই পরম দুর্জয় বীর জয়দ্রথকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া চন্দ্রমুখী রমণীগণ রোদন করিতেছে। ১৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত শ্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শল্য, ভগদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্যকে দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গান্ধার্য্যা বিলাপঃ।]

গান্ধার্য্যুবাচ।

এষ শল্যো হতঃ শেতে মাতুলকুলমাতুলঃ।
ধর্ম্মজ্ঞেন হতস্তাত ধর্ম্মরাজেন সংযুগে ॥ ১
যস্ত্বয়া স্পর্দ্ধতে নিত্যং সর্ব্বত্র পুরুষর্ষভ।
স এষ নিহতঃ শেতে মদ্ররাজো মহাবলঃ
যেন সংগৃহ্যতা তাত রথমাধিরথের্যুধি।
জয়ার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং তথা তেজোবধঃ কৃতঃ ॥ ৩
অহো ধিক্ পশ্য শল্যস্য পূর্ণচন্দ্রসুদর্শনম্।
মুখং পদ্মপলাশাক্ষং কাকৈরাদষ্টমদ্রণম্ ॥ ৪
অস্য চামীকরাভস্য তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা।
আস্যাদ্ বিনিঃসৃতা জিহ্বা ভক্ষ্যতে কৃষ্ণ পক্ষিভিঃ ॥৫
যুধিষ্ঠিরেণ নিহতঃ শল্যঃ সমিতিশোভনম্।
রুদন্ত্যঃ পর্য্যুপাসন্তে মদ্ররাজঃ কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৬
এতাঃ সুপুষ্পবসনা মদ্ররাজং নরর্ষভম্।
ক্রোশন্ত্যোঽথ সমাসাদ্য ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ॥৭
শল্যং নিপতিতং নার্য্যঃ পরিবার্য্যাভিতঃ স্থিতাঃ।
বাসিতা গৃষ্টয়ঃ পদ্মে পরিমর্দ্দমিব দ্বিপম্ ॥ ৮
শল্যাঃ শরণদং শূরং পশ্যেমং বৃষ্ণিনন্দন।
শয়ানং বীরশয়নে শরৈর্বিশকলীকৃতম্ ॥ ৯
এষ শৈলালয়ো রাজা ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
গজানীকবরঃ শ্রীমান্ শেতে ভুবি নিপাতিতঃ ॥১০
যস্য রুক্মময়ী মালা শিরসোষ্ণীষ বিরাজতে।
শাপনৈর্ভস্মমালেব শোভয়ন্তীব মূর্দ্ধজান্ ॥ ১১
এতেন কিল পার্থস্য যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
রোমহর্ষণমত্যুগ্রং শক্রস্য ত্বষ্টৃণা যথা ॥ ১২
ধোধবিত্বা মহাবাহুরেষ পার্থং ধনঞ্জয়ম্
সংশপ্তৈঃ গমিত্বা চ কুন্তীপুত্রেণ পাতিতঃ ॥ ১৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[শল্য, ভগদত্ত, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীর বিলাপ।

গান্ধারী বলিলেন,—তাত! দেখ, এই মদ্ররাজ মাতুল শল্য নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। ইহাকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে বধ করিয়াছে। ১

পুরুষোত্তম! যে সকল সজ্জন তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, এই সেই মহাবল মদ্ররাজ শল্য এস্থানে নিহত হইয়া চির নিদ্রায় শয়ন করিয়া আছে। ২

হে তাত! এই সেই শল্য, যে যুদ্ধে হতপুত্র কর্ণের রথের সারথিকার্য্য করিবার সময় পাণ্ডবদের জয়লাভের জন্য তাহার তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ৩

অহো! ধিক্! শল্যের এই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দর্শনীয় ও কমলদল তুল্য নেত্রবিশিষ্ট ক্ষতহীন মুখকে কাকসকল কিছু কিছু অংশ ভক্ষণ করিয়াছে। ৪

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ শল্যের মুখ হইতে তপ্ত সুবর্ণসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং পক্ষীরা উহাকে ভক্ষণ করিতেছে। ৫

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নিহত ও যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত মদ্ররাজ শল্যকে এই কুলাঙ্গনাগণ চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে এবং রোদন করিতেছে। ৬

এতারা সুপুষ্পবসনা মদ্ররাজ নরর্ষভ। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নরোত্তম মদ্ররাজ শল্যের পার্শ্বে শয়ন করত কিরূপ করুণ ক্রন্দন করিতেছে। ৭

রণাঙ্গনে নিপতিত রাজা শল্যকে তাহার স্ত্রীগণ সেইভাবে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যেরূপ বাসিতা (গন্ধযুক্তা) গর্ভবতী প্রসূতা হস্তিনীগণ পদ্মে মত্ত হস্তীকে ঘিরিয়া অবস্থান করে। ৮

বৃষ্ণিনন্দন! দেখ, অপরের শরণপ্রদ বীরবর শল্য বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৯

এই পর্ব্বতীয়, তেজস্বী এবং প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত হস্তে হস্তীর অঙ্কুশ ধারণ করিয়াই ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। ইহাকে অর্জ্জুন বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে। ১০

ইহাকে হিংস্র জীব-জন্তুরা ভক্ষণ করিতেছে। ইহার মস্তকে এই স্বর্ণমালা বিরাজিত আছে, উহা যেন কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ১১

যেরূপ বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ এই ভগদত্তের সহিত কুন্তীসুতার অর্জ্জুনের অত্যন্ত দারুণ ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল। ১২

এই মহাবাহু ভগদত্ত যুদ্ধ করত কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে সংগ্রামস্থ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে এই অর্জ্জুনের দ্বারাই নিপাতিত হন্। ১৩

যস্য নাস্তি সমো লোকে শৌর্যে বীর্যে চ কশ্চন।
স এষ নিহতঃ শেতে ভীষ্মো ভীষ্মকৃতাহবে ॥ ১৪
পশ্য শান্তনবং কৃষ্ণ শয়ানং সূর্যবর্চসম্।
যুগান্ত ইব কালেন পতিতং সূর্যমম্বরাৎ ॥ ১৫
এষ হত্বা রথে শত্রূন্ শস্ত্রতাপেন বীর্যবান্।
নরসূর্যোঽস্তমভ্যেতি সূর্যোঽস্তমিব কেশব ॥ ১৬
শরতল্পগতং ভীষ্মমূর্ধ্বরেতসমচ্যুতম্
শয়ানং বীরশয়নে পশ্য ভূমিনিষেবিতে ॥ ১৭
কনিনালীকনারাচৈরাস্তীর্য্য শরনোত্তমম্।
আবিষ্ট শেতে ভগবান্ স্কন্দঃ শরবণং যথা ॥ ১৮
অতুলপূর্ণং সাঙ্গেরস্ত্রিভির্বাণৈঃ সমাবৃতম্।
উপধায়োপধানাগ্র্যং দত্তং গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১৯
পালয়ানঃ পিতুঃ শাস্ত্রমূর্ধ্বরেতা মহাযশাঃ।
এষ শান্তনবঃ শেতে মাধবাপ্রতিমো যুধি ॥ ২০

ধর্মাত্মা ভাত সর্বজ্ঞঃ পারাবর্যেষু নির্ণয়ে।
অমর্ত্য ইব মর্ত্যঃ সন্নেষ প্রাণানধারয়ৎ ॥ ২১
নাস্তি যুদ্ধে কৃতী কশ্চিন্ন বিদ্বান্ ন পরাক্রমী।
যত্র শান্তনবো ভীষ্মঃ শেতেঽদ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥ ২২
যমমেতেন শূরেণ পৃচ্ছ্যমানেন পাণ্ডবৈঃ
যমজ্ঞেনাহবে মৃত্যুরাদিষ্টঃ সত্যবাদিনা ॥ ২৩
প্রণষ্টঃ কুরুবংশঞ্চ পুনর্যেন সমুদ্ধৃতঃ
স গতঃ কুরুভিঃ সার্ধং মহাবুদ্ধিঃ পরাভবম্ ॥ ২৪
ধর্মেষু কুরবঃ কং নু পরিপ্রক্ষ্যন্তি মাধব।
গতে দেবব্রতে স্বর্গং দেবকল্পে নরর্ষভে ॥ ২৫
অর্জুনস্য বিনেতারমাচার্য্যঃ সাত্যকেস্তথা
ওং পশ্য পতিতং দ্রোণং কুরূণাং গুরুমুত্তমম্ ॥ ২৬
অঙ্গং চতুর্বিধং বেদ যথৈব ত্রিদশেশ্বরঃ
ভার্গবো বা মহাবীর্যস্তথা দ্রোণোঽপি মাধব ॥ ২৭

জগতে যোদ্ধা ও বলে যাহার তুল্য অপর আর কেহ নাই, সেই এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীষ্মদেব আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ১৪

হে কৃষ্ণ! দেখ, এই সূর্যতুল্য তেজস্বী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিরূপ শয়ন করিয়া আছেন, আমার এরূপ মনে হইতেছে, যেন প্রলয়কালে কালপ্রেরিত হইয়া সূর্যদেব আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন। ১৫

কেশব! যেরূপ সূর্য সমস্ত জগৎকে তাপদানপূর্বক অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে স্বীয় অস্ত্রসকলের প্রতাপে শত্রুদিগকে সন্তাপিত করত অস্ত গমন করিতেছেন। ১৬

যিনি ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী থাকিয়া কখনও সভা হইতে চ্যুত হন্ নাই, সেই ভীষ্ম শূরসেবিত বীরোচিত-শয়ন বাণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে দর্শন কর। ১৭

যেরূপ ভগবান্ স্কন্দ শরবনের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ভীষ্ম কর্ণী, নালীক ও নারাচাদি বাণসকলের উত্তম শয্যায় পাতিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক শয়ন করিয়া আছেন।

এই শরশয়ন ভীষ্ম তূলাপূর্ণ উপধান (বালিশ) গ্রহণ করেন নাই। ইনি ত' গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি বাণের দ্বারা নির্মিত শ্রেষ্ঠ উপধান (বালিশ) ই স্বীকার করিয়াছেন। ১৮-১৯

মাধব! পিতা শান্তনুর আজ্ঞা পালন করিতে করিতে এই মহাযশস্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যুদ্ধে অতুলনীয় বীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এস্থানে শয়ান রহিয়াছেন। ২০

ভাত! ইনি ধর্মাত্মা ও সর্বজ্ঞ পরলোক এবং ইহলোক-সম্বন্ধী জ্ঞানের দ্বারা ইনি সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রশ্নসকলের নির্ণয় করিতে সমর্থ এবং মানুষ হইলেও দেবতাতুল্যই ছিলেন, ইনি এখনও নিজের প্রাণধারণ করিয়া আছেন। ২১

যখন এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মও আজ শত্রুদের বাণসকলের দ্বারা নিহতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, যুদ্ধে কেহই নিপুণ নহে, কেহই অভিজ্ঞ নহে এবং কেহ পরাক্রমীও নহে। ২২

(এই শ্লোকের নিরূপ অর্থও করা যায়,—যুদ্ধে যাহার তুল্য নিপুণ, অভিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী নাই, এই সেই ভীষ্ম বহু বাণে নিহতপ্রায় হইয়া আজ শয়ন করিয়া আছেন। ২২)

পাণ্ডবেরা জিজ্ঞাসা করিলে পর এই ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী বীরবর ভীষ্ম স্বয়ংই নিজের মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। ২৩

যিনি লুপ্তপ্রায় কুরুবংশকে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সেই পরম বুদ্ধিমান্ ভীষ্মদেব এই কৌরবগণের সহিত পরাজিত হইয়াছেন। ২৪

মাধব! এই দেবতুল্য নরশ্রেষ্ঠ দেবব্রত স্বর্গলোকে গমন করিলে পর এখন কৌরবগণ কাহার নিকট যাইয়া ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করিবে? ২৫

যিনি অর্জুনের শিক্ষক, সাত্যকির আচার্য এবং কৌরবদের শ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন, এই সেই দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে পতিত আছেন, তুমি ইহাকেও দর্শন কর। ২৬

মাধব! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অথবা মহাপরাক্রমশালী

যস্য প্রসাদাদ্ বীভৎসুঃ পাণ্ডবঃ কর্ম দুষ্করম্
চকার স হতঃ শেতে নৈনমস্ত্রাণ্যপালয়ন্ ॥ ২৮
যং পুরোধায় কুরব আহ্বয়ন্তি স্ম পাণ্ডবান্।
সোঽয়ং শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো দ্রোণঃ শেতে পরিক্ষতঃ ॥ ২৯
যস্য নির্হৃতঃ সেনাং গতিরস্ত্রেষ্বিবাভবৎ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে শান্তার্চিরিব পাবকঃ ॥ ৩০
ধনুর্মুষ্টিরশীর্ণশ্চ হস্তাবাপশ্চ মাধব।
দ্রোণস্য নিহতস্যাজৌ দৃশ্যতে জীবতো যথা ॥ ৩১
বেদা যস্মাচ্চ চত্বারঃ সর্বাণ্যস্ত্রাণি কেশব।
অনপেতানি বৈ পূর্বাদ্ যথৈবাদৌ প্রজাপতেঃ ॥ ৩২
বন্দনার্হাবিমৌ তস্য বন্দিভির্বন্দিতৌ শুভৌ।
সোমায়বো বিকর্ষন্তি পাদৌ লিপ্তশতাচিতৌ ॥ ৩৩
দ্রোণং দ্রুপদপুত্রেণ নিহতং মধুসূদন।
কৃষ্ণী কৃপণমার্তা ত্বাং দুঃখোপহতচেতনা ॥ ৩৪
তাং পশ্য রুদতীমার্তাং মুক্তকেশীমধোমুখীম্।
হতং পতিমুপাসন্তীং দ্রোণং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥ ৩৫
বাণৈর্বিস্তম্ভয়ত্রাণং ধৃষ্টদ্যুম্নেন কেশব।
উপাস্তে বৈ মৃধে দ্রোণং জটিলা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৩৬
প্রেতকৃত্যাঞ্চ যজ্ঞসেনী কৃষ্ণী কৃপণমাতুরা।
হতস্য সমরে ভর্তুঃ সুকুমারী যশস্বিনী ॥ ৩৭
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্চিতাঃ প্রজ্বাল্য সর্বতঃ।
দ্রোণমাধায় গায়ন্তি ত্রীণি সামানি সামগাঃ ॥ ৩৮
কুর্বন্তি চ চিতামেতে জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ।
ধনুর্ভিঃ শক্তিভিশ্চৈব রথনীড়ৈশ্চ মাধব ॥ ৩৯
শরৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্ধক্ষ্যতে ভূরিতেজসম্।
ইতি দ্রোণং সমাধায় শংসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ৪০

পরশুরাম চারিপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা জানেন, সেইরূপ এই দ্রোণাচার্যও জানিতেন। ২৭

যাঁহার প্রসাদে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন দুষ্কর কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল, সেই আচার্য দ্রোণ এখানে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই অস্ত্রসকল ইঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ২৮

যাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, এই সেই অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য অস্ত্রসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শিবাগণের। ২৯

শত্রুসৈন্যদিগকে হত করিতে করিতে যাঁহার গতি অগ্নিতুল্য হইয়া যাইত, সেই এই দ্রোণাচার্য নির্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। ৩০

মাধব! যুদ্ধে নিহত হইলে পরও দ্রোণাচার্যের ধনুর্মুষ্টি বন্ধন সহিতই আবদ্ধ আছে, শিথিল হইয়া যায় নাই। ইঁহার হস্তদ্বয়ও সেইরূপই দেখাইতেছে, যেন উহা জীবিত পুরুষেরই হস্তের ন্যায় আছে। ৩১

কেশব! পূর্বাকাল হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে বেদ কখনও পৃথক্ থাকেন না, সেইরূপ এই সৌম্যশালী বীরবর দ্রোণাচার্য হইতে চারি বেদ ও সম্পূর্ণ অস্ত্রসমূহ কখনও দূরে থাকেন নাই। যাঁহার বন্দীদিগের দ্বারা বন্দিত এই সুন্দর বন্দনীয় চরণদ্বয়কে শত শত শিষ্য পূজা করিয়াছে, হায়, আজ শৃগালেরা তাঁহার সেই পদযুগল টানাটানি করিতেছে। ৩২-৩৩

মধুসূদন! দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত দ্রোণাচার্যের নিকট গমন করত তাঁহার পত্নী কৃপী অতিশয় দীনভাবে বসিয়া আছেন। দুঃখে যেন তাঁহার চেতনাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৩৪

দেখ, কৃপী কেশ উন্মুক্ত করিয়া নীচের দিকে মুখ করত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিজ পতি দ্রোণাচার্যকে রোদন করিতে করিতে আর্তভাবে সেবা করিতেছে। ৩৫

কেশব! ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ বাণসমূহের দ্বারা যে আচার্য দ্রোণের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারই পার্শ্বে যুদ্ধস্থলে এই জটাধারিণী ব্রহ্মচারিণী কৃপী বসিয়া আছেন। ৩৬

শোকে দীনা ও আর্তা হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদরাজী কৃপী সমরে নিহত পতিদেবের প্রেত কার্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ৩৭

বিধিপূর্বক অগ্নিস্থাপনা করত চিতাকে সর্বদিকে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার উপর দ্রোণাচার্যের শরীর রাখিয়া সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ সামগান করিতেছেন। ৩৮

মাধব! এই জটাধারী ব্রহ্মচারীরা ধনু, শক্তি, রথের আসন, নানাপ্রকার বাণ এবং অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহে সেই চিতা নির্মাণ করিলেন। ইঁহারা তাঁহার উপর মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্যকে প্রজ্বলিত করিতে অভিলাষী ছিলেন; সেইজন্য দ্রোণাচার্যকে চিতার উপর রাখিয়া ইঁহারা বেদমন্ত্র পাঠ করিতে এবং রোদন করিতে লাগিলেন। কিছু ব্রহ্মচারী অন্য সময়ের উপযোগী ত্রিবিধ সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৯-৪০

সামভিস্ত্রিদিবস্তস্থৈরনুশংসন্তি চাপরে।
অস্ত্রাবয়িঃ সমাধায় দ্রোণং হত্বা হুতাশনে ॥ ৪১
গচ্ছন্ত্যভিমুখা গঙ্গাং দ্রোণশিষ্যা দ্বিজাতয়ঃ
অপসব্যাং চিতিং কৃত্বা পুরস্কৃত্য কৃপীঞ্চ তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রৌণপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবচনে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

চিতার অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সহ দ্রোণাচার্যকে রাখিয়া গঙ্গা নদীর দিকে গমন করিতেছেন। ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভূরিশ্রবসঃ পার্শ্বে তেষাং পত্নীনাং বিলাপঃ, তাঃ সর্বাঃ শকুনিঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণায় গান্ধারীদেব্যাঃ শোকজ্ঞাপনঞ্চ।]

গান্ধার্যুবাচ

সোমদত্তসুতং পশ্য যূযুধানেন পাতিতম্।
বিতুদ্যমানং বিহগৈর্বসুভির্মাধবাস্তিকে ॥ ১
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ সোমদত্তো জনার্দন
যূযুধানং মহেষ্বাসং গর্হয়ন্নিব দৃশ্যতে ॥ ২
অসৌ হি ভূরিশ্রবসো মাতা শোকপরিপ্লুতা।
আশ্বাসয়তি ভর্তারং সোমদত্তমনিন্দিতা ॥ ৩
দিষ্ট্যা নৈনং মহারাজ দারুণং ভরতক্ষয়ম্।
কুরুসংক্রন্দনং ঘোরং যুগান্তমনুপশ্যসি ॥ ৪
দিষ্ট্যা যূপধ্বজং পুত্রং বীরং ভূরিসহস্রদম্
অনেকক্রতুযজ্বানং নিহতং নানুপশ্যসি ॥ ৫
দিষ্ট্যা স্ম যাপামাক্রন্দে ঘোরং বিলপিতং বহু।
ন শৃণোষি মহারাজ সারসীনামিবার্ণবে ॥ ৬
একবস্ত্রাবসংবীতাঃ প্রকীর্ণাসিতমূর্ধজাঃ।
স্নুষাস্তে পরিধাবন্তি হতাপত্যা হতেশ্বরাঃ ॥ ৭
শ্বাপদৈর্ভক্ষ্যমাণং ত্বমহো দিষ্ট্যা ন পশ্যসি।
ছিন্নবাহুং নরব্যাঘ্রমর্জুনেন নিপাতিতম্ ॥ ৮

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[ভূরিশ্রবার পার্শ্বে তাঁহার পত্নীগণের বিলাপ, ইহাদের সকলকে ও শকুনিকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট শোকজ্ঞাপন।]

গান্ধারী বলিলেন,—মাধব! সাত্যকি যাহাকে বিপাতিত করিয়াছে, এই সেই সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা পার্শ্বেই আছে, দেখ। ইহাকে বহু পক্ষী চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করত পীড়াদান করিতেছে। ১

জনার্দন! অন্যদিকে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিহত সোমদত্তকে যেন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকির নিন্দা করিতে দেখা যাইতেছে। ২

এদিকে শোকে নিমগ্না ভূরিশ্রবার পতিব্রতা মাতা নিজ পতি সোমদত্তকে যেন আশ্বাস দান করিতে করিতে বলিতেছে। ৩

মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশতঃ এই ভরতবংশীয়গণের নিদারুণ বিনাশ, ভরতের প্রলয়কালতুল্য কুরুক্ষয়ের মহাসংহার দেখিবার সুযোগ পাইলেন না। ৪

যাহার স্কন্ধে যূপের চিহ্ন ছিল, যে সহস্র সহস্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছিল এবং যে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ করিয়াছে, সেই বীর পুত্র ভূরিশ্রবার মৃত্যুর পর আপনি সৌভাগ্যবশতঃ দেখিতে পান নাই। ৫

মহারাজ! সমুদ্রতীরে চীৎকারকারিণী সারসী পক্ষিণীদিগের ন্যায় এই যুদ্ধস্থলে আপনি আপনার এই পুত্রবধূগণের অতিশয় ভয়ানক বিলাপ শ্রবণ করিতে পান নাই—ইহা সৌভাগ্যেরই কথা। ৬

আপনার পুত্রবধূরা একবস্ত্র অথবা অর্দ্ধবস্ত্রেই শরীরকে আবৃত করিয়া নিজেদের কৃষ্ণবর্ণ কেশসমূহ উন্মুক্ত করত এই যুদ্ধভূমির চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ইহাদের সকলেরই পতি ও পুত্র নিহত হইয়াছে। ৭

অহো! আপনার মহাসৌভাগ্য এই যে, অর্জুন যাহার এক হস্ত ছেদন করিয়া দিয়াছে এবং সাত্যকি যাহাকে বধ করিয়াছে, যুদ্ধে নিহত সেই ভূরিশ্রবা ও পশুকে হিংস্র জন্তুগণের আহারে পরিণত হইতে আপনি দেখিতে পান নাই এবং বহুবিধ রূপবিশিষ্ট

শলঃ বিনিহতঃ সংখ্যে ভূরিশ্রবসমেব চ
সুহৃদশ্চ বিবিধাঃ সর্বা দিষ্ট্যা নাস্তেহ পশ্যসি ॥ ৯

দিষ্ট্যা তৎ কাঞ্চনং ছত্রং যূপকেতোর্মহাত্মনঃ।
বিনিকীর্ণং রথোপস্থে সৌমদত্তেন পশ্যসি ॥ ১০

অমুষ্য ভূরিশ্রবসো ভার্যাঃ সাত্যকিনা হতম্।
পরিবার্যানুশোচন্তি ভর্তারমসিতেক্ষণাঃ ॥ ১১

এতা বিলপ্য করুণং ভর্তৃশোকেন কর্শিতাঃ।
পতন্ত্যভিমুখা ভূমৌ কৃপণং বত কেশব ॥ ১২

বীভৎসুরতিবীভৎসং কর্মেদমকরোৎ কথম্।
প্রমত্তস্য যদচ্ছেৎসীদ্ বাহুং শূরস্য যজ্বনঃ ॥ ১৩

ততঃ পাপতরং কর্ম কৃতবানপি সাত্যকিঃ।
যস্মাৎ প্রায়োপবিষ্টস্য প্রাহার্ষীৎ সংশিতাস্ত্রনঃ ॥ ১৪

একো ভ্রাতৃণাং হতঃ শেষে ত্বমধর্মেণ ধার্মিক।

পুত্রবধূদিগকেও আজ এই রণাঙ্গনে বিলাপ করিতে আপনি সৌভাগ্যবশতই দেখিলেন না। ৮-৯

সৌভাগ্যবলে আপনি মহাত্মা পুত্র যূপকেতু ভূরিশ্রবার রথের আসনে পতিত হইয়া পতিত সুবর্ণময় ছত্রকে দেখিতে পাইলেন না। ১০

হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার কৃষ্ণনয়না এই ভার্যাগণ সাত্যকির দ্বারা নিহত নিজ পতিকে সর্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া বারংবার শোক প্রকাশ করিতেছে। ১১

কেশব! পতিশোকে পীড়িত এই অবলাগণ করুণাজনক বিলাপ করত পতিসম্মুখে অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইতেছে (আছাড় খাইয়া পড়িতেছে)। ১২

তাহারা বলিতেছে,—অর্জুন এই অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম কিরূপে করিল? যে অপরের সহিত যুদ্ধে নিরত আছে বলিয়া তাহার দিক্ হইতে অসাবধানে ছিল, এরূপ আপনার ন্যায় একজন বীর যোদ্ধার বাহুছেদন করিল। ১৩

ইহা অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর পাপকার্য সাত্যকি করিয়াছে, কারণ, সে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট এক ভগ্নহস্ত সৎপুরুষের উপর খড়্গ প্রহার করিয়াছে। ১৪

ধর্মাত্মা মহাপুরুষ! তুমি একাকীই দুইজন মহারথীর দ্বারা অধর্মপূর্বক নিহত হইয়া রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হায়, সাত্যকি সৎপুরুষগণের সভায় ও সজ্জনমধ্যে নিজের পক্ষে কলঙ্ক

কিংবা বক্ষ্যতি বৈ সৎসু গোষ্ঠীষু চ সভাসু চ ॥ ১৫

অপুণ্যময়শস্যং কর্মেদং সাত্যকিঃ স্বয়ম্।
ইতি যূপধ্বজস্যৈতাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্রোশন্তি মাধব ॥ ১৬

ভার্যা যূপধ্বজস্যৈষা করসম্মিতমধ্যমা।
কৃত্বোৎসঙ্গে ভুজং ভর্তুঃ কৃপণং পরিদেবতি ॥ ১৭

অয়ং স হন্তা শূরাণাং মিত্রাণামভয়প্রদঃ
প্রদাতা গোসহস্রাণাং ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ করঃ ॥ ১৮

অয়ং স রশনোৎকর্ষী শ্রীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ ॥ ১৯

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যে পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
যুধ্যতঃ সমরেঽন্যেন প্রমত্তস্য নিপাতিতঃ ॥ ২০

কং নু বক্ষ্যসি সংসৎসু কথাসু চ জনার্দন।
অর্জুনস্য মহৎ কর্ম স্বয়ং বা স কিরীটভৃৎ ॥ ২১

লেখনকারী এই পাপকর্মের বর্ণন স্বয়ং নিজ মুখে কিপ্রকারে করিবে?' মাধব! এইভাবে যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার স্ত্রীগণ সাত্যকিকে তিরস্কার করিতেছে। ১৫-১৬

হে কৃষ্ণ! দেখ, যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার এই সুন্দরকটিভাগযুক্তা ভার্যা পতির ছিন্ন বাহুকে কোলে লইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছে। ১৭

সে বলিতেছে,—হায়, এই সেই হস্ত, যে যুদ্ধে বহু বীর যোদ্ধাকে বধ, মিত্রগণকে অভয়দান, সহস্র সহস্র গোদান এবং ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছে। ১৮

এই সেই হাত, যে আমার বেসরকে আকর্ষণ করিত, স্তন স্তনযুগলকে মর্দন করিত, নাভি, উরু ও জঘন প্রদেশকে স্পর্শ করিত এবং নীবিবন্ধনকে (কোমরের বস্ত্রবন্ধনকে) শিথিল করিয়া দিত। ১৯

যখন আমার পতি সমরাঙ্গণে অপরের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া অর্জুনের দিক্ হইতে অসাবধান ছিল, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অনায়াসে মহৎকার্য করিতে সমর্থ অর্জুন এই হস্তকে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। ২০

জনার্দন! তুমি সৎপুরুষগণের সভায় ও আলাপ আলোচনা করিবার সময় অর্জুনের এই মহৎ কর্মের কিভাবে বর্ণনা করিবে? অথবা স্বয়ং কিরীটধারী অর্জুন কিরূপে এই মহৎ কার্যের আলোচনা করিবে? ২১

ইত্যেবং গর্হয়িত্বৈব তূষ্ণীমাসতে বরাঙ্গনা।
তামেতামনুশোচন্তি সপত্ন্যঃ স্বামিব স্নুষাম্ ॥ ২১
গান্ধাররাজঃ শকুনির্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
নিহতঃ সহদেবেন ভাগিনেয়েন মাতুলঃ ॥ ২২
যঃ পুরা হেমদণ্ডাভ্যাং বাজনাভ্যাং স বীজ্যতে।
স এষ পক্ষিভিঃ পক্ষৈঃ শয়ান উপবীজ্যতে ॥ ২৩
যঃ স্বরূপাণি কুরুতে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তস্য মায়াবিনো মায়া দগ্ধাঃ পাণ্ডবতেজসা ॥ ২৪
মায়য়া নিকৃতিপ্রজ্ঞো জিতবান্ যো যুধিষ্ঠিরম্।
সভায়াং বিপুলং রাজ্যং স পুনর্জীবিতং জিতঃ ॥ ২৫
শকুন্তাঃ শকুনিং কৃষ্ণ সমন্তাৎ পর্যুপাসতে।
কৈতবং মম পুত্রাণাং বিনাশায়োপশিক্ষিতম্ ॥ ২৬
এতেনৈতন্মহদ্ বৈরং প্রসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ।
বধায় মম পুত্রাণামাত্মনঃ সগণস্য চ ॥ ২৭
যথৈব মম পুত্রাণাং লোকাঃ শস্ত্রক্ষতাঃ প্রভো।
এবমস্যাপি দুর্বুদ্ধের্লোকাঃ শস্ত্রেণ বৈ জিতাঃ ॥ ২৮
কথঞ্চ নায়ং তত্রাপি পুত্রাণাং ভ্রাতৃভিঃ সহ
বিরোধয়েদ্ যথা প্রজ্ঞাননুমুর্মধুসূদন

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে
চতুর্বিংশোঽধ্যায় ॥ ২৪

এইভাবে অর্জুনের নিন্দা করিতে করিতে সেই সুন্দরীগণ নীরব হইলেন। ইহার সপত্নীগণ ইহার জন্য সেইরূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ শ্বশ্রূ বধূর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ২২

এই গান্ধারদেশের রাজা মহাবল সত্যপরাক্রমী শকুনি পতিত হইয়াছে। ইহাকে সহদেব বিনাশ করিয়াছে। হায়, ভাগিনেয় মাতুলের প্রাণহরণ করিল। ২৩

পূর্বে স্বর্ণদণ্ডবিশিষ্ট দুইটি পাখার দ্বারা যাহাকে বাতাস করা হইত, এই সেই শকুনি আজ ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে এবং পক্ষীরা নিজ নিজ পক্ষের দ্বারা তাহাকে বাতাস করিতেছে। ২৪

যে নিজেকে শত শত ও সহস্র সহস্র রূপে সাজাইতে পারিত, সেই মায়াবীর সমস্ত মায়া পাণ্ডুপুত্র সহদেবের তেজে দগ্ধ হইয়া গেল। ২৫

যে প্রতারণা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল, যে দ্যূতসভায় মায়া দ্বারা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার বিশাল রাজ্যকে জয় করিয়াছিল, সে আজ নিজেই নিজের জীবন হারাইতে বাধ্য হইল। ২৬

হে কৃষ্ণ! আজ শকুনিরা এই গান্ধাররাজ শকুনির চারিদিকে বসিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে। ই শকুনি আমার পুত্রগণের বিনাশের জন্যই দ্যূতবিদ্যা বা দ্যূতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। ২৭

এই শকুনি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিজের ও আমার পুত্রগণের বধের জন্যই পাণ্ডবদের সহিত অতিশয় শত্রুতায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। ২৮

প্রভো! যেরূপ আমার পুত্রগণ অস্ত্রের দ্বারা অঙ্কিত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই দুর্মতি শকুনিও অস্ত্রের দ্বারা অঙ্কিত উত্তম লোক লাভ করিয়াছে। ২৯

মধুসূদন! আমার পুত্রগণ সকলেই সরলমতি। আমার ভয় হইতেছে যে, সেই পুণ্যলোকে গমন করত এই শকুনি পুনরায় কোনরূপে সেই সব ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর বা বিরোধ উৎপন্ন করিয়া দেয়। ৩০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অন্যানপি বীরান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শোকাতুরায়া গান্ধার্য্যা বিলাপঃ, ক্রোধেন শ্রীকৃষ্ণায় যদুবংশবিনাশ-বিষয়কাভিশাপপ্রদানঞ্চ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

কাম্বোজং পশ্য দুর্দ্ধর্ষং কাম্বোজাস্তরণোচিতম্ ।
শয়ানমুদ্যতস্কন্ধং হতং পাংশুষু মাধব ॥ ১
যস্য ক্ষত্তজসম্পিক্তৌ বাহু চন্দনভূষিতৌ ।
অবেক্ষ্য করুণং ভার্য্যা বিলপত্যতিদুঃখিতা ॥ ২
ইমৌ তৌ পরিঘপ্রখ্যৌ বাহু শুভতলাঙ্গুলী ।
যয়োর্বিবরমাপন্নাং ন রতির্মাং পুরাঽজহাৎ ॥ ৩
কাং গতিং তু গমিষ্যামি ত্বয়া হীনা জনেশ্বর
হতবন্ধুরনাথা চ বেপন্তী মধুরস্বরা ॥ ৪
আতপে ক্লাম্যমানানাং বিবিধানামিব স্রজাম্ ।
ক্লান্তানামপি নারীণাং শ্রীর্জহাতি ন বৈ তনূঃ ॥ ৫
শয়ানমভিতঃ শূরং কালিঙ্গং মধুসূদন ।
পশ্য দীপ্তাঙ্গদযুগপ্রতিনদ্ধমহাভুজম্ ॥ ৬
মাগধানামধিপতিং জয়ৎসেনং জনার্দ্দন ।
আবার্য্য সর্বতঃ পত্ন্যঃ প্ররুদত্যঃ সুবিহ্বলাঃ ॥ ৭
আসামারক্তনেত্রাণাং সুন্দরাণাং জনার্দ্দন ।
মনঃশ্রুতিহরো নাদো মনো মোহয়তীব যে ॥ ৮
প্রকীর্ণবস্ত্রাভরণা রুদত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
স্বাস্তীর্ণশয়নোপেতা মাগধাঃ শেরতে ভুবি ॥ ৯
কোশলানামধিপতিং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ।
ভর্তারং পরিবার্য্যৈতাঃ পৃথক্ প্ররুদিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
অস্য গাত্রগতান্ বাণান্ কাক্ষিবাহুবলার্পিতান্ ।
উদ্ধরন্ত্যসুখাবিষ্টা মূর্ছমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
আসাং সর্বানবদ্যানামাতপেন পরিশ্রমাৎ ।
প্রম্লাননলিনাভানি ভান্তি বক্ত্রাণি মাধব ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

[অন্যান্য বীরগণকে নিহত দেখিয়া শোকাতুরা গান্ধারীর বিলাপ এবং ক্রোধ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে যদুবংশের বিনাশ বিষয়ক অভিশাপ প্রদান ।]

গান্ধারী বলিলেন,—মাধব ! যে কাম্বোজ (কাবুল) দেশ নির্ম্মিত কোমল শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্য, সেই বৃষভতুল্য দীর্ঘপুষ্ট স্কন্ধযুক্ত দুর্জ্জয় বীর কাম্বোজরাজ প্রদক্ষিণ নিহত হইয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া আছে । ১

ইহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তে আপ্লুত দেখিয়া তাহার ভার্য্যা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া করুণাজনক বিলাপ করিতেছে । ২

সে বলিতেছে,—প্রাণনাথ ! সুন্দর হস্ততল ও অঙ্গুলিসমূহে যুক্ত এবং পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) এই দুই সেই বাহু, যাহাদের মধ্যে তুমি আমাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিতে ও সেই অবস্থায় আমার যে অতুল প্রীতিলাভ হইত, উহা আমাকে পূর্ব্বে কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই । জনেশ্বর ! এখন তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমার কি গতি হইবে ? ৩।

হে কৃষ্ণ ! নিজের প্রাণসখা নিহত হওয়ায় অনাথা এই রাণী কাঁপিতে কাঁপিতে মধুর স্বরে বিলাপ করিতেছে । রৌদ্রে পরিম্লান নানাপ্রকার পুষ্পমালাসমূহের ন্যায় এই সব রাজমহিষীরা রৌদ্রে ম্লান হইয়া যাইল, তথাপি ইহাদের শরীরের সৌন্দর্য্য-শ্রী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই । ৪-৫

মধুসূদন ! দেখ, পার্শ্বেই এই বীরবর কলিঙ্গরাজ শয়ন করিয়া আছে, যাহার দুই বিশাল বাহুতে উজ্জ্বল অঙ্গদ দ্বয় আছে । ৬

জনার্দ্দন ! অন্যদিকে মগধরাজ জয়ৎসেন পতিত আছে, যাহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার স্ত্রীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে । ৭

হে কৃষ্ণ ! মধুরস্বরা এই সব বিশাললোচনা নারীগণের মন ও কর্ণের মোহকর আর্ত্তনাদ আমার মনকে যেন মূর্চ্ছিত করিয়া দিতেছে । ৮

ইহাদের বস্ত্র ও আভরণসকল বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে । সুন্দর আস্তরণে আস্তৃত শয্যায় শয়নযোগ্যা এই সব মগধদেশীয়া রাণী শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছে । ৯

স্বীয় পতি কোশলরাজ রাজকুমার বৃহদ্বলকেও চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার স্ত্রীগণ পৃথক্ ভাবে রোদন করিতেছে । ১০

অভিমন্যুর বাহুবলে প্রেরিত হইয়া কোশলরাজের অঙ্গসমূহে প্রবিষ্ট বাণসকলকে এই সব রাণীগণ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাহির করিতেছে এবং বারংবার যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে । ১১

মাধব ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজমহিলাগণের সুন্দর মুখ

দ্রোণেন নিহতাঃ শূরাঃ শেরতে রুচিরাঙ্গদাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নসুতাঃ সর্বে শিশবো হেমমালিনঃ॥ ১৩
রথোপস্থোপগাঃ চাপাচিঃ শরশক্তিগদেষ্ধনম্।
দ্রোণমাসাদ্য নির্দগ্ধাঃ শলভা ইব পাবকম্॥ ১৪
তথৈব নিহতাঃ শূরাঃ শেরতে রুচিরাঙ্গদাঃ।
দ্রোণেনাভিমুখাঃ সর্বে ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকয়াঃ ১৫
তপ্তকাঞ্চনবর্মাণস্তালধ্বজরথধ্বজাঃ।
ভাসয়ন্তি মহীং ভাসা জ্বলিতা ইব পাবকাঃ॥ ১৬
দ্রোণেন দ্রুপদং সংখ্যে পশ্য মাধব পাতিতম্।
মহাদ্বিপমিবারণ্যে সিংহেন মহতা হতম্॥ ১৭
পাঞ্চালরাজ্ঞো বিমলং পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুরম্।
আতপত্রং সমাভাতি শরদীব নিশাকরঃ॥ ১৮
এতাস্তু দ্রুপদং বৃদ্ধং সুষা ভার্যাশ্চ দুঃখিতাঃ

দগ্ধ্বা গচ্ছন্তি পাঞ্চাল্যঃ রাজানমপসব্যতঃ॥ ১৯
ধৃষ্টকেতুং মহাত্মানং চেদিপুঙ্গবমঙ্গনাঃ।
দ্রোণেন নিহতং শূরং হরন্তি হৃতচেতসঃ॥ ২০
দ্রোণাশ্রমভিহত্যৈব বিমর্দে মধুসূদন।
মহেষ্বাসো হতঃ শেতে নদ্ধা হত ইব দ্রুমঃ॥ ২১
এষ চেদিপতিঃ শূরো ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ
শেতে বিনিহতঃ সংখ্যে হত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ॥২২
বিতুন্নবাসং বিহগৈস্তং ভার্যাঃ পর্য্যুপাসতাঃ
চেদিরাজং হৃষীকেশ হতং সবল-বান্ধবম্॥২৩
দাশার্হীপুত্রজঃ বীরঃ শত্রানং সত্যবিক্রমম্।
আরোপ্যাঙ্কে রুদন্ত্যেতাশ্চেদিরাজবরাঙ্গনাঃ॥ ২৪
অস্য পুত্রঃ হৃষীকেশ সুবক্ত্রঃ চারুকুণ্ডলম্
দ্রোণেন সমরে পশ্য নিকৃতং বহুধা শরৈঃ॥২৫

রৌদ্রের দ্বারা ও পরিশ্রমবশতঃ অতিশয় ম্লান পদ্ম পুষ্পসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে॥ ১২

দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিহত এই সব ধৃষ্টদ্যুম্নের শিশু অথচ বীর পুত্রগণ রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে। ইঁহাদের বাহুতে সুন্দর বলয় ও কণ্ঠে স্বর্ণময় হার শোভা পাইতেছে॥ ১৩

দ্রোণাচার্য্য প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ছিলেন, তাঁহার রথই অগ্নিশালা ছিল, বহু অস্ত্র শিখা এবং বাণ, শক্তি ও গদা সমিধ ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় এই দ্রোণরূপী অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে॥ ১৪

এই সুন্দর অঙ্গদসমূহে বিভূষিত পঞ্চ বীরবর ভ্রাতা কেবল রাজকুমারগণ সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছিল। ইঁহারা সকলেই তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছে॥ ১৫

ইঁহাদের সকলের কবচ তপ্তসুবর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং ইঁহাদের রথসকল তাল বৃক্ষচিহ্নিত ধ্বজসমূহে সুশোভিত ছিল। এই রাজকুমারগণ নিজ নিজ প্রভায় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ভূতলকে প্রকাশিত করিতেছিল॥ ১৬

মাধব! দেখ, যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য যাহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছিলেন, এই সেই রাজা দ্রুপদ শয়ন করিয়া আছেন; ইহাতে মনে হইতেছে, কোন বিশাল বনে সিংহকর্তৃক কোন এক বিশাল গজরাজ নিহত হইয়াছে॥ ১৭

কমললোচন কৃষ্ণ! পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এই নির্ম্মল শ্বেতছত্র শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে॥ ১৮

এই বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দুঃখিতা পত্নীগণ ও পুত্রবধূরা তাঁহাকে চিতাতে প্রজ্বালিত করিয়া প্রদক্ষিণ করত গমন করিতেছে॥ ১৯

মহাত্মা বীরবর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তাহার পত্নীগণ ধৃষ্টকেতুর দাহ সংস্কারের জন্য যেন অচেতন হইয়াই তাহাকে লইয়া যাইতেছে॥ ২০

মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর বীর সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল নষ্ট করত নদীর বেগে ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছে॥ ২১

এই চেদিরাজ বীরবর মহারথী ধৃষ্টকেতু সহস্র সহস্র শত্রুকে বিনাশ করত নিহত হইয়াছে এবং রণশয্যায় চিরকালের জন্য শয়ন করিয়াছে॥ ২২

হৃষীকেশ! সৈন্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত এই চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুকে পক্ষীরা চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করিতেছে এবং তাহার স্ত্রীগণ তাহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট আছে॥ ২৩

দশার্হকুলের কন্যা প্রভদ্রকার পুত্র শিশুপালের এই সত্যপরাক্রমী বীর তনয় ধৃষ্টকেতু রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে। ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া এই চেদিরাজের সুন্দরী পত্নীগণ রোদন করিতেছে॥ ২৪

হৃষীকেশ! এই দেখ, ধৃষ্টকেতুর সুন্দরবদনবিশিষ্ট ও মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত পুত্রকে দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন॥ ২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[লক্ষাণুস্মৃতিবিদ্যায়া দিব্যদৃষ্টেশ্চ প্রভাবেণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃকং মহাভারতযুদ্ধে হতানাং সংখ্যায়া গতেশ্চ বর্ণনম্, যুধিষ্ঠিরাদেশেন সর্বেষাং দাহসংস্কারশ্চ ।]

শ্রীভগবানুবাচ

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ
তবৈব হ্যপরাধেন কুরবো নিধনং গতাঃ ॥ ১
যৎ ত্বং পুত্রং দুরাত্মানমবিনীতমনাত্মনিম্ ।
দুর্যোধনং পুরস্কৃত্য দুষ্কৃতং সাধু মন্যসে ॥ ২
নিষ্ঠুরং বৈরপুরুষং বৃদ্ধানাং শাসনাতিগম্
কথমাত্মকৃতং দোষং ময্যাধাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৩
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি ।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥৪
তপোর্থীয়ং ব্রাহ্মণী বহ্ন গর্ভং
গৌর্বোঢ়ারং ধাবিতারং তুরঙ্গী ।
শূদ্রা দাসং পশুপালঞ্চ বৈশ্যা
বহ্বর্থীয়ং ক্ষত্রিয়া রাজপুত্রী ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য পুনরুক্তং বচোঽপ্রিয়ম্ ।
তূষ্ণীং বভূব গান্ধারী শোকব্যাকুললোচনা ॥ ৬
ধৃতরাষ্ট্রস্তু রাজর্ষিনিগৃহ্যাবুদ্ধিজং তমঃ ।
পর্য্যপৃচ্ছত ধর্ম্মজ্ঞো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭
জীবতাং পরিমাণঞ্চ সৈন্যানামসি পাণ্ডব ।
হতানাং যদি জানীষে পরিমাণং বদস্ব মে ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দশায়ুতানামযুতঃ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ।
কোট্যঃ ষষ্টিশ্চ ষট্ চৈব হ্যস্মিন্ রাজন্ মৃধে হতাঃ ॥ ৯
অলক্ষিতানাং বীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ
দশ চান্যানি রাজেন্দ্র শতং ষষ্টিশ্চ পঞ্চ চ ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যুধিষ্ঠির গতিং কাং তে গতাঃ পুরুষসত্তম ।
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো সর্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যৈর্হুতানি শরীরাণি হৃষ্টৈঃ পরমসংযুগে ।
দেবরাজসমাল্লোকান্ গতাস্তে সত্যবিক্রমাঃ ॥ ১২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

(শ্রাদ্ধপর্ব্ব)

[প্রাণ অনুগতি-বিদ্যা ও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মহাভারত-যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণের সংখ্যা ও গতি বর্ণন এবং যুধিষ্ঠির আদেশে সকলের দাহ-সংস্কার ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গান্ধারী ! উঠ, উঠ । মনকে শোকে নিমজ্জিত করিও না । তোমারই অপরাধে কৌরবগণের বিনাশ হইয়াছে । ১

তোমার পুত্র দুর্যোধন দুরাত্মা, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, অতিশয় অভিমানী, দুষ্কর্মকারী, নিষ্ঠুর, শত্রুতার প্রতিমূর্ত্তি এবং বৃদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণের আদেশ অমান্যকারী ছিল । তুমি তাহাকে অগ্রগামী নেতা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, উহা উত্তম কার্য্য বলিয়া তুমি মনে করিতেছ । নিজের কৃত দোষ তুমি কেন আমার উপর আরোপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ? ২-৩

যদি কোন মানুষ মৃত স্বজন, নষ্ট বস্তু অথবা অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক করিয়া থাকে, তবে সে এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখলাভ করে ; এইভাবে সে দুইটি অনর্থ প্রাপ্ত হয় । ৪

ব্রাহ্মণী তপস্যার জন্য, গাভী ভারবহনের জন্য, অশ্বী তীব্র বেগে দৌড়াইবার জন্য, শূদ্রা সেবার জন্য, বৈশ্যকন্যা পশু-পালন করিবার জন্য এবং তোমার ন্যায় রাজকুমারী যুদ্ধে সংগ্রাম করত মৃত্যুবরণ করিবার জন্য গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে । ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় কথিত এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত গান্ধারী নীরব হইয়া যাইলেন । তাঁহার নেত্রদ্বয় শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল । ৬

সেই সময় ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন শোক ও মোহ রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৭

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি জীবিত সৈন্যগণের সংখ্যা জান । যদি মৃত সৈন্যগণের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু জান, তবে আমাকে বল । ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্ ! এই যুদ্ধে এক অর্ব্বুদ, ছেষট্টি কোটি, বিশ হাজার যোদ্ধা নিহত হইয়াছে । ৯

রাজেন্দ্র ! ইহার অতিরিক্ত চব্বিশ হাজার এক শত পঁয়ষট্টি জন বীর সৈন্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে । ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুরুষপ্রবর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! তুমি ত' সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে ; অতএব তুমি ইহা বল যে, সেই নিহত সৈন্যগণ কোন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ? ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে সকল যোদ্ধা এই মহাসমরে অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত নিজের শরীরকে আহুতি দিয়াছেন, এই

যে ত্বন্যত্রেন মনসা মর্ত্তব্যমিতি ভারত।
যুধ্যমানা হতাঃ সংখ্যে গন্ধর্বৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ১৩
যে চ সংগ্রামভূমিষ্ঠা যাচমানাঃ পরাঙ্‌মুখাঃ।
শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্তা গতাস্তে গুহ্যকান্ প্রতি ॥ ১৪
পাত্যমানাঃ পরৈর্যে তু হীয়মানা নিরায়ুধাঃ।
স্ত্রীনিষেবা মহাত্মানঃ পরানভিমুখা রণে ॥ ১৫
ছিদ্যমানাঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্মপরায়ণাঃ।
গতাস্তে ব্রহ্মসদনং ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১৬
যে ত্বত্র নিহতা রাজন্নস্মদায়োধনং প্রতি।
যথাকথঞ্চিৎ পুরুষাস্তে গতাস্ত্রিদশান্ কুরুন্ ॥ ১৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কেন জ্ঞানবলেনৈবং পুত্র পশ্যসি সিদ্ধবৎ।
তন্মে বদ মহাবাহো শ্রোতব্যং যদি বৈ ময়া ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নিদেশাদ্ ভবতঃ পূর্বং বনে বিচরতা ময়া।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সম্প্রাপ্তোঽয়মনুগ্রহঃ ॥ ১৯
দেবর্ষির্লোমশো দৃষ্টস্ততঃ প্রাপ্তোঽস্ম্যনুস্মৃতিম্।
দিব্যং চক্ষুরপি প্রাপ্তঃ জ্ঞানযোগেন বৈ পুরা ॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

অনাথানাং জনানাঞ্চ সনাথানাঞ্চ ভারত।
কচ্চিৎ তেষাং শরীরাণি ধক্ষ্যসে বিধিপূর্বকম্ ॥ ২১
ন যেষামস্তি সংস্কর্তা ন চ যেঽগ্নিহোত্রিণঃ
বয়ঞ্চ কস্য কুর্ম্যাম বহুত্বাৎ তাত কর্মণাম্ ॥ ২২
যান্ সুপর্ণাশ্চ গৃধ্রাশ্চ বিকর্ষন্তি যতস্ততঃ।
তেষাং তু কর্মণা লোকা ভবিষ্যন্তি যুধিষ্ঠির ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আদিদেশ সুধর্মাণং ধৌম্যং সূতঞ্চ সঞ্জয়ম্ ॥ ২৪

সব সত্যপরাক্রমী ও বীর যোদ্ধারা দেবরাজ ইন্দ্রের সমান লোকে গমন করিয়াছেন। ১২

ভারত! যাহারা অপ্রসন্ন মনে মরণের জন্য নিশ্চয় করত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্বগণের সহিত যাইয়া মিলিত হন্। ১৩

যাহারা রণাঙ্গনে অবস্থান করত প্রাণের প্রার্থনা করিতে করিতে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে যাহারা অন্যের দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যলোকে গমন করিয়াছে। ১৪

যে সব মহাত্মা যোদ্ধাকে শত্রুরা ভূপাতিত করিয়াছে, যাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার কোনই সাধন ছিল না, যাহারা অস্ত্রহীন ও এই অবস্থাতেও লজ্জাশীলতাবশতঃ নির্ভয় শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, এই সব ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ পুরুষগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এ বিষয়ে আমার কোন অন্য বিচারবুদ্ধি নাই। ১৫-১৬

রাজন্! ইহা ব্যতীত, যাহারা যুদ্ধের সীমার মধ্যে যে কোনরূপে নিহত হইয়া থাকে, তাহারা উত্তর কুরুদেশে জন্মধারণ করিবে। ১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র! কোন্ জ্ঞানবলে তুমি সিদ্ধপুরুষের ন্যায় এইরূপ সব কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ? মহাবাহো! যদি আমাকে শুনান চলে, তবে উহা আমাকে বল। ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! পূর্বে যখন আপনার অনুমতিতে আমি বনে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে এক মহাত্মার এইরূপে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। ১৯

তীর্থযাত্রার সময় দেবর্ষি লোমশের দর্শনলাভ হয়। তাঁহার নিকট হইতে আমি অনুস্মৃতি বিদ্যালাভ করিয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত পূর্বে জ্ঞানযোগের প্রভাবে আমার দিব্যদৃষ্টিও লাভ হইয়াছিল। ২০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ভারত! এখানে যে সব অনাথ ও সনাথ যোদ্ধা নিহত হইয়াছে, তুমি কি তাহাদের সকলের দেহ বিধি অনুসারে দাহ সংস্কার করাইবে? ২১

যাহাদের সংস্কার করিবার কেহ নাই এবং যাহারা অগ্নিহোত্রী নহে, তাহাদেরও প্রেতকর্ম করিতে হইবে। তাত! এখন বহুর অন্ত্যেষ্টি-কর্ম আমাদের করণীয়, আমরা কোন কোন ব্যক্তির এই কার্য করিব? ২২

যুধিষ্ঠির! যাহাদের মৃতদেহ গরুড় ও শকুনিরা এদিক্ ওদিকে টানাটানি করিতেছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ-কর্মের দ্বারাই শুভলোক লাভ হইবে। ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, সুধর্মা, ধৌম্য, মহর্ষি সঞ্জয়, পরম বুদ্ধিমান্ বিদুর, কুরুবংশীয় যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সেবকগণ

বিদুরঞ্চ মহাবুদ্ধিং যুযুৎসুং চৈব কৌরবম্ ।
ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চৈব ভৃত্যান্ সূতাংশ্চ সর্বশঃ ॥ ২৪

ভরতঃ কারয়ত্বেদাঃ প্রেতকার্য্যাণ্যশেষতঃ ।
যথা চানাথবৎ কিঞ্চিচ্ছরীরং ন বিনশ্যতি ॥২৬

শাসনাদ্ ধর্মরাজস্য ক্ষত্তা সূতশ্চ সঞ্জয়ঃ ।
যুযুৎসু র্যৌযুসহিত ইন্দ্রসেনাদয়স্তথা ॥ ২৭

চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি তথা কালীয়কানি চ
ঘৃতং তৈলঞ্চ গন্ধাংশ্চ ক্ষৌমাণি বসনানি চ ॥ ২৮

সমাহৃত্য মহার্হাণি দারুণাং চৈব সঞ্চয়ান্ ।
রথাংশ্চ মথিতাংস্তত্র নানাপ্রহরণানি চ ॥ ২৯

চিতাঃ কৃত্বা প্রযত্নেন যথামুখ্যান্ নরাধিপান্
দাহয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৩০

দুর্যোধনঞ্চ রাজানং ভ্রাতৃংশ্চাস্য মহারথান্ ।
শল্যং শলঞ্চ রাজানং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ৩১

জয়দ্রথঞ্চ রাজানমভিমন্যুঞ্চ ভারত
দৌঃশাসনিং লক্ষ্মণঞ্চ দৃষ্টকেতুঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩২

বৃহন্তং সোমদত্তঞ্চ সুতয়াংশ্চ শতাধিকান্ ।
রাজানং ক্ষেমধন্বানং বিরাট দ্রুপদৌ তথা ॥৩৩

শিখণ্ডিনঞ্চ পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ।
যুধামন্যুঞ্চ বিক্রান্তমুত্তমৌজসমেব চ ॥ ৩৪

কৌশল্যং দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনিং চাপি সৌবলম্
অচলং বৃষকং চৈব ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩৫

কর্ণং বৈকর্তনং চৈব সহপুত্রমমর্ষণম্ ।
কেকয়াংশ্চ মহেষ্বাসান্ত্রিগর্তাংশ্চ মহারথান্ ॥ ৩৬

ঘটোৎকচং রাক্ষসেন্দ্রং বকভ্রাতরমেব চ ।
অলম্বুষং রাক্ষসেন্দ্রং জলসন্ধঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩৭

এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ পার্থিবাংশ্চ সহস্রশঃ ।
ঘৃতধারাহবির্ভীমৈঃ পাবকৈঃ সমদাহয়ন্ ॥ ৩৮

পিতৃমেধাংশ্চ কেষাঞ্চিৎ প্রাবর্তন্ত মহাত্মনাম্ ।
সামভিশ্চাপ্যগায়ন্ত তেষ্বশোচন্ত চাপরে ॥ ৩৯

সাম্নামুচাঞ্চ নাদেন স্ত্রীণাঞ্চ রুদিতস্বনৈঃ ।
কম্পনং সর্বভূতানাং নিশায়াং সমপদ্যত ॥ ৪০

তে বিধূমাঃ প্রদীপ্তাশ্চ দীপ্যমানাশ্চ পাবকাঃ
নভসীবাবৃণ্বংস্তত্র গ্রহাস্তপ্তজসংবৃতাঃ ॥ ৪১

ও সমস্ত সূতদিগকে এই আদেশ করিলেন—আপনারা সকলে ইঁহাদের প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন করান। এরূপ যেন না হয় যে, কাহারও মৃতদেহ অনাথের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৫-২৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে বিদুর, সারথি সঞ্জয়, যুযুৎসু, যৌযু এবং ইন্দ্রসেনাদি সকলে চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠসমূহ, কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ), ঘৃত, তৈল, সুগন্ধিত পদার্থ এবং বহুমূল্য ক্ষৌমবস্ত্রাদি বস্ত্রসকল একত্র করিলেন, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন, রথ রথসমূহ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রও একত্রে সমবেত করিলেন। তাহার পর এই সব বস্তুসকলের দ্বারা যত্নপূর্বক কয়েকটি চিতা নির্মাণ করত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে সমস্ত রাজাদিগের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহারা শাস্ত্রতাবে দাহ-সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন ॥ ২৭-৩০

রাজা দুর্যোধন, তাঁহার নিধনজন্য তব মহারথী বীর ভ্রাতা, রাজা, শল্য, ভূরিশ্রবা, রাজা জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-পুত্র, লক্ষ্মণ, রাজা দৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, একশতেরও অধিক সুরথ বীর, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, পাঞ্চালবংশীয় দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, পরাক্রমী উত্তমৌজা, কোশলরাজ বৃহদ্বল, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সুবলসুত শকুনি, অচল, বৃষক, রাজা ভগদত্ত, পুত্রগণের সহিত অমর্ষশীল সূতপুত্রনন্দন কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চ কেকয় রাজকুমার, মহারথী ত্রিগর্ত, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বকের ভ্রাতা রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ এবং রাজা জলসন্ধ ইঁহাদিগকে ও অন্য বহু-সংখ্যক সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে ঘৃতধারায় প্রজ্বলিত অগ্নি-সকলের দ্বারা তাঁহারা দাহ-কার্য্য করাইলেন ॥ ৩১-৩৮

বহু মহাত্মা বীরের জন্য পিতৃমেধ (শ্রাদ্ধকর্ম) আরম্ভ করিয়া ছিলেন। কিছু লোক সেখানে সামগান করিলেন এবং বহু মনুষ্য সেখানে মৃত বিভিন্ন জনগণের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন ॥ ৩৯

সামবেদীয় মন্ত্র এবং ঋক্‌মন্ত্রসকলের শব্দ ও স্ত্রীগণের রোদন ধ্বনিতে সেখানে রাত্রিকালে সকল প্রাণীরই অতিশয় মনোবেদনা উপস্থিত হইল ॥ ৪০

এই সমস্ত অগ্নি ধূমযুক্ত, প্রজ্বলিত এবং দীপ্যমান চিতার অগ্নি-সকল আকাশে শুক্র মেঘে আবৃত গ্রহগণের ন্যায় দেখাইতেছিল ॥

ইহার পর সেখানে অনেক দেশ হইতে আগত যে সব অনাথ মৃতদেহ নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের মৃতদেহ আনাইয়া সহস্র

যে চাপ্যনাথাস্তত্রাসন্ নানাদেশসমাগতাঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ সমানায্য রাশীন্ কৃত্বা সহস্রশঃ ॥ ৪১
চিত্বা দারুভিরব্যগ্রৈঃ প্রভূতৈঃ স্নেহপাচিতৈঃ।
দাহয়ামাস তান্ সর্বান্ বিদুরো রাজশাসনাৎ ৪২
কারয়িত্বা ক্রিয়াস্তেষাং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য গঙ্গামভিমুখোঽগমৎ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি শ্রাদ্ধপর্বণি কুরুপাণ্ডবৌর্ধ্বদেহিকে
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সহস্র রাশির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঘৃত ও তৈলে পরিপ্লুত সহ কাষ্ঠের দ্বারা স্থিরচিত্ত লোকসকলের সাহায্যে চিতা নির্মাণ করাইয়া ইহাদের সকলকে বিদুর রাজার আদেশে দগ্ধ করাইলেন ৪১-৪৩

এইভাবে তাহাদের সকলের দাহকার্য সকল সমাধা করাইয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত গঙ্গার দিকে গমন করিলেন। ৪৪

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত শ্রাদ্ধপর্বে ঔর্ধ্বদেহিক সংস্কারবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সর্বৈঃ স্ত্রী-পুরুষৈর্নিহতেভ্যঃ স্বজনেভ্যো জলাঞ্জলিদানম্, কুন্তীদেব্যা স্বীয়-গর্ভতঃ কর্ণস্য জন্মরহস্যাকথনম্ কর্ণার্থং শোচয়ত্যা যুধিষ্ঠিরেণ তস্য প্রেতকার্যসমাপনম্, "কিমপি রহস্যং মনসি ন স্থাতব্যমিতি" স্ত্রীভ্যো যুধিষ্ঠির-স্যাভিশাপদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে সমাসাদ্য গঙ্গাং তু শিবাং পুণ্যজলোচিতাম্।
সুদিনাঞ্চ প্রসন্নাঞ্চ মহারূপাং মহাবনাম্ ॥ ১
ভূষণান্যুত্তরীয়াণি বেষ্টনান্যবমুচ্য চ।
ততঃ পিতৃণাং ভ্রাতৃণাং পৌত্রাণাং স্বজনস্য চ ॥২
পুত্রাণামার্য্যকাণাঞ্চ পত্নীনাঞ্চ কুরুস্ত্রিয়ঃ।
উদকং চক্রিরে সর্বা রুদত্যো দুঃখশোকিতাঃ ৩
সুহৃদাং চাপি ধর্মজ্ঞাঃ প্রচক্রুঃ সলিলক্রিয়াঃ।
উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্নিভিঃ
নৃপতীর্থা ভবদ্গঙ্গা দুঃখো বিপ্রসসার চ।
তন্মহোদধিসঙ্কাশং নিরানন্দমমুৎসবম্ ॥ ৫
বীরপত্নীভিরাকীর্ণং গঙ্গাতীরমশোভত।
ততঃ কুন্তী মহারাজ সহসা শোককর্শিতা ॥ ৬
রুদতী মন্দয়া বাচা পুত্রান্ বচনমব্রবীৎ।
যঃ স বীরো মহেষ্বাসো রথযূথপযূথপঃ ॥ ৭

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[সমস্ত স্ত্রী-পুরুষগণের নিহত নিজ নিজ স্বজনবৃন্দের উদ্দেশে জলাঞ্জলিদান, স্বীয় গর্ভ হইতে কর্ণের জন্মরহস্য কুন্তীদেবী কর্তৃক বর্ণন, কর্ণের জন্য শোক করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা তাঁহার প্রেতকার্যসমাপন এবং তাঁহাদের মনে 'কোন গোপন বিষয় আর গুপ্ত থাকিবে না' যুধিষ্ঠিরের এই অভিশাপ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই যুধিষ্ঠিরাদি সকলে কল্যাণবতী, পুণ্যসলিলা, বহুজলকূলে সুশোভিতা, বিশাল রূপধারিণী এবং তীরপ্রদেশে বহুবনসকলে বিভূষিতা গঙ্গা-নদীর তীরে আসিয়া নিজেদের সমস্ত আভরণ, উত্তরীয় ও বেষ্টনী প্রভৃতি উন্মুক্ত করিলেন এবং পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বজনগণ এবং আর্য্য বীরবৃন্দের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১-৩

স্বজন পুরুষগণ নিজেদের হিতৈষী সুহৃদ্‌বর্গের উদ্দেশেও জলদান কার্য সম্পন্ন করিলেন। বীর যোদ্ধাদের পত্নীগণ যখন বীরবৃন্দের উদ্দেশে জলাঞ্জলিদান করিতে যাইতেছিলেন, তখন গঙ্গার জলে নামিবার জন্য অতিশয় সুন্দর এক পথ নির্মিত হইল এবং গঙ্গার পরিধিও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ৪,৫

মহাসাগরসদৃশ বিশাল এই গঙ্গাতীর আনন্দ ও উৎসবহীন হইলেও সেই বীরপত্নীগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ৫½

মহারাজ! তদনন্তর কুন্তীদেবী সহসা শোকে কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে স্বীয় পুত্রগণকে বলিলেন। ৬½

পাণ্ডবগণ! যে মহাধনুর্দ্ধর বীর রথযূথপতিগণেরও যূথপতি এবং বীরোচিত শুভলক্ষণযুক্ত ছিল, যাহাকে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত করিয়াছে, যাহাকে তোমরা সূতপুত্র ও রাধাপুত্র

অর্জুনেন জিতঃ সংখ্যে বীরলক্ষণলক্ষিতঃ।
যঃ সূতপুত্রং মন্যধ্বং রাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ ॥ ৮
যো ব্যরাজচ্ছ ভূমধ্যে দিবাকর ইব প্রভুঃ।
প্রভাবৃণ্বাত্ত বঃ সর্বান্ পুত্রা যঃ সপদানুগান ॥ ৯
দুর্যোধনবলং সর্বং সঃ প্রকর্ষন্ ব্যরোচত
যস্য নাস্তি সমো বীর্যে পৃথিব্যামপি পার্থিবঃ ॥ ১০
যোঽবৃণীত যশঃ শূরঃ প্রাণৈরপি সদা ভুবি।
কর্ণস্য সত্যসন্ধস্য সংগ্রামেষপলায়িনঃ ॥ ১১
কুরুধ্বমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণঃ।
স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করাদ্যমজায়ত ॥ ১২
কুণ্ডলী কবচী শূরো দিবাকরসমপ্রভঃ
শ্রুত্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে মাতুর্বচনমপ্রিয়ম্ ॥ ১৩
কর্ণমেবানুশোচন্তো ভূয়ঃ ত্রাস্ততরাভবন্।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪

উবাচ মাতরং বীরো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ।
যঃ শরোর্মির্জ্যাবর্তো মহাভুজমহাগ্রহঃ ॥ ১৫
তলশব্দানুনদিতো মহারথমহাহ্রদঃ।
গদোপাতমাসাদ্য নাস্তমিষ্টেদ্ ধনঞ্জয়াৎ ॥ ১৬
কথং পুত্রো ভবত্যাঃ স দেবগর্ভঃ পুরাভবৎ
যস্য বাহুপ্রতাপেন তাপিতাঃ সর্বতো বয়ম্ ॥ ১৭
তমগ্নিমিব বস্ত্রেণ কথং ছাদিতবত্যসি।
যস্য বাহুবলং নিত্যং ধার্তরাষ্ট্রৈরুপাসিতম্ ॥ ১৮
উপাসিতং যথাস্মাভির্বলং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
ভূমিপানাঞ্চ সর্বেষাং বলং বলবতাং বরঃ ॥ ১৯
নাস্তঃ কুন্তীসুতাৎ কর্ণাদন্যদ্ রথিনাং রথী।
স নঃ প্রথমজো ভ্রাতা সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ২০
অশ্রুত ত্বং ভবত্যগ্রে কথমদ্ভুতবিক্রমম্।
অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গূহনেন বয়ং হতাঃ ॥ ২১

বলিয়া জান, যে সৈন্যদের মধ্যভাগে ভগবান্ সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইত, যে যুদ্ধে দেবকগণের সহিত তোমাদের উত্তম রূপে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করিয়াছে, দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে যে নিজের পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অতিশয় শোভা পাইত, বল ও পরাক্রমে যাহার সদৃশ ভূতলে অপর কেহই ছিল না, যে বীরবর নিজের প্রাণের পণ রাখিয়াও ভূমণ্ডলে সকলের যশ উপার্জন করিয়াছে, সংগ্রামে যে কখনও পশ্চাদপসরণ করে নাই এবং অনায়াসে মহৎ কার্য করিতে সমর্থ, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ণ তোমাদের ভ্রাতা। তোমরা তাহার উদ্দেশে জলদান কর। এই কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান্ সূর্যের অংশে এই বীর আমারই গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। জন্মের সহিতই এই বীর-বরের শরীরে কবচ ও কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। এই কর্ণ সূর্যেরই ন্যায় তেজস্বী ছিল ॥ ৮-১৩;

মাতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ কর্ণের জন্য বারংবার শোক প্রকাশ করিতে করিতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩;

তদনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সর্পের ন্যায় দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বীর মাতাকে বলিলেন ॥ ১৪:

মাতঃ! যিনি মুখ্য মুখ্য মহারথী যোদ্ধাগণকে নিরন্তর করিতে অতিশয় গভীর জলাশয়সদৃশ ছিলেন, বাণ সেই জলাশয়ের তরঙ্গ, ধনু আবর্ত, বড় বড় হস্ত বিরাট হিংস্র জলজন্তু এবং হস্তত্রাণের শব্দই গম্ভীর গর্জন ছিল, যাহার বাণসমূহের নীরাবধো আসিয়া অর্জুন ব্যতীত অপর কোন বীরই যুদ্ধে থাকিতে পারিত না, সেই সূর্যনন্দন তেজস্বী কর্ণ যুদ্ধে আপনার গর্ভে কিরূপে আসিয়াছিলেন? ১৫-১৬;

যাহার বাহুর প্রতাপে আমরা সকলেভাবে সন্তপ্ত হইতাম, বস্ত্রে আবৃত অগ্নির তুল্য আপনি তাঁহাকে আজ পর্যন্ত কেন গোপন করিয়াছেন? ১৭;

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সদা ইঁহারই বাহুবলের আশ্রয় করত এইভাবে অবস্থান করিত, যেরূপ আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৮;

কুন্তীপুত্র কর্ণ ব্যতীত অপর কোন রথী বীর এরূপ অতিশয় বলবান্ ছিলেন না, যিনি সমস্ত রাজগণের সৈন্যদিগকে ধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইতেন ॥ ১৯;

এই সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ কি সত্যই আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি পূর্বে এই অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীরকে কিভাবে প্রসব করিয়াছিলেন? ২০;

অহো! আপনি এই গূঢ় রহস্যকে গোপন করিয়া আমাদিগকেই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কর্ণের মৃত্যুতে ভ্রাতৃগণ সহিত আমরা অতিশয় পীড়া অনুভব করিতেছি ॥ ২১।

নিধনেন হি কর্ণস্য পীড়িতাস্ত সবান্ধবাঃ।
অভিমন্যোর্বিনাশেন দ্রৌপদেয়বধেন চ ॥ ১১
পাঞ্চালানাং বিনাশেন কুরূণাং পতনেন চ।
ততঃ শতগুণং দুঃখমিদং মামভ্যুপস্থিতম্ ॥ ১২
কর্ণমেবানুশোচামি মহাম্যয়াবিবাহিতঃ।
নেহ স্ম কিঞ্চিদপ্রাপ্যং ভবেদপি দিবি স্থিতম্ ॥ ১৩
ন চেদং বৈশসং ঘোরং কৌরবান্তকরং ভবেৎ।
এবং বিলপ্য বহুলং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪
ব্যাকুলেন্দ্রিয়কং রাজংশ্চকারাসোদকং প্রভুঃ ॥
ততো বিনেদুঃ সহসা স্ত্রিয়স্তাঃ খলু সর্বশঃ ॥ ১৫
অভিতো যাঃ স্থিতাস্তত্র তস্মিন্নুদককর্মণি।

তত আনায়য়ামাস কর্ণস্য সপরিচ্ছদাঃ ॥ ১৭
স্ত্রিয়ঃ কুরুপতির্ধীমান্ ভ্রাতুঃ প্রেম্না যুধিষ্ঠিরঃ
স তাভিঃ সহ ধর্মাত্মা প্রেতকৃত্যমনন্তরম্ ॥ ১৮
চকার বিধিবদ্ ধীমান্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পাপেনানেন ময়া শ্রেষ্ঠো ভ্রাতা জ্ঞাতিনিপাতিতঃ।
অতো মনসি যদ্ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা স তু গঙ্গায়া উত্ততারাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈর্গঙ্গাতীরমুপেয়িবান্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি শ্রাদ্ধপর্বণি কর্ণগূঢ়রহস্যকথনে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং পাঞ্চালদের বিনাশে ও কুরুকুলের এই পতনে আমরা যেরূপ দুঃখলাভ করিয়াছিলাম, উহা হইতেও শতগুণ অধিক দুঃখ এই সময় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে। ১১-১৩

এখন ত' আমি কেবল কর্ণেরই জন্য শোক করিতেছি এবং সেইভাবে দগ্ধ হইতেছি, যেন আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যেই রাখা হইয়াছে। যদি পূর্বে আমি এই কথা জানিতে পারিতাম, তবে এই কর্ণকে লাভ করিয়া আমাদের পক্ষে এই জগতে কোন স্পৃহণীয় বস্তুও অলভ্য হইত না এবং কুরুকুলের ধ্বংসকর এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামও আরব্ধ হইত না। ১৪।

রাজন্! এইভাবে বহু বিলাপ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে করিতেই তিনি ধীরে ধীরে কর্ণের উদ্দেশে জলদান করিলেন। এই সব শ্রবণ করত সেখানে একত্রিত সমস্ত স্ত্রীগণ, যাহারা জলাঞ্জলি দান করিবার জন্য চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১৫-১৬।

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃস্নেহে কর্ণের স্ত্রীগণকে পরিচরণহ আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং তাঁহাদের সকলের সহিত অবস্থান করত সেই ধর্মাত্মা বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিধি অনুসারে কর্ণের প্রেত কার্য সম্পন্ন করিলেন। ১৭-১৮।

তদনন্তর তিনি বলিলেন,—পাপী আমি এই রহস্য না জানিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, অতএব আজ হইতে স্ত্রীগণের মনে কোন কথাই গোপন থাকিবে না। ১৯

এই কথা বলিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। ২০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত শ্রাদ্ধপর্বে কর্ণের জন্মের গূঢ় রহস্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিপঞ্চকম্।

কৃষ্ণায় নম ঈশায় বেধসে পরমাত্মনে
রাধানাথায় মাধায় বৃন্দাবনবিলাসিনে ॥ ১
দীনবন্ধো জগন্নাথ মাধব করুণাময়
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাণাং কারণ পরমেশ্বর ॥ ২
মায়াধীশ মহাশক্তিধর ত্রৈলোক্য-মোহন
বিশ্বম্ভর গুণাতীত নারায়ণ নমোঽস্তু তে
নির্গুণায় মহেশায় সর্ব্বদুঃখবিনাশিনে
সত্যায় সত্যরূপায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪
নমো নিত্যায় শুদ্ধায় বরায় বনমালিনে।
বেদবেদ্যায় ধর্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র

স্ত্রীপর্ব্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা-দান।	৫১৩৫
	শোক পরিত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের উপদেশ দান।	৫১৩৯
	দেহের অনিত্যতার কথা বলিতে বলিতে বিদুর কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে শোক ত্যাগ করিতে উপদেশ।	
	দুঃখময় সংসারের স্বরূপবর্ণন এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায়কথন।	
	গহনবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা সংসারের ভয়ঙ্কর স্বরূপের বর্ণন।	
	সংসাররূপ-বনের ব্যাখ্যান।	
	সংসারচক্রবর্ণন এবং রথের রূপকের দ্বারা সাধন ও জ্ঞান প্রভৃতিকে মুক্তির উপায় বলিয়া নিরূপণ।	
	সংহার অবশ্যম্ভাবী ছিল—এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দান	
	ধৃতরাষ্ট্রের শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার শোক নিবারণের জন্য বিদুরের উপদেশ দান।	
	রণভূমিতে যাইবার জন্য স্ত্রীগণ ও প্রজাগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে বহির্গমন।	
	রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার সাক্ষাৎকার এবং কৃপাচার্য্য কর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যদের বিনাশের সংবাদ উল্লেখ।	
	ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন, ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা ভঙ্গ এবং ইহাতে শোক করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দান।	
	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তোলিত করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ প্রশমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন।	
	পাণ্ডবগণকে শাপদান করিতে উদ্যত গান্ধারী দেবীকে ব্যাসদেবের প্রবোধদান।	
	নিজ কন্যের প্রশংসা করিতে করিতে ভীমসেনের গান্ধারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরের স্বীয় অপরাধ স্বীকার, গান্ধারীর দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের পদের নখসকলের কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্তি, ভীত অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে আত্মগোপন, নিজ মাতার সহিত পাণ্ডবদের মিলন, দ্রৌপদীর বিলাপ, দুঃখীর আশ্বাস-প্রদান এবং গান্ধারীকর্তৃক ইঁহাদের উভয়ের ধৈর্য্যধারণ।	
	স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব।	
	বেদব্যাসের বরপ্রদানে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না গান্ধারীকর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত যোদ্ধাগণের বর্ণন এবং রোদন-পরায়ণা বধূগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ।	
	দুর্য্যোধন এবং তাঁহার পার্শ্বে রোরুদ্যমানা পুত্রবধূ-গণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীদেবীর বিলাপ।	
	নিজের জন্য পুত্রগণ ও দুঃশাসনকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গান্ধারীর বিলাপ।	
	বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃসহকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিলাপ।	৫১৮২
	শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীকর্তৃক উত্তরা ও বিরাট-বংশের স্ত্রীগণের শোক ও বিলাপ বর্ণন	
	গান্ধারীকর্তৃক কর্ণকে দেখিয়া তাঁহার শৌর্য্য এবং তাঁহার স্ত্রীর বিলাপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণন।	
	নিজ নিজ স্ত্রীগণ পরিবৃত অবন্তীদেশপতি ও বৃহদ্রথকে দেখিয়া এবং দুঃশলাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গান্ধারীর বিলাপ।	৫১৮৮
	শল্য, ভগদত্ত, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীর বিলাপ।	
	ভূরিশ্রবার পার্শ্বে তাঁহার পত্নীগণের বিলাপ, ইঁহাদের সকলকে ও শকুনিকে দেখিয়া গান্ধারী দেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট শোকজ্ঞাপন।	
	অন্যান্য বীরগণকে নিহত দেখিয়া শোকাতুরা গান্ধারীর বিলাপ এবং ক্রোধপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	যদুবংশের বিনাশ-বিষয়ক অভিশাপ প্রদান।	৫৭৩৬

শ্রাদ্ধপর্ব্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব্যাস কর্ত্তৃক মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা ও দিব্যদৃষ্টির দ্বারা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মহাভারত-যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণের সংখ্যা ও গতি বর্ণন এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে সকলের দাহ-সংস্কার।	
	সমস্ত স্ত্রী-পুরুষগণের নিহত নিজ নিজ স্বজনবৃন্দের উদ্দেশে জলাঞ্জলিদান, বীর গর্ভ হইতে কর্ণের জন্ম-গ্রহণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক বর্ণন, কর্ণের জন্য শোক করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা তাঁহার প্রেতকার্য্য সমাপন এবং স্ত্রীগণের মনে কোন গোপন বিষয় আর গুপ্ত থাকিবে না, যুধিষ্ঠিরের এই অভিশাপদান।	

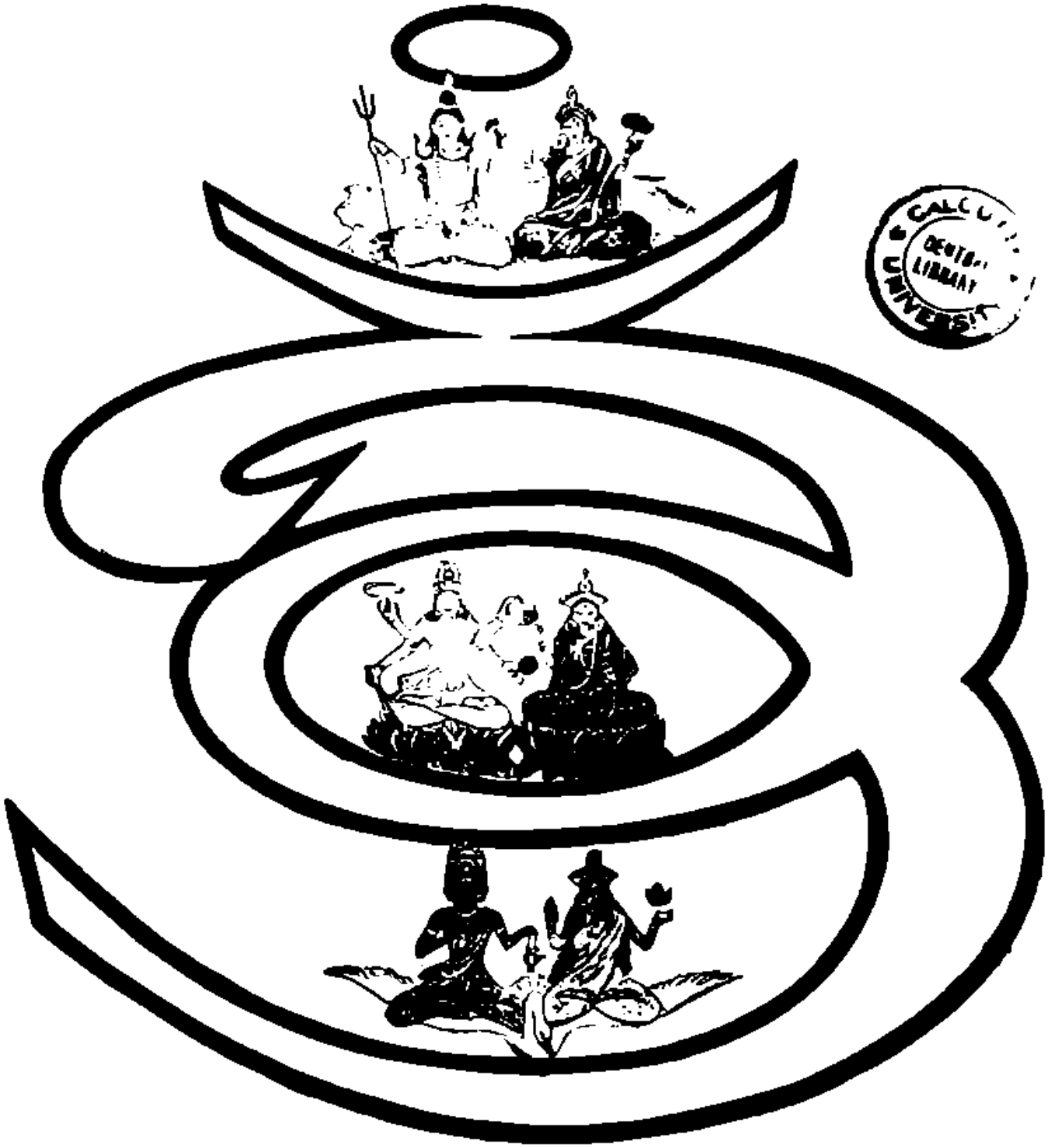

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

ওস্তার মঠ
৭/৩৬৬
অনুবাচী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমার দেহ ধারণ ক'রতে হয়। ধর্ম্মরাজ যম আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা।

আমি যখন গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য গুরুপুত্রকে আনতে যমালয়ে যাই, তখন যম আমার ভক্তি সহকারে মহতীপূজা ক'রে বলেছিল—হে বিষ্ণো! লীলামানুষ বিগ্রহ আপনাদের আমি কি ক'রবো? তখন বলি আপনার কর্ম্ম নিবন্ধন আমার গুরুপুত্রকে এখানে এনেছো, হে মহারাজ। গুরুপুত্রকে আনয়ন কর। যম আমার আজ্ঞা পালন করে। যমরাজ কোনদিন পাশহস্ত দূতের প্রতি কানে কানে বলে—হে দূত। মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে তুমি পরিত্যাগ ক'রো, আমি অন্য লোকের প্রভু ইহা সত্য কিন্তু বৈষ্ণবের নহে। আমি দেবগণ-পূজিত প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লোকহিতে নিযুক্ত হ'য়ে যম নামে খ্যাত হ'য়েছি কিন্তু আমি স্বাধীন নই। পরমগুরু শ্রীহরির বশতাপন্ন কেবল বিষ্ণুই আমাকে দমন ক'রতে

১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠমাস. দ্বাদশসংখ্যা স্নান যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে প্রকাশ সম্ভব হইতেছে

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রতিষ্ঠাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সঙ্ঘসমূহ)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি, ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ (লণ্ডন), এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·· টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতি মাসের ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ। অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·· টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরে দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র যথাযথরূপভাবে প্রকাশিত হইবে

২ মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫১-২৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা ৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

শ্রীমহাভারতম্

শান্তিপর্ব

(রাজধর্মানুশাসনপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরসমীপে নারদাদি-মহর্ষীণাং শুভাগমনম্, কর্ণেন সহ স্বসম্বন্ধং বদতো যুধিষ্ঠিরস্য কর্ণস্য শাপবৃত্তান্তজিজ্ঞাসা চ ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কৃতোদকান্তে সুহৃদাং সর্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ।
বিদুরং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ সর্বাংশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ১

তত্র তে সুমহাত্মানো স্থিতবন্ত পাণ্ডুনন্দনাঃ ।
শৌচং নিবর্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ ॥ ২

কৃতোদকং তু রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
তেঽভিগম্য মহাত্মানঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ৩

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ দেবলশ্চ মহানৃষিঃ ।
দেবস্থানশ্চ কণ্বশ্চ তেষাং শিষ্যাশ্চ সত্তমাঃ ॥ ৪

অন্যে চ বেদবিদ্বাংসঃ কৃতপ্রজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ।
গৃহস্থাঃ স্নাতকাঃ সন্তো দদৃশুঃ কুরুসত্তমম্ ॥ ৫

শান্তিপর্ব

(রাজধর্মানুশাসনপর্ব ।)

প্রথম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদাদি মহর্ষিগণের শুভাগমন এবং কর্ণের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কর্ণের শাপবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্যসখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান সহকারিণী) দেবী দুর্গা, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়নাম মহাভারতাদি পাঠ করিবে ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! পাণ্ডুনন্দনগণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও ভরতবংশের সমস্ত স্ত্রীবৃন্দ—ইহারা সকলে গঙ্গায় নিজ নিজ সুহৃদ্‌বর্গের জন্য তর্পণ করিলেন । ১

তদনন্তর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ আশৌচনির্দ্দেশাদন করিবার ইচ্ছায় একমাস পর্য্যন্ত সেখানে (গঙ্গাতীরেই) নগরের বাহিরে বাস করিলেন । ২

মৃতদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া উপবিষ্ট ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা উপস্থিত হইলেন । ৩

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, নারদ, মহর্ষি দেবল, দেবস্থান, কণ্ব এবং ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণও সেস্থানে আসিলেন । ৪

আরও অনেক বেদজ্ঞ ও পবিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ এবং স্নাতক সাধুপুরুষগণও সেস্থানে আসিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন । ৫

এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ সেখানে আগমন করিলে বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক প্রদত্ত বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিলেন । ৬

সেই সময়োপযোগী যথাযোগ্য পূজা গ্রহণ করিয়া এই শত শত ও সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি ভাগীরথীর পুণ্যতীরে শোকে ব্যাকুলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদিকে আবৃত করিয়া আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে যথাযথভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন । ৭-৮

সেই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি মুনিগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া সত্যপ্রথম নারদ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন । ৯

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! তুমি বীর বাহুবল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও ধর্ম্মের প্রভাবে এই সম্পূর্ণা পৃথিবী জয় করিয়াছ । ১০

পাণ্ডুনন্দন ! সৌভাগ্যের কথা এই যে, সম্পূর্ণ জগৎকে

কচ্চিচ্চ নিহতামিত্রঃ প্রীণাসি সুহৃদো নৃপ
কচ্চিচ্ছ্রিয়মিমাং প্রাপ্য ন ত্বাং শোকঃ প্রবাধতে ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিজিত্যেমাং মহীং কৃৎস্নাং কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জুনবলেন চ
ইদং মম মহদ্ দুঃখং বর্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জাতিক্ষয়মিমং মহান্তং লোভকারিতম্ ॥ ১৪
সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ প্রিয়ান্।
জয়োঽয়মজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে ॥ ১৫
কিং নু বক্ষ্যতি বার্ষ্ণেয়ী বধূর্মে মধুসূদনম্
দ্বারকাবাসিনী কৃষ্ণমিতঃ প্রতিগতঃ হরিম্
দ্রৌপদী হতপুত্রেয়ং কৃপণা হতবান্ধবা।
অস্মৎপ্রিয়হিতে যুক্তা ভূয়ঃ পীড়য়তীব মাম

ইদমনাৎ তু ভগবন্ যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি নারদ
মন্ত্রসংবরণেঽস্মাকং কুন্ত্যা দুঃখেন যোজিতঃ ॥ ১৬
যঃ স নাগায়ুতবলো লোকেঽপ্রতিরথো রণে।
সিংহখেলগতির্ধীমান্ যুধীদানো বৃকোদরঃ ॥ ১৭
আশ্রয়ো ধার্তরাষ্ট্রাণাং মানী তীক্ষ্ণপরাক্রমঃ।
অমর্ষী নিত্যসংরম্ভী ক্ষেপ্তাস্মাকং রণে রণে ॥ ১৮
শীঘ্রাস্ত্রশিক্ষাযোধী চ কৃতী চাস্ত্রবিক্রমঃ।
গূঢ়োৎপন্নঃ সুতঃ কৃত্বা ভ্রাতাস্মাকমসৌ কিল ॥ ১৯
তোয়কর্মণি তং কুন্তী কথয়ামাস সূর্যজম্।
পুত্রং সর্বগুণোপেতমবকীর্ণং জলে পুরা ॥ ২০
মঞ্জুষায়াং সমাধায় গঙ্গাস্রোতস্যমজ্জয়ৎ।
যঃ সূতপুত্রং লোকোঽয়ং রাধেয়ং চাভ্যমন্যত ॥ ২১

ভীতকারী এই সংগ্রাম হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াছ। এখন কল্মিষধর্মের পালনে উৎপন্ন থাকিয়া তুমি আনন্দলাভ করিতেছ ত'? ১১

হে নৃপ! তোমার শত্রুরা ত' নিহত হইয়াছে। এখন তুমি নিজের স্বজনবর্গকে প্রীত করিতেছ ত'? এই রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে কোন শোক পীড়িত করিতেছে না ত'? ১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণগণের কৃপালাভ করায় এবং ভীমসেন ও অর্জুনের দ্বারা এই সমগ্রা পৃথিবী করতলগত করিয়াছি। ১৩

কিন্তু আমার হৃদয়ে নিরন্তর এই মহাদুঃখ রহিয়াছে যে, আমি লোভবশতঃ নিজের জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবগণকে সর্বতোভাবে বিনাশ করিয়াছি। ১৪

ভগবন্! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর প্রিয় পুত্রদিগকে সংহার করাইয়া প্রাপ্ত এই জয়লাভও আমার নিকট পরাজয় বলিয়াই মনে হইতেছে। ১৫

বৃষ্ণিকুলের কন্যা আমার ভ্রাতৃবধূ সুভদ্রা এখন দ্বারকায় রহিয়াছে। যখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করত দ্বারকায় যাইবেন, তখন ইঁহাকে সুভদ্রা ও দ্বারকাবাসিনী অন্যান্য রমণীগণ কি বলিবেন? ১৬

এই দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণা নিজের পুত্রগণ বিনষ্ট হওয়ায় অতিশয় শোকে কাতরা হইয়া গিয়াছে। এই কৃষ্ণার বন্ধু-বান্ধবগণও নিহত হইয়াছে। সে সর্বদা আমাদের প্রিয় ও হিত-কার্যে নিরতা আছে। আমি যখন যখনই ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তখনই আমার মনে অধিক হইতেও অধিক পীড়া হইতে থাকে। ১৭

ভগবন্ নারদ! আমি এখন আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা আরও দুঃখদায়ক। আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্মরহস্যের বিষয় গোপন রাখিয়া আমাকে আরও দুঃখান্বিত করিয়াছেন। ১৮

যাঁহার বলে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, জগতে যাঁহার তুল্য আর অপর কোন মহারথী যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি রণাঙ্গনে সিংহের ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতেই শত্রুগণ সংহার করিতেন, যিনি বুদ্ধিমান্, দয়ালু, দাতা, সংযমসহকারে ব্রতপালনকারী, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের আশ্রয়দাতা, অভিমানী, তীব্রপরাক্রমী, অমর্ষশীল, সর্বদা রোষাবিষ্ট ও প্রত্যেক যুদ্ধেই আমাদের উপর অস্ত্র ও বাণপ্রহারকারী ছিলেন, যিনি বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে জানিতেন, যিনি অতিদ্রুত অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন, ধনুর্বেদে বিশেষজ্ঞ ও অদ্ভুত পরাক্রমশালী সেই কর্ণ গুপ্তভাবে উৎপন্ন হইয়া কুন্তীর পুত্র এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এই কথা আমার প্রতিগোচর হইয়াছে। ১৯-২১

জলদান করিবার সময় স্বয়ং মাতা কুন্তীদেবী এই রহস্য বলিয়াছেন যে, কর্ণ ভগবান্ সূর্যের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিল। ইহাকে আমি পূর্বে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। ২২

আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্মের পর তাঁহাকে একটি পেটিকার মধ্যে রাখিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

স জ্যেষ্ঠপুত্রঃ কুন্ত্যা বৈ ভ্রাতাস্মাকঞ্চ মাতৃজঃ
অজানতা ময়া ভ্রাত্রা রাজ্যলুব্ধেন ঘাতিতঃ ॥ ২৪
তন্মে দহতি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।
ন হি তং বেদ পার্থোঽপি ভ্রাতরং শ্বেতবাহনঃ ॥ ২৫
নাহং ন ভীমো ন যমৌ স জ্ঞাস্যান্ বেদ সুব্রতঃ।
গত্বা কিল পৃথা তস্য সকাশমিতি নঃ শ্রুতম্
অস্মাকং শমকামা বৈ ব্রহ্ম পুত্রো মমেত্যপি
পৃথায়া ন কৃতঃ কামস্তেন চাপি মহাত্মনা ॥ ২৭
অপি পশ্চাদিদং মাতর্ম্যবোচদিতি নঃ শ্রুতম্
ন হি শক্ষ্যাম্যহং তাতং নৃপং দুর্যোধনং রণে
অনার্য্যজুষ্টং নৃশংসং কৃতঘ্নঞ্চ মে ভবেৎ
যুধিষ্ঠিরেণ সন্ধিং হি যদি কুর্য্যাৎ মৃতে তব ॥ ২৯
ভীতো রণে শ্বেতবাহাদিতি মাং মংস্যতে জনঃ।

যাহাকে আজ সারা জগৎ অধিরথপুত্র ও রাধাসূত বলিয়া জানিত, তিনি কুন্তীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ২৩।

আমি ইহা না জানিয়াই রাজ্যের লোভবশতঃ ভ্রাতা অর্জুনের দ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছি। এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অঙ্গ সেইভাবে দগ্ধ হইতেছে, যেরূপ তূলরাশিকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে। ২৪।

কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন অর্জুনও তাঁহাকে ভ্রাতৃরূপে জানিত না আমার, ভীমসেনের এবং নকুল-সহদেবেরও ইহা জানা ছিল না কিন্তু ধর্মপালনকারী কর্ণ আমাদের ভ্রাতৃরূপে জানিতেন। ২৫।

শুনিলাম যে, আমার মাতা কুন্তীদেবী আমাদের সহিত সন্ধি করাইবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার পুত্র। কিন্তু মহাত্মা কর্ণ মাতা কুন্তীদেবীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই।[২৬-২৭]

আমরা ইহা আরও শুনিয়াছি যে, তিনি পরে মাতা কুন্তীদেবীকে এই উত্তর দিয়াছিলেন—আমি যুদ্ধের সময় রাজা দুর্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না; কারণ, ইহাতে আমার ক্রূরতা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাইবে। ২৮।

যদি তোমার মৃত্যুর পরে আমি এই সময় যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করি, তবে সকল লোকে মনে করিবে যে কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন হইতে ভীত হইয়াছে। ২৯।

সোঽহং নিহত্য সমরে বিজয়ং সহকেশবম্,
সম্ভাষ্যে ধর্মপুত্রেণ পশ্চাদিতি চ সোঽব্রবীৎ।
তমুবাচ কিল পৃথা পুনঃ পুত্রবধক্ষমম্। ৩১
চতুর্ণামভয়ং দেহি কামং বধ্যশ্চ কাম্বহম্।
সোঽব্রবীন্মাতরং ধীমান্ বেপমানাং কৃতাঞ্জলিঃ। ৩২
প্রাপ্তান্ বিদিত্বা পাঞ্চালো ন ত্বন্নিম্নামি তে সুতান্
পঞ্চেতি হি সুতা দেবি ভবিষ্যন্তি তব ধ্রুবাঃ ॥ ৩৩
সার্জুনা বা হতে কর্ণে সকর্ণা বা হতেঽর্জুনে
তং পুত্রবৃদ্ধিনী ভূয়ো মাতা পুত্রমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪
ভ্রাতৃণাং স্বস্তি কুরীথা মেনাং স্বস্তি চিকীর্ষসি।
এবমুক্ত্বা কিল পৃথা বিস্মৃতোপয়যৌ পুরম্ ॥ ৩৫
সোঽর্জুনেন হতো বীরো ভ্রাত্রা ভ্রাতা সহোদরঃ।
ন চৈব বিবৃতো মন্ত্রঃ পৃথায়াস্তস্য বা বিভো ॥ ৩৬

অতএব আমি প্রথমে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে পরাজিত করিয়া পরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিব,—এই কথা তিনি বলিয়াছিলেন। ৩০।

তখন কুন্তীদেবী বিশালবক্ষঃ কর্ণকে পুনরায় বলিলেন, পুত্র! তুমি ইচ্ছানুসারে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর কিন্তু অন্য চারি ভ্রাতাকে অভয়দান কর। ৩১।

এই কথা বলিয়া মাতা কুন্তীদেবী কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধিমান্ কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতাকে বলিলেন, দেবি! তোমার চারপুত্র যদি আমার বশীভূত হয়, তবে তাহাদিগকে বধ করিব না। তোমার পাঁচপুত্র নিশ্চিতরূপে বর্তমান থাকিবে যদি কর্ণ নিহত হয়, তবে অর্জুনসহ তোমার পাঁচ পুত্র থাকিবে আর যদি অর্জুন নিহত হয়, তবে কর্ণসহ তোমার পাঁচপুত্র বিদ্যমান থাকিবে। ৩২-৩৩।

তখন পুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা কুন্তীদেবী পুনরায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি যে চারি ভ্রাতার কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, উঁহাদের অবশ্যই তুমি কল্যাণ করিও। এই কথা বলিয়া মাতা কর্ণকে পরিত্যাগ করত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ৩৪-৩৫

এই বীর সহোদর ভ্রাতা কর্ণকে ভ্রাতা অর্জুন বিনাশ করিয়াছে। প্রভো! এই গুপ্ত রহস্য মাতা কুন্তীদেবীও প্রকাশ করেন নাই এবং কর্ণও প্রকাশ করেন নাই। ৩৬

অথ শূরো মহেষ্বাসঃ পার্থেনাজৌ নিপাতিতঃ।
অহং ত্বজ্ঞাসিষং পশ্চাৎ স্বসোদর্যাঃ দ্বিজোত্তম ॥৩৭
পূর্বজং ভ্রাতরং কর্ণং পৃথায়া বচনাৎ প্রভো
তেন মে দূয়তে তীব্রং হৃদয়ং ভ্রাতৃঘাতিনঃ ॥ ৩৮
কর্ণার্জুনসহায়োঽহং ত্রয়েণমপি বাসবম্
সভায়াং ক্লিশ্যমানস্য ধার্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ ৩৯
সহসোৎপতিতঃ ক্রোধঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা প্রধাবতি
যদা হ্যসা গিরো ব্রহ্মন্ শৃণোমি কটুকোদয়াঃ ॥ ৪০
সভায়াং গদতো দ্যূতে দুর্যোধনহিতৈষিণঃ
তদা নশ্যতি মে রোষঃ পাদৌ তস্য নিরীক্ষ্য হ ॥৪১

কৃত্বা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম।
সাদৃশ্যহেতুমন্বিচ্ছন্ পৃথায়াস্তস্য চৈব হ ॥ ৪২
কারণং নাধিগচ্ছামি কথমিত্যপি চিন্তয়ন্।
কথং নু তস্য সংগ্রামে পৃথিবী চক্রমগ্রসৎ ॥ ৪৩
কথং নু প্রস্থো ভ্রাতা মে তন্মে বক্তুমিহার্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবংস্তত্ত্বং সর্বং যথাতথম্
ভবান্ হি সর্ববিদ্ বিদ্বান্ লোকে বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণাভিজ্ঞানে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দ্বৈরথস্থলে মহাধনুর্ধর বীরবর কর্ণ অর্জুনের দ্বারা নিহত হন্। প্রভো! মাতা কুন্তী এই কথা প্রকাশ করার বহু পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, কর্ণ আমাদের জ্যেষ্ঠ ও সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আমি ভ্রাতা কর্ণকে হত্যা করাইয়াছি, অতএব আমার হৃদয়ে সেজন্য তীব্র বেদনা হইতেছে ॥৩৭-৩৮

কর্ণ ও অর্জুনের সাহায্য পাইলে ত' আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারিতাম। কৌরবসভায় যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাকে অভিনব কষ্টদান করিতেছিল, তখন সহসা আমার হৃদয়ে ক্রোধ উপস্থিত হইল, কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া উহা আমার শান্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৯-৪১

যখন দ্যূতসভায় দুর্যোধনের হিতকামনায় তিনি কথা বলিতে ছিলেন এবং তাঁহার কটু ও রুক্ষবাক্য শুনা যাইতেছিল, সেই সময় তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করিয়া আমার বর্দ্ধিত রোষ শান্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪০-৪১

আমার এই বিশ্বাস হইতেছে যে, কর্ণের দুই চরণদ্বয় মাতা কুন্তীদেবীর চরণযুগলসদৃশ ছিল। কুন্তীদেবী ও কর্ণের চরণদ্বয়ের সাদৃশ্য এরূপ কিভাবে হইল? ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে আমি বহু চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারি নাই ॥ ৪২

রণাঙ্গনে কর্ণের রথচক্র কেন পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ কেন এরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন? ইহা আপনি যথার্থরূপে আমাকে বলুন ॥ ৪৩

ভগবন্! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকট হইতে যথাযথভাবে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি কারণ, আপনি সর্বজ্ঞ বিদ্বান্ এবং জগতে যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যতে ঘটনা হইয়াছে এবং হইবে, আপনি এ সমস্তই জানেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কর্ণের পরিচয়বিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

[নারদেন কর্ণস্য শাপপ্রাপ্তিবিষয়স্য বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

স এবমুক্তস্তু মুনির্নারদো বদতাং বরঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্বং যথা শপ্তঃ স সূতজঃ ॥ ১

নারদ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
ন কর্ণার্জুনয়োঃ কিঞ্চিদ্বিশিষ্টং ভবেদ্ রণে ॥ ২
গুহ্যমেতৎ তু দেবানাং কথয়িষ্যামি তেঽনঘ
তন্নিবোধ মহাবাহো যথা বৃত্তমিহ পুরা ॥ ৩
ক্ষত্রং স্বর্গং কথং গচ্ছেচ্ছপ্তপুত্তমিতি প্রভো।
সংঘর্ষজননস্তস্মাৎ কন্যাগর্ভো বিনির্মিতঃ ॥ ৪
স বালস্তেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ।
চকারাঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠাদ্ ধনুর্বেদং গুরোস্তদা ॥ ৫
স বলং ভীমসেনস্য ফাল্গুনস্য চ লাঘবম্
বুদ্ধিঞ্চ তব রাজেন্দ্র যময়োর্বিনয়ং তথা ॥ ৬
সখ্যঞ্চ বাসুদেবেন বাল্যে গাণ্ডীবধন্বনঃ
প্রজানামনুরাগঞ্চ চিন্তয়ানো ব্যদহ্যত ॥ ৭
স সখ্যমকরোদ্ বালো রাজ্ঞা দুর্যোধনেন চ।
মুষ্ট্যাভিনিত্যসংশ্লিষ্টো দৈবাচ্চাপি স্বভাবতঃ ॥ ৮
বীর্যাধিক্যমথালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ম্
দ্রোণং রহস্যাগম্য কর্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
ব্রহ্মাস্ত্রং বেদ্তুমিচ্ছামি সরহস্যনিবর্তনম্
অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১০
সমঃ শিষ্যেষু যঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ভবান্
ত্বৎপ্রসাদান্ন মাং ব্রূয়ুরকৃতাস্ত্রং বিচক্ষণাঃ ॥ ১১
দ্রোণস্তথোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি
দৌরাত্ম্যাচ্চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক কর্ণের শাপপ্রাপ্তি বিষয়ের বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদমুনি সূতপুত্র কর্ণ যেরূপে শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ বলিলেন। ১

নারদ বলিলেন,—মহাবাহো ভরতনন্দন! তুমি যেরূপ বলিতেছ, উহা ঠিক সেই রূপই। বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধে কর্ণ ও অর্জুনের কোন বিশেষই অন্যথা ছিল না। ২

অনঘ! ইহা দেবগণেরও গুহ্য বিষয়। যাহা এখন আমি তোমাকে বলিতেছি। মহাবাহো! পূর্বেকার এই যথাযথ বৃত্তান্ত তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৩

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! একদিন দেবগণের এরূপ মতি হইল যে, এমন কি উপায় আছে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গ অস্ত্রপ্রভাবে পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে উপস্থিত হইতে পারিবে? এরূপ চিন্তা করত তাঁহারা সূর্যের দ্বারা কুন্তীর গর্ভে এক তেজস্বী বালক উৎপন্ন করাইলেন, যে এই সমস্যার জনক ছিল। ৪

সেই বালক সূতপুত্ররূপে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সে অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য হইতে ধনুর্বেদের শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ৫

সে ভীমসেনের বল, অর্জুনের নৈপুণ্য, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাল্য কাল হইতেই মিত্রতা এবং পাণ্ডবগণের উপর প্রজাবর্গের অনুরাগ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া জ্বলিতেছিল। ৬-৭

সেইজন্য সে বাল্যকালেই রাজা দুর্যোধনের সহিত মিত্রতা স্থাপিত করিল এবং দৈবেরই প্রেরণায় ও স্বভাববশতই তোমাদের সহিত সর্বদা দ্বেষ করিতে লাগিল। ৮

একদিন অর্জুনকে ধনুর্বেদে অধিক শক্তিশালী দেখিয়া কর্ণ নির্জনে দ্রোণাচার্যের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিল। ৯

প্রভো! আমি নিক্ষেপ ও উপসংহারের রহস্যসহ ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার এই ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। নিশ্চয়ই আপনার সকল শিষ্য ও পুত্রগণের উপর তুল্য স্নেহ আছে। আপনার কৃপায় বিদ্বান্ পুরুষগণ এ কথা যেন বলিতে না পারেন যে, কর্ণ সকল অস্ত্র জানে না। ১০-১১

কর্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত দ্রোণাচার্য কর্ণের দুষ্টতার কথা জানিয়া তাহাকে বলিলেন। ১২

ব্রহ্মাস্ত্রং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ যথাবচ্চরিতব্রতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বা তপস্বী যো নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন ॥ ১৩
ইত্যুক্তোঽস্ত্রিরসাং শ্রেষ্ঠমামন্ত্র্য প্রতিপূজ্য চ
জগাম সহসা রামঃ মহেন্দ্রং পর্বতং প্রতি ১৪
স তু রামমুপাগম্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
ব্রাহ্মণো ভার্গবোঽস্মীতি গৌরবেণাভ্যগচ্ছত
রামস্তু প্রতিজগ্রাহ পুষ্টি। গোত্রাদি সর্বশঃ
উষ্যতাং স্বাগতং চেতি প্রীতিমাংশ্চাভবদ্ ভৃশম
তত্র কর্ণস্তু বসতো মহেন্দ্রে স্বর্গসন্নিভে
গন্ধর্বৈ রাক্ষসৈর্যক্ষৈর্দেবৈশ্চাসীৎ সমাগমঃ ॥ ৭
স তত্রেষ্বস্ত্রমকরোদ্ ভৃগুশ্রেষ্ঠাদ্ যথাবিধি
প্রিয়শ্চাভবদত্যর্থং দেব-দানব-রক্ষসাম্।
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বিচরন্নাশ্রমাস্থিকে।

একঃ খড়্গধনুষ্পাণিঃ পরিচক্রাম পূর্বজঃ ॥ ১৯
সোঽগ্নিহোত্রপ্রসক্তস্য কস্যচিদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
জঘানাজ্ঞানতঃ পার্থ হোমধেনুং বৃকো ক্ষুধা ॥ ২০
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ।
কর্ণঃ প্রসাদয়ংশ্চৈনমিদমিত্যব্রবীদ্ বচঃ
অবুধ্যমানৈর্ভগবন্ ধেনুরেষা হতা ত্বয়া।
ময়া ত্বত্র প্রসাদং কুরুষেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২২
তং স বিপ্রোঽব্রবীৎ ক্রুদ্ধো বাচা নির্ভর্ৎসয়ন্নিব
দুরাচার যথাহিংস্রঃ ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে ॥ ২৩
যেন বিস্পর্ধসে নিত্যং যদর্থং চাপসেঽনিশম্
মৃধাতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি ॥ ২৪
ততশ্চক্রে মহীপ্রান্তে মূর্ধানং তে 'বচেতসঃ।
পাতয়িষ্যতি বিক্রম্য শত্রুর্যচ্ছ নরাধম ॥ ২৫

বংস! যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বী ক্ষত্রিয় এই ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে পারেন অপর কেহই কোনরূপে এই অস্ত্র জানিতে সমর্থ হয় না। ১৩

দ্রোণাচার্য এই কথা বলিলে পর অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের অনুমতি লইয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করত কর্ণ সহসা মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থিত পরশুরামের নিকট গমন করিল। ১৪

পরশুরামের নিকট গমন করত কর্ণ মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং 'আমি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ' এই কথা বলিয়া গুরুভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ১৫

পরশুরাম গোত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—বৎস! তুমি এখানে অবস্থান কর। তোমার আগমন সুখকর হউক। এই কথা বলিয়া সেই মুনি তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ১৬

স্বর্গলোকতুল্য মনোহর সেই মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করত কর্ণের গন্ধর্ব, রাক্ষস ও দেবতাগণের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ হইল। ১৭

এই পর্বতের উপরে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামের নিকট হইতে বিধি অনুসারে অস্ত্রবেদ শিক্ষা করত কর্ণ তাহার অভ্যাস করিতে লাগিল। কর্ণ এই সময় দেবতা, দানব ও রাক্ষসসকলের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল। ১৮

কোন একদিনের ঘটনা, সূতপুত্র কর্ণ হাতে ধনুর্বাণ ও তরবারি ধারণ করত সমুদ্রের তীরে এক আশ্রমে আসিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ১৯

পার্থ! সেই সময় অগ্নিহোত্রে সংলগ্ন কোন এক বেদপাঠী ব্রাহ্মণের হোমধেনু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে কর্ণ না জানিয়াই অন্য কোন হিংস্র পশু মনে করত অকস্মাৎ তাহাকে বিনাশ করিল। (কর্ণপর্বেও এ প্রসঙ্গ আছে। সে স্থানে কর্ণের দ্বারা বেদ্রবৎসবধের কথা উল্লেখ হইয়াছে, সেজন্য এস্থলেও বেদ্রবৎসই বুঝিতে হইবে।)। ২০

না জানিয়া এই অপরাধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করত কর্ণ ব্রাহ্মণকে সব নিবেদন করিল এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে এই কথা বলিল। ২১

ভগবন্! আমি না জানিয়া আপনার ধেনু বধ করিয়া ফেলিয়াছি, অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। কর্ণ এই কথা পুনঃ পুনঃ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল। ২২

ব্রাহ্মণ তাহার কথা শুনিয়াই কুপিত হইলেন এবং কঠোর ভাষায় তাহাকে যেন ভৎর্সনা করিতে করিতে বলিলেন,—দুরাচার! তুমি বধের যোগ্য। দুর্মতে! তুমি নিজের পাপকর্মের ফললাভ কর রে পাপী! তুমি যাহার সহিত সর্বদা স্পর্ধা কর এবং যাহাকে পরাজিত করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছ, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তোমার রথচক্র তুমি গ্রাস করিবে। ২৩-২৪

অরে নরাধম! যখন ভূতলে তোমার রথচক্র বসিয়া যাইবে এবং তুমি অচেতনপ্রায় হইয়া থাকিবে, সেই সময়

যথেষ্টং সৌহৃদং মূঢ় প্রমত্তেন ত্বয়া মম।
প্রমত্তস্য তথারাতিঃ শিরস্তে পাতয়িষ্যতি ॥ ২৬
শশ্রূষ প্রসাদয়ামাস কর্ণস্তং দ্বিজসত্তমম্।
গোভির্ধনৈশ্চ রত্নৈশ্চ স চৈনং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৭
ন হি মেঽব্যাহৃতং পূর্ব্যাৎ সর্বলোকেঽপি কেবলম্।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা যদ্ বা কার্যাং তে তৎ সমাচর ॥ ২৮

ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণেনাথ কর্ণো বৈস্রাদবোমুখঃ।
রামমভ্যগমদ্ ভীতস্তদেব মনসা স্মরন্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণশাপো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তোমার শত্রু পরাক্রম প্রকাশ করত তোমার মস্তক ছেদন পূর্বক ভূপাতিত করিবে। এখন তুমি চলিয়া যাও ॥ ২৬

মূর্খ! যেরূপ অসাবধান হইয়া তুমি এই ধেনুকে বধ করিয়াছ, সেইরূপ অসাবধান-অবস্থাতেই শত্রু তোমার শিরশ্ছেদ করিয়া ভূপাতিত করিবে ॥ ২৬

এই শাপ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু, ধন ও রত্ন দান করত এই সকলের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

সমস্ত জগৎও যদি এখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি এখান হইতে যাও বা দাঁড়াইয়া থাক অথবা তোমার কোন কার্য যদি করিবার থাকে, তবে উহা সম্পন্ন কর ॥ ২৮

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে পর কর্ণ ভীত হইয়া পড়িল। তখন সে দীনভাবেতঃ মুখ নত করিয়া রহিল। তারপর মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কর্ণ পরশুরামের নিকট ফিরিয়া আসিল ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কর্ণকে ব্রাহ্মণের শাপ-দানবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[কর্ণস্য ব্রহ্মাস্ত্রপ্রাপ্তিঃ, কর্ণায় পরশুরামস্য শাপদানঞ্চ।]

নারদ উবাচ।

কর্ণস্তু বাহুবীর্যেণ প্রণয়েন দমেন চ।
তুতোষ ভৃগুশার্দূলো গুরুশুশ্রূষয়া তথা ॥ ১
তস্মৈ স বিধিবৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মাস্ত্রং সনিবর্তনম্
প্রোবাচাখিলবিদ্ব্যগ্রঃ তপস্বী তৎ তপস্বিনে ॥ ২
বিদিতাস্ত্রস্ততঃ কর্ণো রময়াণোঽহরমে ভৃগোঃ
চকার বৈ ধনুর্বেদে পরমদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ৩
ততঃ কদাচিদ্ রামস্তু চরন্নাশ্রমমন্তিকাৎ
কর্ণেন সহিতো ধীমানুপবাসেন কর্শিতঃ ॥ ৪
সুষ্বাপ জামদগ্ন্যস্তু বিশ্রম্ভোৎপন্নসৌহৃদঃ।
কর্ণস্যোৎসঙ্গ আধায় শিরঃ ক্লান্তমনা গুরুঃ ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তি এবং কর্ণকে পরশুরামের অভিশাপ দান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বাহুবল, প্রেম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও গুরুসেবার দ্বারা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ১

তদনন্তর তপস্বী পরশুরাম তপোরত কর্ণকে শান্তভাবে প্রয়োগ ও উপসংহার বিধিসহ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়মপদ্ধতিসারে শিক্ষা দান করিলেন ॥ ২

ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করত কর্ণ পরশুরামের আশ্রমে প্রীতি সহকারে বাস করিতে লাগিল। সেই অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর ধনুর্বেদের অভ্যাসের জন্য অতিশয় পরিশ্রম করিল ॥ ৩

তাহার পর একদিন বুদ্ধিমান্ পরশুরাম কর্ণের সহিত নিজের আশ্রমের নিকট পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। কর্ণের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস থাকায় ইহার প্রতি তাঁহার সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। তিনি মনে মনে তখন ক্লান্তিবোধ করিতেছিলেন, সেইজন্য গুরুদেব জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন ॥ ৪-৫

অথ কৃমিঃ শ্লেষ্মমেদোমাংসশোণিতভোজনঃ
দারুণো দারুণস্পর্শঃ কর্ণস্যাভ্যাসমাগতঃ ॥ ৬
স তস্যোরুমথাসাদ্য বিভেদ রুধিরাশনঃ।
ন চৈনমশকৎ ক্ষেপ্তুং হন্তুং বাপি গুরোর্ভয়াৎ ॥ ৭
সম্ভক্ষ্যমানস্তু তথা কৃমিণা তেন ভারত।
গুরোঃ প্রবোধনাশঙ্কী তমুপৈক্ষত সূর্যজঃ
কর্ণস্তু বেদনাং ধৈর্যাদসহ্যাং বিনিগৃহ্য তাম্
অকম্পয়ন্নবাধয়ন্ ধারয়ামাস ভার্গবম্ ॥ ৯
যদাস্য রুধিরেণাঙ্গং পরিস্পৃষ্টং ভৃগূদ্বহঃ।
তদাবুধ্যত তেজস্বী সহসোত্তস্থিবানিদম্ ॥ ১০
অহোঽস্ম্যশুচিতাং প্রাপ্তঃ কিমিদং ক্রিয়তে ময়া।
কথয়স্ব ভয়ং ত্যক্ত্বা যথাতথ্যমিদং মম ॥ ১১
তস্য কর্ণস্তদাঽঽচষ্ট কৃমিণা পরিভক্ষণম্।
দদর্শ রামতশ্চাপি কৃমিং শূকরসন্নিভম্ ॥ ১২

এই শ্লেষ্মা, মেদ ও রক্তভোজী একটি ভয়ানক দারুণ স্পর্শ কৃমি কর্ণের নিকট আসিল। ৬

এই রক্তপায়ী কৃমি কর্ণের জঙ্ঘার নিকট আসিয়া উহাতে ছেদ করত প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু গুরুদেবের জাগরণের ভয়ে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে ও নিহত করিতে পারিল না। ৭

তখনতখন। এই কীট উহাকে বারংবার ভক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সূর্যপুত্র কর্ণ গুরুদেবের জাগরণের ভয়ে উহা উপেক্ষা করিল। ৮

যদিও কর্ণের অসহ্য বেদনা হইতেছিল, তথাপি ধৈর্যপূর্বক উহা সহ্য করত কম্পিত ও বাধিত না হইয়াই কর্ণ পরশুরামকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিল। ৯

যখন তাহার রক্ত পরশুরামের শরীরে যাইয়া স্পর্শ করিল, তখন সেই তেজস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম জাগিয়া উঠিলেন এবং অতিশয় ভীত হইয়া এই কথা বলিলেন। ১০

অরে! আমি যে অশুদ্ধ হইয়া যাইলাম। তুমি একি করিতেছ? ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি আমাকে সব কিছু যথাযথভাবে বল। ১১

তখন তাঁহার নিকট কর্ণ তাহাকে কীট কর্তৃক ভক্ষণের ঘটনা বলিয়া শুনাইলেন। পরশুরাম নিজেও সেই কৃমিকে দর্শন করিলেন, এই কৃমি শূকরের ন্যায় মনে হইতেছিল। ১২

এই কৃমির আটটি পা ছিল এবং এর দাঁতগুলি ছিল তীক্ষ্ণ।

অষ্টপাদঃ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ সূচীভিরিব সংবৃতম্।
রোমভিঃ সর্বতঃ-রুদ্ধাঙ্গমলর্কঃ নাম নামতঃ ॥ ১৩
স দৃষ্টমাত্রো রামেণ কৃমিঃ প্রাণানবাসৃজৎ।
তস্মিন্নেবাসৃজি ক্রিয়ন্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৪
ততোঽন্তরিক্ষে দদৃশে বিশ্বরূপঃ করালবান্।
রাক্ষসো লোহিতগ্রীবঃ কৃষ্ণাঙ্গো মেঘবাহনঃ ॥ ১৫
স রামঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বভাষে পূর্ণমানসঃ।
স্বস্তি তে ভৃগুশার্দূল গমিষ্যেঽহং যথাগতম্ ॥ ১৬
মোক্ষিতো নরকাদস্মাদ্ ভবতা মুনিসত্তম।
ভয়ং ভবান্তু বন্দে ত্বাং প্রিয়ং যে ভবতা কৃতম্ ॥ ১৭
তমুবাচ মহাবাহুর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
কস্ত্বং কস্মাচ্চ নরকং প্রতিপন্নো ব্রবীহি তৎ ॥ ১৮
সোঽব্রবীদহমাসং প্রাগ্ দংশো নাম মহাসুরঃ।
পুরা দেবযুগে তাত ভৃগোস্তুল্যবয়া ইব ॥ ১৯

সূচীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ রোমাবলিতে 'তার দেহ পূর্ণ এবং উহা যেন অতিশয় রুদ্ধ ছিল। 'অলর্ক' নামে এই কৃমি প্রসিদ্ধ ছিল। ১৩

পরশুরামের দৃষ্টিতে পতিত হইতেই এই কৃমি রক্তে আপ্লুত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইল। ১৪

তদনন্তর আকাশে সকলেরই ভয় ধারণ করিতে সমর্থ এক বিকরাল রাক্ষস দেখা যাইল। এই রাক্ষসের গ্রীবা রক্তবর্ণ এবং শরীরের বর্ণ ছিল কাল। এই রাক্ষস আকাশে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ১৫

এই রাক্ষস পূর্ণমনোরথ হইয়াও কৃতাঞ্জলি হইয়া পরশুরামকে বলিল,—ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। আমি যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেইভাবে চলিয়া যাইব। মুনিপ্রবর! আপনি আমাকে এই নরক হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমার অতিশয় প্রিয় কার্য করিয়াছেন। ১৬-১৭

তখন মহাবাহু প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? এবং কি কারণে এই নরকে পতিত হইয়াছিলে? বল। ১৮

সেই রাক্ষস বলিল,—তাত! প্রাচীন কালে সত্যযুগের ঘটনা। আমি দংশ নামে প্রসিদ্ধ এক মহাসুর ছিলাম। মহর্ষি ভৃগুর তুল্য আমার বয়স ছিল। ১৯

সোঽহং ভৃগোঃ সুদয়িতাং ভার্যামপহরন্ বলাৎ
মহর্ষেরভিশাপেন কৃমিভূতোঽপতং ভুবি ॥ ১০
অব্রবীদ্ধি স মাং ক্রুদ্ধস্তব পূর্বপিতামহঃ
মূত্রশ্লেষ্মাশনঃ পাপ নিত্যং প্রতিপৎস্যসে ॥ ১১
শাপস্যান্তো ভবেদ্ ব্রহ্মন্নিত্যেবং তমথাব্রবম্ ।
ভবিতা ভার্গবাদ্ রামাদিতি মামব্রবীদ্ ভৃগুঃ ॥ ১২
সোঽহমেনং গতিং প্রাপ্তো যথা ন কৃপণস্তথা ।
ত্বয়া সাধো সমাগম্য বিমুক্তঃ পাপযোনিতঃ ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা নমস্কৃত্য যযৌ রামং মহাসুরঃ
রামঃ কর্ণঞ্চ সক্রোধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪
অতিদুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণঃ সহেৎ ।
ক্ষত্রিয়স্যেব তে ধৈর্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্ ॥ ১৫
তমুবাচ ততঃ কর্ণঃ শাপাদ্ ভীতঃ প্রসাদয়ন্

ব্রহ্মক্ষত্রান্তরে জাতঃ সূতং মাং বিদ্ধি ভার্গব ॥ ১৬
রাধেয়ঃ কর্ণ ইতি মাং প্রবদন্তি জনা ভুবি ।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্নেতদ্ধ্যস্ত্রং ভার্গব ॥ ১৭
পিতা গুরুর্ন সন্দেহো বেদবিদ্যাপ্রদঃ প্রভুঃ ।
অতো ভার্গব ইত্যুক্তং ময়া গোত্রং তবাস্তিকে ॥ ১৮
তমুবাচ ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ সরোষঃ প্রদহন্নিব ।
ভূমৌ নিপতিতং দীনং বেপমানং কৃতাঞ্জলিম্ । ১৯
যস্মান্মিথ্যোপচরিতো ব্রহ্মাস্ত্রলোভাদিহ ত্বয়া ।
তস্মাদেতদ্ধি তে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি ॥
অন্যত্র মরণাৎ তে তদ্ দর্শনে সমীয়ুষঃ ।
অস্ত্রাস্মরণে ন হি ব্রহ্ম ধ্রুবং তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৩১
গচ্ছেদানীং ন তে স্থানমেতদস্ত্রেষু বিদ্যতে ।
ন ত্বয়া সদৃশো যুদ্ধে ভবিতা ক্ষত্রিয়ো ভুবি ॥ ৩২

একদিন আমি কৃতব্রত প্রাণপ্রিয়া ভার্যাকে নির্জনে অপহরণ করি। ইহাতে মহর্ষি শাপপ্রদান করিয়াছিলেন এবং আমিও কৃমি হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম ॥ ১০

আপনার পূর্বপিতামহ ভৃগু শাপপ্রদানের সময় কুপিত হইয়া আমাকে বলিলেন,—অরে পাপী! তুমি মূত্র ও শ্লেষ্মাদি ভক্ষণকারী কৃমি হইয়া এককে পতিত হইবে ॥ ১১

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—ব্রহ্মন্! এই শাপের অন্তও হওয়া উচিত। ইহা শুনিয়া ভৃগুমুনি বলিলেন,—ভৃগুবংশধর পরশুরাম হইতে তোমার এই শাপের অন্ত হইবে ॥ ১২

সেই আমি এই গতি লাভ করিয়াছিলাম, যেখানে আমি কোনদিনই ভূতলে অতিবাহিত করিতে পারি নাই। সাধো! আপনার সহিত সম্মিলনে আমার এই পাপযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইল ॥ ১৩

পরশুরামকে এই কথা বলিয়া মহাসুর বীর তাঁহাকে প্রণাম করত চলিয়া যাইল। ইহার পর পরশুরাম কর্ণকে সক্রোধে বলিলেন ॥ ১৪

অরে মূর্খ! এতদ্ অতিশয় দুঃখ ব্রাহ্মণ কখনও সহ্য করিতে পারে না। তোমার ধৈর্য ত' দেখিতেছি ক্ষত্রিয়ের সদৃশ। তুমি সত্যকথা বল, তুমি কে? ১৫

কর্ণ পরশুরামের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। অতএব তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে কর্ণ বলিলেন,—ভৃগুবংশধর! আপনি ইহা জানুন যে, আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন সূতজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। ভূতলে সকল মানুষ আমাকে রাধাপুত্র কর্ণ বলিয়া আহ্বান করে। ব্রহ্মন্! কৃপানন্দন! আমি অস্ত্রলোভে এই কার্য করিয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ১৬-১৭

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বেদ ও বিদ্যাদাতা শক্তিশালী গুরু পিতারই তুল্য। সেইজন্য আমি আপনার নিকট নিজেকে 'ভার্গব' গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছি ॥ ১৮

এই কথা শ্রবণ করত ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম একপ রোষাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যেন তখন কর্ণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অনন্তরে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দীনভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইল। এই সময় পরশুরাম কর্ণকে বলিলেন ॥ ১৯

মূঢ়! তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে মিথ্যা কথা বলিয়া এখানে আমার সহিত তুমি মিথ্যাচার (কপটতাপূর্ণ ব্যবহার) করিয়াছ, সেইজন্য যতকাল না তুমি নিজের সমতুল্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবে এবং তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হইবে, ততকাল তোমার এই অস্ত্র স্মরণ থাকিবে ॥ ৩০-৩১

যে ব্রাহ্মণ নয়, তাহার হৃদয়ে এই ব্রহ্মাস্ত্র কখনও স্থির থাকিতে পারে না। এখন তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর পক্ষে বাস করিবার এ স্থান নয়। কিন্তু আমার আশীর্বাদে এই ভূতলের কোনও ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে তোমার সদৃশ হইতে পারিবে না ॥ ৩১-৩২

এবমুক্তঃ স রামেণ ন্যায়েনোপজগাম হ।
দুর্যোধনমুপাগম্য কৃতাস্ত্রোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণাস্ত্রপ্রাপ্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

পরশুরাম এই কথা বলিলে পর কর্ণ তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করত সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিল এবং দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আমি সমস্ত অস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে কর্ণের অস্ত্রপ্রাপ্তিবিষয়ক অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণের সাহায্যে সমাগতান্ রাজগণান্ পরাজিত্য স্বয়ংবরসভাতো দুর্যোধনেন কলিঙ্গরাজকন্যায়া অপহরণম্]

নারদ উবাচ।

কর্ণস্তু সমবাপ্যৈবমস্ত্রং ভার্গবনন্দনাৎ।
দুর্যোধনেন সহিতো মুমুদে ভরতর্ষভ ॥ ১

ততঃ কদাচিদ্ রাজানঃ সমাজগ্মুঃ স্বয়ংবরে।
কলিঙ্গবিষয়ে রাজন্ রাজ্ঞশ্চিত্রাঙ্গদস্য চ ॥ ২

শ্রীমত্যাজপুরং নাম নগরং তত্র ভারত।
রাজানঃ শতশস্তত্র কন্যার্থে সমুপাগমন্ ॥ ৩

শ্রুত্বা দুর্যোধনস্তত্র সমেতান্ সর্বপার্থিবান্।
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন কর্ণেন সহিতো যযৌ ॥ ৪

ততঃ স্বয়ংবরে তস্মিন্ সম্প্রবৃত্তে মহোৎসবে।
সমাজগ্মুর্নৃপতয়ঃ কন্যার্থে নৃপসত্তম ॥ ৫

শিশুপালো জরাসন্ধো ভীষ্মকো বক্র এব চ।
কপোতরোমা নীলশ্চ রুক্মী চ দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ৬

শৃগালশ্চ মহারাজ! শ্রীরাজ্যাধিপতিশ্চ যঃ।
অশোকঃ শতধন্বা চ ভোজো বীরশ্চ নামতঃ ॥ ৭

এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ রাজানঃ প্রাচ্যোদীচ্যাস্তথৈব চ ॥ ৮

কাঞ্চনাঙ্গদিনঃ সর্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভাঃ
সর্বে ভাস্বরদেহাশ্চ ব্যাঘ্রা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ৯

চতুর্থ অধ্যায়।

[কর্ণের সহায়তায় সমাগত রাজবৃন্দকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংবর সভা হইতে দুর্যোধনকর্তৃক কলিঙ্গরাজের কন্যাকে অপহরণ।]

নারদ বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ভৃগুবংশের আনন্দদায়ক পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করত কর্ণ দুর্যোধনের সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিল। ১

রাজন্! তদনন্তর কোন এক সময়ে কলিঙ্গদেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানীতে স্বয়ংবরমহোৎসবে নানা দেশের রাজারা একত্রে সমবেত হইয়াছিল। ২

ভারত! কোন এক সময় কলিঙ্গরাজের রাজধানী অতিশয় সুন্দর রাজপুরনামক নগরে ছিল। রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য শত শত নরপতি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩

দুর্যোধন যখন শুনিল যে, সেস্থানে সকল রাজা একত্রে সমবেত হইয়াছে, তখন সে নিজেও সুবর্ণময় রথে আরোহণ করত কর্ণের সহিত গমন করিল। ৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই স্বয়ংবর-মহোৎসব আরম্ভ হইলে পর রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য বহুসংখ্যক নরপতি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নাম ছিল—। ৫

শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, দৃঢ় পরাক্রমশালী রুক্মী, শ্রী-রাজ্যের অধিপতি মহারাজ শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর। ৬-৭

ইহারা এবং আরও অন্যান্য রাজারা দক্ষিণদিকের এই রাজধানীতে গমন করিল। ইহাদের মধ্যে ম্লেচ্ছ, আর্য্য, পূর্ব ও উত্তর সকল দেশের রাজাই ছিল। ৮

ইহারা সকলে স্বর্ণের অঙ্গদ পরিধান করিয়াছিল। সকলেরই অঙ্গকান্তি শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল। সকলেরই শরীর তেজস্বী ও সকল রাজাই ব্যাঘ্রতুল্য উৎকট বলশালী ছিল। ৯

ততঃ সমুপবিষ্টেষু তেষু রাজসু ভারত।
বিবেশ রঙ্গং সা কন্যা ধাত্রীবর্ষবরান্বিতা ॥ ১০
ততঃ সংশ্রাব্যমাণেষু রাজ্ঞাং নামসু ভারত।
অত্যক্রামদ্ ধার্তরাষ্ট্রং সা কন্যা বরবর্ণিনী ॥ ১১
দুর্যোধনস্তু কৌরব্যো নামধেয়ং ন লক্ষয়ন্।
প্রত্যবেধচ্চ তাং কন্যামসৎকৃত্য নরাধিপান্ ॥ ১২
স বীর্যমদমত্তত্বাদ্ ভীষ্ম-দ্রোণানুপাশ্রিতঃ
রথমারোপ্য তাং কন্যামাজহার নরাধিপঃ ॥ ১৩
তমন্বধাদ্ রথী ষড়্গী বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ পৃষ্ঠতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ১৪
ততো বিমর্দঃ সুমহান্ রাজ্ঞামাসীদ্ যুযুৎসতাম্।
সংনহ্যতাং তনুত্রাণি রথান্ যোজয়তামপি ॥ ১৫
তেঽভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কর্ণ-দুর্যোধনাবুভৌ।
শরবর্ষাণি মুঞ্চন্তো মেঘাঃ পর্বতয়োরিব ॥ ১৬
কর্ণস্তেষামাপততামেকৈকেন শরেণ হ।
ধনূংষি চ শরত্রাণান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৭
ততো বিধনুষঃ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদুদ্ধতকার্মুকান্।
কাংশ্চিচ্ছোণহতো বাণান্ রথশক্তিগদাস্তথা ॥ ১৮
লাঘবাদ্ ব্যাকুলীকৃত্য কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
হতসূতাংশ্চ তুরিষ্ঠানবজিগ্যে নরাধিপান্ ॥ ১৯
তে স্বয়ং বাহয়ন্তোঽশ্বান্ পাহি পাহীতি বাদিনঃ।
বাণেষুত্তে রথং হিত্বা রাজানো ভয়মানসাঃ ॥ ২০
দুর্যোধনস্তু কর্ণেন পাল্যমানোঽভ্যয়াৎ তদা।
হৃষ্টঃ কন্যামুপাদায় নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দুর্যোধনস্য স্বয়ংবরে
কন্যাহরণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভারত! যখন সকল রাজা স্বয়ংবর সভায় উপবিষ্ট হইল, তখন সেই রাজকন্যা ধাত্রী ও নপুংসকগণের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। ১০

হে ভারত! তদনন্তর যখন তাহাকে রাজাদিগের নাম শুনাইতে শুনাইতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছিল, তখন এই সুন্দরী রাজকুমারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে অতিক্রম করিয়া যাইল। ১১

কুরুবংশীয় দুর্যোধন ইহা সহ্য করিতে পারিল না যে, রাজকন্যা তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাউক। সে সমস্ত রাজগণকে অপমান করত তাহাকে সত্বরই রুদ্ধ করিল। ১২

রাজা দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের আশ্রিত ছিল, সেই জন্য সে বলে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সেই রাজকন্যাকে রথে বসাইয়া অপহরণ করিল। ১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে প্রধান কর্ণ রথে আরোহণ করত হস্তে ধনুক বদ্ধ করিল এবং তূণধারি লইয়া দুর্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। ১৪

তদনন্তর যুদ্ধের অভিলাষী রাজগণের মধ্যে কিছু রাজা কবচ বদ্ধ করিল এবং কিছু রাজা রথ যোজনা করিল। তদনন্তর এই সব রাজাদের মধ্যে অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৫

যেরূপ মেঘ দুইটি পর্বতকে জলবর্ষণে প্লাবিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এই নরপতিগণ কর্ণ ও দুর্যোধনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল। ১৬

কর্ণ এক একটি বাণেই এই সব আক্রমণকারী রাজাদের ধনু ও বাণসমূহ ভূতলে ছেদন করত পাতিত করিল। ১৭

তদনন্তর প্রহার করিতে সমর্থ যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ অতিদ্রুত বাণসকল বর্ষণ করত এই সব রাজাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময় কেহ ধনুহীন হইয়া যাইল, কেহ নিজের ধনু উপরে উঠাইয়াই রহিল, কেহ বাণ, কেহ রথশক্তি ও কেহ গদা ধারণ করিয়াছিল। তখন যে যে অবস্থায় ছিল, তাহাকে সেই অবস্থাতেই ব্যাকুল করত কর্ণ তাহাদের সারথিকে বিনাশ করিয়া দিল এবং সেই বহু সংখ্যক রাজাকে পরাজিত করিল। ১৮-১৯

সেই পরাজিত ভূপতিগণ নিজেরাই অশ্বচালনা করিতে এবং 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিল। ২০

দুর্যোধন কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিনাপুরে আসিল। ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে দুর্যোধন কর্তৃক স্বয়ংবর-সভায় রাজকন্যার অপহরণবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ণস্য বল পরাক্রমবর্ণনম্, তেন জরাসন্ধস্য পরাজয়ঃ, জরাসন্ধকর্তৃকঃ কর্ণায়াঙ্গদেশস্থ-মালিনীনগর্য্যা রাজ্যপ্রদানঞ্চ।

নারদ উবাচ।

আবিষ্কৃতবলঃ কর্ণঃ শ্রুত্বা রাজা স মাগধঃ।
আহ্বয়দ্ দ্বৈরথেনাজৌ জরাসন্ধো মহীপতিঃ॥
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং দিব্যাস্ত্রবিদুষোর্ধ্বয়োঃ।
যুধি নানাপ্রকারৈশ্চ শস্ত্রৌঘৈরভিবর্ষতোঃ॥ ১
ক্ষীণবাণৌ বিধনুষৌ ভগ্নখড়্গৌ মহীং গতৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামুভাবপি বলান্বিতৌ॥ ৩
বাহুকণ্টকযুদ্ধেন তস্য কর্ণোঽথ যুধ্যতঃ
বিভেদ সন্ধিং দেহস্য জরয়া শ্লেষ্মিতস্য হি॥ ৪
স বিকারং শরীরস্য দৃষ্ট্বা নৃপতিরাত্মনঃ।
প্রীতোঃ স্মীত্যব্রবীৎ কর্ণং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ॥ ৫
প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ।
অঙ্গেষু নরশার্দূল স রাজাঽভূন্মহীং সপত্নজিৎ॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

[কর্ণের বল ও পরাক্রমবর্ণন, তাহার দ্বারা জরাসন্ধের পরাজয় এবং জরাসন্ধ কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গদেশস্থ মালিনী নগরীর রাজ্য প্রদান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বলের খ্যাতি শ্রবণ করত মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য তাহাকে আহ্বান করিল। ১

ইহারা উভয়েই দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিল। ইহাদের দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ইহারা তখন পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল। ২

ইহাতে দুই জনেরই বাণ ক্ষীণ হইয়া যাইল, খড়্গ ছিন্ন হইল এবং তূণীরাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইল তখন এই দুই বলশালী বীর ভূতলে অবস্থান করত বাহুদ্বয় দ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩

কর্ণ বাহুকণ্টক যুদ্ধের দ্বারা ("একাং ভক্ত্বা পরাক্রম্য পরামৃজ্য পাট্যতে। কেতকীপত্রসঙ্কাশৈর্যুদ্ধং তদ্ বাহুকণ্টকম্"।) জরানাম্নী রাক্ষসী কর্তৃক যুক্ত যুদ্ধপরায়ণ জরাসন্ধের দেহের সন্ধিস্থান ভেদ করিতে আরম্ভ করিল। ৪

রাজা জরাসন্ধ নিজের শরীরের বিকারকে দেখিয়া শত্রুতার ভাব দূর করিয়া কর্ণকে বলিল,—আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। ৫

জরাসন্ধ প্রীতি সহকারে কর্ণকে এই সময় অঙ্গদেশের মালিনী নগরী প্রদান করিল। নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুজয়ী কর্ণ এই সময় হইতেই অঙ্গদেশের রাজা হইয়াছিল। তাহার পর দুর্যোধনের অনুমতি অনুসারে শত্রু-সৈন্যহন্তা কর্ণ চম্পানগরী—চম্পারণদেশও পালন করিতে লাগিল। এ সব বৃত্তান্তই তুমি জান। ৬-৭

এইভাবে কর্ণ নিজের অস্ত্রসকলের প্রতাপে সমস্ত ভূমণ্ডল মধ্যে বিখ্যাত হইল। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তোমাদের হিতের জন্য কর্ণের নিকট তাহার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ৮

দৈবমায়ায় মোহিত কর্ণ নিজের শরীরেরই সহিত উৎপন্ন দিব্য কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিল। ৯

এইভাবে জন্মের সহিত উৎপন্ন কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়হীন হইয়া যাওয়ায় কর্ণকে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে বধ করিয়াছে। ১০

প্রথমতঃ তাহাকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মহাত্মা পরশুরাম শাপদান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ সে নিজেও কুন্তীর অন্য চার পুত্রকে বধ করিবে না বলিয়া বর দিয়াছিল। তৃতীয়তঃ ইন্দ্র মায়া দ্বারা কর্ণের কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ মহারথী যোদ্ধা গণনা করিবার সময় ভীষ্ম তাহাকে

কুবেরস্য দেবরাজস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
কৃপস্য দ্রোণস্য চৈব কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৩
অস্ত্রাণি দিব্যান্যাদায় যুধি গাণ্ডীবধন্বনা ।
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণো দিবাকরসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪

এবং শত্রুস্তব ভ্রাতা বহুভিশ্চাপি রক্ষিতঃ
ন শোচ্যঃ পুরুষব্যাঘ্র যুদ্ধেন নিধনং গতঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণবীর্যকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

অপমান পূর্বক বারংবার অধঃশরই বলিয়াছিল পরন্তু শল্যের নিকট হইতেও যুদ্ধকালীন তাহার ভেদ নষ্ট করিবার প্রয়াস হইয়াছিল এবং ষষ্ঠ কারণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নীতিও কর্ণের প্রতিকূলে ছিল—এই সব কারণেই কর্ণ পরাজিত হইয়াছে ॥ ১১-১২

অন্যদিকে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ওজ, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণাচার্য ও মহাত্মা কৃপাচার্যের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছিল সেইজন্য যুদ্ধে অর্জুন সূর্যতুল্য তেজস্বী সূর্যপুত্র কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ১৩-১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে তোমার ভ্রাতা কর্ণ শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, বহু লোকে তাহাকে প্রতারিতও করিয়াছে, ইহাতেই সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে অতএব এই কর্ণ শোকের যোগ্য নহে ॥ ১৫

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসন-পর্বে কর্ণের পরাক্রম কথন-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, কুন্তীদেব্যা তস্মৈ প্রবোধদানম্, স্ত্রীভ্যো যুধিষ্ঠিরস্য শাপদানঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতাবদুক্ত্বা দেবর্ষির্বিররাম স নারদঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজর্ষিপ্রবরো শোকপরিপ্লুতঃ ॥ ১
তং দীনমনসং বীরং শোকোপহতমাতুরম্ ।
নিঃশ্বসন্তং যথানাগং পর্যাকুলনয়নং তথা ॥ ২
কুন্তী শোকপরীতাঙ্গী দুঃখোপহতচেতনা ।
অব্রবীন্মধুরাভাষা কালে বচনমর্থবৎ । ৩
যুধিষ্ঠির মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ।
জহি শোকং মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চেদং বচো মম । ৪
যাচিতঃ স ময়া পূর্বং ভ্রাত্রা জ্ঞাপয়িতুং তব
ভাস্করেণ চ দেবেন পিত্রা ধর্মভৃতাং বর ॥ ৫
যথাচ্যং হিতকামেন সুহৃদা হিতমিচ্ছতা ।
তথা দিবাকরেণোক্তঃ স্বপ্নান্তে মম চাগ্রতঃ ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, কুন্তীদেবীর ইঁহাকে প্রবোধদান এবং স্ত্রীগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের শাপদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ নীরব হইলেন, কিন্তু রাজর্ষি যুধিষ্ঠির শোকমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১

ইঁহার মন তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া উঠিল । তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । এই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল । বীর যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থা দেখিয়া কুন্তীর সর্বাঙ্গে শোকে পরিব্যাপ্ত হইল । তিনি যেন দুঃখে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন । তারপর তিনি মধুরভাষায় সময়োপযোগী এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন ॥২-৩

মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! কর্ণের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয় । মহাপ্রাজ্ঞ ! শোক পরিত্যাগ কর এবং আমার এই কথা শ্রবণ কর ॥ ৪

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! আমি প্রথমে কর্ণকে এই বিষয় বলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতা । তাহার পিতা ভগবান্ সূর্যদেব কর্তৃক সে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫

হিতকামী এক হিতৈষী সুহৃদের যাহা কিছু বলা প্রয়োজন, উহা ভগবান্ সূর্য তাহাকে স্বপ্নে এবং আমার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন ॥ ৬

ন চৈনমশকদ্ ভাতুরহং বা স্নেহকারণৈঃ
পুরা প্রত্যানেতুং বা নেতুং বাপোহিতা ত্বয়া ॥ ৭
ততঃ কালপরীতঃ স বৈরস্যোদ্ধরণে রতঃ।
প্রতীপকারী মূঢ়াত্মমিতি চোপেক্ষিতো ময়া
ইত্যুক্তো ধর্মরাজস্তু মাত্রা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ।
উবাচ বাক্যং ধর্মাত্মা শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। ৯
তবত্যা গূঢ়মন্ত্রত্বাৎ পীড়িতোঽস্মীত্যুবাচ তাম্ ॥ ১০
শশাপ চ মহাতেজাঃ সর্বলোকেষু যোষিতঃ।

কিন্তু ভগবান্ দ্বৈপায়ন ও আমি আমরা উভয়েই স্নেহের কারণ দেখাইয়া স্বপক্ষে আনিতে বা তোমাদের সহিত মিলন করাইতে সফল হইতে পারি নাই। ৭

তদনন্তর সে কালের বশীভূত হইয়া শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তোমাদের বিপরীতই সকল কার্য করিতে আরম্ভ করিল এই সব দেখিয়া আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। ৮

মাতা কুন্তী এই কথা বলিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, শোকে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং ধর্মাত্মা কৃপাল তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—মাতঃ! আপনি আপনার এই গোপনীয় বিষয়কে গুপ্ত রাখিয়া আমাকে

ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তীত্যেবং দুঃখসমন্বিতঃ ॥ ১১
স রাজা পুত্র-পৌত্রাণাং সম্বন্ধিসুহৃদাং তদা।
স্মরন্ বিমনসো বভূবোদ্বিগ্নচেতনঃ ॥ ১২
ততঃ শোকপরীতাত্মা সধূম ইব পাবকঃ।
নির্বেদমগমদ্ ধীমান্ রাজা সন্তাপপীড়িতঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি শ্রীশাপে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

অভিশয় কষ্ট দিয়াছেন। ৯-১০

তার পর মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জগতের সমস্ত স্ত্রীগণকে এই অভিশাপ দিলেন যে, আজ হইতে কোন স্ত্রী নিজের মনে কোন গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে পারিবে না। ১১

রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় নিজের পুত্র, পৌত্র, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্গণের কথা স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। ১২

তাহার পর শোকে ব্যাকুলচিত্ত বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির সন্তাপে পীড়িত হইয়া ধূমযুক্ত অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে জ্বলিতে লাগিলেন এবং জীবন হইতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শ্রীশাপের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জুনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য খেদপ্রকাশঃ, রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং গন্তুং প্রস্তাবোত্থাপনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা শোকব্যাকুলচেতনঃ ।
চুক্রোশ দুঃখসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা কর্ণং মহারথম্ ॥ ১

আবিষ্টো দুঃখশোকাভ্যাং নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ
পৃষ্টার্জুনমুবাচেদং বচনং শোককর্শিতঃ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নষ্টেক্ষ্বাকুচরিতাম্ বৃষ্ণ্যন্ধকপুরে বরম্ ।
জ্ঞাতীন্ নিষ্পুরুষান্ কৃত্বা নেয়াঃ প্রাপ্যাম দুর্গতিম্ ॥ ৩

অমিত্রা নঃ সমৃদ্ধার্থা বৃত্তার্থাঃ কুরবঃ কিল ।
আত্মানমাত্মনা হত্বা কিং ধর্মফলমাপ্নুমঃ ॥ ৪

বিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং বিগস্তু বলপৌরুষম্ ।
বিগস্বধর্মং যেনেমামাপদং গমিতা বয়ম্ ॥ ৫

সাধু ক্ষমা দমঃ শৌচং বৈরাগ্যং চাপ্যমৎসরঃ ।
অহিংসা সত্যবচনং নিত্যানি বনচারিণাম্ ॥ ৬

বয়ং তু লোভান্মোহাচ্চ হস্তুং মানঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা রাজ্যলাভবুভুৎসয়া ॥ ৭

ত্রৈলোক্যস্যাপি রাজেন্দ্র নাস্মান্ কশ্চিৎ প্রহর্ষয়েৎ ॥৮
বান্ধবান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা পৃথিব্যাঃ বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৮

তে বয়ং পৃথিবীহেতোরবধ্যান্ পৃথিবীশ্বরান্ ।
সম্পরিত্যজ্য জীবামো হীনার্থা হতবান্ধবাঃ ॥ ৯

আমিষে গৃধ্যমানানামশুভং বৈ শুনামিব ।
আমিষং চৈব নো হীষ্টমামিষস্য বিসর্জনম্ ॥ ১০

ন পৃথিব্যা সকলয়া ন সুবর্ণস্য রাশিভিঃ ।
ন গবাশ্বেন সর্বেণ তে ত্যাজ্যা ন ইমে হতাঃ ॥ ১১

সপ্তম অধ্যায় ।

[অর্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল । তিনি মহারথী কর্ণের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া শোকে নিমজ্জিত হইলেন ॥ ১

দুঃখে ও শোকে আবিষ্ট হইয়া তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অর্জুনকে দর্শন করত শোকে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন । ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন ! যদি আমরা বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের নগরী দ্বারকায় যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবননির্বাহ করিতাম, তবে আজ নিজেদের জ্ঞাতিবর্গকে নির্বংশ করিয়া আমাদের এই দুর্দশাপ্রাপ্তি হইত না ॥ ৩

আমাদের শত্রুদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে (কারণ, তাহারা আমাদের কুলের বিনাশ দেখিয়া আনন্দিত হইবে) । কৌরবগণের প্রয়োজন ত' তাহাদের জীবনের সহিতই শেষ হইয়া গিয়াছে । আত্মীয়স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং নিজেদের হত্যা করিয়া আমরা কোন্ ধর্মের ফললাভ করিব ? ৪

ক্ষত্রিয়ধর্মের আচার, বল, পুরুষার্থ এবং অধর্মকে ধিক্ ! কারণ আমরা আজ এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ৫

ক্ষমা, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম, বাহ্য এবং আন্তর শুদ্ধি, বৈরাগ্য, ঈর্ষা না করা, অহিংসা ও সত্যভাষণ—এই সব বনবাসীদিগের নিত্য ধর্মই শ্রেষ্ঠ । ৬

আমরা লোভে এবং মোহবশতঃ রাজ্যলাভের সুখ অনুভব করিবার ইচ্ছায় বন্ধু ও আত্মীয়গণের প্রাণ গ্রহণ করত এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি । ৭

যখন আমরা পৃথিবীকে জয় করিতে অভিলাষী নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণকে নিহত হইতে দেখিলাম, তখন ত্রৈলোক্যের রাজ্যপ্রদান করিয়া আমাদের কেহই আনন্দিত করিতে পারিবে না ॥ ৮

হায় ! আমরা এই তুচ্ছ পৃথিবীর জন্য অবধ্য রাজাদিগকেও বধ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত বন্ধু-বান্ধবহীন হইয়া অর্থশূন্য ব্যক্তির ন্যায় জীবনধারণ করিতেছি । ৯

যেরূপ মাংসলোভী কুকুরেরা অশুভ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজ্যে আসক্ত আমরাও অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব আমাদের পক্ষে দ্যূতমূলা রাজ্যলাভ করা অভীষ্ট নহে, পরন্তু উহা পরিত্যাগ করাই অভীষ্ট হওয়া উচিত । ১০

এই যে আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ নিহত হইয়াছে, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ পৃথিবী, রাশি রাশি সুবর্ণ ও সমুদয় গোধন এবং বহু অশ্বের বিনিময়েও উচিত হইবে না । ১১

কাম-মন্যুপরীতাস্তে ক্রোধ-হর্ষসমন্বিতাঃ
মৃত্যুযানং সমারুহ্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১১
বহুকল্যাণসংযুক্তানিচ্ছন্তি পিতরঃ সুতান্
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন চ তিতিক্ষয়া ॥ ১৩
উপবাসৈস্তথেজ্যাভির্ব্রতকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
সম্ভৃতা মাতরো গর্ভান্ মাসান্ দশ চ বিভ্রতি ॥ ১৪
যদি স্থাস্যন্তি প্রজায়ন্তে জাতা জীবন্তি বা যদি।
সম্ভাবিতা জাতবলাস্তে দদ্যুর্যদি নঃ সুখম্ ॥ ১৫
ইহ চামুত্র চৈবেতি কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।
তাসামেষঃ সমুদ্যোগো নির্বৃত্তঃ কেবলোঽফলঃ ॥ ১৬
যদাসাং নিহতাঃ পুত্রা যুধানো মুষ্টকুণ্ডলাঃ।
অভুক্ত্বা পার্থিবান্ ভোগানৃণাঙ্গনপরায় চ ॥ ১৭
পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১৮

তাহারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত ছিল, হর্ষ এবং রোষে আবিষ্ট ছিল, অতএব মৃত্যুরূপী রথে আরোহণ করত যমলোকে চলিয়া গিয়াছে। ১২

সকল পিতার তপস্যা, ব্রহ্মচর্যপালন, সত্যভাষণ এবং তিতিক্ষা আদি সাধনসমূহের দ্বারা বহুবিধ কল্যাণময় গুণসমূহে যুক্ত অনেক পুত্র লাভ করিতে চান। ১৩

এইরূপ সকল মাতাই উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত, কৌতুক ও মঙ্গলময় কৃত্যসমূহের দ্বারা উত্তম পুত্রের কামনা করিয়া দশ মাস পর্যন্ত নিজের গর্ভ ধারণ-পোষণ করেন। তাঁহাদের সকলেরই ইহাই উদ্দেশ্য যে, যদি কুশলতার সহিত পুত্র জন্মলাভ করে, জন্মগ্রহণের পর যদি জীবিত থাকে এবং বলবান্ হইয়া যদি সদ্ভাবিত গুণসমূহে সম্পন্ন হয়, তবে আমাদের ইহলোক ও পরলোকে সেই পুত্র সুখদান করিবে। এইরূপ সেই দীনা মাতৃগণ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ১৪-১৫½

কিন্তু তাঁহাদের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে কারণ, আমরা সেই মাতৃগণের বিশুদ্ধ সুবর্ণময় কুণ্ডলে বিভূষিত নবযুবক পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি। তাহারা ভূলোকের ভোগ-সমূহ উপভোগ করিবার সুযোগ না পাইয়াই এবং দেবঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইয়াই যমালয়ে গমন করিয়াছে। ১৬-১৮

এই সব রাজাদের মাতা ও পিতা যখন ইহাদের উপার্জিত ধন এবং রত্নাদি উপভোগের আশা করিতেছিলেন, তখনই ইহারা সকলে নিহত হইল। ১৯

যেষামস্ত পিতরৌ জাতকামাবুভাবপি।
লব্ধাতপনরত্নেষু তেষেব নিহতা নৃপাঃ ॥ ১৯
সংযুক্তাঃ কাম-মন্যুভ্যাং ক্রোধহর্ষসমন্বিতাঃ।
ন তে ফলমবাপ্নুবন্তি ভোক্তারো জাতু কর্হিচিৎ ॥ ২০
পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ হতা এব হি যে হতাঃ।
ন চেৎ সর্বানয়ং লোকঃ পশ্যেৎ স্বেনৈব কর্মণা ॥ ২১
বয়মেবাস্য লোকস্য বিনাশে কারণং স্মৃতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেষু তৎ সর্বং প্রতিপৎস্যতি ॥ ২২
সদৈব নিকৃতিপ্রজ্ঞো দ্বেষ্টা মায়োপজীবনঃ।
মিথ্যাবিনীতঃ সততমস্মাসূপকারিষু ॥ ২৩
ন সকামা ময়ং তে চ ন চাস্মাভির্ন তৈর্জিতম্।
ন তৈর্ভুক্তেরমবনির্ন নার্যো গীতবাদিতম্ ॥ ২৪
নামাত্য-সুহৃদাং বাক্যং ন চ শ্রুতবতাং শ্রুতম্।
ন রত্নানি পরার্ধ্যানি ন ভূমির্ভুবিপালয়ঃ ॥ ২৫

যে সব ব্যক্তি কামনা ও ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া ক্রোধ এবং হর্ষবশতঃ নিজের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে, তাহারা কখনও কোথাও অন্যত্রেও ইহলোকের ফল ভোগ করিতে পারে না। ২০

পাঞ্চাল ও কৌরবদের যে সব বীর নিহত হইয়াছে : তাহারা ত' নিহতই হইয়াছে : তাহা না হইলে এই জগৎ দেখিত যে, এই সব বীরগণ নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা কিরূপ উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ২১

আমরাই এই জগতের বিনাশের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছি, কিন্তু ইহার সমগ্র দোষ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের উপরেই পতিত হইবে। ২২

আমরা কখনও কোনও অপরাধ করি নাই, তথাপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর সর্বদা দ্বেষ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি নিরন্তর আমাদের প্রতারিত করিবার জন্যই চিন্তাবিষ্ট থাকিত। তিনি মায়া আশ্রয় করিয়া থাকিতেন এবং মিথ্যাই বিনয় অথবা নম্রতা দেখাইতেন। ২৩

এই যুদ্ধে আমাদের কামনাও সফল হইল না এবং সেই কৌরবদেরও মনোরথ সিদ্ধ হইল না, স্ত্রীগণের মুখ দেখিতে পাইল না এবং গীতবাদ্যেরও আনন্দ ভোগ করিবার অবসর আসিল না।

মন্ত্রী, সুহৃদ্ ও বেদ-শাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের বাক্যও তাহারা শ্রবণ করে নাই। বহুমূল্য রত্ন, পৃথিবীর রাজ্য এবং ধনের আয়—এই সকলেরও সুখভোগ করিতে তাহারা পারিল না। ২৪-২৫

অস্মদ্দ্বেষেণ দুষ্টাত্মা সুখং ন ক্ষেত্স্যতি।
ঋদ্ধিমন্তং তু তাং দৃষ্ট্বা বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৬
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নৃপতিঃ সৌবলেন নিবেদিতঃ।
তং পিতা পুত্রগৃদ্ধিত্বাদনুমেনেঽনয়ে স্থিতঃ ॥ ১৭
অনপেক্ষ্যৈব পিতরং গাঙ্গেয়ং বিদুরং তথা।
অসংশয়ং ক্ষয়ং রাজা যযৈবাহং তথাগতঃ ॥ ১৮
অনিয়ম্যাশুচিং মূঢ়ং পুত্রং কামবশানুগম্
যশসঃ পতিতো দীপ্তাদ্ ভ্রাতরিত্বা সহোদরান্ ॥ ১৯
ইমৌ হি যুদ্ধ্বা শোকাগ্নৌ প্রক্ষিপ্য স সুযোধনঃ
অস্মৎপ্রদ্বেষসংযুক্তঃ পাপবুদ্ধিঃ সদৈব হ ॥ ৩০
কো হি বন্ধুঃ কুলীনঃ সংস্তথা ব্রূয়াৎ সুহৃজ্জনে
যথাসাববদদ্ বাক্যং যুযুৎসুঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৩১
আত্মনো হি বরং দোষাদ্ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রদহন্তো দিশঃ সর্বা ভাস্বরা ইব তেজসা ॥ ৩২

সোঽয়ং ধৈরপুরুষো দুর্মতিঃ প্রগ্রহং গতঃ
দুর্যোধনকৃতে ক্ষেত্তৎ কুলং নো বিনিপাতিতম্ ॥ ৩৩
অবধ্যানাং বধং কৃত্বা লোকে প্রাপ্তাঃ স্ম বাচ্যতাম্।
কুলসান্তানকরণং দুর্মতিং পাপপুরুষম্ ॥ ৩৪
রাজা রাষ্ট্রেশ্বরং কৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽনু শোচতি
হতাঃ শূরাঃ কৃতং পাপং বিষয়ং নো বিনাশতঃ। ৩৫
হত্বা নো বিগতো মন্যুঃ শোকো মাং কুরুতে বশম্
ধনঞ্জয় কৃতং পাপং কথং নেনোপধক্ষ্যতে ॥ ৩৬
খ্যাপনেনানুতাপেন দানেন তপসাপি বা
নিবৃত্ত্যা তীর্থগমনাচ্ছ্রুতি-স্মৃতিচোদনেন বা ॥ ৩৭
ত্যাগবাংশ্চ পুনঃ পাপং বালঃকর্তুমিতি শ্রুতঃ
ত্যাগবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ নাপ্নোতীতি শ্রুতির্যথা ॥ ৩৮
প্রাপ্তবর্ষী কৃতমতির্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
স ধনঞ্জয় নির্দ্বন্দ্বো মুনির্জ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৩৯

দুর্যোধন আমাদের প্রতি দ্বেষ করায় সদা সদর্প থাকিয়া এজগতে সুখলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের নিকটে সেইরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার দেহকান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে চিন্তা শুকাইয়া গিয়া হরিদ্বর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৬

সুবলপুত্র শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের এই অবস্থার কথা জানাইয়া ছিলেন। পুত্রের প্রতি অধিক আসক্ত হওয়ায় পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্যায় পথ অবলম্বন করত তাহার ইচ্ছা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি নিজ পিতা (পিতামহ) গঙ্গানন্দন ভীষ্ম এবং ভ্রাতা বিদুরের অভিমত জানিবারও ইচ্ছা করেন নাই ॥ ১৭॥

তাঁহার এই দুর্নীতির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেরূপ আজ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৮

তিনি নিজের অপবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ লোভী এবং কামাসক্ত পুত্রকে সর্বদেশী রাখায় দুর্যোধন তাহার সহোদর ভ্রাতৃগণকে বধ করাইয়া স্বয়ংও উজ্জ্বল যশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৯

আমাদের সর্বদা দ্বেষকারী পাপবুদ্ধি দুর্যোধন এই দুই যুদ্ধকে শোকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ॥ ৩০

সন্ধির স্থাপন করাইতে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া দুর্যোধন যে সব কথা বলিয়াছিল, সেইরূপ কোন বাক্য বন্ধু ও কুলীন হইয়া নিজের কোন সুহৃৎকে লক্ষ্য করত কেহ বলিতে পারে ? ৩১

আমরা জেদে প্রকাশিত সমস্ত নিষ্কলঙ্ক যেন আগ্নে ঝরাইয়া দিয়াছি এবং নিজেরাই দোষে চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছি ॥

আমাদের প্রতি শত্রুতার মূর্তিমান্ স্বরূপ এই দুর্মতি দুর্যোধন পূর্ণতঃ বন্ধনগ্রস্তই হইয়াছে। দুর্যোধনের জন্যই আমাদের এই কুলের পতন হইয়াছে ॥ ৩২-৩৩

আমরা অবধ্য নরপতিদিগকে বধ করিয়া ফলতে নিন্দার পাত্র হইয়াছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কুলের বিনাশকারী দুর্মতি ও পাপাত্মা দুর্যোধনকে এই রাষ্ট্রের রাজা করিয়া আজ শোক করিতেছেন ॥ ৩৪॥

আমরা বীরবর যোদ্ধাগণকে বধ করিয়াছি, ইহাতে পাপই করিয়াছি এবং নিজেদেরই দেশকে বিনাশ করিয়াছি। শত্রু দিগকে বধ করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে, কিন্তু এই শোক আমাকে নিরন্তর ঘিরিয়া আছে ॥ ৩৫॥

ধনঞ্জয়! কৃত পাপের বিষয় বলিলে, শুভ কর্ম করিলে, দান ও তপস্যা করিলে পর কৃত পাপ নষ্ট হয় ॥ ৩৬॥

নিবৃত্তিপরায়ণ হইলে, তীর্থযাত্রা করিলে, বেদাদি শাস্ত্রসকলের বিধি অনুসারে অধ্যয়ন এবং জপের দ্বারাও পাপ দূরীভূত হয়। এই শ্রুতিবাক্য আছে যে, ত্যাগী পুরুষ পাপ করিতে পারেন না এবং তিনি জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনেও আবদ্ধ হন্ না ॥ ৩৭-৩৮

ধনঞ্জয়! তিনি মোক্ষের পথ লাভ করেন এবং জ্ঞানী, স্থির মতি ও দ্বন্দ্বরহিত মুনি হইয়া সেই সময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥ ৩৯

বনমাসাদ্য বঃ সর্বান গমিষ্যামি পরন্তপ
ন হি কৃৎস্নতমো ধর্মঃ শক্যঃ প্রাপ্তুমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪০
পরিগ্রহবতা তস্মে প্রত্যক্ষমরিসূদন।
ময়া নিসৃষ্টঃ পাপঃ হি পরিগ্রহমতীপতা ॥ ৪
ভয়ক্ষয়নিমিত্তঞ্চ প্রাপ্তুং শক্যমিতি শ্রুতিঃ
স পরিগ্রহমুৎসৃজ্য কৃৎস্নঃ রাজ্যঃ সুখানি চ ॥ ৪২
গমিষ্যামি বিনির্মুক্তো নির্মমঃ কৃচিৎ।
প্রশাধি ত্বমিমাবুর্বীং ক্ষেমাং নিহতকণ্টকাম্ ॥ ৪৩
ন মমার্থোঽস্তি রাজ্যেন ভোগৈর্বা কুরুনন্দন।
এতাবদুক্ত্বা বচনং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উপারমৎ ততঃ পার্থঃ কনীয়ানভ্যভাষত ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরপরিদেবনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শত্রুতাপন অর্জুন আমি তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে গমন করিব শত্রুসূদন! শ্রুতি বলিয়াছেন, সংগ্রহ ও পরিগ্রহে সংযুক্ত মানুষ পূর্ণতম ধর্ম (পরমাত্মার দর্শন) লাভ করিতে পারে না। ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি ॥ ৪০-৪

আমি পরিগ্রহের (রাজ্য ও ধনসংগ্রহের) কামনাবশতঃ কেবল পাপ কার্যই করিয়াছি যাহা ভয় ও মৃত্যুরই মূল কারণ। পরিগ্রহের দ্বারাই পাপই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭১-৪২

অতএব আমি পরিগ্রহ ত্যাগ করত সম্পূর্ণ রাজ্য এবং ইহার সুখও পরিহার পূর্বক মমতাশূন্য, শোক ও মমতাহীন হইয়া বনে চলিয়া যাইব ॥ ৪২-৪

কুরুনন্দন! তুমি এই নিষ্কণ্টক ও কল্যাণময় পৃথিবীকে শাসন কর। আমার রাজ্য ও ভোগে কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ৪৩-৪

এই কথা বলিয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নীরব হইলেন। তখন কুন্তীর কনিষ্ঠপুত্র অর্জুন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জুনেন যুধিষ্ঠিরস্য মতখণ্ডনপূর্বকং বনস্য মহত্ত্বকথনম্, রাজধর্মপালনায়োৎসাহঃ প্রদায় যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্তুং প্রেরণাদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথার্জুন উবাচেদমধিক্ষিপ্ত ইবাক্ষমী
অতিনীততরং বাক্যং দৃঢ়বাদপরাক্রমঃ ॥ ১
দর্শয়ন্নৈন্দ্রিরাত্মানমুগ্রমুগ্রপরাক্রমঃ।
স্মরমাণো মহাতেজাঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ২

অর্জুন উবাচ

অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো বৈক্লব্যমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বামানুষং কর্ম ত্যাক্ষ্যাঃ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৩
শত্রূন্ হত্বা মহীং লব্ধ্বা স্বধর্মেণোপপাদিতাম্।
এবংবিধং কথং সর্বং ত্যাক্ষ্যা বুদ্ধিলাঘবাৎ ॥ ৪

অষ্টম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের মত খণ্ডনপূর্বক বনের মহত্ত্ব কথন এবং রাজধর্ম পালন করিতে উৎসাহদান পূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন সেইভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, যেন তাঁহাকে কেহ নিন্দা পূর্বক তিরস্কার করিয়াছেন। ইনি কথা-বার্তা বলিতে বা পরাক্রম দেখাইতে কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হন্ না। ইহার পরাক্রম অতিশয় উগ্রতর ছিল। এই মহাতেজস্বী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের উগ্র রূপের পরিচয় দান করিতে করিতে এবং দুই ওষ্ঠপার্শ লেহনপূর্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে সেইভাবে পূর্বযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি কোন রসকে অতিক্রম করিতেছেন ॥ ১-২

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! ইহা ত' অতিশয় দুঃখ ও গুরুতর কষ্টের বিষয়। আপনার বিহ্বলতা ত' শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য এই যে, আপনি অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করত প্রাপ্ত এই সর্বোত্তম রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ৩

আপনি শত্রুদিগকে সংহার করিয়া এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই রাজলক্ষ্মী আপনি আপনার ধর্মানুসারেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ যাহা কিছু আপনার অধীনে আসিয়াছে, সেই সব আপনি কেন আপনার অল্পবুদ্ধির জন্য ত্যাগ করিতেছেন? ॥

ক্লীবস্য হি কুতো রাজ্যং দীর্ঘসূত্রস্য বা পুনঃ।
কিমর্থঞ্চ মহীপালানবধীঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৪

যো হ্যাত্মজীবিবেদ্ বৈক্ষ্যং কর্মণা নৈব কস্যচিৎ
সমারম্ভান্ বৃভুষেত হতস্বস্তিরকিঞ্চনঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতো ন পুত্রপশুসংহিতঃ ॥ ৬
কাপালীং বৃত্তিমাসাদ্য জীবতঃ
সন্ত্যজ্য রাজ্যমুদ্ধৃতং কে লোকেঽস্মিং কিং বদিষ্যন্তি ॥৭
সর্বারম্ভান্ সমুৎসৃজ্য হতস্বস্তিরকিঞ্চনঃ।
কস্মাদাশংসসে ভৈক্ষ্যং কর্তুং প্রাকৃতবৎ প্রভো ॥ ৮
অস্মিন্ রাজকুলে জাতো ভিত্ত্বা কৃৎস্নাং বসুন্ধরাম্
ধর্মার্থাববিলো হিত্বা বনং মোহাৎ প্রতিষ্ঠসে ॥ ৯
যদীমানি হরীংষ্যেহ বিমথিষ্যন্ত্যসাধবঃ।
ভবতা বিপ্রহীণানি প্রাপ্তং ত্বামেব কিল্বিষম্ ॥ ১০

জগতে নপুংসক বা অলস ব্যক্তি কিরূপে রাজ্য লাভ করিতে পারে? যদি আপনি ইহাই করিবেন, তবে কেন ক্রোধে বিহ্বল হইয়া এত রাজাকে বধ করিলেন ও করাইলেন? ৪

যাহার কল্যাণের উপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যাহার জগতে কোনও সম্পত্তি নাই এবং যে নিজের অসামর্থ্যবশতঃ পরাক্রমের দ্বারা কাহারও রাজ্য বা ধন লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে পারে না, সেই ব্যক্তিরই ভিক্ষা করিয়া জীবন-নির্বাহ করিবার কামনা করা উচিত। ৬

হে নৃপ! যখন আপনি এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্বক গৃহে গৃহে ভিক্ষা করত নীচাতিনীচ বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন নির্বাহ করিতে থাকিবেন, তখন মানুষ আপনাকে কি বলিবে? ৭

প্রভো! আপনি এই সমস্ত উদ্যোগ পরিত্যাগ করত কল্যাণহীন ও অকিঞ্চন সাধারণ পুরুষের ন্যায় ভিক্ষা করিতে কেন অভিলাষ করিতেছেন? ৮

এই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করত সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়া এখন সম্পূর্ণ অর্থ ও ধর্ম উভয়ই পরিত্যাগ পূর্বক আপনি মোহবশতই বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ৯

যদি আপনি ত্যাগ করিলে পর যজ্ঞের এই সঞ্চিত সামগ্রী সমূহ দুষ্ট মনুষ্যগণ নষ্ট করিয়া দেয়, তবে সেই পাপ আপনারই হইবে (অর্থাৎ আপনি যাগ-যজ্ঞ ছাড়িয়া দিলেন, অতএব আপনাকে অধর্ম মানিয়া অন্য ব্যক্তিগণও এই কর্মে উদাসীন হইয়া পড়িবে, এই অবস্থায় ধর্মকার্যের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে এবং সেই দোষ আপনার উপরেই পতিত হইবে।)। ১০

আকিঞ্চন্যং মুনীনাঞ্চ ইতি বৈ নহুষোঽব্রবীৎ।
কৃত্বা নৃশংসং দ্বাবন্যে ধিগস্তু ধনতামিমম্ ॥ ১১
অবস্তনমুনীণাং হি বিদ্যতে বেদ তদ্ ভবান্
নৃ ত্বিমং ধর্মমিত্যাহুর্ধনাদেষ প্রবর্ততে ॥ ১২
ধনং সংহরতে তস্য ধনং হরতি যস্য সঃ।
ত্রিয়মাণে ধনে রাজন্ বয়ং কস্য ভবেমহি ॥ ১৩
অভিশপ্তং প্রশংসন্তি দরিদ্রং পার্থিবং ভুবি।
দরিদ্রঃ পাতকঃ লোকে ন তচ্ছংসিতুমর্হতি ॥ ১৪
পতিতঃ শোচ্যতে রাজন্ নির্ধনশ্চাপি শোচ্যতে
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতস্যাধনস্য চ ॥ ১৫
অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ সম্ভৃতেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ১৬

অর্থাদ্ ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা স্বর্থং ন সিধ্যতি ॥ ১৭
অর্থেন হি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ১৮
ধনাদ্যস্যাস্তি মিত্রাণি ধনাদ্যস্যাস্তি বান্ধবাঃ
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥১৯
অধনেনার্থকামেন শক্যো বিদ্বিৎসিতুম্
অর্থৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ ॥ ২০
ধর্মঃ কামশ্চ স্বর্গশ্চ হ্রীঃ ক্রোধঃ শ্রুতং দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ ॥২১
ধনাৎ কুলং প্রভবতি ধনাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ধতে
নাধনস্যাস্ত্যয়ং লোকো ন পরঃ পুরুষোত্তম ॥ ২২
নাধনো ধর্মকৃত্যানি যথাবদনুতিষ্ঠতি।

হে নরাধিপ! ধন হইতেই ধর্ম, কাম ও স্বর্গ লাভ হয়। সকল লোকের জীবননির্বাহও বিনা ধনে হইতে পারে না। ১৭

যেরূপ গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল শুকাইয়া যায়, সেইরূপ ধনহীন ও মন্দবুদ্ধি মানুষের সমস্ত কার্যও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ১৮

যাহার নিকট ধন আছে, তাহার বহু মিত্রলাভ হয়। যাহার ধন আছে, তাহার বহু বন্ধুও থাকে। জগতে যাহার ধন আছে, তাহাকে পুরুষ বলা হয় এবং যাহার নিকট ধন থাকে, তাহাকে জ্ঞানী পুরুষও বলা হয়। ১৯

নির্ধন মানুষ যদি ধন অভিলাষ করে, তবে তাহার পক্ষে ধন সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে (কিন্তু ধনীর ধনলাভ অনায়াসসাধ্য হয়), যেরূপ বনমধ্যে এক হাতীর পশ্চাতে পশ্চাতে বহু হাতী আসিয়া থাকে, সেইরূপ ধনের দ্বারাই ধন আসিয়া বদ্ধ (সঞ্চিত) হয়। ২০

নরেশ্বর! ধনের দ্বারা ধর্মপালন, ভোগসামগ্রী, স্বর্গলাভ, হ্রী বৃদ্ধি, ক্রোধের সফলতা, শাস্ত্রসকল শ্রবণ ও অধ্যয়ন এবং শত্রুদমন—এ সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয়। ২১

ধনের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয় এবং ধন হইতেই ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুরুষোত্তম! নির্ধন মানুষের পক্ষে ইহলোকও সুখদায়ক হয় না এবং পরলোকও সুখপ্রদ হয় না। ২২

নির্ধন মানুষ ধর্মকার্যসকল সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেরূপ পর্বত হইতে নদী প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ধন হইতেই ধর্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ২৩

ধনাদ্ধি ধর্মঃ প্রভবতি শৈলাদ্রিব নদী যথা ॥ ২৩
যঃ কৃশার্থঃ কৃশগবঃ কৃশভৃত্যঃ কৃশাস্ত্রিযিঃ।
স বৈ রাজন্ কৃশো নাম ন শরীরকৃশঃ কৃশঃ
অবেক্ষস্ব যথান্যায়ং পশ্য দেবাসুরং যথা।
রাজন্ কিমঙ্গ জ্ঞাতীনাং বধাদ্ গৃধ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ২৫
ন হ্যেতদ্ভবান্মন্যস্য কথং তদ্ধর্মমাচরেৎ।
এতাবানেব বেদেষু নিশ্চয়ঃ কবিভিঃ কৃতঃ ॥ ২৬
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা।
সর্বথা ধনমাহার্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ ॥ ২৭
দ্রোহাদ্ দেবৈরবাপ্তানি দিবি স্থানানি সর্বশঃ
দ্রোহাৎ কিমঙ্গ জ্ঞাতীনাং গৃধ্যন্তে যেন দেবতাঃ ॥ ২৮
ইতি দেবা ব্যবসিতা বেদবাদাশ্চ শাশ্বতাঃ।
অধীয়তেঽধ্যাপয়ন্তে যজন্তে যাজয়ন্তি চ ॥ ২৯

রাজন্! যাহার নিকট ধন কৃশ (অল্প) আছে, যাহার গোধন অল্প, যাহার সেবকও অল্প এবং যাহার নিকট অতিথিগণের গমনাগমন অল্প হয়, বাস্তবিকপক্ষে সেই ব্যক্তিকেই কৃশ (দুর্ধন) বলা হইয়া থাকে। যে কেবল শরীরে কৃশ, উহাকে কৃশ বলা যায় না। ২৪

আপনি ন্যায়ানুসারে বিচার করুন এবং দেবতা ও অসুরগণের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। রাজন্! দেবতারা নিজেদের জ্ঞাতি ভ্রাতাদের বধ করা ব্যতীত আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন। (একই পিতার সন্তান বলিয়া দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর ভ্রাতা।) ২৫

যদি রাজার পক্ষে অন্যের ধন অপহরণ করা উচিত না হইবে, তবে তিনি ধর্মের অনুষ্ঠানে কিরূপে করিতে সমর্থ হইবেন? বেদশাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ রাজার পক্ষে ইহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, রাজা প্রতিদিন বেদসকলের স্বাধ্যায় করিবেন, বিদ্বান্ হইবেন, সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া ধনসঞ্চয় করিবেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ২৬-২৭

জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সহিত দ্রোহ করিয়াই দেবতারা স্বর্গলোকের সকল স্থানের উপরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। দেবগণ যেভাবে ধন ও রাজ্যলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, উহা জ্ঞাতি-দ্রোহ ব্যতীত আর কিইবা হইতে পারে? ২৮

ইহাই দেবগণের নিশ্চয় এবং ইহাই বেদসকলের চিরন্তন সিদ্ধান্ত। ধনের দ্বারা দ্বিজগণ অধ্যয়ন করেন ও অধ্যয়ন করান, ধনেরই দ্বারা যজ্ঞ করেন ও করান এবং রাজারা অপরকে যুদ্ধে জয়

কৃৎস্নং তদেব তচ্ছ্রেষ্ঠো যদপ্যাদদতেঽল্পতঃ।
ন পশ্যামোঽনপকৃতং ধনং কিঞ্চিৎ কচিদ্ বয়ম্ ॥ ৩০
এবমেব হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্।
ত্যক্ত্বা মমেয়ং ব্রুবতে পুত্রা ইব পিতুর্ধনম্ ॥ ৩১
রাজর্ষয়োঽপি তে স্বর্গ্যা ধর্মো হ্যেষাং নিরুচ্যতে।
যথৈব পূর্ণাদুদধেঃ স্যন্দন্ত্যাপো দিশো দশ ॥ ৩২
এবং রাজকুলাদ্ বিত্তং পৃথিবীঃ প্রতিতিষ্ঠতি।
আসীদিয়ং দিলীপস্য নৃগস্য নহুষস্য চ ॥ ৩৩
অম্বরীষস্য মান্ধাতুঃ পৃথিবী সা হরি স্থিতা।
সা ত্বাং দ্রব্যময়ো যজ্ঞঃ সম্প্রাপ্তঃ সর্বদক্ষিণঃ ॥ ৩৪

তং চেন্ন যজসে রাজন্ প্রাপ্তস্ত্বং রাজকিল্বিষম্।
যেষাং রাজাশ্বমেধেন যজতে দক্ষিণাবতা ॥ ৩৫
উপেত্য তস্যাববৃথে পূতাঃ সর্বে ভবন্তি তে।
বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্বমেধে মহামখে।
জুহাব সর্বভূতানি তথৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৬
শাশ্বতোঽয়ং তৃপ্তিপথো নাস্যান্তমনুশুশ্রুম।
মহান্ দশরথঃ পন্থা মা রাজন্ কৃপণং গমঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

করিয়া তাহারা ধন আহরণ করেন ও তাহার দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত শুভ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করেন। কোন রাজার নিকট আমি এরূপ ধন দেখিতে পাই না, যাহা অপরের অপকার না করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৯-৩০

এইরূপ সকল রাজাই এই পৃথিবীকে ভোগ করেন এবং ভোগ করিয়া বলেন যে, ইহা আমার, যেরূপ পুত্র পিতার ধনকে নিজের বলিয়া মনে করে ॥ ৩১

পূর্বকালে যাঁহারা রাজর্ষি ছিলেন এবং বর্তমানে যাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাও এইভাবেই রাজধর্মকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেরূপ পরিপূর্ণ মহাসাগর হইতে যেকোন দিকে উত্থিত হইয়া জল চারিদিকেই বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধন রাজাদিগের নিকট হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ॥ ৩২ ॥

পূর্বে এই পৃথিবী যাহার যাহার রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার অধিকারে ছিল, সেই পৃথিবী এখন আপনার অধীনে আসিয়াছে। অতএব আপনার সমক্ষে সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া প্রচুর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৩-৩৪

রাজন্! যদি আপনি যজ্ঞ না করেন, তবে আপনি সমস্ত রাজার পাপভাগী হইবেন। যে দেশের রাজা দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করেন, তাঁহার সেই যজ্ঞের সমাপ্তির পর সেই দেশের সকল মানুষ সেখানে আসিয়া অবভৃথ স্নান করত পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

সমগ্র বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, সেই মহাদেবও সর্বমেধনামক মহাযজ্ঞে সমস্ত ভূতগণকে এবং স্বয়ং নিজেকে আহুতি দিয়াছিলেন ॥ ৩৬

ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে কল্যাণের সনাতন পথ। ইহার কখনও অন্ত শুনা যায় না। রাজন্! ইহাই সেই সর্বোত্তম পথ, যাহা অবলম্বন করত রাজা দশরথ গমন করিয়াছেন। আপনি কুপথে গমন করিবেন না ॥ ৩৭

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে অর্জুনের রাজাবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসিবদ্ জীবনধারণসিদ্ধান্তঃ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মুহূর্তং তাবদেকাগ্রো মনঃশ্রোত্রেঽন্তরাত্মনি ।
ধারয়ন্নপি তচ্ছ্রুত্বা রোচেত বচনং মম ॥ ১
সাধুমধ্যমমঃ মার্গং ন জাতু ত্বৎকৃতে পুনঃ ।
গচ্ছেয়ং তদ্ গমিষ্যামি হিত্বা গ্রাম্যসুখান্যহম্ ॥ ২
ক্ষেম্যশ্চৈকাকিনা গম্যঃ পন্থাঃ কোঽস্তীতি পৃচ্ছ মাম্ ।
অথবা নেচ্ছসি প্রষ্টুমপৃচ্ছন্নপি মে শৃণু ॥ ৩
হিত্বা গ্রাম্যসুখাচারং তপ্যমানো মহৎ তপঃ ।
অরণ্যে ফলমূলাশী চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ৪
জুহ্বানোঽগ্নিং যথাকালমুভৌ কাল্যাবুপস্পৃশন্
কৃশঃ পরিমিতাহারশ্চর্মচীরজটাধরঃ ॥ ৫
শীতবাতাতপসহঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমঃ ।
তপসা বিধিদৃষ্টেন শরীরমুপশোষয়ন্ ॥ ৬
মনঃকর্ণসুখা নিত্যাঃ শৃণন্ছাবচা গিরঃ ।
মুদিতানামরণ্যেষু বসতাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ৭
আঘ্রিয়ন্ পেশলান্ গন্ধান্ ফুল্লানাং বৃক্ষবীরুধাম্
নানারূপান্ বনে পশ্যন্ রমণীয়ান্ বনৌকসঃ ॥ ৮
বানপ্রস্থজনস্যাপি দর্শনং কুলবাসিনাম্ ।
নাপ্রিয়াণ্যাচরিষ্যামি কিংপুনর্গ্রামবাসিনাম্ ॥ ৯
একাত্মশীলো বিমৃশন্ পক্বাপক্কেন বর্তয়ন্ ।
পিতৄন্ দেবাংশ্চ বন্যেন বাগ্ভিরদ্ভিশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ১০
এবমারণ্যমাস্থায় যুক্তরূপস্তরং বিধিম্ ।
সেবমানঃ প্রতীক্ষিষ্যে দেহস্যাস্য সমাপনম্ ॥ ১১
অথবৈকোঽহমেকাহমেকৈকস্মিন্ বনস্পতৌ ।
চরন্ ভৈক্ষ্যং মুনির্মুণ্ডঃ ক্ষপয়িষ্যে কলেবরম্ ॥ ১২

নবম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জীবনযাপন করিবার সিদ্ধান্ত ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন ! তুমি নিজের মন ও কর্ণদ্বয়কে অন্তঃকরণে স্থাপিত করিয়া মুহূর্তকাল একাগ্র হইয়া যাও, তাহার পর আমার বাক্য শ্রবণ করত তুমি তোমার অভিমত ব্যক্ত করিও ॥১

আমি গ্রাম্য সুখসকল পরিত্যাগ করত সৎপুরুষগণের প্রচলিত পথেই গমন করিব। কিন্তু তোমার আগ্রহবশতঃ কদাপি রাজ্য গ্রহণ করিব না ॥২

একাকী পুরুষের গমনযোগ্য কল্যাণকারী পথ কি ? তাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর অথবা তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে না চাও, তবে জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি উহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৩

আমি গ্রাম্য সুখ ও আচারসকল ত্যাগ করিয়া বনে নিবাস করত অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিব এবং ফল মূল ভক্ষণ পূর্বক মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব ॥৪

প্রাতঃ ও সন্ধ্যা এই উভয় কাল স্নান করত যথাসময়ে অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করিব এবং পরিমিত আহার করত দুর্বল হইব। মৃগচর্ম্ম ও বল্কল বস্ত্র ধারণকরত মস্তকে জটা রাখিব ॥৫

শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুর আঘাত সহ করিব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রম সহ করিবার অভ্যাস করিব এবং শাস্ত্রোক্ত তপস্যা দ্বারা এই শরীরকে শোষণ করিব ॥৬

বনে আনন্দের সহিত নিবাসকারী পশু-পক্ষিগণের মন ও কর্ণের সুখদায়ক নানাবিধ রব নিত্য শ্রবণ করিব ॥৭

বনে বিকসিত বৃক্ষ ও লতাসমূহের মনোহর সুগন্ধ আঘ্রাণ করত অনেক রূপবিশিষ্ট সুন্দর বনবাসীদিগকে দর্শন করিব ॥৮

সেখানে বানপ্রস্থ মহাত্মা ও ঋষিকুলবাসী ব্রহ্মচারী ঋষি-মুনিগণকেও দর্শন করিব। আমি কোন বনবাসীর কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিব না ; সে স্থলে পুনরায় গ্রামবাসীদিগের কথা আর কি বলিব ? ৯

একাত্মে অবস্থান করত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার করিব এবং কাঁচা পাকা যেরূপ ফল পাইব, উহাই ভক্ষণ করত জীবন নির্বাহ করিব। বনজাত ফল-মূল, মধুর বাণী ও জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণকে তৃপ্ত করিব ॥১০

এইরূপ বনবাসী মুনিদিগের জন্য শাস্ত্রে কথিত কঠোর হইতেও কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে এই দেহের অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করিব ॥১১

অথবা আমি মস্তক মুণ্ডিত করিয়া মৌনাবলম্বী সন্ন্যাসী হইব এবং এক এক দিন এক এক বৃক্ষে ভিক্ষা করিয়া নিজের দেহকে শুষ্ক করিতে থাকিব ॥১২

পাংশুভিঃ সমভিচ্ছন্নঃ শূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
এ শোচন্ প্রহসংশ্চ তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ স্তুতিঃ
নিরাশীর্নির্নমো ভূত্বা নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ১৪
আত্মারামঃ প্রসন্নাত্মা জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ।
অকুর্বাণঃ পরৈঃ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কৈরপি ॥ ১৫
জঙ্গমাজঙ্গমান্ সর্বানবিহিংসংশ্চতুর্বিধান্।
প্রজাঃ সর্বাঃ স্বধর্মস্থাঃ সমঃ প্রাণভৃতঃ প্রতি ॥ ১৬
ন চাপাবহসন্ কঞ্চিন্ন কুর্বন্ ভ্রুকুটীঃ ক্বচিৎ।
প্রসন্নবদনো নিত্যং সর্বেন্দ্রিয়সুসংযতঃ ॥ ১৭
অপৃচ্ছন্ কস্যচিন্মার্গং প্রব্রজন্নেব কেবলম্।
ন দেশং ন দিশঃ কাঞ্চিদ্ গন্তুমিচ্ছন্ বিশেষতঃ ॥ ১৮

শরীরের উপর ধূলি আচ্ছন্ন থাকিবে এবং শূন্য গৃহে আমার বাস হইবে অথবা কোন বৃক্ষের তলায় আমি বাস করিব। প্রিয় ও অপ্রিয় সব কিছুই আমি পরিত্যাগ করিব ॥ ১৩

কাহারও জন্য শোকও করিব না, আমার হর্ষপ্রকাশও করিব না। নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করিব। আশা ও মমতা পরিত্যাগ করত দ্বন্দ্বহীন হইয়া যাইব এবং কখনও কোনও বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিব না ॥ ১৪

আত্মার চিন্তনেই সুখ অনুভব করিব, মনকে সদা প্রসন্ন রাখিব, কখনও অপরের সহিত কথাবার্তা বলিব না, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থান করত কাহারও সহিত আলাপ, কাহাকেও দর্শন এবং কাহারও কোন কথা শ্রবণ করিব না ॥ ১৫

চারিপ্রকার সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও হিংসা করিব না। নিজ নিজ ধর্মে স্থিত সমস্ত প্রজা এবং সকল প্রাণীদেরই প্রতি সমভাব রাখিব ॥ ১৬

কাহাকেও উপহাস করিব না এবং কাহাকেও ক্রোধ প্রকাশের জন্য ভ্রুকুটিও দেখাইব না। সর্বদা আমার মুখে প্রসন্নতাই থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আমি সর্বতোভাবে সংযমে রাখিব ॥ ১৭

যে কোন পথ ধরিয়া চলিতেই থাকিব এবং কাহাকেও পথ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। কোন বিশেষ স্থান ও দিকে যাইবার ইচ্ছা রাখিব না ॥ ১৮

কোন স্থানে যাইবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্য হইবে না। অগ্রে যাইবার উৎসুকতাও রাখিব না এবং পশ্চাৎ ফিরিয়াও

গমনে নিরপেক্ষশ্চ পশ্চাদনবলোকয়ন্।
স্বস্তি প্রাণিভ্যো গচ্ছংস্ত্রসস্থাবরবর্জকঃ ॥ ১৯
স্বভাবস্য প্রযাত্যগ্রে প্রভবন্ত্যাশনাদ্যপি
স্বস্থানি চ বিরুদ্ধানি তানি সর্বাণ্যচিন্তয়ন্ ॥ ২০
অন্নং বাপ্যাদ্য বা ভোজ্যং পূর্বাহ্লাভ্যেন জাতুচিৎ।
অন্যেষ্বপি চরন্নাভমলাভে সপ্ত পূরয়ন্ ॥ ২১
বিধূমে ন্যস্তমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
অতীতপাত্রসঞ্চারে কালে বিগতভিক্ষুকে ॥ ২২
এককালং চরন্ ভৈক্ষ্যং ক্ষীণেষু ত্রিষু বা পুনঃ।
স্নেহপাশং বিমুচ্যাহং চরিষ্যামি মহীমিমাম্ ॥ ২৩
অলাভে সতি বা লাভে সমদর্শী মহাতপাঃ।
ন জিজীবিষুরেবং কিঞ্চিন্ন মুমূর্ষুরুদাচরন্ ॥ ২৪

দেখিব না। সরলভাবে অবস্থান করিব। আমার দৃষ্টি অগ্রগামী হইবে। গমনের সময় স্থাবর জঙ্গম সকল জীবকে রক্ষা করিয়া চলিব ॥ ১৯

স্বভাব অগ্রে অগ্রে গমন করে, ভোজন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, শীত গ্রীষ্মাদি যে সব পরস্পর বিরোধী বস্তু আছে, উহারা সকলেও যাতায়াত করে, অতএব এ সবের চিন্তা পরিত্যাগ করিব ॥ ২০

ভিক্ষা অগ্রই হউক বা অপরাহ্ণেই হউক তাহার বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিব। যদি এক গৃহে ভিক্ষা না পাই, তবে অন্য গৃহে গমন করিব। ভিক্ষা পাওয়া যায় ত' উত্তম, যদি না পাওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ সেই অবস্থায় সপ্ত গৃহ পর্যন্ত ভিক্ষার জন্য গমন করিব, কিন্তু অষ্টম গৃহে আর ভিক্ষার আশায় যাইব না ॥ ২১

যখন সকল গৃহ হইতে ধূম নিঃসারণ বন্ধ হইয়া যাইবে, মুষল রাখিয়া দেওয়া হইবে, উনুনের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যাইবে, গৃহের সকল মানুষের ভোজন শেষ হইবে, উচ্ছিষ্ট বাসন পত্রাদির এদিক ওদিক লইয়া যাওয়া বন্ধ হইবে এবং ভিক্ষুকগণের ভিক্ষা করিবার সময় অতিক্রান্ত হইবে অথবা ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুকেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে, এই সময় আমি একক ব্যক্তিই ভিক্ষার জন্য যাই, তিন কিংবা পাঁচ গৃহ পর্যন্ত ভিক্ষার জন্য যাইব। সর্বদিকের স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভূতলে আমি বিচরণ করিতে থাকিব ॥ ২২-২৩

কিছু পাওয়া যায় বা না যায়, এই উভয় অবস্থাতেই আমার

জীবিতং মরণং চৈব নাভিনন্দন্ন চ দ্বিষন্ ।
বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ ॥ ২৪
নাকল্যাণং ন কল্যাণং চিন্তয়ন্নুভয়োস্তয়োঃ ।
যাঃ কাশ্চিজ্জীবতা শক্যাঃ কর্তুমভ্যুদয়ক্রিয়াঃ ।
সর্বাস্তাঃ সমভিপ্রেত্য নিমেষাদিবাবস্থিতঃ ॥ ২৫
তেষু নিত্যমসক্তশ্চ ত্যক্তসর্বেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
সুপরিত্যক্তসঙ্কল্পঃ সুনির্ণিক্তাত্মকল্মষঃ ॥ ২৭
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো ব্যক্তীতঃ সর্ববাগুরাঃ ।
ন বশে কস্যচিত্তিষ্ঠন্ সধর্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ২৮
বীতরাগশ্চরন্নেবং তুষ্টিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্ ।
তৃষ্ণয়া হি মহৎ পাপমজ্ঞানাদপি কারিতঃ ॥ ২৯
কুশলাকুশলান্যেকে কৃত্বা কর্মাণি মানবাঃ ।
কার্যকারণসংশ্লিষ্টং স্বজনং নাম বিভ্রতি ॥ ৩০

আয়ুষোঽন্তে প্রহারেদঃ ক্ষীণপ্রাণং কলেবরম্ ।
প্রতিগৃহ্ণাতি তৎ পাপং কর্তুঃ কর্মফলং হি তৎ ॥৩১
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ব্যাবিদ্ধে রথচক্রবৎ ।
সমেতি ভূতগ্রামোঽয়ং ভূতগ্রামেণ কার্যবান্ ॥৩২
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি-বেদনাভিরভিদ্রুতম্ ।
অপারমিব চাপন্নঃ সংসারং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৩৩
দিবঃ পতৎসু দেবেষু স্থানেভ্যশ্চ মহর্ষিষু ।
কো হি নাম ভবেন্নার্যো ভবেৎ কারণতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৪
কৃত্বা হি বিবিধং কর্ম তত্তদ্ বিবিধলক্ষণম্ ।
পার্থিবৈর্নৃপতিঃ স্বল্পৈঃ কারণৈরেব বধ্যতে ॥ ৩৫
তস্মাৎ প্রজ্ঞাময়ঞ্চেদং চিরাত্মাং প্রভ্যুপস্থিতম্ ।
তৎ প্রাপ্য প্রার্থয়ে স্থানমব্যয়ং শাশ্বতং ধ্রুবম্ ॥৩৬

দৃষ্টি সমান থাকিবে। আমি কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া এরূপ কোন আচরণ করিব না, যাহা জীবিত কিংবা মরণোন্মুখ মানুষ করিয়া থাকে ॥ ২৪

আমি জীবনকে অভিনন্দন জানাইব না এবং মৃত্যুকেও দ্বেষ করিব না। যদি কোন মানুষ আমার এক বাহু অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে থাকে এবং অপর কোন মানুষ আমার অন্য বাহু চন্দনবিশ্রিত জলের দ্বারা সিঞ্চন করে, তবে আমি দুজনের অমঙ্গল চিন্তা ও পরের মঙ্গলকামনা করিব না। এই উভয়েরই প্রতি সমান ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইব ॥ ২৫

জীবিত মানুষের দ্বারা যাহা কিছু অভ্যুদয়কারী কর্ম কৃত হয়, তৎসমস্তই পরিত্যাগ করত কেবল দেহনির্বাহের জন্য আমি নিমেষাদি কালের যথাযথ কার্যে প্রবৃত্ত থাকিব ॥ ২৬

এই সব কার্যে আমি আসক্ত হইব না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের কার্যসমূহ হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়া মনকে সঙ্কল্পশূন্য করত অন্তঃকরণের সকল মল ক্ষালন করিব ॥ ২৭

সর্বপ্রকারের আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া স্নেহের সকল বন্ধন আমি অতিক্রম করিয়া যাইব। কাহারও অধীনে না থাকিয়া আমি বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করিব ॥ ২৮

এইভাবে অনুরাগহীন হইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে আমার শাশ্বত সন্তোষলাভ হইবে। অজ্ঞানতাবশতঃ তৃষ্ণা আমাকে মহাপাপকর্ম করাইয়াছে ॥ ২৯

কিছু মানুষ শুভাশুভ কর্মসকল করিয়া কার্য-কারণবশতঃ নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট স্বজনবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকে ॥ ৩০

তারপর আয়ু শেষ হইলে জীবাত্মা এই প্রাণহীন দেহকে ত্যাগ করত পূর্বে কৃত সেই সব পাপকে গ্রহণ করেন ; কারণ, পাপকারীই কৃত পাপকর্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১

এইরূপ রথের চক্রের ন্যায় নিরন্তর ঘুরিতে ঘুরিতে এই সংসারচক্রে আসিয়া, জীবগণের এই সব কার্যবশতঃ অন্য জীব-সকলের সহিত মিলন হয় ॥ ৩২

এই সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এ জগতে কাহারও জীবন কখনও ক্ষয় থাকে না। যে ব্যক্তি এই অপারের ন্যায় প্রতীয়মান এই সংসারকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৩

যখন দেবগণও স্বর্গ হইতে পতিত হন এবং মহর্ষিবৃন্দও নিজ নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তখন কারণতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন মানুষ এই জন্ম-মরণরূপ সংসারে কি প্রয়োজন রাখিবে ? ৩৪

নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিয়া বিখ্যাত নরপতিও কোন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে অন্য ভূপতিগণের দ্বারা নিহত হন ॥ ৩৫

সেইহেতু আজ দীর্ঘকালের পর আমার এই বিবেকরূপী অমৃত লাভ হইয়াছে। ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমি অক্ষয়, অবিকারী ও সনাতন পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৩৬

এতদ্ধা সন্তুতং বৃত্তা চরন্নেবংপ্রকারয়া।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবেদনাভিরভিদ্রুতম্।
দেহং সংস্থাপয়িষ্যামি নির্ভয়ং মার্গমাস্থিতঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

অতএব এই পূর্বোক্ত ধারণার দ্বারা নিরন্তর সিঞ্চন করিতে করিতে আমি নির্ভয় পথের আশ্রয় গ্রহণ করত জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনা রহিত। ৩৭

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন রাজ্ঞঃ সন্ন্যাসাবলম্বনং বিরুধ্য স্বকর্তব্যপালনে দৃঢ়সিদ্ধান্তস্য জ্ঞাপনম্।]

ভীম উবাচ।

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী ॥ ১
আলস্যে কৃতচিত্তস্য রাজধর্মানসূয়তঃ।
বিনাশে ধার্তরাষ্ট্রাণাং কিং ফলং ভরতর্ষভ ॥ ২
ক্ষমানুকম্পা কারুণ্যমানৃশংস্যং ন বিদ্যতে।
ক্ষাত্রমাচরতো মার্গমপি বঃ স্যাদ্দয়ান্বিতে ॥ ৩
যদীয়াং ভবতো বুদ্ধিং বিদ্যাম বয়মীদৃশীম্
শস্ত্রং নৈব গ্রহীষ্যামো ন বধিষ্যাম কঞ্চন ॥ ৪

দশম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক রাজার সন্ন্যাস অবলম্বনের বিরোধিতা করিতে করিতে স্বীয় কর্তব্যপালন বিষয়েই দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ মন্দ ও অবিজ্ঞানযুক্ত শ্রোত্রিয়ের বুদ্ধি কেবল যজ্ঞপাঠের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার বুদ্ধিও তাত্ত্বিক অর্থ লক্ষ্য করিতে ও বুঝিতে সমর্থ না হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি রাজধর্ম নিন্দা করিতে করিতে আপনি নিজের আলস্যপূর্ণ জীবনযাপন করিতেই নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করাইয়া আপনার লাভ হইল কি? ২

ক্ষত্রিয়োচিত পথে গমনকারী পুরুষের হৃদয়ে নিজের ভ্রাতার প্রতিও ক্ষমা, দয়া, করুণা ও কোমলতার ভাব থাকে না, (আপনার হৃদয়ে এ সব ভাব কি দেখিতেছি?) ৩

যদি আমরা পূর্বেই জানিতে পারিতাম যে, আপনার এরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা অস্ত্রধারণ করিতাম না এবং কাহাকেও বধও করিতাম না। ৪

আমরাও আপনারই ন্যায় ভৈক্ষ্যাচরণ না করিয়া পরান্ন ভিক্ষা করিয়া জীবননির্বাহ করিতাম। তাহা হইলে রাজগণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধই আরম্ভ হইত না। ৫

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন—দৃশ্যমান এই সব কিছুই প্রাণের অন্ন স্থাবর ও জঙ্গমময় সম্পূর্ণ জগৎ প্রাণের ভোজন। ৬

ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহা জানেন ও বলেন যে, নিজের রাজ্য গ্রহণ করিবার সময় যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার বাধক ও বিরোধী থাকে, তবে তাহাকে বধ করা কর্তব্য। ৭

যুধিষ্ঠির! যাহারা আমাদের রাজ্যের বাধক ও অপহরণকারী ছিল, তাহারা সকলেই অপরাধী সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্মানুসারে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করুন। ৮

যেরূপ কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া কূপ খনন করে এবং

যথাঽঽরুহ্য মহাবৃক্ষমপহরেত্ ততো মধু
অপ্রাপ্য নিধনং গচ্ছেৎ কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ৯
যথা মহান্তমধ্বানমাশ্রিত্য পুরুষঃ পতন্
স নিরাশো নিবর্তেত কর্মৈতন্নস্তথোপমম্ ॥
যথা শত্রূন্ ঘাতয়িত্বা পুরুষঃ কুরুনন্দন
আত্মানং ঘাতয়েৎ পশ্চাৎ কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥১০
যথাঽঽরুঃ ক্ষুধিতো লব্ধ্বা ন ভুঞ্জীয়াদ্ যদৃচ্ছয়া
কামীব কামিনীং লব্ধ্বা কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥
বয়মেবাত্র গর্হ্যা হি যদ্ বয়ং মন্দচেতসম্ ।
ত্বাং রাজন্নুপগচ্ছামো জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি ভারত ॥ ১৪
বয়ং হি বাহুবলিনঃ কৃতবিদ্যা মনস্বিনঃ
ক্লীবস্য বাক্যে তিষ্ঠামো যথৈবাশক্তয়স্তথা ॥ ১৫

অগত্যাকরণীয়ানাম্ নষ্টার্থানর্থসিদ্ধয়ে ।
কথং বৈ নানুপশ্যেমুর্জনাঃ পশ্যত সাদৃশম্ ॥ ১৬
আপৎকালে হি সন্ন্যাসঃ কর্তব্য ইতি লিখ্যতে ।
জরয়াভিপরীতেন শত্রুভির্বাঽঽসিতেন বা ॥ ১৭
তস্মাদিহ কৃতপ্রজ্ঞাস্ত্যাগং ন পরিচক্ষতে ।
ঋষয়োঽতিক্রমং চৈব মন্যন্তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ ॥ ১৮
কথং তস্মাৎ সমুৎপন্নাস্তুষ্টিঘ্নাস্তুপাশ্রয়াঃ ।
তদেব নিন্দাঃ ভাষেমুর্ধাতা তত্র ন গর্হ্যতে ॥
ভ্রিয়া বিহীনৈরধনৈর্নাস্তিকৈঃ সম্প্রবর্তিতম্
বেদবাদমা বিজ্ঞানং সত্যাভাসমিবানৃতম্ ॥ ১৯
শক্যং তু মৌনমাস্থায় বিভ্রতাঽঽত্মানমাত্মনা ।
ধর্মচ্ছদ্ম সমাস্থায় চাবিতুং ন তু জীবিতুম্ ॥ ২১

তাহাতে ফল না পাইলে দেহে কষ্ট দেওন করত সেস্থান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কৃত সমস্ত পরাক্রম আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ॥ ৯

যেরূপ কোন বিশাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেস্থানে মধু সংগ্রহ করত কোন মানুষ ইহা ভক্ষণ করিবার পূর্বেই নিহত হইলে যেমন তাহার মধুসংগ্রহ ব্যর্থ হইয়া যায়, সেরূপ আমাদেরও সকল আয়াসসাধ্য কর্ম ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ॥ ১০

যেরূপ কোন মানুষ বনে আগুন লইয়া কোন একটি বৃহৎ পথ অতিক্রম করে এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর আগুন ভস্ম হইয়া ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদেরও কার্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে ॥ ১১

কুরুনন্দন ! যেরূপ কোন মানুষ শত্রুসিসকে বধ করিবার পর নিজেকেও হত্যা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদেরও কার্য জানিবেন ॥ ১২

যেরূপ ক্ষুধার্ত মানুষ ভোজন ও কামী পুরুষ কামিনী পাইয়াও দৈববশতঃ উহাকে উপভোগ করিতে পারে না, আমাদের এই কার্যও সেইরূপ নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে ॥ ১৩

রাজন্ ! ভরতবংশধর ! আমরাও এ জগতে নিন্দার পাত্র, যেহেতু আপনার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাবোধে আপনার অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ॥ ১৪

আমরা বাহুবলে বলীয়ান্, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং শত্রুকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ পুরুষ, তথাপি অসমর্থ পুরুষের ন্যায় আমরা এক কাপুরুষ ভ্রাতার আজ্ঞার অধীনস্থ থাকি ॥ ১৫

আমরা পূর্বে অসহায় বহুজনের শরণদাতা ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের সকল অর্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থসিদ্ধির জন্য আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিরা আমাদের এই দুরবস্থার প্রতি কিভাবে দৃষ্টিপাত করিবে ? বন্ধুগণ ! আমার এই বাক্য কিরূপ ? ইহা আপনারাই বিচার করুন ॥ ১৬

শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ যে, আপত্তিকালে, বার্ধক্যে পতিত হইলে কিংবা শত্রুরা ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলে মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৭

অতএব (যখন আমাদের উপর পূর্বোক্ত সঙ্কট আদিয়া উপস্থিত হয় নাই) বিদ্বান্ পুরুষ এরূপ অবস্থায় ত্যাগ বা সন্ন্যাসের প্রশংসা করেন না। সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ এরূপ সময়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ ধর্মের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করেন ॥ ১৮

সেইহেতু যাহাদের কাজ ধর্মের জন্য উৎপত্তি হইয়াছে, যাহারা কাজ ধর্মে আসক্ত এবং কাজধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন নির্বাহ করেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ নিজেরাই কিভাবে কাজ-ধর্মের নিন্দা করিবেন ? এই কারণে তাঁহারা বিধাতার কেন নিন্দা করিতেছেন না, তিনি ক্ষত্রিয়দিগের জন্য এই যুদ্ধ-ধর্মের বিধান করিয়াছেন ॥ ১৯

শ্রীহীন, নির্ধন এবং নাস্তিকগণ বেদের অর্থবাদ বাক্যসকলের দ্বারা প্রতিপাদিত বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করত সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা মতের প্রচার করিয়াছে। (সেইরূপ বাক্য সকলের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার সিদ্ধ হয় না) ॥ ২০

ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল নিজের উদরপূর্তি করিতে করিতে মৌনী বাবা সাজিয়া বসিয়া থাকিলে কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা থাকে, জীবনকে সার্থক করিতে নহে ॥ ২১

শক্যাঃ পুনররণ্যেষু সুখমেকেন জীবিতুম্ ।
অবিভ্রতা পুত্রপৌত্রান্ দেবর্ষীনতিথীন্ পিতৄন্ ॥ ২২
নেমে মৃগাঃ স্বর্গজিতো ন বরাহা ন পক্ষিণঃ ।
অথাস্তেন প্রকারেণ পুণ্যমাহুর্মুনং জনাঃ ॥ ২৩
যদি সন্ন্যাসতঃ সিদ্ধিং রাজা কশ্চিদবাপ্নুয়াৎ ।
পর্বতাশ্চ দ্রুমাশ্চৈব ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৪
এতে হি নিত্যসন্ন্যাসা দৃশ্যন্তে নিরুপদ্রবাঃ ।
অপরিগ্রহবন্তশ্চ সততং ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৫
অথ চেদাত্মভাগেষু নান্যেষাং সিদ্ধিমৃচ্ছতে
তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যং নাস্তি সিদ্ধিরকর্মণঃ ॥ ২৬
ঔদকাঃ সৃষ্টয়শ্চৈব জন্তবঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ।
তেষামাত্মৈব ভর্তব্যো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ।
অথেক্ষ্য গদ্যা বৈঃ বৈঃ কর্মভির্ব্যাপৃতং জগৎ ।
তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যং নাস্তি সিদ্ধিরকর্মণঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মবাক্যে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

যে ব্যক্তি পুত্র ও পৌত্রাদিগকে পালন করিতে অসমর্থ, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে পারে না এবং অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার শক্তি রাখে না, এইরূপ মানুষই একাকী বনে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। (আপনার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের এই কার্য যোগ্য নহে।) ২২

মৃগ বনে বাস করিয়াও এই মৃগগণ স্বর্গলোকের অধিকারী হইতে পারে না, এরূপ না শূকর, না পক্ষিগণ স্বর্গলোকে যাইতে পারে। পুণ্যলাভ করিবার উপায় ত' অন্যপ্রকারে বলা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কেবল বনবাসকেই পুণ্যকারক বলিয়া মনে করেন না। ২৩

যদি কোন রাজা সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তবে ত' পর্বত ও বৃক্ষসকল সত্বর সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়া যাইবে; কারণ, ইহারা নিত্য সন্ন্যাসী, উপদ্রবহীন, পরিগ্রহরহিত এবং নিরন্তর ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিতেছে দেখা যায়। ২৪-২৫

যদি নিজের ভাগ্যে অন্য ব্যক্তিগণের কর্মফলের দ্বারা সিদ্ধি না আসে, তবে সকলেরই কর্ম করা আবশ্যক। অকর্মণ্য পুরুষের কখনও কোন সিদ্ধি লাভ হয় না। ২৬

(যদি নিজের দেহকেই ভরণ পোষণ করিলে সিদ্ধিলাভ হইত, তবে ত') জলে অবস্থিত জীবগণ এবং স্থাবর প্রাণীদিগেরও সিদ্ধি লাভ করিবার সামর্থ আসিত; কারণ ইহারা সকলে কেবল নিজেদেরই ভরণ-পোষণ করিতে থাকে। ইহাদের নিকট এরূপ কেহ থাকে না, যাহার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদিগকে করিতে হইবে। ২৭

দেখুন আর বিচার করুন যে, এই সমস্ত বিশ্ব কিরূপ নিজ নিজ কর্মে নিরত আছে, অতএব আপনারও ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি কর্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না। ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ভীষ্মদেবের বাক্যবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন পক্ষিরূপধারিণ ইন্দ্রস্য ঋষি-বালকানাঞ্চ সংবাদমুল্লিখ্য গৃহস্থধর্মপালনং কর্তুমভিমতপ্রকাশশ্চ]

অর্জুন উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
তাপসৈঃ সহ সংবাদং শক্রস্য ভরতর্ষভ ॥ ১
কেচিদ্ গৃহান্ পরিত্যজ্য বনমভ্যাগমন্ দ্বিজাঃ।
অজাতশ্মশ্রবো মন্দাঃ কুলে জাতাঃ প্রবব্রজুঃ। ২
ধর্ম্যোঽয়মিতি মন্বানাঃ সমুদ্ধা ব্রহ্মচারিণঃ।
ত্যক্ত্বা ভ্রাতৄন্ পিতৄংশ্চৈব তানিন্দ্রোঽবরূপায়ত ॥ ৩
তানাবভাষে ভগবান্ পক্ষী ভূত্বা হিরণ্ময়ঃ।
মুহুষ্করং মনুষ্যৈশ্চ যৎ কৃতং বিষসাশিভিঃ। ৪
পুণ্যং ভবতি কর্মেদং প্রশস্তং চৈব জীবিতম্
সিদ্ধার্থাস্তে গতিং মুখ্যাং প্রাপ্তা ধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৫

ঋষয় উচুঃ।

অহো বতায়ং শকুনির্বিষসাদান্ প্রশংসতি।
অস্মান্ নূনময়ং শান্তি বরঞ্চ বিষসাশিনঃ ॥ ৬

শকুনিরুবাচ।

নাহং যুষ্মান্ প্রশংসামি পঙ্ক্তিদ্বান্ রজস্বলান্।
উচ্ছিষ্টভোজিনো মন্দানন্তে বৈ বিষসাশিনঃ ॥ ৭

ঋষয় উচুঃ।

ইদং শ্রেয়ঃ পরমিতি বয়মেবাত্মাপাশ্মহে।
শকুনে ব্রূহি যচ্ছ্রেয়ো ভৃশং তে শ্রদ্দধামহে ॥ ৮

শকুনিরুবাচ।

যদি মাং নাভিশঙ্কধ্বং বিভজ্যাত্মানমাত্মনা।
ততোঽহং বঃ প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যং হিতং বচঃ ॥ ৯

ঋষয় উচুঃ।

শৃণুমস্তে বচস্তাত পন্থানো বিদিতাস্তব।
নিরোগে চৈব ধর্মাস্থান্ ত্রাতুমিচ্ছাম শাধি নঃ ॥ ১০

শকুনিরুবাচ।

চতুষ্পদাং গৌঃ প্রবরা লোহানাং কাঞ্চনং বরম্।
শব্দানাং প্রবরো মন্ত্রো ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ ॥ ১১

[অর্জুন কর্তৃক পক্ষিরূপধারী ইন্দ্র ও ঋষি বালকগণের সংবাদ উল্লেখ করত গৃহস্থ ধর্মপালন করিতে অভিমত প্রকাশ।]

অর্জুন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাপসবৃন্দের সহিত ইন্দ্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসকে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১

এক সময় কিছু বুদ্ধিহীন কুলীন ব্রাহ্মণ বালক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই সব বালকদের তখন শ্মশ্রু (দাড়ি) বাহির হয় নাই, এরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলেন। ২

যদিও ইহারা সকলেই ধনী ছিলেন, তথাপি ভ্রাতা-বন্ধু ও মাতা-পিতাকে ত্যাগ করিয়া উহাকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করত বনে আসিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিতে লাগিলেন। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র ইহাদের প্রতি করুণা করিলেন। ৩

ভগবান্ ইন্দ্র সুবর্ণময় পক্ষিরূপ ধারণ করত সেখানে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,—যজ্ঞে অবশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের যে সব কার্য উক্ত আছে, উহা অন্যের পক্ষে অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁহাদের এই কর্ম অতিশয় পবিত্র ও জীবন সর্বাপেক্ষা উত্তম। এই সব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সফলমনোরথ হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪-৫

ঋষিগণ বলিলেন,—অহো! এই পক্ষী ত' বিষভোজী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) পুরুষগণের প্রশংসা করিতেছে। নিশ্চয়ই সে আমাদেরই প্রশংসা করিতেছে, কারণ, এখানে আমরাই বিষভোজী। ৬

পক্ষী বলিল,—অয়ে! দেহে পঙ্ক লেপনকারী, ধূলিযুক্ত ও উচ্ছিষ্টভোজী তোমাদের ন্যায় মূর্খগণের আমি প্রশংসা করিতেছি না। বিষভোজী ত' অপর পুরুষগণ। ৭

ঋষিগণ বলিলেন,—পক্ষিন্! ইহা শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকারী সাধন, ইহাই বুঝিয়া আমরা এই পথে চলিতেছি। তোমার দৃষ্টিতে যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, উহা তুমি আমাদের বল। আমরা তোমার বাক্যে অধিক শ্রদ্ধা করি। ৮

পক্ষী বলিল,—যদি আপনারা আমার উপর সন্দেহ না করেন, তবে আমি স্বয়ংই নিজেকে নিজে বক্তারূপে বিভক্ত করিয়া আপনাদিগকে যথাযথরূপে হিত কথা বলিব। ৯

ঋষিগণ বলিলেন,—তাত! আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিব। আমাদের বোধ হইতেছে যে, তুমি সকল পথই অবগত আছ। ধর্মাত্মন্! আমরা আজ্ঞার অধীনে থাকিব। তুমি আমাদের উপদেশ দান কর। ১০

পক্ষী বলিল,—চারিপদ পশুগণের মধ্যে গোরু শ্রেষ্ঠ, ধাতু-

যজ্ঞোঽয়ং জাতকর্মাদির্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
জীবতোঽপি যথাকালং শ্মশাননিধনাদিভিঃ
কর্মাণি বৈদিকান্যস্য স্বর্গ্যাঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
অথ সর্বাণি কর্মাণি মন্ত্রসিদ্ধানি চক্ষতে ॥ ১৩
আম্নায়দৃঢ়বাদীনি তথা সিদ্ধিরিহেষ্যতে।
মাসার্দ্ধমাসা ঋতব আদিত্যশশিতারকম্ ॥ ১৪
ঈহন্তে সর্বভূতানি তদিদং কর্মসংজ্ঞিতম্।
সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং পুণ্যমেষমেবাশ্রমো মহান্ ॥ ১৫
অথ যে কর্ম নিন্দন্তো মনুষ্যাঃ কাপথং গতাঃ
মূঢ়ানামর্থহীনানাং তেষামেনস্তু বিদ্যতে ॥ ১৬
দেববংশান্ পিতৃবংশান্ ব্রহ্মবংশাংশ্চ শাশ্বতান্
সন্ত্যজ্য মূঢা বর্তন্তে ততো যান্ত্যপ্রতীপথম্ ॥ ১৭

সকলের মধ্যে স্বর্গ উত্তম, বস্তুসমূহের মধ্যে যজ্ঞ উৎকৃষ্ট এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ॥ ১১

ব্রাহ্মণের পক্ষে মন্ত্রযুক্ত জাতকর্মাদি দশবিধ সংস্কার বিধান করা হইয়াছে। তিনি যতকাল জীবিত থাকেন, সময়ে সময়ে তাঁহার আবশ্যক সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, মরণের পরও যথা সময়ে শ্মশান ভূমিতে অন্ত্যেষ্টি সংস্কার ও পুত্রমুখে শ্রাদ্ধাদি কর্ম বৈদিক বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতে হয় ॥ ১২

বৈদিক কর্মকলাপই ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বর্গলোকপ্রাপ্তিকারক উত্তম মার্গ। ইহা ব্যতীত, মুনিগণ সমস্ত কর্মকেই বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে বলিয়াছেন। বেদে এই সকল কর্ম দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সেইজন্য সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানেই এ জগতে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। মাস, পক্ষ, ঋতু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসকলে উপলক্ষিত যে সব যজ্ঞ হইয়া থাকে, এই সব যথাসম্ভব সম্পন্ন করিবার চেষ্টা প্রায় সকল প্রাণীই করে। যজ্ঞসমূহের সম্পাদনকেই কর্ম বলা হয়। যেখানে এই কর্ম করা হয়, সেই গৃহস্থ আশ্রমই সিদ্ধির পুণ্যময় ক্ষেত্র এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম আশ্রম ॥ ১৩-১৫

যে সকল মানুষ কর্মের নিন্দা করিতে করিতে কুপথের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব পুরুষার্থহীন মানুষকে পাপ স্পর্শ করে ॥ ১৬

দেবগণ ও পিতৃগণের যজন এবং ব্রহ্মবংশ (বেদ শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষি মুনিদিগের) তৃপ্তি—এই তিনটি হইল সনাতন পথ। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি এই সনাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পথে গমন করে, তাহারা বেদবিরুদ্ধ পথের আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ১৭

এতদ্ধোঽস্য তপোযুক্তং দধাম্যাত্মনি চোদিতম্
তস্মাৎ তৎ তস্য ব্যবস্যন্তি তপস্যি তপ উচ্যতে ॥ ১৮
দেববংশান্ ব্রহ্মবংশান্ পিতৃবংশাংশ্চ শাশ্বতান্
সংবিভজ্য গুরোশ্চর্য্যাং তদ্ বৈ দুষ্করমুচ্যতে ॥ ১৯
দেবা বৈ দুষ্করং কৃত্বা বিভূতিং পরমাং গতাঃ।
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমুদ্যোনুঃ দুষ্করঃ প্রবরীমি বঃ
তপঃ শ্রেষ্ঠং প্রজানাং হি মূলমেতন্ন সংশয়ঃ
কৃটুম্ববিধিনানেন যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২১
এতদ্ বিদুস্তপো বিপ্রা ধর্মাত্মানো বিমৎসরাঃ।
তস্মাদ্ ব্রতং মহাংস্তু লোকেষু তপ উচ্যতে ॥ ২২
দুরাধর্ষং পদং চৈব গচ্ছন্তি বিঘসাশিনঃ
সায়ংপ্রাতর্বিভজ্যান্নং স্বকুটুম্বে যথাবিধি

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এক মন্ত্রে বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞতুল্য কর্ম যজমানগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু তপস্যাযুক্ত হইয়াই ইহা সম্পন্ন হওয়া উচিত। তুমি যদি ইহার অনুষ্ঠান কর, তবে আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব। অতএব সেই বৈদিক কর্মসমূহে পূর্ণরূপে সংলগ্ন হওয়াই তপস্যার 'তপ' বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৮

হোমের দ্বারা দেবগণকে, স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিগণকে এবং শ্রাদ্ধের দ্বারা সনাতন পিতৃবর্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাগ সমর্পণ করত গুরুর পরিচর্যাকরাকে দুষ্কর ব্রত বলা হইয়াছে ॥ ১৯

এই দুষ্কর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণ উত্তম বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গৃহস্থ-কর্তব্যপালনই দুষ্কর ব্রত। আমি তোমাদিগকে এই দুষ্কর ব্রতের ভার বহন করিবার জন্যই বলিতেছি ॥ ২০

তপস্যা শ্রেষ্ঠ কর্ম। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ইহা প্রজাবর্গের মূল কারণ। কিন্তু গার্হস্থ্যধর্মবিধায়ক শাস্ত্র অনুসারে এই গার্হস্থ্য ধর্মেই সকল তপস্যা প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২১

যাঁহাদের মনে কাহারও প্রতি কোন ঈর্ষ্যা নাই, যাঁহারা সঙ্কল্প-প্রকার কল্ম হইতে মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণগণ ইহাকে তপস্যা বলিয়াই মনে করেন। যদ্যপি এ জগতে ব্রতকেও তপস্যা বলিয়া বলা হইয়াছে, তথাপি উহা পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া কথিত হয় ॥ ২২

কারণ বিঘসাশী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) পুরুষ প্রাতঃ ও সায়ংকালে বিধিঅনুসারে নিজ কুটুম্বদিগের মধ্যে অন্নের বিভাগ করিয়া দিয়া দুর্জয় অবিনাশী পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবতাবৃন্দ,

দত্ত্বাতিথিভ্যো দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্বজনায় চ।
অবশিষ্টানি যেঽশ্নন্তি তানাহুর্বিঘসাশিনঃ॥ ২৪
তস্মাৎ স্বধর্মমাস্থায় সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
লোকস্য গুরবো ভূত্বা তে ভবন্ত্যনুপস্কৃতাঃ॥ ২৫
ত্রিদিবং প্রাপ্য শক্রস্য স্বর্গলোকে বিমৎসরাঃ।
বসন্তি শাশ্বতান্ বর্ষান্ জনা দুষ্করকারিণঃ॥ ২৬

অর্জুন উবাচ।

তত্তস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
উৎসৃজ্য নাস্তীতি গতা গার্হস্থ্যং সমুপাশ্রিতাঃ॥ ২৭
তস্মাৎ ত্বমপি সর্বজ্ঞ ধৈর্য্যমালম্ব্য শাশ্বতম্।
প্রশাধি পৃথিবীং কৃৎস্নাং হতামিত্রাঃ নরোত্তম॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে
ঋষি-শকুনিসংবাদকথনে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১

পিতৃগণ, অতিথিসকলও নিজের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে অন্নদান করিয়া যিনি সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্নভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলা হইয়াছে। ২৩-২৪

সেইজন্য নিজ ধর্ম্ম অবলম্বন করত উত্তম ব্রতপালন করিতে করিতে ও সত্য কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা জগদ্গুরু হইয়া সর্ব্ব সংশয়রহিত হইয়া যান। ২৫

ঈর্ষাহীন দুষ্কর ব্রতপালনকারী এই পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন করত অনন্ত বর্ষকাল সেখানে নিবাস করেন। ২৬

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণকুমারগণ পক্ষিরূপধারী ইন্দ্রের ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করত এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন যে, আমরা যে পথে চলিতেছি, উহা আমাদের পক্ষে হিতকর নহে, অতএব তাঁহারা উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহস্থ-ধর্ম্মপালন করিতে করিতে সে স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। ২৭

সর্ব্বজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনিও সর্ব্বথা ধৈর্য্য অবলম্বন করত শত্রুহীন এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করুন। ২৮

শ্রীবরপ্রভাবে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যপ্রসঙ্গে ঋষিগণ ও পক্ষিরূপধারী ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[গৃহস্থধর্ম্মস্য প্রশংসাং কুর্ব্বতা নকুলেন রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা নকুলো বাক্যমব্রবীৎ।
রাজানমভিসম্প্রেক্ষ্য সর্বধর্মভৃতাং বরম্॥ ১
অনুরুধ্য মহাপ্রাজ্ঞো ভ্রাতুশ্চিত্তমরিন্দম
ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুস্তাম্রাস্যো মিতভাষিতা॥ ২

নকুল উবাচ।

বিশাখযূপে দেবানাং সর্বেষামন্বয়স্থিতাঃ।
তস্মাদ্ বিদ্ধি মহারাজ দেবাঃ কর্মফলে স্থিতাঃ॥ ৩
অনাস্তিকানাং ভূতানাং প্রাণদাঃ পিতরশ্চ যে।
তেঽপি কর্মৈব কুর্বন্তি বিদ্ধি সম্প্রেক্ষ্য পার্থিব॥ ৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

[গৃহস্থ-ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে নকুলকর্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অর্জুনের কথা শ্রবণ করত নকুলও সমস্ত ধর্ম্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন। শত্রুদমন জনমেজয়! মহাবাহু নকুল অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহার বক্ষ বিশাল এবং মুখ তাম্রবর্ণের ছিল। তিনি মিতভাষী ছিলেন এবং ভ্রাতার চিত্ত অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন। নকুল বলিলেন,—মহারাজ। বিশাখযূপ নামক ক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাগণের দ্বারা কৃত অগ্নিস্থাপনের চিহ্ন (ইষ্টকনির্ম্মিত বেদি) বিদ্যমান ছিল। ইহাতে আপনার এই কথা বুঝা উচিত যে, দেবগণও বৈদিককর্ম্ম ও তাহার ফলের উপর বিশ্বাস করেন। ১-৩

রাজন্! আস্তিকবুদ্ধিহীন সমস্ত প্রাণিদিগের প্রাণদাতা পিতৃগণও শাস্ত্রের বিধিবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস করত কর্ম্মই করিয়া থাকেন। ৪

বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধ ভৃশনাস্তিকান্।
ন হি বেদোক্তমুৎসৃজ্য বিপ্রঃ সর্বেষু কর্মসু ॥ ৫
দেবযানেন নাকস্য পৃষ্ঠমাপ্নোতি ভারত।
অত্যাশ্রমানয়ঃ সর্বানিত্যাহুর্বেদনিশ্চয়াঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতিসম্পন্নাস্তান্ নিবোধ নরাধিপ।
বিত্তানি ধর্মলব্ধানি ক্রতুমুখ্যেষবাসৃজন ॥ ৭
কৃতাত্মা স মহারাজ স বৈ ত্যাগী সুতো নরঃ ৮
অনপেক্ষ্য সুখাদানং তথৈবোর্ধ্বং প্রতিষ্ঠিতঃ।
আত্মত্যাগী মহারাজ স ত্যাগী তামসো মতঃ ॥ ৯
অনিকেতঃ পরিপতন্ বৃক্ষমূলাশ্রয়ো মুনিঃ।
অপাচকঃ সদা যোগী স ত্যাগী পার্থ ভিক্ষুকঃ ॥ ১০
ক্রোধ-হর্ষাবনাদৃত্য পৈশুন্যঞ্চ বিশেষতঃ।
বিপ্রো বেদানধীতে যঃ স ত্যাগী পার্থ উচ্যতে ॥ ১১

আশ্রমাংস্তলয়া সর্বান্ ধৃতানাহুর্মনীষিণঃ।
একতশ্চ ত্রয়ো রাজন্ গৃহস্থাশ্রম একতঃ ॥ ১২
সমীক্ষ্য তুলয়া পার্থ কামঃ স্বর্গশ্চ ভারত।
অয়ং পন্থা মহর্ষীণামিয়ং লোকবিদাং গতিঃ ॥ ১৩
ইতি যঃ কুরুতে ভাবং স ত্যাগী ভরতর্ষভ।
ন যঃ পরিত্যজ্য গৃহান্ বনমেতি বিমূঢ়বৎ ॥ ১৪
যদা কামান্ সমীক্ষেত ধর্মবৈতংসিকো নরঃ।
অথৈনং মৃত্যুপাশেন কণ্ঠে বধ্নাতি মৃত্যুরাট্ ॥ ১৫
অভিমানকৃতং কর্ম নৈতৎ ফলবদুচ্যতে।
ত্যাগযুক্তং মহারাজ সর্বমেব মহাফলম্ ॥ ১৬
শমো দমস্তথা ধৈর্যং সত্যং শৌচমার্জবম্
যজ্ঞো ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ নিত্যমাসন্ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৭
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সমারম্ভোঽত্র শস্যতে।
অত্রৈব হি মহারাজ ত্রিবর্গঃ কেবলং ফলম্ ॥ ১৮

ভারত! যাহারা বেদসকলের আজ্ঞার বিরুদ্ধে গমন করে, তাহাদিগকে অভিশয় নাস্তিক বলা হয়। বেদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত সর্বপ্রকার কর্ম করিতে থাকিলেও দেবযান মার্গের দ্বারা স্বর্গলোকের পৃষ্ঠে কোন ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ৪-৫

এই গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কথা বেদ-সমূহের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন। নরেশ্বর! আপনি তাঁহাদের নিকট গমন করত এই বিষয় অবগত হউন। ৬।

মহারাজ! যিনি যথাস্থানে প্রাপ্ত ধনসকলকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহে ব্যয় করিয়া থাকেন এবং নিজের মনকে বশীকৃত রাখেন, সেই মনুষ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন। ৭-৮

মহারাজ! যিনি গৃহস্থ-আশ্রমের সুখ কখনও ভোগ করেন নাই, অথচ উচ্চভূমিতে স্থিত বানপ্রস্থাদি আশ্রমসমূহে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহাকে তামস যোগী বলা হয়। ৯

পার্থ! যাহার কোন নিবাসস্থান নাই, যিনি এদিক্ ওদিকে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং নীরসে কোন বৃক্ষের তলায় তাহার মূলে শয়ন করেন, যিনি নিজের জন্য কোন রন্ধন কার্য করেন না এবং সর্বদা যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন, এরূপ ত্যাগী পুরুষকে ভিক্ষুক বলা হয়। ১০

পার্থ! যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও বিশেষতঃ খলতা অবহেলা করিয়া সর্বদা বেদসকলের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, তাঁহাকে ত্যাগী বলা হয়। ১১

রাজন্! কোন এক সময়ে মনীষী পুরুষগণ চারি আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) কে তুলাদণ্ডে (বিবেকের) স্থাপন করত ওজন করিয়াছিলেন। উহার একদিকে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই তিন আশ্রম আর অন্যদিকে একমাত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। ১২

হে ভারত! হে পার্থ! এইভাবে বিবেকের তুলাদণ্ডে স্থাপন করত যখন ওজন করা হইল, তখন গৃহস্থ আশ্রমই বহুত পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছিল কারণ, এখানে ভোগ ও স্বর্গ উভয়ই সুলভ। তখন হইতেই তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ইহাই মুনিগণের স্বর্গ এবং ইহাই লোকবিদ্গণের গতি। ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি এরূপ ভাব পোষণ করেন, তিনিই ত্যাগী। যিনি মূর্খের ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গমন করেন, তিনি ত্যাগী নন্। ১৪

বনে থাকিয়াও যদি বন্ধনকারী কোন রাজস কামভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত (তাহার স্মরণ) করে, তবে তাহার কণ্ঠে যমরাজ মৃত্যুপাশ বন্ধন করিয়া থাকেন। ১৫

মহারাজ! এই কর্ম যদি অভিমান পূর্বক করা হয়, তবে উহা সফল হয় না; কিন্তু ত্যাগের সহিত যদি সমস্ত কর্ম করা হয়, তবে উহা মহাফল দান করিয়া থাকে। ১৬

শম, দম, ধৈর্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ, ধৃতি ও ধর্ম—এ সমস্তই ঋষিদিগের নিরন্তর পালনীয় বিধান। ১৭

মহারাজ! গৃহস্থ-আশ্রমেই দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথি-

এতস্মিন্ বর্তমানস্তু বিধানপ্রতিষেধিতে
ত্যাগিনঃ প্রস্থতস্যেহ নোচ্ছিত্তির্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৯

প্রসৃজন্তি প্রজা রাজন্ প্রজাপতিরকল্পয়ঃ
যাঃ যজ্ঞান্তীতি ধর্মাত্মা যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ॥ ২০

বীরুধশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ যজ্ঞার্থং বৈ তথৌষধীঃ ।
পশূংশ্চৈব তথা মেধ্যান্ যজ্ঞার্থানি হবীংষি চ ॥ ২১

গৃহস্থাশ্রমিণস্তচ্চ যজ্ঞকর্ম বিরোধকম্ ।
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমেবেহ দুষ্করং দুর্মতৈঃ তথা ॥ ২২

তৎ সম্প্রাপ্য গৃহস্থা যে পশুবাহ্যধনান্বিতাঃ ।
ন যজন্তে মহারাজ শাশ্বতং তেষু কিল্বিষম্ ॥ ২৩

স্বাধ্যায়যজ্ঞা ঋষয়ো জ্ঞানযজ্ঞাস্তথা পরে ।
অথাপরে মহাযজ্ঞান্ মনস্যেব বিতন্বতে ॥ ২৪

এবং মনসমাধানং মার্গমাতিষ্ঠতো নৃপ ।
দ্বিজাতের্ঋদ্ধতপসা স্পৃহয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ২৫

স রত্নানি বিচিত্রাণি সংহৃতানি ততস্ততঃ
যথেষ্টমভিসম্ভাজ্য নাস্তিক্যমভিভাষসি ॥ ২৬

কুটুম্বমাস্থিতে ত্যাগং ন পশ্যামি নরাধিপ ।
রাজসূয়াশ্বমেধেষু সর্বমেধেষু বা পুনঃ ॥ ২৭

যে চান্যে ক্রতবস্তাত ব্রাহ্মণৈরভিপূজিতাঃ ।
তৈর্যজস্ব মহীপাল শক্রো দেবপতির্যথা ॥ ২৮

রাজ্ঞঃ প্রমাদদোষেণ দস্যুভিঃ পরিমুষ্যতাম্ ।
অশরণ্যাঃ প্রজানাং যঃ স রাজা কলিরুচ্যতে ॥ ২৯

গ্রামান্ গাশ্চৈব দাসীশ্চ করেণূশ্চ বলস্কৃতাঃ
গ্রামান্ জনপদাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ॥ ৩০

অপ্রদায় দ্বিজাতিভ্যো মাৎসর্যাবিষ্টচেতসঃ ।
বয়ং তে রাজকলয়ো ভবিষ্যামি বিশাম্পতে ॥ ৩১

দিগের জন্য সম্পাদিত আয়োজনের প্রশংসা করা হইয়াছে। এখানেই কেবল ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮

এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বেদবিহিত বিধিপালনকারী নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। তিনি পারলৌকিক উন্নতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন্ না ॥ ১৯

রাজন্! নিষ্পাপ ব্রহ্মাত্মা প্রজাপতি এই উদ্দেশ্যে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহারা নানাপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা আমার যজনা করিবেন ॥ ২০

এই উদ্দেশ্যে তিনি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকার লতা-গুল্ম, বৃক্ষ, ওষধি, পবিত্র পশু এবং যজ্ঞে প্রয়োজনীয় হবিসমূহ সৃষ্টি করিলেন ॥ ২১

এই যজ্ঞকর্ম গৃহস্থাশ্রমী পুরুষকে এক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখেন ; সেইজন্য গার্হস্থ্য-ধর্মই এজগতে দুষ্কর ও দুর্লভ ॥ ২২

মহারাজ! যে গৃহস্থ উহা প্রাপ্ত হইয়া পশু ও ধন-ধান্যে সম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞ করে না, তাহাকে সর্বদা পাপভাগী হইতে হয় ॥ ২৩

কিছু ঋষি বেদ-শাস্ত্রের স্বাধ্যায়রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিছু ঋষি জ্ঞানযজ্ঞে নিরত থাকেন এবং অন্য কিছু ঋষি মনেই ধ্যানজন্য মহাযজ্ঞসকল বিস্তার করেন ॥ ২৪

হে নৃপ! চিত্তকে একাগ্র করিবার যে সাধন, উহার আশ্রয় গ্রহণ করত ব্রহ্মকৃত দ্বিজের দর্শনের অভিলাষে দেবগণও করিয়া থাকেন ॥ ২৫

এদিক্ ওদিক্ হইতে যে সকল বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে, উহাকে যজ্ঞে বিতরণ না করিয়া আপনি নাস্তিকের কথা বলিতেছেন ॥ ২৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! যাহার উপর কুটুম্বজনের প্রতিপালন ভার ন্যস্ত আছে, তাহার পক্ষে ত্যাগের বিধান দেখা যায় না। তাহার রাজসূয়, অশ্বমেধ অথবা সর্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ॥ ২৭

নৃপাল! ইহা ব্যতীত আরও যে সকল ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রশংসিত যজ্ঞ রহিয়াছে, সেই সব যজ্ঞের দ্বারা আপনিও দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করুন ॥ ২৮

রাজার অনবধানতারূপ দোষের জন্য দস্যুরা প্রবল হইয়া প্রজাগণের সর্বস্ব অপহরণ করিতে থাকে, এরূপ অবস্থায় যদি রাজা প্রজাদিগকে শরণদান না করেন, তবে তাঁহাকেই মূর্তিমান্ কলি বলা হয় ॥ ২৯

প্রজানাথ! যদি আমরা ঈর্ষ্যাপূর্ণচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সুসজ্জিতা হস্তিনী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহাদি দান না করি, তবে রাজগণের মধ্যে কলিযুগ আনয়নকারী বলিয়া আমরা নিন্দিত হইব ॥ ৩০-৩১

অদাতারঃ শরণ্যাশ্চ রাজকিল্বিষভাগিনঃ
দোষানেবেহ ভোক্তারো ন সুখানাং কদাচন ॥ ৩১
অনিষ্ট্বা চ মহাযজ্ঞৈরকৃত্বা চ পিতৃষ্বধাম্ ।
তীর্থেষনভিসম্প্লুত্য প্রব্রজিষ্যসি চেৎ প্রভো ॥ ৩২
ছিন্নাভ্রমিব গন্ত্যাসি বিলয়ঃ মারুতেরিতম্
লোকয়োরুভয়োর্ভ্রষ্টো স্বপ্নরাজে যথাস্থিতঃ ॥ ৩৩
অস্বর্ষ্যমিহ্ চ যৎ কিঞ্চিন্মনোবাসঙ্গকারকম্
পরিত্যজ্য তবেৎ ত্যাগী ন হিত্বা প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪
এতস্মিন্ বর্তমানস্য বিধাবপ্রতিমেধিতে ।
ব্রাহ্মণস্য মহারাজ নোচ্ছিত্তিবিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৫

নিহতা শত্রুশুশ্রূষা সমৃদ্ধান্
শত্রো গণা
: পার্থ শোচেন্নিহতঃ স্বধর্মে
পূর্বৈঃ স্মৃতে পাথিবলিপ্সুজুষ্টে ॥
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ পরাক্রমেণ
জিত্বা মহীং যজ্ঞবিদ্বাঃ
নাকস্য পৃষ্ঠেঽসি নরেন্দ্র গন্তা
ন শোচিতব্যং ভবতাদ্য পার্থ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি নকুলবাক্যে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যাহারা দান করে না, শরণাগতকে রক্ষা করে না, তাহারা রাজাদের পাপভাগী হইয়া থাকে। তাহারা দুঃখ হইতে দুঃখই ভোগ করিতে থাকে, সুখ কখনও লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১

প্রভো! আপনি যদি মহাযজ্ঞসকলের দ্বারা ভগবানের যজন না করিয়া, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থসকলে স্নান না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে বায়ুর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবেন। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া (ত্রিশঙ্কুর ন্যায়) স্বপ্নরাজ্যে ঝুলিতে থাকিবেন ॥৩২-৩৩

অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু মনের আসক্তিকর বস্তু থাকে, সেই সবকে ত্যাগ করিলে পর মানুষ ত্যাগী হইয়া থাকে। কেবল গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলেই কেহ ত্যাগী হয় না ॥ ৩৪

মহারাজ! এই গৃহস্থ-আশ্রমেই থাকিয়া বেদবিহিত কর্মে আসক্ত ব্রাহ্মণের কখনও উচ্ছেদ (পতন) হয় না ॥ ৩৫

হে পার্থ! যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে দৈত্যদের সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি বেগপূর্বক শত্রুগণকে বধ করত জয় লাভ করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী রাজগণের দ্বারা সেবিত নিজ ধর্মে নিরত থাকেন, এরূপ (আপনি ব্যতীত) অন্য কোন রাজা শোক করেন? ৩৭

নরেন্দ্র! পার্থ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে পরাক্রমের দ্বারা এই পৃথিবী জয় লাভ করিয়া যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে বহু দক্ষিণাদান করত স্বর্গ হইতেও উপরে গমন করিবেন অতএব আজ আপনি শোক করিবেন না ॥ ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে নকুলের বাক্যবিষয়ক
দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

[মমত্বমাসক্তিঞ্চ পরিত্যজ্য পালনীয়মিতি যুধিষ্ঠিরায় সহদেবস্য পরামর্শদানম্]

সহদেব উবাচ

ন বাহ্যং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত।
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি বা ন বা ॥ ১
বাহ্যদ্রব্যবিযুক্তস্য শারীরেষ্বনুষ্বজাতঃ
যো ধর্মো যৎ সুখং বা স্যাদ্ বিষয়াঃ তৎ তথাস্তু নঃ ॥ ২
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য পৃথিবীমনুশাসতঃ।
যো ধর্ম্মো যৎ সুখং বা স্যাৎ মুহ্যতাং তৎ তথাস্তু নঃ ॥ ৩
দ্বাক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরঃ ব্রহ্ম শাশ্বতম্
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্ ॥ ৪
ব্রহ্মমৃত্যূ ততো রাজন্নাস্তাঞ্চেব সমাশ্রিতৌ।
অদৃশ্যমানৌ ভূতানি যোধয়েতামসংশয়ম্ ॥ ৫
অবিনাশোঽস্তু সত্ত্বস্য নিয়তো যদি ভারত।
হত্বা শরীরং ভূতানাং ন হিংসা প্রতিপদ্যতে ॥ ৬
অথাপি চ সহোৎপত্তিঃ সত্ত্বস্য প্রলয়স্তথা।
নষ্টে শরীরে নষ্টঃ স্যাদ্ বৃথা চ স্যাৎ ক্রিয়াপথঃ ॥ ৭
তস্মাদেকান্তমুৎসৃজ্য পূর্বৈঃ পূর্বতরৈশ্চ যঃ।
পন্থা নিষেবিতঃ সদ্ভিঃ স নিষেব্যো বিজানতা ॥ ৮
(স্বায়ম্ভুবেন মনুনা তথাঽন্যৈশ্চক্রবর্ত্তিভিঃ।
পন্থরং হ্যবমঃ পন্থাঃ কস্মাৎ তৈস্তৈর্নিষেবিতঃ ॥
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি যুগানি বহুশস্তৈশ্চ ভুক্তেয়মবনী নৃপ।)
লব্ধ্বাপি পৃথিবীং কৃৎস্নাং সহস্থাবরজঙ্গমাম্
ন ভুঙ্‌ক্তে যো নৃপঃ সম্যঙ্ নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্ ॥ ৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[সহদেব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মমত্ব ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে পরামর্শ দান।]

সহদেব বলিলেন,—হে ভারত! কেবল বাহিরের দ্রব্য ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না কিংবা শরীরসম্বন্ধীয় দ্রব্যসকলও ত্যাগ করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১

বাহ্য দ্রব্যসকল হইতে দূরে থাকিয়া ঐহিক সুখ ভোগসমূহে আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম অথবা যে সুখ লাভ হইয়া থাকে, উহা সেইরূপে আমাদের শত্রুগণের প্রাপ্তি হউক। ২

কিন্তু শরীরের উপভোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকলের মমতা ত্যাগ করত অনাসক্তভাবে পৃথিবী শাসনকারী রাজার যে ধর্ম্ম অথবা সুখ লাভ হয়, উহা আমাদের হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের প্রাপ্তি হউক। ৩

দুই অক্ষরকে 'মম' ('ইহা আমার' এরূপ ভাবকে) মৃত্যু এবং তিন অক্ষরকে 'ন মম' ('ইহা আমার নয়' এরূপ ভাবকে) অমৃত—সনাতন ব্রহ্ম বলা হয়। ৪

রাজন্! ইহাতে এই সূচিত হয় যে, মৃত্যু ও অমৃত ব্রহ্ম এই উভয়ই নিজের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহারাই অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া প্রাণিগণকে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫

হে ভারত! যদি এই জীবাত্মার অবিনাশী হওয়াই নিশ্চিত হয়, তবে ত' প্রাণিগণের দেহকে বধ করা মাত্রই উহার হিংসা হইতে পারে না। ৬

ইহার বিপরীত যদি দেহের সহিতই জীবের উৎপত্তি ও উহার নষ্ট হওয়ার সহিতই জীবের নাশ মানা হয়, তবে শরীরের নাশের সহিত জীবও নষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বৈদিক কর্ম্মমার্গই বৃথা—ইহা সিদ্ধ হইবে। ৭

সেইজন্য বিজ্ঞ পুরুষের নির্জ্জনে বাস করিবার বিচার ত্যাগ করত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অত্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথ সেবন করিয়া গিয়াছেন, উহারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। ৮

(যদি আপনার দৃষ্টিতে পূর্ব্বস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে রাজ্যশাসন করা অধর্ম্ম মার্গ হইয়া থাকে, স্বায়ম্ভুব মনু এবং অন্যান্য প্রখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী নরেশগণ ইহার অনুসরণ কেন করিয়াছিলেন?

হে ভরতবংশধর নৃপ! সেই নরপতিগণ উত্তম গুণসমূহে যুক্ত সত্যযুগ, ত্রেতাদি অনেক যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী উপভোগ করিয়া গিয়াছেন।)

যে রাজা চরাচর প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে উত্তমরূপে উপভোগ করেন না, তাঁহার জীবনই নিষ্ফল। ৯

অথবা বসতো রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ
ত্রব্যেষু যস্য মমতা মৃত্যোরাস্যে স বর্ততে ॥
বাঙ্মাত্রন্তু ভূতানাং স্বভাবঃ পঞ্চ ভারত
সে ত্বং পশ্যস্তি তদ্ ভূতং মুচ্যন্তে তে মহাভয়াৎ ॥
ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্ ভ্রাতা ভবান্ গুরুঃ
দুঃখপ্রলাপানার্তস্য তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১১

রাজন্! অথবা বনে থাকিয়া বন্যেরই ফল-পুষ্পসমূহে জীবন-নির্বাহ করিতে করিতেও যে পুরুষের দ্রব্যসমূহে মমত্ব বোধ থাকে, সে মৃত্যুর মুখে অবস্থান করে। ১০

হে ভারত! প্রাণিগণের বাক্ স্বভাব এক প্রকার আর আত্মার স্বভাব আমার অন্য প্রকার হইয়া থাকে আপনি উহা নিরীক্ষণ করুন যিনি সর্বেরই মধ্যে বিরাজমান পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি মহাভয় (মৃত্যু) হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১১

তত্তথা বা যদি বাতথ্যং সর্বমেতৎ প্রভাষিতম্
তদ্ বিদ্ধি পৃথিবীপাল ভক্ত্যা ত্বয়তসম্ভব ॥১৩

প্রভো! আপনি আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও গুরু। আমি আর্ত হইয়া দুঃখে যাহা যাহা প্রলাপ বাক্য বলিলাম, আপনি সেই সমস্ত ক্ষমা করুন। ১২

ত্বয়তসম্ভব নৃপতে! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, উহা যথার্থ বা অযথার্থ হউক, আপনার প্রতি ভক্তিবশতই সেই সব বাক্য আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে উহা আপনি সর্বতোভাবে অবগত হউন। ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সহদেববাক্যে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে সহদেবের বাক্য বিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজদণ্ডধারণপূর্বক রাজ্য শাসিতে যুধিষ্ঠিরায় দ্রৌপদ্যাঃ প্রেরণাদানঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অব্যাহরতি কৌন্তেয়ে ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে
ভ্রাতৄণাং দ্রবতাং তাংস্তান্ বিবিধান্ বেদনিশ্চয়ান্ ॥১
মহাভিজনসম্পন্না শ্রীমত্যায়তলোচনা।
অভ্যভাষত রাজেন্দ্র দ্রৌপদী ধর্মিতাং বরা ॥২
আসীনমৃষভং রাজ্ঞাং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্
সিংহশার্দূলসদৃশৈর্বারণৈরিব যূথপম্ ॥ ৩

চতুর্দশ অধ্যায়।

[দ্রৌপদী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজদণ্ড ধারণ পূর্বক রাজ্য শাসন করিতে প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! নিজের ভ্রাতৃগণের মুখ হইতে নানা প্রকার বেদসম্মত সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়াও যখন কুন্তীপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুই বলিলেন না, তখন মহাকুলে উৎপন্না, যুবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, শুদ্ধ নিতম্বশোভিতা ও বিশালনয়নসম্পন্না পতিব্রতাগণের বিশেষতঃ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অভিমানবতী, রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক সর্বদা প্রতিপালিতা, ধর্মবুদ্ধিসম্পন্না এবং ধর্মজ্ঞা শ্রীমতী মহারাণী দ্রৌপদী হস্তিসদৃশ পরিবৃত যূথপতি সিংহরাজের ন্যায় সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট পতিদেব নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত সান্ত্বনাপূর্ণ পরম মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন। ১-৩

অভিমানবতী নিত্যং বিশেষেণ যুধিষ্ঠিরে
লালিতা সততং রাজ্ঞা ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী ॥ ৪
আমন্ত্র্য বিপুলশ্রোণী সাধ্বী পরমবল্গুনা।
ভর্তারমভিসম্প্রেক্ষ্য ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

দ্রৌপদ্যুবাচ

ইমে তে ভ্রাতরঃ পার্থ তন্ত্রন্তে স্তোককা ইব।
বাবাক্যমানাস্তিষ্ঠন্তি ন চৈনানভিনন্দসে ॥ ৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—কুন্তীকুমার! চাতকপক্ষিগণ যেরূপ জলপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া যায় এবং বারংবার রব করিতে থাকে, সেইরূপ আপনার এই ভ্রাতারা আপনার সমক্ষ শ্রবণ করত হতাশায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, এবং বারংবার আপনাকে রাজ্য শাসন করিবার কথা উঁহারা বলিয়া যাইতেছেন, অথচ আপনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না ॥ ৬

নন্দয়ৈতান্ মহারাজ মত্তানিব মহাদ্বিপান্
উপপন্নেন বাক্যেন সততং দুঃখভাগিনঃ ॥ ৭
কথং দ্বৈতবনে রাজন্ পূর্বমুক্তা তথা বচঃ।
ভ্রাতৄনেতান্ স সহিতান্ শীতবাতাতপার্দিতান্ ৮
বয়ং দুর্যোধনং হত্বা যুধি তোক্ষ্যাম মেদিনীম্।
সম্পূর্ণাঃ সর্বকামানামাহবে বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৯
বিরথাংশ্চ রথান্ কৃত্বা নিহত্য চ মহাগজান্
সংস্তীর্য চ ধ্বজৈর্ভূমিং গদাদিভিররিন্দমাঃ ॥ ১০
বজ্রতাং বিবিধৈর্ঘোরৈঃ সমুদ্ধৈরাততক্ষিপৈঃ।
বনবাসকৃতং দুঃখং ভবিষ্যতি সুখায় বঃ ॥ ১১
ইত্যেতানেবমুক্ত্বা ত্বং স্বয়ং ধর্মভৃতাং বর।
কথমদ্য পুনর্বীর বিমহ্যসি মনাংসি নঃ ॥ ১২
ন ক্লীবো বসুধাং ভুঙ্‌ক্তে ন ক্লীবো ধনমশ্নুতে।
ন ক্লীবস্য গৃহে পুত্রা মৎস্যাঃ পঙ্ক ইবাসতে ॥ ১৩

নাদত্তঃ ক্ষত্রিয়ো ভাতি নাদতো ভূমিমশ্নুতে
নাদত্তস্য প্রজা রাজ্ঞঃ সুখং বিন্দন্তি ভারত ॥ ১৪
মিত্রতা সর্বভূতেষু দানমধ্যয়নং তপঃ।
ব্রাহ্মণস্যৈব ধর্মাঃ স্যুর্ন রাজ্ঞো রাজসত্তম ॥ ১৫
দমস্তাং প্রতিমেধশ্চ সতাঞ্চ পরিপালনম্।
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্মঃ সমরে চাপলায়নম্ ॥
যস্মিন্ ক্ষমা চ ক্রোধশ্চ দানাদানে ভয়াভয়ে
নিগ্রহানুগ্রহৌ তোতৌ স বৈ ধর্মবিদুচ্যতে ॥ ১
ন শ্রুতেন ন দানেন ন সাম্নো ন চ মায়য়া।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী লব্ধা ন সঙ্কোচেন চাপ্যুত ॥ ১৮
যৎ তদ্ বলমমিত্রাণাং তথা বীর্যসমুদ্ভবম্।
হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নং ত্রিভিরঙ্গৈরনুত্তমম্ ॥ ১৯
রক্ষিতং দ্রোণকর্ণাভ্যামশ্বত্থাম্না কৃপেণ চ।
তৎ ত্বয়া নিহতং বীর তস্মাদ্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব বসুন্ধরাম্ ॥ ২০

মহারাজ! উত্তম গন্ধর্বাদিগের ন্যায় আপনার এই সব বন্ধুগণ সদা আপনার জন্যই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এখন আপনি ইহাদের যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা আনন্দিত করুন ॥ ৭

রাজন্! দ্বৈতবনে এই সব ভ্রাতারা যখন আপনার সহিত শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুতে কষ্টভোগ করিতেছিলেন, তখন আপনি ইহাদের সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—শত্রুবধনকারী বীর ভ্রাতৃগণ! তখাভিলাষী আমরা যুদ্ধে দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া এই বীরদুষ্কর রথহীন করত মহাগজসকলকে সংহার করিব এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাগণসহ রথসকলের দ্বারা এই ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া দিব। তারপর সমগ্র ভোগসমূহে সুসম্পন্ন এই বসুধাকে উপভোগ করিব সেই সময় পর্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনায় নিরত থাকিলে তোমাদের এই বনবাসজনিত দুঃখ সুখরূপে পরিণত হইবে। ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! বীর মহারাজ! পূর্বে দ্বৈতবনে এই ভ্রাতাদের সহিত স্বয়ংই এরূপ কথা বলিয়া আজ কেন আপনি আমাদের সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন? ৮-১২

যে কাপুরুষ ও নপুংসক, সেই এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সে ধনও উপার্জন করিতে পারে না এবং উহা ভোগ করিতেও পারে না। যেরূপ কেবল পঙ্কে মৎস্যসকল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ নপুংসকের গৃহেও পুত্র হয় না ॥ ১৩

যে দণ্ড দান করিতে পারে না, সেরূপ ক্ষত্রিয় শোভা পায় না। দণ্ডদান না করিলে রাজা এই পৃথিবীকে উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। ভারত! দণ্ডহীন রাজার প্রজাগণ কখনও সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব, দান গ্রহণ করা, দান করা, অধ্যয়ন ও তপস্যা ইহা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম, রাজার নহে ॥ ১৫

রাজাদের পরম ধর্ম হইল—দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করা, সৎ পুরুষগণকে পালন করা এবং যুদ্ধে কখনও পলায়ন না করা ॥ ১৬

যাঁহার মধ্যে যথাসময়ে ক্ষমা ও ক্রোধ এই দুইই উদ্ভূত হইয়া থাকে, যিনি দান গ্রহণ করেন ও দান করেন, যাঁহার মধ্যে শত্রুদিগকে ভয় দেখাইবার শক্তি এবং শরণাগতকে অভয়দানের সামর্থ্য থাকে, যিনি দুষ্টগণকে দণ্ডদান ও দীন ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহাকেই ধর্মজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৭

আপনার এই পৃথিবী শাস্ত্রশ্রবণে পাওয়া যায় নাই, আপনি দানেও ইহা প্রাপ্ত হন নাই, কাহাকেও সান্ত্বনাদান করিয়া লাভ করেন নাই, যজ্ঞের দ্বারা পান নাই এবং ভিক্ষার দ্বারাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৮

সেই যে শত্রুদের হাতী, অশ্ব এবং রথ—এই তিন অঙ্গবিশিষ্ট পরাক্রমসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ সৈন্য ছিল, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য যাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই

জম্বুদ্বীপো মহারাজ নানাজনপদৈর্যুতঃ।
ত্বয়া পুরুষশার্দূল দণ্ডেন মৃদিতঃ প্রভো ॥ ১১

জম্বুদ্বীপেন সদৃশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো নরাধিপ।
অবরেণ মহামেরোর্দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া ॥ ১২

ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সদৃশঃ শাকদ্বীপো নরাধিপ
পূর্বেণ তু মহামেরোর্দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া ॥ ১৩

উত্তরেণ মহামেরোঃ শাকদ্বীপেন সম্মিতঃ।
অম্লানঃ পুরুষব্যাঘ্র দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া ॥ ১৪

দ্বীপাশ্চ সান্তরদ্বীপা নানাজনপদাশ্রয়াঃ।
বিগাহ্য সাগরং বীর দণ্ডেন মৃদিতাস্ত্বয়া ॥ ১৫

এতাঞ্জপ্রতিমেয়ানি কৃত্বা কর্মাণি ভারত।
ন প্রীয়সে মহারাজ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৬

স ত্বং ভ্রাতৄনিমান্ দৃষ্ট্বা প্রতিনন্দস্ব ভারত।
ক্ষয়তানিব সম্মত্তান্ গজেন্দ্রানুদ্ধতানিব ॥ ১৭

অমরপ্রতিমাঃ সর্বে শক্রসাহাঃ পরন্তপাঃ।
একোঽপি হি সুখায়ৈষাং মম স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ১৮

কিং পুনঃ পুরুষব্যাঘ্র পঞ্চয়ো মে নরর্ষভাঃ।
সমস্তানীন্দ্রিয়াণীব শরীরস্য বিচেষ্টনে ॥ ১৯

অব্রুতঃ নাব্রবীদ্ধ্রুক্ষঃ সর্বজ্ঞা সর্বদর্শিনী।
যুধিষ্ঠিরস্ত্বাং পাঞ্চাল সুখে ধাস্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৩০

হত্বা রাজসহস্রাণি বহূন্যাত্তপরাক্রমঃ।
তদ্ ব্যর্থং সম্প্রপশ্যামি মোহাৎ তব জনাধিপ

যেষামুদ্যন্তকো জ্যেষ্ঠঃ সর্বে তেঽপ্যনুসারিণঃ
তবোন্মাদান্মহারাজ সোন্মাদাঃ সর্বপাণ্ডবাঃ ॥ ৩২

যদি হি স্যুরনুমত্তা ভ্রাতরস্তে নরাধিপ
বদ্ধ্বা ত্বাং বান্ধবৈঃ সার্ধং প্রশাসেয়ুর্বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৩

সৈন্যবাহিনীকে আপনি বধ করিয়াছেন, তবে এই পৃথিবী আপনার অধিকারে আসিয়াছে, বীর! অতএব আপনি উহাকে উপভোগ করুন ॥ ১৯-২০

প্রভো! মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বহু জনপদে যুক্ত এই জম্বুদ্বীপকে বীর দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়াছেন ॥ ২১

হে নরাধিপ! জম্বুদ্বীপেরই তুল্য ক্রৌঞ্চদ্বীপকে, যাহা মহামেরুর পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাকে আপনি দণ্ডের দ্বারা বিমর্দন করিয়া দিয়াছেন ॥ ২২

নরেন্দ্র! ক্রৌঞ্চদ্বীপেরই সদৃশ, মহামেরুর পূর্বে অবস্থিত নিজ দণ্ডের দ্বারা সেই শাকদ্বীপকে বশীকৃত করিয়াছেন ॥ ২৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহামেরুর উত্তরে শাকদ্বীপ পরিমিত যে অম্লান বর্ষ রহিয়াছে, উহাকেও আপনি দণ্ডের দ্বারা অবনত করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৪

বীর! ইহার অতিরিক্ত আরও যে সব বহুসংখ্যক দেশের আশ্রয়ভূত দ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপ সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া অবস্থিত আছে, আপনি সেই সব স্থানকেও দণ্ডের দ্বারা বশীকৃত করিয়া নিজের অধিকারে আনিয়াছেন ॥ ২৫

হে ভারত! মহারাজ! আপনি এতাদৃশ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াও প্রসন্ন হইতেছেন না কেন? ২৬

ভারত! অতিশয় বলোন্মত্ত বৃষভতুল্য বলশালী গজরাজগণের ন্যায় নিজের ভ্রাতৃগণকে আপনি ইঁহাদের অভিনন্দন করুন ॥ ২৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ! শত্রুসৈন্যকারী আপনার এই সব ভ্রাতা শত্রু-সৈন্যের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ, দেবগণের ন্যায় তেজস্বী, আমার বিশ্বাস যে, ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একজন বীরই আমাকে সুখী করিতে পারেন, সুতরাং এই পাঁচ নরশ্রেষ্ঠ পতি কি করিতে না সমর্থ হইবেন? শরীরকে ক্রিয়াশীল করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের যে স্থান, আমার জীবনকে সুখী করিতেও সেইরূপ ইঁহাদের স্থান ॥ ২৮-২৯

মহারাজ! আমার শ্বশ্রূমাতা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি সর্বজ্ঞা ও সর্বদর্শিনী। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাঞ্চালরাজকুমারি! যুধিষ্ঠির নীচ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে, সুতরাং সে বহু সহস্র রাজাকে যুদ্ধে সংহার করত তোমাকে সুখে প্রতিষ্ঠিত করিবে। জনেশ্বর! কিন্তু আপনার এই মোহ দেখিয়া শ্বশ্রূ মাতার কথিত সেই বাক্যও ব্যর্থ হইতে দেখা যাইতেছে ॥ ৩০-৩১

যাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্ত হইয়া যান, তাঁহারা সকলে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। মহারাজ! আপনার উন্মাদে সকল পাণ্ডবেরাই উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩২

নরেশ্বর! যদি এই আপনার ভ্রাতারা উন্মত্ত না হইতেন, তবে বান্ধবগণের সহিত আপনাকে বন্ধন করিয়া নিজেরাই এই বসুন্ধরাকে শাসন করিতেন ॥ ৩৩

কুরুতে মূঢ় এবং হি যঃ শ্রেয়ো নাধিগচ্ছতি।
ধূপৈরঞ্জনযোগৈশ্চ নস্যকর্ম্মভিরেব চ ॥ ৩৪
ছেদনৈঃ সচিকিৎস্যঃ স্যাদ্ য উন্মার্গেণ গচ্ছতি।
সাহং সর্ব্বাবমা লোকে স্ত্রীণাং ভরতসত্তম ॥ ৩৫
তথা বিনিকৃতা পুত্রৈর্যাহমিচ্ছামি জীবিতুম্।
এতেষাং ব্রুবমাণানাং ন মেঽস্তু বচনং মৃষা ॥ ৩৬
ত্বং তু সর্ব্বাং মহীং ত্যক্ত্বা কুরুষে স্বয়মাপদম্।
যথাঽঽহুস্তাং সম্মতো রা ং পৃথিব্যাং রাজসত্তম ॥ ৩৭

যে মূর্খ এরূপ কার্য্য করে, সে কখনও কল্যাণভাগী হইতে পারে না। যে উন্মার্গগত হইয়া কুপথে চলিতে থাকে, তাহাকে ধূপে স্বেদ দিয়া, নয়নে সিদ্ধ অঞ্জন দিয়া, নাসিকায় নস্যদ্রব্য আঘ্রাণ করাইয়া অথবা কোন ঔষধ খাওয়াইয়া সেই রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক ॥ ৩৪;

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমিই এ জগতে সকল স্ত্রীগণের মধ্যে অধম যেহেতু আমার পুত্রগণ নিহত হইলেও আমি এখনও জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক ॥ ৩৫;

এই সব মানুষ আপনাকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আপনি উহা গ্রহণ করিতেছেন না। আমি এখন যাহা কিছু বলিতেছি, এই সব বাক্য আমার মিথ্যা নহে। আপনি

মাঙ্কাতা চাম্বরীষশ্চ তথা রাজন্ বিরাজসে।
প্রশাধি পৃথিবীং দেবীং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩৮
সপর্ব্বতবনদ্বীপাং মা রাজন্ বিমনা ভব।
যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যুধ্যস্বারীন্ প্রসহ্য চ।
ধনানি ভোগান্ বাসাংসি দ্বিজাতিভ্যো নৃপোত্তম ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি দ্রৌপদীবাক্যে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য পরিত্যাগ করত নিজের জন্য নিজেই বিপদ সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৩৬;

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ মান্ধাতা ও অম্বরীষ ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজগণের মধ্যে সম্মানিত হইয়া সুশোভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও সুশোভিত হইতেছেন ॥ ৩৭;

হে রাজন্! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে পর্ব্বত, বন ও দ্বীপসমূহ সহ এই পৃথিবী দেবীকে শাসন করুন। এভাবে আর উদাসীন থাকিবেন না ॥ ৩৮;

নৃপোত্তম! নানাপ্রকার যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করুন, শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করুন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন, ভোগসামগ্রী ও বস্ত্রসকল দান করুন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দ্রৌপদীর বাক্যবিষয়ক
চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনেন রাজদণ্ডস্য মহত্ত্ববর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজসেন্দ্রা বচঃ শ্রুত্বা পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।
অনুমান্য মহাবাহুং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥ ১

অর্জুন উবাচ।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২
দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্মং ত্রৈবিদ্যার্থং জনাধিপ।
কামং সংরক্ষতে দণ্ডস্ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে ॥ ৩
দণ্ডেন রক্ষ্যতে ধান্যং ধনং দণ্ডেন রক্ষ্যতে
এবং বিদ্যানুপাধৎস্ব ভাবং পঞ্চম্য লৌকিকম্। ৪
রাজদণ্ডভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে
যমদণ্ডভয়াদেকে পরলোকভয়াদপি ॥ ৫
পরস্পরভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেকে ন খাদন্তি পরস্পরম্
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৭
গম্ভীরদমাস্তান্ দমযতাশিষ্টান্ দণ্ডয়ত্যপি
দমনাদ্ দণ্ডনাচ্চৈব তস্মাদ্ দণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ৮
বাচা দণ্ডো ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং তু কার্শনম্
ধনদণ্ডাঃ স্মৃতা বৈশ্যা নিদণ্ডঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ৯
অসম্মোহায় মর্ত্যানামপসংরক্ষণায় চ।
মর্যাদা স্থাপিতা লোকে দণ্ডসংজ্ঞা বিশাম্পতে ॥১০
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পূরুষঃ।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ১১

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক রাজদণ্ডের মহত্ত্ব বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভূপতিনন্দিনী কৃষ্ণার এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্ম মর্যাদা হইতে অবিচ্যুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহু যুধিষ্ঠিরকে সম্মান করিতে করিতে অর্জুন পুনরায় এই কথা বলিলেন। ১

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! দণ্ড সমস্ত প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই তাহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে, সকলে নিদ্রিত হইলেও দণ্ডই জাগরিত থাকে; এই কারণে বিদ্বান্ পুরুষগণ দণ্ডকে রাজার ধর্ম বলিয়া জানেন। ২

হে জননায়ক! দণ্ডই ধর্ম ও অর্থকে রক্ষা করিয়া থাকে, কামকেও দণ্ড সর্বতোভাবে রক্ষা করে, অতএব দণ্ডকেই ত্রিবর্গ বলা হয়। ৩

দণ্ডের দ্বারা ধান্য রক্ষিত হয়, দণ্ডের দ্বারা ধনও রক্ষিত হইয়া থাকে; এরূপ জানিয়া আপনিও দণ্ড ধারণ করুন এবং জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। ৪

বহু পাপী রাজদণ্ডের ভয়ে পাপকার্য করে না, কোন কোন পাপী যমদণ্ডের ভয়ে, কোন কোন পাপী পরলোকের ভয়ে এবং বহু পাপী পরস্পরের ভয়ে পাপকার্য করে না। জগতের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; সেইজন্য সব কিছু দণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ৫-৬

অনেকে দণ্ডেরই ভয়ে পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। যদি দণ্ড সকলকে রক্ষা করে, তবে সকলেই ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। ৭

এই দণ্ড উদ্ধত মনুষ্যদিগকে দমন করে এবং দুষ্টগণকে দণ্ড-দান করে; অতএব এই দমন ও দণ্ডের জন্যই জ্ঞানী পুরুষগণ ইহাকে দণ্ড বলেন। ৮

ব্রাহ্মণগণ যদি অপরাধ করেন, তবে বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অপমান করাই হইল দণ্ড, এইরূপ অপরাধকারী ক্ষত্রিয়দিগকে ভোজনের জন্য বেতন দিয়া কর্ম করান তাঁহাদের দণ্ড, বৈশ্যদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা (জরিমানা করিয়া অর্থগ্রহণ করা) তাঁহাদের দণ্ড, কিন্তু শূদ্র দণ্ডহীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেবা ব্যতীত অন্য কোন দণ্ড ইহার হইবে না। ৯

প্রজানাথ! মনুষ্যদিগকে প্রমাদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদের ধন রক্ষা করিবার জন্য জগতে যে মর্যাদা স্থাপিত করা হইয়াছে, উহারই নাম দণ্ড। ১০

দণ্ডযোগ্য ব্যক্তির উপর যখন দণ্ড পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি চোখে অন্ধকার দেখিয়া থাকে বলিয়া এই দণ্ডকে শ্যাম (কৃষ্ণ) বলা হয়; দণ্ডদানকারীর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে বলিয়া ইহার অপর নাম লোহিতাক্ষ। এরূপ দণ্ড যেখানে সর্বদা শাসনের জন্য উদ্যত হইয়া বিচরণ করে এবং নেতা বা শাসক উত্তম-

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যা বর্ত্মনি স্থিতাঃ ॥ ১১
নাভীতো যজতে রাজন্ নাভীতো দাতুমিচ্ছতি।
নাভীতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সময়ে স্থাতুমিচ্ছতি ॥ ১২
নাশ্রুত্বা পরমর্মাণি নাকৃত্বা কর্ম দুষ্করম্।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীঃ শ্রিয়ম্ ॥ ১৩
নাশ্রুতঃ কীর্তিরস্তীহ ন বিত্তং ন পুনঃ প্রজাঃ
ইন্দ্রো বৃত্রবধেনৈব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত ॥ ১৪
য এব দেবা হন্তারস্তাল্লোকোঽর্চয়তে ভৃশম্।
হন্তা রুদ্রস্তথা স্কন্দঃ শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ ॥ ১৫
হন্তা কালস্তথা বায়ুর্মৃত্যুর্বৈশ্রবণো রবিঃ।
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাশ্চ ভারত ॥ ১৬
এতান্ দেবান্ নমস্যন্তি প্রতাপপ্রণতা জনাঃ।
ন ব্রহ্মাণং ন ধাতারং ন পূষাণং কথঞ্চন ॥ ১৭
মধ্যস্থান্ সর্বভূতেষু দান্তান্ শমপরায়ণান্
যজন্তে মানবাঃ কেচিৎ প্রশান্তাঃ সর্বকর্মসু ॥ ১৯
ন হি পশ্যামি জীবন্তং লোকে কঞ্চিদহিংসয়া।
সত্ত্বৈঃ সত্ত্বা হি জীবন্তি দুর্বলৈর্বলবত্তরাঃ ॥ ২০
নকুলো মূষিকানত্তি বিড়ালো নকুলং তথা।
বিড়ালমত্তি বা রাজন্ শ্বানং ব্যালমৃগস্তথা ॥ ২১
তানত্তি পুরুষঃ সর্বান্ পশ্য কালো যথাগতঃ
প্রাণস্যান্নমিদং সর্বং জগমং স্থাবরঞ্চ যৎ ॥ ২২
বিধানং দৈববিহিতং তত্র বিদ্বান্ ন মুহ্যতি
যথা সৃষ্টোঽসি রাজেন্দ্র তথা ভবিতুমর্হসি ॥
বিনীতক্রোধহর্ষা হি মুনয়ো বনমুপাশ্রিতাঃ।
বিনা বধং ন কুর্বন্তি তাপসাঃ প্রাণযাপনম্ ॥ ২৪
উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ।
ন চ কশ্চিন্ন তান্ হন্তি কিমন্নং প্রাণযাপনাৎ ॥ ২৫

রূপে অপরাধের উপর দৃষ্টি রাখেন, সে স্থানে প্রজারা মোহগ্রস্ত হয় না। ১১

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এ সমস্ত মানুষই দণ্ডের ভয়ে নিজ নিজ পথে স্থির থাকেন। ১২

রাজন্! ভীত না হইয়া কেহ যজ্ঞ করে না, ভীত না হইয়া কেহ দান করিতে ইচ্ছা করে না এবং যজ্ঞের ভয় না থাকিলে কোন মানুষ স্বীয় মর্যাদা বা প্রতিজ্ঞাপালনেও স্থির থাকিতে ইচ্ছুক হয় না। ১৩

মৎস্যঘাতী জেলেদের ন্যায় অপরের মর্মস্থানসমূহ ছেদন না করিয়া, কোন দুষ্কর কর্ম না করিয়া এবং বহু প্রাণী হত্যা না করিয়া কেহ বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না। ১৪

যে অপরকে বধ করে না, সে এ জগতে কীর্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার ধনপ্রাপ্তি এবং পুনরায় প্রজাগণপ্রাপ্তিও হয় না। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াই মহেন্দ্র হইয়াছেন। ১৫

যে সকল দেবতা অপরকে বধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জগতে মানুষ অধিক পূজা করে। রুদ্র, স্কন্দ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, মৃত্যু, কুবের, সূর্য, বসু, মরুদ্গণ, সাধ্য এবং বিশ্বেদেবগণ—ইহারা সকলেই অপরকে (শত্রুকে) বধ করিয়াছেন ইহাদের প্রতাপের সম্মুখে নতমস্তক হইয়া মনুষ্যগণ তাঁহাদের নমস্কার করেন। ১৬-১৭½

কিন্তু ব্রহ্মা, ধাতা ও পূষার কেহই কোনরূপ পূজা অর্চনা করে কারণ, ইহারা সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন বলিয়া মধ্যস্থ, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিপরায়ণ। তাঁহারা শান্তস্বভাবের মানুষ, তাঁহারাই সমস্ত কর্মে এই ধাতা প্রভৃতির পূজা করেন। ১৮-১৯

জগতে এরূপ কোন মানুষকে আমি দেখি না, যিনি অহিংসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে; কারণ, প্রবল জীবগণ দুর্বল জীবসকলের দ্বারা জীবন প্রতিপালন করে। ২০

রাজন্! নকুল ইঁদুরদিগকে ভক্ষণ করে, বিড়াল সেই নকুলকে, আবার এই বিড়ালকে কুকুর এবং কুকুরকে চিতাবাঘ ভক্ষণ করে। ২১

কিন্তু ইহাদের সকলকে মানুষ বধ করিয়া ভোজন করে। দেখুন, যেরূপ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ প্রাণের অন্ন ॥ ২২

এ সমস্তই দৈবের বিধান। ইহাতে বিদ্বান্ পুরুষ মোহ প্রাপ্ত হন না। রাজেন্দ্র! আপনাকে বিধাতা যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন (অর্থাৎ যে জাতি ও কুলে আপনার জন্মদান করিয়াছেন), সেইরূপই আপনার হওয়া উচিত ॥ ২৩

যাহাদের মধ্যে ক্রোধ ও হর্ষ এই উভয়ই নাই, সেই মন্দবুদ্ধি ক্ষত্রিয়গণ বনে গমন করত তপস্বী হইয়া থাকে, কিন্তু বিনা হিংসায় তাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন না ॥ ২৪

জলমধ্যে বহু জীব আছে, পৃথিবী ও ফলসকলের মধ্যেও বহু কীট দেখা যায়। এরূপ কোন মানুষ নাই, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন জীবকে বধ না করে। ইহা জীবনিবাহ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ২৫

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ
পশ্যন্তোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ ক্ষণপর্যয়ঃ
গ্রামান্ নিষ্ক্রম্য মুনয়ো বিগতক্রোধমৎসরাঃ।
বনে কুটুম্বধর্মাণো দৃশ্যন্তে পরিমোহিতাঃ ॥ ২৭
ভূমিং ভিত্ত্বৌষধীশ্ছিত্ত্বা বৃক্ষাদীনতথান্ পশূন্
মনুষ্যাস্তপসে যজ্ঞাংস্তে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ২৮
দণ্ডনীত্যাং প্রণীতায়াং সর্বে নিষ্ঠান্ত্যপক্রমাঃ
কৌন্তেয় সর্বভূতানাং তত্র যে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৯
দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিনশ্যেদ্যুরিমাঃ প্রজাঃ
জলে মৎস্যানিবাভক্ষান্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥ ৩০
সভাং চেদং ব্রহ্মণা পূর্বমুক্তং
দণ্ডঃ প্রজা রক্ষতি সাধু নীতিঃ।
পশ্যাম্যরণ্যে প্রতিলাম্য ভীতাঃ
সন্তর্জিতা দণ্ডভয়াজ্জলন্তি ॥ ৩১

অন্ধঃ তম ইবেদং স্যান্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন
দণ্ডস্যেয় ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী ॥ ৩২
যেঽপি সন্তিন্নমর্যাদা নাস্তিকা বেদনিন্দকাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনাত্ত নিপীড়িতাঃ ॥ ৩৩
সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্জনঃ
দণ্ডস্য হি ভয়াদ্ ভীতো ভোগায়ৈব প্রবর্ততে ॥ ৩৪
চাতুর্বর্ণ্যপ্রয়োগায় সুনীতিনয়নায় চ
দণ্ডো বিধাত্রা বিহিতো ধর্মার্থৌ ভুবি রক্ষিতুম্
যদি দণ্ডো ন বিভ্যুর্বৈ বয়াংসি শ্বাপদানি চ।
অত্ত্যুঃ পশূন্ মনুষ্যাংশ্চ যজ্ঞার্থানি হবীংসি চ ॥ ৩৫
ন ব্রহ্মচার্যধীয়ীত কল্যাণী গৌর্ন দুহ্যতে
ন কন্যোদ্বহনং গচ্ছেদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৭
বিপ্লবেরন্ প্রবর্তেত ভিন্দ্যুরন্ সর্বসেতবঃ
মমত্বং ন প্রজানীয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৮

কত এরূপ সূক্ষ্ম যোনির জীব আছে, যাহাদের অনুমানের দ্বারাই জানা যায়। মানুষের চক্ষুর নিমেষ পতনেই যাহাদের বহু ভয় হইয়া যায় (এরূপ জীবগণের হিংসা কোন ব্যক্তি কতক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে ? ২৬

বহু মুনি ক্রোধ ও ঈর্ষাশূন্য হইয়া গ্রাম হইতে নির্গমন পূর্বক বনে চলিয়া যান, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহারা মোহবশতঃ গার্হস্থ্য-ধর্মেই অনুরক্ত হইয়াছেন দেখা যায়। ২৭

মনুষ্যগণ ভূমিকে ভেদ করিয়া এবং ওষধি, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী ও পশুকুলকে উচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং স্বর্গলাভ করে। ২৮

কুন্তীনন্দন ! দণ্ডনীতি যদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে প্রাণিগণের সকল কার্যই উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৯

যদি এ জগতে দণ্ড না থাকিত, তবে সমস্ত প্রজাই নষ্ট হইয়া যাইত। যেরূপ জলে বড় বড় মৎস্যগণ ছোট ছোট মৎস্য-দিগকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ প্রবল জীবগণ দুর্বল জীবদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৩০

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পূর্বেই এই সত্য কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, উত্তমরূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করা হইলে পর উহা প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। দেখ, বনমধ্যে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, তখন কুঁক বা বাতোদ্গম তর্জন প্রাপ্ত হইয়া ভীত হয় এবং দণ্ডের ভয়ে সে পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ৩১

এজগতে যদি সৎ ও অসতের বিভাগকারী দণ্ড না থাকিত, তবে ত' সকল স্থানেই অন্ধকার নামিয়া আসিত এবং কেহ কিছুই বুঝিতে পারিত না। ৩২

যাহারা ধর্মের মর্যাদা নষ্টকারী ও বেদসকলের নিন্দুক নাস্তিক মানুষ, তাহারাও দণ্ডের দ্বারা পীড়িত হইয়া অতি সত্বর স্বর্গপথে গমন করে—ধর্মের মর্যাদা পালনের জন্য উদ্যুক্ত হয়। ৩৩

সকল মানুষ দণ্ডের বশীভূত হইয়া সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কারণ, এ জগতে স্বভাবতঃ শুদ্ধ মানুষ বিরল। দণ্ডের ভয়ে ভীত মানুষ মর্যাদা পালনে প্রবৃত্ত হয়। ৩৪

বিধাতা দণ্ডের বিধান এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন যে, যাহাতে চারি বর্ণের মানুষ আনন্দে অবস্থান করিতে পারে, সকলের মধ্যে উত্তম নীতি প্রতিপালিত হউক এবং ভূতলে ধর্ম ও অর্থ রক্ষিত থাকুক। ৩৫

যদি পক্ষী ও হিংস্র জীবগণ দণ্ডের ভয়ে ভীত না হইত, তবে তাহারা পশু, মনুষ্য এবং যজ্ঞের জন্য রক্ষিত হবিসমূহ ভক্ষণ করিত। ৩৬

যদি দণ্ড মর্যাদাকে প্রতিপালন না করিত, তবে ব্রহ্মচারী বেদ-অধ্যয়ন করিতেন না, কল্যাণকারিণী গাভী দুগ্ধদোহন করিতে দিত না এবং কোন কন্যা বিবাহ করিত না। ৩৭

যদি দণ্ড মর্যাদাকে রক্ষা না করিত, তবে চারিদিকের বন্ধ-কল্প লোপ হইয়া যাইত, সমস্ত মর্যাদা (নিয়ম-শৃঙ্খলা) নষ্ট হইত এবং মানুষ ইহা জানিতে পারিত না যে, কোন বস্তু আমার ও কোন বস্তু আমার নহে। ৩৮

ন সংবৎসরসত্রাণি তিষ্ঠেয়ুরকৃতোভয়াঃ
বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৯
চতুর্ণামাশ্রমে ধর্মঃ যথোক্তঃ বিধিমাশ্রিতাঃ
ন বিদ্যাঃ প্রাপ্নুয়াৎ কশ্চিদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৪০
ন চোষ্ট্রা ন বলীবর্দা নাশ্বাশ্বতরগর্দভাঃ।
বহেয়ুর্বাহনানি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪১
ন প্রেষ্যা বচনং কুর্যুর্ন বালা ভাতু কর্হিচিৎ
ন তিষ্ঠেদ্ যুবতী ধর্মে যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪২
দণ্ডে স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বা ভয়ং দণ্ডে বিদুর্বুধাঃ।
দণ্ডে স্বর্গো মনুষ্যাণাং লোকোঽয়ং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৩
ন তত্র কূটঃ পাপং বা বঞ্চনা বাপি দৃশ্যতে।
যত্র দণ্ডঃ সুবিহিতশ্চরত্যরিবিনাশনঃ ॥ ৪৪
ধ্রুবং বা প্রলিহেদ্ দৃষ্ট্বা দণ্ডশ্চেন্নোদ্যতো ভবেৎ।
হরেৎ কাকঃ পুরোডাশং যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪৫
যদীদং ধর্মতো রাজ্ঞাং বিহিতং যজ্ঞকর্মতঃ।
কার্যান্তত্র ন শোকো বৈ ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ যজস্ব চ ॥৪৬
সুখেন ধর্মঃ শ্রীমন্তশ্চরন্তি শুচিবাসসঃ
সংবৃতাঃ ফলৈদানৈর্ভুঞ্জানাশ্চান্নমুত্তমম্ ॥ ৪৭
অর্থে সর্বে সমারম্ভাঃ সমায়ত্তা ন সংশয়ঃ।
স চ দণ্ডে সমায়ত্তঃ পশু দণ্ডস্য গৌরবম্ ॥ ৪৮
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
অহিংসা সাধুহিংসেতি জ্ঞেয়ান্ ধর্মপরিগ্রহঃ ॥৪৯
নাত্যন্তং গুণবৎ কিঞ্চিন্ন চাপ্যত্যন্তনির্গুণম্।
উভয়ং সর্বকার্যেষু দৃশ্যতে সাধ্বসাধু বা ॥ ৫০
পশূনাং বৃষণং ছিত্ত্বা ততো ভিন্দন্তি মস্তকম্
বহন্তি বহবো ভারান্ বধ্নন্তি দময়ন্তি চ ॥ ৫১

যদি দণ্ড ধর্মকে রক্ষা না করিত, তবে বিধি অনুসারে দক্ষিণা-সমন্বিত সংবৎসরসাধ্য যজ্ঞসকলও থাকিত না ॥৩৯

যদি দণ্ড বর্ণাশ্রমকে পালন না করিত, তবে কোন ব্যক্তিই আশ্রমসকলে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এই চার আশ্রমে) থাকিয়া বিধি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম পালন করিত না এবং কেহ বিদ্যাশিক্ষাও করিত না ॥ ৪০

যদি দণ্ড কর্তব্যের পালন না করিত, তবে উষ্ট্র (উট), বলীবর্দ (বলদ), অশ্ব, খচ্চর ও গাধাকে যানে যোজিত করিলেও তাহারা উহা বহন করিত না ॥ ৪১

যদি দণ্ড ধর্ম ও কর্তব্য পালন না করিত, তবে সেবক প্রভুর কথা মানিত না, বালকগণ পিতা-মাতার আদেশ পালন করিত না এবং যুবতী স্ত্রীও নিজ সতী ধর্মে অবস্থান করিত না ॥ ৪২

দণ্ডেই সমস্ত প্রজাগণ স্থির থাকে এবং দণ্ডে ভয় উৎপন্ন হয়—ইহা জ্ঞানী পুরুষগণ মনে করেন। মনুষ্যদিগের ইহলোক ও স্বর্গলোক সবই দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৩

যে স্থানে শত্রুগণের বিনাশকারী দণ্ড যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, সে স্থানে ছলনাকারী, পাপী কিংবা বঞ্চককে দেখা যায় না ॥ ৪৪

যদি দণ্ড ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা উদ্যত না থাকিত, তবে গোশালায় বাঘ আসিলে, তাহাকে বধ করা উচিত ; কারণ, সেই বাঘের দ্বারা বহু গরু নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব 'আত্মরক্ষা' রূপ ধর্মপালনের জন্য হিংস্র প্রাণীর বধ শ্রেয়স্কর হইবে।

যদি দণ্ড ধর্মকে রক্ষা না করিত, তবে কাক যজ্ঞের পুরোডাশ দেখিতে পাইলেই ছোঁ মারিয়া লইয়া পলাইত ॥ ৪৫

এই রাজা ধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা অধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেজন্য শোক করা কর্তব্য নহে। আপনি ভোগসকল উপভোগ করুন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করুন ॥ ৪৬

শুভ বস্ত্রধারী ধনবান্ পুরুষ সুখের সহিত ধর্মাচরণ করেন ও উত্তম অন্নসমূহ ভোজন করিতে করিতে ফল এবং দানসকল বরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমস্ত কার্যই ধনের অধীন, আর এই ধন দণ্ডের অধীন। দেখুন, দণ্ডের কিরূপ মহিমা ? ॥ ৪৮

লোকযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্যই ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্বথা হিংসা করা না হউক বা দুষ্টের প্রতি হিংসা করা হউক, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে পর যাহার দ্বারা ধর্ম রক্ষিত হয়, উহাকে শ্রেষ্ঠ কার্য বলা হইয়াছে ॥ ॥ ৪৯০

জগতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহাতে কেবল সর্বাধিক গুণই আছে। আবার এরূপ বস্তুও দেখা যায় না, যাহাতে কোনরূপ গুণই নাই। সমস্ত কার্যমধ্যেই সৎ কিংবা অসৎ উভয়ই দেখা যায় ॥ ৫০

বহু মানুষ পশুগণের অণ্ডকোষ ছেদন করত তাহাদের মস্তকে উপরি দুই শৃঙ্গও বিদীর্ণ করিয়া থাকে, যাহাতে উহা অধিক বর্ধিত হইতে না পারে। তারপর তাহাদের দ্বারা ভার বহন করে, তাহাদের বাঁধিয়া রাখে এবং নূতন বৎসদিগকে যানে

এবং পর্য্যাকুলে লোকে বিতথৈর্জর্জরীকৃতে
ভৈক্তৈর্ন্যায়ৈর্মহারাজ পুরাণং ধর্ম্মমাচর ॥ ৫১
যজ দেহি প্রজাঃ রক্ষ ধর্ম্মং সমনুপালয়
আমন্ত্রান্ জাহি কৌন্তেয় মিত্রাণি পরিপালয়
যা চ তে নিয়তঃ শত্রূন্ মন্যুর্ভবতু পার্থিব ।
ন তত্র কিল্বিষং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুর্ভবতি ভারত ॥ ৫২
আততায়ী হি যো হন্যাদাততায়িনমাগতম্
ন তেন ভ্রূণহা স স্যান্মন্যুস্তং মন্যুমার্চ্ছতি ॥ ৫৩
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানামন্তরাত্মা ন সংশয়ঃ ।
অবধ্যো চাত্মনি কথং বধ্যো ভবতি কস্যচিৎ ॥ ৫৬
সখা হি পুরুষঃ শালাঃ পুনঃ সম্প্রবিশেদ্বহান্
এবং জীবঃ শরীরাণি তানি তানি প্রপদ্যতে ॥ ৫৭
দেহান্ পুরাণানুৎসৃজ্য নবান্ সম্প্রতিপদ্যতে
এবং মৃত্যুমুখং প্রাহুর্জনা যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি অর্জ্জুনবাক্যে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যোজিত করিয়া তাহাদের বধন করে—তাহাদের দুরাত্মা ভাব নাশ করাইয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস করাইয়া থাকে ॥ ৫১

মহারাজ ! এইরূপ সম্পূর্ণ জগৎ মিথ্যা ব্যবহারে আকুল ও মতের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকে। আপনিও সেই প্রসিদ্ধ ন্যায় সমূহ অনুসরণ করত সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করুন ॥ ৫২

যজ্ঞ করুন, দান করুন, প্রজাদের রক্ষা করুন এবং নিজের ধর্ম্মপালন করিতে থাকুন। কুন্তীনন্দন ! আপনি শত্রুদের বধ ও মিত্রদের পালন করুন ॥ ৫৩

রাজন্ ! শত্রুদের বধ করিবার সময় আপনার মনে কোনরূপ দীনতা আনা উচিত নয়; কারণ, হে ভারত ! শত্রুদের বধ করিলে বধকর্ত্তার কোন পাপ হয় না ॥ ৫৪

যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বধ করিতে আসে, সেই আততায়ীকে যিনি স্বয়ং আততায়ী হইয়া বধ করেন, তাঁহাতে তাঁহার ভ্রূণহত্যার পাপ হয় না; কারণ, হত্যা করিবার জন্য উদ্যত সেই ব্যক্তির ক্রোধই বধকর্ত্তার মনে ক্রোধের উদ্রেক করিয়া থাকে ॥ ৫৫

সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা অবধ্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যখন আত্মাকে বধ করিতে পারা যায় না, তখন সে কাহারও বধ্য কিরূপে হইবে ? ॥ ৫৬

যেরূপ মনুষ্য বারংবার নব নব গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করে। পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করত জীব নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ ইহাকেই মৃত্যুর মুখ বলিয়া উল্লেখ করেন ॥ ৫৭-৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জ্জুনের বাক্যবিষয়ক
পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

ভীমসেনেন প্রাপ্ত-দুঃখানাং কথা স্মারয়িত্বা মোহং পরিত্যজ্য মনশ্চ বশীভূতং কৃত্বা রাজ্যং শাসিতুং যুধিষ্ঠিরায় প্রেরণাদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনোঽতমর্ষণঃ
ধৈর্যমাস্থায় তেজস্বী জ্যৈষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥ ১
রাজন্ বিদিতধর্ম্মোঽসি ন তেঽস্ত্যবিদিতং কচিৎ
উপশিক্ষাম তে বৃত্তং সদৈব ন চ শক্নুমঃ ॥ ২
ন বক্ষ্যামি ন বক্ষ্যামীত্যেবং মে মনসি স্থিতম্
অতিদুঃখাত্তু বক্ষ্যামি তন্নিবোধ নরাধিপ ॥ ৩
ভবতঃ সম্প্রমোহেন সর্বং সংশয়িতং কৃতম্
বিক্লবত্বঞ্চ নঃ প্রাপ্তমবলত্বং তথৈব চ ॥ ৪
কথং হি রাজা লোকস্য সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ
মোহমাপদ্যসে দৈন্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা ॥ ৫
অগতিশ্চ গতিশ্চৈব লোকস্য বিদিতা তব
আত্মত্যাগে তথাপ্যে চ ন তেঽস্ত্যবিদিতং প্রভো ॥ ৬

এবং গতে মহারাজ রাজ্যং প্রতি জনাধিপ
হেতুমত্র প্রবক্ষ্যামি তন্মিবোধ সমাহিতঃ শৃণু ॥ ৭
দ্বিবিধো জায়তে ব্যাধিঃ শারীরো মানসস্তথা
পরস্পরং তয়োর্জন্ম নির্দ্দিষ্টং নোপলভ্যতে ॥ ৮
শারীরাজ্জায়তে ব্যাধির্মানসো নাত্র সংশয়ঃ
মানসাজ্জায়তে বাপি শারীর ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯
শারীরং মানসং দুঃখং যোঽতীতমনুশোচতি
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ চ বিন্দতি ॥ ১০
শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজা গুণাঃ
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ ১১
তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত দুঃখসকলের কথা স্মরণ করাইয়া মোহ ত্যাগ করত মনকে বশীভূত করিয়া রাজ্য শাসন এবং যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অর্জুনের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অমর্ষশীল তেজস্বী ভীমসেন ধৈর্য্য ধারণ করত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ১

রাজন্! আপনি ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ। আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই। আমরা সকলে আপনার নিকট হইতে সকল সদাচারের শিক্ষা পাইয়া থাকি। আমরা আপনাকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে পারি না। ২

জনেশ্বর! আমি বহুবার মনে এই নিশ্চয় করিয়াছি যে, এখন কিছু বলিব না, বলিব না, কিন্তু অধিক দুঃখবশতঃ বলিতে হইতেছে। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৩

আপনার এই মোহে সব কিছুই সংশয়াপন্ন হইয়াছে। আমাদের দেহে মনে ব্যাকুলতা ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে। ৪

আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও এই জগতের রাজা হইয়া কেন কাপুরুষের ন্যায় দীনভাবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন? ৫

সংসারের গতি ও অগতি এই উভয়েরই জ্ঞান আপনার রহিয়াছে। প্রভো! আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কিছুই অবিদিত নাই। ৬

মহারাজ! অনেকের! এরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে কারণ আছে, উহা আমি বলিতেছি। আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। ৭

মানুষের দুই প্রকার ব্যাধি আছে। এক শারীরিক, অপর মানসিক। এই উভয়ের উৎপত্তিও পরস্পরের সাহায্যেই হইয়া থাকে। একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের উৎপত্তি অসম্ভব। ৮

কখনও শারীরিক ব্যাধি হইতে মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আবার কখনও মানসিক ব্যাধি হইতে শারীরিক ব্যাধি উদ্ভব হয়—ইহা নিশ্চয় আছে। ৯

যে মানুষ অতিরিক্ত মানসিক অথবা শারীরিক দুঃখের জন্য বারংবার শোক করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখ লাভ করে। সেইজন্য তাহাকে দুইটি দুইটি করিয়া অনর্থ ভোগ করিতে হয়। ১০

শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ু (কফ, পিত্ত ও বাত) এই তিনটি শারীরিক গুণ। এই গুণসকলের যে সাম্যাবস্থা, উহাই সুস্থতার লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

এই তিনের মধ্যে যদি কাহারও আধিক্য দেখা যায়, তবে তাহার চিকিৎসার বিষয় বলা হইয়াছে। উষ্ণ দ্রব্যের দ্বারা শীত এবং শীত বস্তুর দ্বারা উষ্ণের নিবারণ হয়। ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি মানসাঃ স্যুঃগুণাঃ
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ ১৩
তেষামন্যতমোৎসেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
হর্ষেণ বাধ্যতে শোকো হর্ষঃ শোকেন বাধ্যতে ॥
কস্মিংশ্চিৎ সুখে বর্তমানো দুঃখস্য স্মর্তুমিচ্ছতি।
কস্মিন্ দুঃখে বর্তমানঃ সুখস্য স্মর্তুমিচ্ছতি ॥ ১৪
ন ত্বং ন দুঃখী দুঃখস্য ন সুখী চ সুখস্য বা।
ন দুঃখী সুখজাতস্য ন সুখী দুঃখজস্য বা ॥ ১৬
স্মর্তুমিচ্ছসি কৌরব্য দিষ্টং হি বলবত্তরম্
অথবা তে স্বভাবোঽয়ং যেন পার্থিব গ্লিষ্যসে ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা সভাগতাং কৃষ্ণামেকবস্ত্রাং রজস্বলাম্।
বিবৃতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ন তস্য স্মর্তুমর্হসি ॥ ১৮
প্রব্রাজনঞ্চ নগরাদজিনৈশ্চ বিবাসনম্।
মহারণ্যনিবাসঞ্চ ন তস্য স্মর্তুমর্হসি ॥ ১৯

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি মানসিক গুণ। এই তিনের যে সম অবস্থায় অবস্থান, উহাকে মানসিক স্বস্থতার লক্ষণ বলা হইয়াছে ॥ ১৩

ইহাদের কোন একের বৃদ্ধি হইলে পর তাহার উপশমের উপায় বলিতেছি। হর্ষের (সত্ত্বের) দ্বারা শোকের (রজোগুণের) নিবারণ হয় এবং শোকের দ্বারা হর্ষের নিবৃত্তি হয় ॥ ১৪

কেহ সুখে থাকিয়া দুঃখের কথা স্মরণ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং কেহ দুঃখে থাকিয়া সুখের বিষয় স্মরণ করিতে অভিলাষী হয় ॥ ১৫

কুরুনন্দন! কিন্তু আপনি দুঃখী হইয়া দুঃখের, সুখী না হইয়াই সুখের, দুঃখজনক অবস্থায় না থাকিয়া সুখোৎপন্ন বিষয়ের এবং সুখকর অবস্থায় না থাকিয়া দুঃখজাত বিষয়ের স্মরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; কারণ, ভাগ্য অতিশয় প্রবল। মহারাজ! অথবা আপনার স্বভাবই হইল এইরূপ, যাহার জন্য আপনি সব সময় কেবল ক্লেশ ভোগই করিতেছেন ॥ ১৬-১৭

কৌরব-সভায় পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই একবস্ত্রপরিহিতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে আনা হইয়াছিল, তাহা আপনি দেখিয়াও স্মরণ করিতেছেন না ॥ ১৮

আপনাকে নগর হইতে বহিষ্কার করা হইল, মৃগচর্ম পরাইয়া বনবাসে পাঠান হইল এবং ঘোর বনমধ্যে আপনাকে বাস করিতে হইল, এই সব কি আপনার স্মরণযোগ্য নহে? ১৯

ছটাসুরাৎ পরিক্লেশং চিত্রসেনেন চাহবম্।
সৈন্ধবাচ্চ পরিক্লেশং কথং বিস্মৃতবানসি ॥ ২০
পুনরজ্ঞাতচর্যায়াং কীচকেন পদা বধম্
দ্রৌপদ্যা রাজপুত্রাশ্চ কথং বিস্মৃতবানসি ॥ ২১
(বলিনো হি বয়ং রাজন্ দেবৈরপি সুদুর্জয়াঃ।
কথং কৃচ্ছ্রমাপন্না বিরাটনগরে বয়ম্ ॥)
যচ্চ তে দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং যুদ্ধমাসীদরিন্দম
মন্যসেকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ২২
নাত্র নাস্তি শরৈঃ কার্যং ন মিত্রৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ২৩
তস্মিন্নভিজিতে যুদ্ধে প্রাপ্যান্ যদি বিমোক্ষ্যসে
অস্যং দেহং সমাস্থায় ততস্তেরপি যোৎস্যসে ॥ ২৪
তস্মাদদৈব গন্তব্যং যুধ্যস্ব ভরতর্ষভ।
পরমব্যক্তরূপস্য বস্তুং তাক্ত্বা স্বকর্মভিঃ ॥ ২৫

ছটাসুরের নিকট হইতে যে কষ্টপ্রাপ্তি হইয়াছিল, এই সব বিষয় আপনি কি করিয়া ভুলিয়া যাইলেন? ২০

পুনরায় অজ্ঞাতবাসের সময় কীচক যে আপনার সম্মুখেই রাজকুমারী দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই আঘাত আপনি কিভাবে বিস্মৃত হইলেন? ২১

(রাজন্! আমরা বলবান্, দেবগণের পক্ষেও আমরা অতিশয় দুর্জয় ছিলাম, তথাপি বিরাটনগরে আমাদের কেন দাসত্ব করিতে হইয়াছিল? আপনি তাহা স্মরণ করুন।)

শত্রুদমন নরেশ! দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের সহিত যে আপনার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ অপর এক যুদ্ধ এখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সর্বস্থানে আপনার একমাত্র আপনার মনের সহিত যুদ্ধ করা কর্তব্য ॥ ২২

এই যুদ্ধে বাণসমূহের প্রয়োজন নাই, মিত্রগণের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না এবং বন্ধু বান্ধবগণেরও সহায়তার প্রয়োজন হইবে না। একাকী আপনাকেই সংগ্রাম করিতে হইবে। এরূপ যুদ্ধই আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

এই যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়াই যদি আপনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে অপর দেহ ধারণ করিয়াও আপনাকে সেই শত্রুদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইবে। ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সাকার শত্রুকে পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত (সূক্ষ্ম) শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবার

তস্মিন্নির্জিতে যুদ্ধে কামবৃত্তাং গমিষ্যসি
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ১৬
এতাং বুদ্ধিং বিনিশ্চিত্য ভ্রাতানামগতিং গতিম্।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে শাধি রাজ্যং যথোচিতম্ ॥ ১৭
দিষ্ট্যা দুর্যোধনঃ পাপো নিহতঃ সানুগো যুধি
দ্রৌপদ্যাঃ কেশপাশস্য দিষ্ট্যা ত্বং পদবীং গতঃ ॥ ১৮

ভদ্র আপনার অবশ্যই গমন করা উচিত। বিচারাদি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা কর্মফলের দ্বারা আপনি তাহার সহিত অবশ্যই যুক্ত করুন। ১৪

যদি যুদ্ধে আপনি আপনার মনকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে জানি না আপনি কোন অবস্থায় উপনীত হইবেন? আর যদি আপনি মনকে জয় করিতে পারেন, তবে অবশ্যই আপনি কৃতকৃত্য হইয়া যাইবেন। ১৫

প্রাণিগণের গমনাগমনকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বিচারধারাকে বুদ্ধিতে স্থির করত আপনি পিতা পিতামহের আচরিত মার্গে

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা।
বয়ং তে কিঙ্করাঃ পার্থ বাসুদেবশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীমবাক্যে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথোচিত ভাবে রাজ্যশাসন করুন। ১৭

সৌভাগ্যের কথা এই যে, পাপী দুর্যোধন নিজের অনুগামী সেবকগণের সহিত নিহত হইয়াছে। আর ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় যে, দুঃশাসনের হস্ত হইতে মুক্ত দ্রৌপদীর কেশগুচ্ছের ন্যায় আপনি যুদ্ধ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। ১৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বিধি অনুসারে দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। আমরা সকল ভ্রাতা এবং পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ আপনার আজ্ঞাপালক। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনবাক্যং বিরুদ্ধ্য যুধিষ্ঠিরেণ মুনিবৃত্তের্জ্ঞানিনাং মহাত্মনাঞ্চ প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসন্তোষঃ প্রমাদশ্চ মদো রাগোঽপ্রশান্ততা।
বলং মোহোঽভিমানশ্চাপ্যেষগস্তৈব সর্বশঃ ॥ ১
এভিঃ পাপাত্মভির্বিদ্ধো রাজ্যং ত্বমভিকাঙ্ক্ষসে।
নিরাময়ো বিনির্মুক্তঃ প্রশান্তঃ সুসুখী ভব ॥ ২
য ইমামখিলাং ভূমিং বিজয়েদেকো মহীপতিঃ

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের বাক্যের বিরোধিতা করিয়া যুধিষ্ঠির কর্তৃক মুনিবৃত্তি ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীমসেন! অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, রাগ, অশান্তি, বল, মোহ, অভিমান ও দ্বেষ—এ সমস্ত পাপ তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য তুমি রাজ্যকামনা করিতেছ। সকাম কর্মহীন ও বন্ধন রহিত হইয়া তুমি সর্বতোভাবে মুক্ত, শান্ত ও সুখী হও। ১-২

যে রাজাই এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে একাকীই শাসন করেন,

তস্যাপ্যুদরমেকং বৈ কিমিদং ত্বং প্রশংসসি ॥ ৩
নাহা পূরয়িতুং শক্যা ন মাসৈর্ভরতর্ষভ।
অপূর্ণাং পূরয়িচ্ছামাযুষাপি ন শক্নুয়াৎ
যথেন্ধঃ প্রক্ষিপ্যমাণৈরগ্নির্দীপ্তিমাপ্নুতে
অল্পাহারতয়া তস্মিন্ শমমেতীদমুখিতম্ ॥ ৪

তাঁহারও একটি মাত্রই উদর, অতএব তুমি কি কারণে এই রাজার প্রশংসা করিতেছ? ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ইচ্ছাকে কেহ এক দিনে বা কয়েক মাসেও পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। কেবল ইহাই নহে, সম্পূর্ণ আয়ুর দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকিলেও এই অপূরণীয় ইচ্ছাকে পূরণ করা অসম্ভব। ৪

যেরূপ অগ্নিতে যতই কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হউক না কেন উহা প্রজ্বলিত হইয়া যাইবে এবং উহাতে যদি কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা না হয়, তবে অগ্নি স্বাভাবিকভাবেই নির্বাপিত হইয়া যায়। অতএব তুমিও নিজের আহারকে অল্প করিয়া এই উত্থিত জঠরাগ্নিকে শান্ত কর। ৫

আত্মোদরকৃতোঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিষসং বহু।
জয়োদরঃ পৃথিব্যা তে শ্রেয়ো নির্জিতয়া জিতম্ ॥ ৬
মানুষান্ কামভোগাংস্ত্বমৈশ্বর্যাচ্চ প্রশংসসি।
অভোগিনোঽবলাশ্চৈব যান্তি স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৭
যোগঃ ক্ষেমশ্চ রাষ্ট্রস্য ধর্মাধর্মৌ ত্বয়ি স্থিতৌ।
মুঞ্চস্ব মহতো ভারাৎ ত্যাগমেবাভিসংশ্রয় ॥ ৮
একোদরকৃতে ব্যাঘ্রঃ করোতি বিষসং বহু
তমন্তেঽপ্যুপজীবন্তি মন্দা লোভবশা মৃগাঃ
বিষয়ান্ প্রতিসংগৃহ্য সন্ন্যাসং কুরুতে যতিঃ
ন চ তুষ্যন্তি রাজানঃ পশ্য বুদ্ধ্যন্তরং যথা ॥ ১০
পত্রাহারৈরম্বুকৃটৈর্দন্তোলূখলিকৈস্তথা।
অব্‌ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ তৈরয়ং নরকো জিতঃ ॥ ১১
যস্ত্বিমাং বসুধাং কৃৎস্নাং প্রশাসেদখিলাং নৃপঃ।
তুল্যাশ্মকাঞ্চনো যশ্চ স কৃতার্থো ন পার্থিবঃ ॥ ১২
সন্ন্যস্তেষু নিরারম্ভো নিরাশো নির্মমো ভব।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাব্যয়ম্ ॥ ১৩
নিরাশিষো ন শোচন্তি শোচসি ত্বং কিমাশিষম্।
পরিত্যজ্যামিষং সর্বং মৃষাবাদাৎ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১৪
পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ বিশ্রুতৌ।
ঐজানাঃ পিতৃযানেন দেবযানেন মোক্ষিণঃ ॥ ১৫
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ স্বাধ্যায়েন মহর্ষয়ঃ।
বিমুচ্য দেহাংস্তে যান্তি মৃত্যোরবিষয়ং গতাঃ ॥ ১৬
আমিষং বন্ধনং লোকে কর্মেহোক্তং তথামিষম্।
তাভ্যাং বিমুক্তঃ পাপাভ্যাং পদমাপ্নোতি তৎ পরম্ ॥১৭
অপি গাথাং পুরা গীতাং জনকেন বনস্থিত
নির্দ্বন্দ্বেন বিমুক্তেন মোক্ষং সমনুপশ্যতা ॥ ১৮

অজ্ঞান মানুষ নিজের উদরের জন্য বহু হিংসার কার্য করিয়া থাকে, অতএব তুমিও প্রথমে তোমার উদরকে জয় কর। তারপর তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই জিত পৃথিবীর দ্বারা তুমি স্বীয় কল্যাণকেও জয় করিয়াছ। ৬

ভীমসেন! তুমি মনুষ্যদিগের কামভোগ ও ঐশ্বর্যের অতিশয় প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু যাহারা ভোগ পরিহার করিয়া তপস্যা করিতে করিতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সেই ঋষি-মুনিগণই সর্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হন। ৭

রাজ্যের যোগ ও ক্ষেম, ধর্ম এবং অধর্ম সব তোমার মধ্যেই আছে। তুমি এই বিশাল ভার হইতে মুক্ত হও ও মহত্তর ভাবে ত্যাগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। ৮

ব্যাঘ্র একই উদরের জন্য বহু প্রাণীর হিংসা করিয়া থাকে, অপর লোভী ও মূর্খ পশুরা তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্বাহ করে। ৯

যদুসীন সাধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তিনি সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বিষয়ভোগ-সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী রাজারা কখনও সন্তুষ্ট হন না। দেখ, ইহাদের উভয়ের বুদ্ধিতে কিরূপ পার্থক্য আছে। ১০

যাহারা পত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন, যাহারা প্রস্তরে পেষণ করিয়া অথবা দন্তসমূহের দ্বারা চর্বণ করিয়া ভোজন করেন এবং যাহারা জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়াই জীবিত থাকেন, সেই তপস্বী পুরুষগণই এই নরককে জয় করিতে পারেন। ১১

যে রাজা এই সমগ্র পৃথিবী শাসন করেন এবং যিনি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তর ও স্বর্ণকে সমজ্ঞান করেন,—এই উভয়ের মধ্যে সেই ত্যাগী মুনিই কৃতার্থ হইয়া যান, রাজা কৃতার্থ হন না।

নিজের মনোবাসনানুযায়ী মহৎ কার্যসকল আরম্ভ করিও না, আশা ও মমতা রাখিও না এবং সেই শোকরহিত পদ আশ্রয় কর, যাহা ইহলোক ও পরলোকেও অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ১২-১৩

যাঁহারা ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শোক করেন না। তুমি কেন ভোগসমূহের চিন্তা করিতেছ? সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিলে পর তুমি মিথ্যাবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ১৪

দেবযান ও পিতৃযান—এই দুই পরলোকের প্রসিদ্ধ মার্গ যাঁহারা সকাম যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিতৃযানে গমন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা মোক্ষের অধিকারী, তাঁহারা দেবযান মার্গে গমন করেন। ১৫

মহর্ষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও স্বাধ্যায়ের (বেদপাঠের) বলে দেহত্যাগের পর এরূপ লোকে উপনীত হন, যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নাই অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ১৬

এ জগতে মমতা ও আসক্তির বন্ধনকে আমিষ বলা হইয়াছে। সকাম কর্মকেও আমিষ বলে। এই দুই আমিষ-স্বরূপ পাপ হইতে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হন। ১৭

এ বিষয়ে পুরাকালে রাজা জনক কর্তৃক কথিত এক গাথা মহাত্মাগণ উল্লেখ করেন। রাজা জনক সমস্ত দ্বন্দ্বরহিত ও

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন ॥ ১৯
প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিবাদ্রিস্থো মূঢ়বুদ্ধীনবেক্ষতে ॥ ২০
দৃষ্ট্বা পশ্যতি যঃ পশ্যন্ স চক্ষুষ্মান্ স বুদ্ধিমান্।
অজ্ঞাতানাঞ্চ বিজ্ঞানাৎ সম্বোধাদ্ বুদ্ধিরুচ্যতে ॥ ২১
যস্তু বাচং বিজানাতি বহ্মানমিবাৎ স বৈ।
ব্রহ্মভাবপ্রপন্নানাং বৈদ্বানাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২২
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ২৩
যে জনাস্তাং গতিং যান্তি নাবিদ্বাংসোঽল্পচেতসঃ।
নাবুদ্ধয়ো নাতপসঃ সর্বং বুদ্ধৌ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি মোক্ষস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন ॥ ১৮

(তাঁহার সেই গাথা এইরূপ—) অপরের দৃষ্টিতে আমার নিকট বহু ধন রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের মধ্যে আমার কিছুই নাই। সমগ্র মিথিলা যদি অগ্নিদগ্ধ হইয়াও যায়, তবে আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না ॥ ১৯

যেরূপ পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত মানুষ পৃথিবীতে স্থিত প্রাণিগণকে কেবল দেখিতে থাকে, তাহাদের পরিস্থিতিতে কোনরূপ প্রভাবিত হয় না, সেইরূপ বুদ্ধির অট্টালিকায় আরূঢ় মানুষ শোককারী মনুষ্যদিগকে কেবল দেখিতেই থাকেন, তাহাদের ন্যায় স্বয়ং দুঃখিত হন্ না ॥ ২০

যিনি স্বয়ং দ্রষ্টারূপে পৃথক থাকিয়া এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে দর্শন করেন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন, তিনিই চক্ষুষ্মান্ ও তিনিই বুদ্ধিমান্। অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন করে বলিয়া দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু ও অজ্ঞাততত্ত্বসকলের জ্ঞান এবং সম্যক্ বোধের কারণ অন্তঃকরণেরই এক বৃত্তির নাম বুদ্ধি ॥ ২১

যে ব্যক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধাত্মা বিদ্বান্গণের ন্যায় বাক্য বলিতে জানেন, তাঁহার নিজের জ্ঞানের উপর অভিশয় অভিমান হইয়া থাকে (যেরূপ তুমি) ॥ ২২

যখন মানুষ প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা একমাত্র পরমাত্মাতেই স্থিত বলিয়া দর্শন করেন এবং সেই পরমাত্মা হইতেই সমস্ত ভূতগণের বিস্তার হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩

বুদ্ধিমান ও তপস্বী মহাত্মাগণই এই গতি প্রাপ্ত হন্। যাহারা অজ্ঞান, মন্দবুদ্ধি, শুদ্ধবুদ্ধিহীন ও তপস্যাশূন্য, তাহারা নহেন; কারণ, সব কিছু বুদ্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞো জনকস্য রাজ্যাশ্চ দৃষ্টান্তং প্রদায়ার্জুনেন সন্ন্যাসগ্রহণতো যুধিষ্ঠিরস্য নিবারণম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তূষ্ণীম্ভূতং তু রাজানং পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।
সন্তপ্তঃ লোক-দুঃখাভ্যাং রাজবাক্যলসাদীড়িতঃ ॥ ১

অর্জুন উবাচ।

কথয়ন্তি পুরাবৃত্তমিতিহাসমিমং জনাঃ।
বিদেহরাজঃ সংবাদং ভার্য্যয়া সহ ভারত ॥ ২
উৎসৃজ্য রাজ্যং ভিক্ষার্থং কৃতবুদ্ধিং নরেশ্বরম্।
বিদেহরাজমহিষী দুঃখিতা যদভাষত ॥ ৩
বনাদ্ফলভ্যং দারাংশ্চ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পশ্বান্নং পাবকং হিত্বা জনকো মোক্ষমাস্থিতঃ ॥ ৪
তং দদর্শ প্রিয়া ভার্য্যা ভৈক্ষ্যবৃত্তিমকিঞ্চনম্।
ধানামুষ্টিমুপাসীনং নিরীহং গতমৎসরম্ ॥ ৫

তমুবাচ সমাগত্য ভর্তারমকৃতোভয়ম্
কাপালীং বৃত্তিমাস্থায় ধানামুষ্টিন তে বয়ঃ ॥ ৭
প্রতিজ্ঞা তেঽক্ষয়া রাজন্ বিচেষ্টা চাক্ষয়া তব
যদ্ রাজ্যং মহদুৎসৃজ্য স্বল্পে তুষ্যসি পার্থিব ॥ ৮
নৈতেনাতিথয়ো রাজন্ দেবসি পিতরস্তথা
অল্প শক্যাশ্বয়া ভর্তুং মোঘস্তেঽয়ং পরিশ্রমঃ
দেবতাতিথিভিশ্চৈব পিতৃভিশ্চৈব পার্থিব
সর্বৈরেতৈঃ পরিত্যক্তঃ পরিব্রজসি নিষ্ক্রিয়ঃ ॥
গত্বঃ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাং সহস্রশঃ।
ভর্তা ভূত্বা চ লোকস্য মোহস্য ভৈক্ষ্যমিচ্ছসি
শ্রিয়ং হিত্বা প্রপন্নায়াং দুঃখং বত সম্প্রতিবাক্যসে।
অপুত্রা জননী তেঽস্তু কৌশল্যা চাপতিস্বয়া ॥ ১১

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জুন কর্তৃক রাজা জনক ও রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়া যুধিষ্ঠিরকে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে নিবৃত্তিকরণ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন, তখন রাজার বাক্যবাণে পীড়িত, শোকে ও দুঃখে সন্তপ্ত অর্জুন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—হে ভারত! সকল মানুষ বিদেহরাজ জনক ও তাঁহার ভার্য্যার সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকে ॥ ২

একসময় রাজা জনকও রাজ্য পরিত্যাগ করত ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় বিদেহরাজের ভার্য্যা দুঃখিতা হইয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩

একদিন রাজা জনকের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি ধন, সন্তান, স্ত্রী, নানাপ্রকার রত্ন, সনাতন যাগ ও অগ্নিহোত্রকেও ত্যাগ করত অকিঞ্চন (নিঃস্ব) হইয়া যাইলেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিলেন এবং এক এক মুষ্টি ধান ভক্ষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সকলবিধ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে কাহারও প্রতি কোনরূপ ঈর্ষ্যাভাব ছিল না। এইরূপ নির্ভয় অবস্থায় উপনীত নিজ স্বামীকে তাঁহার ভার্য্যা দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট গমন করত কুপিতা হইয়া মনস্বিনী ও প্রিয়া রাণী নিম্নে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ৪-৬

রাজন্! যাঁর মনবাঞ্ছাসম্পন্ন রাজ্য পরিত্যাগ করত ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনি কেন গ্রহণ করিলেন? এই এক মুষ্টি ধানের আশা করা আপনার শোভা পায় না? ৭

হে রাজন্! আপনার প্রতিজ্ঞা ও অন্যরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান আপনার কার্য্যকলাপ আবার অন্যরূপ দেখা যাইতেছে। কৃপাল! নিজের বিশালরাজ্য পরিহার করিয়া অল্প বস্তুতেই আপনি সন্তোষ লাভ করিতেছেন ॥ ৮

রাজন্! এই মুষ্টিপূর্ণ ধানের দ্বারা আপনি পুরের ন্যায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং অতিথিবিগকে ভরণ পোষণ করিতে পারিবেন না, অতএব আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে ॥ ৯

কৃপাল! আপনি সমস্ত দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অকর্মণ্য অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতেছেন ॥ ১০

তিন বেদেই বিশেষ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে এবং এই সম্পূর্ণ জগৎকে ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াও আজ আপনি তাহাদেরই দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ইচ্ছুক হইয়াছেন ॥ ১১

এই সমস্তিপূর্ণা রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করত আজ আপনি দ্বারে দ্বারে খাদ্যের আশায় পরিভ্রমণকারী কুকুরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আজ আপনি জীবিত থাকিতেও আপনার মাতা

অন্যে চ ধনকামাস্ত্বাং ক্ষত্রিয়াঃ পর্যুপাসতে
ত্বদ্বাশাবভিকাঙ্ক্ষন্তঃ কৃপণাঃ ফলহেতুকাঃ ॥ ১৩
তাংশ্চ ত্বং বিফলান্ কুর্বন্ কং নু লোকং গমিষ্যসি
রাজন্ সংশয়িতে মোক্ষে পরতন্ত্রেষু দেহিষু ॥ ১৪

নৈব তেঽস্তি পরো লোকো নাপরঃ পাপকর্মণঃ।
ধর্মান্ দারান্ পরিত্যজ্য যদ্বমিচ্ছসি জীবিতুম্ ॥১৫

ভ্রক্ষ্যো গন্ধানলঙ্কারান্ বাসাংসি বিবিধানি চ।
কিমর্থমভিসন্ন্যস্তা পরিব্রজসি নির্ঘৃণঃ ॥ ১৬

নিপানং সর্বভূতানাং ভূত্বা ত্বং পাবনং মহৎ।
আত্মনো বনস্পতির্ভূত্বা সোঽন্যাংস্ত্বং পর্যুপাসসে ॥১৭
খাদন্তি হস্তিনং স্থানৈঃ ক্রব্যাদা বহবোঽপ্যুত।
বহবঃ কৃময়শ্চৈব কিং পুনস্ত্বামনর্থকম্ ॥ ১৮
য ইমাং কৃত্তিকাং ভিন্দ্যাৎ ত্রিবিষ্টব্ধক যো হরেৎ।
বাসশ্ছাপি হরেৎ তস্মিন্ কথং তে মানসং ভবেৎ ॥ ১৯
যত্তরং সর্বমুৎসৃজ্য ধানামুষ্টেরমুগ্রহঃ।
যদ্যানেন সমং সর্বং কিমিদং হ্রাবসীয়সে ॥
ধানামুষ্টেরিয়ার্থশ্চেৎ প্রতিজ্ঞা তে বিনশ্যতি।
কা বাহং তব কো মে ত্বং কশ্চ তে মযানুগ্রহঃ ॥ ১১
প্রশাধি পৃথিবীং রাজন্ যদি তেঽনুগ্রহো ভবেৎ।
প্রসাদং শয়নং যানং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ১২
শ্রিয়া বিহীনৈরধনৈস্ত্যক্তমিত্রৈরকিঞ্চনৈঃ।
সৌম্যিকৈঃ সম্ভৃতানর্থান্ যঃ সন্ত্যজতি কিং নু তৎ ॥ ১৩

পুত্রহীনা হইয়া যাইবেন ও এই অভাগিনী কোশলরাজনন্দিনী আমি পতিহীনার ন্যায় হইয়া যাইব ॥ ১২

এই যে সব ক্ষত্রিয় ধন কামনা করিয়া আপনার সেবায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আপনার নিকট বহু কিছু আশা করেন। এই সব দীন ক্ষত্রিয়গণের এমন সেবার ফল লাভ আবশ্যক ॥ ১৩

রাজন্! মোক্ষপ্রাপ্তি সংশয়াস্পদ এবং প্রাণীরা প্রারব্ধের অধীন, এরূপ অবস্থায় এই অর্থার্থী সেবকগণকে যদি আপনি বিফলমনোরথ করিয়া যান, তবে জানি না—ইহারা কোন লোকে গমন করিবেন ॥ ১৪

আপনি আপনার ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যে একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহাতে আপনি পাপকর্মকারী হইয়াছেন. অতএব আপনার পক্ষে না ইহলোক সুখপ্রদ হইবে এবং না পরলোক সুখকর হইবে ॥ ১৫

আপনি আমাকে বলুন—এই সুন্দর সুখের যোগ্য, সুসজ্জিত পদার্থ, আভরণ ও বিবিধ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত কিজন্য কর্মহীন হইয়া গৃহত্যাগ করিতেছেন? ১৬

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে এক পবিত্র বিশাল জলাশয় তুল্য ছিলেন, সকলেই আপনার নিকট নিজ নিজ পিপাসার শান্তির জন্য আসিত। আপনি ফলপূর্ণ বৃক্ষসদৃশ ছিলেন, ইহাতে কত প্রাণীর ক্ষুধায় শান্তি হইত. কিন্তু সেই আপনিই এখন (ক্ষুধা-পিপাসায় শান্তির জন্য) অন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন ॥ ১৭

হাতীও সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্থানে পতিত হয়, তখন মাংসভক্ষী জীব-জন্তুগণ এবং বহু কৃমি কীটে তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে. সেইরূপ সর্বপ্রকার পুরুষার্থহীন আপনাকে যে তাহারা ভক্ষণ করিবে না এ বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১৮

যদি কেহ আপনার এই কমণ্ডলুকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়, ত্রিদণ্ড লইয়া পলায়ন করে এবং বস্ত্র অপহরণ করিয়া থাকে, তবে আপনার সেই সময় মনের অবস্থা কিরূপ হইবে? ১৯

যদি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াও আপনি এক মুষ্টি শস্য সংগ্রহের জন্য অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী হন্, তবে রাজ্যাদি অন্য সব বস্তুসকলও ত' ইহারই সমান, তাহা হইলে আপনার এই রাজ্যত্যাগের বিশেষত্ব কি? ২০

যদি মুষ্টিপরিমিত শস্যেরও আপনার আবশ্যকতা থাকিয়া যায়, তবে সব কিছু পরিত্যাগ করিবার যে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। (আর সর্বত্যাগী হইয়া যাইলে পর) আমি আপনার কে, আপনিই বা আমার কে এবং আমার উপর আপনার অনুগ্রহই কি? ২১

রাজন্! যদি আপনার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে এই পৃথিবীকে শাসন করুন এবং রাজপ্রাসাদ, শয্যা, যান, বস্ত্র ও আভরণসমূহ উপভোগ করুন ॥ ২২

শ্রীহীন, নির্ধন, মিত্রগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, অকিঞ্চন এবং সুখের অভিলাষী ব্যক্তিগণের ন্যায় সর্বপ্রকার বস্তুতে পরিপূর্ণ রাজলক্ষ্মীকে যে আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহাতে আপনার কি লাভ হইবে? ২৩

যোঽন্যত্র প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ গন্ধ দত্ত্বাৎ সদৈব হি।
তয়োস্ত্বন্তরং বিদ্ধি শ্রেয়াংস্তস্যাঃ ক উচ্যতে ॥ ২৪
সদৈব যাচমানেষু তথা দত্ত্বাবিতেষু চ।
এতেষু দক্ষিণা দত্তা দাবাগ্নাবিব হুর্হুতম্ ॥ ২৫
জাতবেদা যথা রাজন্ বাদহৈ্বোপশাম্যতি।
সদৈব যাচমানো হি তথা শাম্যতি ন দ্বিজঃ ॥ ২৬
সন্তাং বৈ দদতোঽন্নঞ্চ লোকেঽস্মিন্ প্রকৃতির্ধ্রুবা
ন চেদ্ রাজা ভবেদ্ দাতা কৃতঃ স্যাদ্যৌক্ষকালিনঃ ॥ ২৭
অন্নাদ্ ধৃত্বা লোকেঽস্মিন্ ভিক্ষবস্তব এব চ।
অন্নাৎ প্রাণঃ প্রভবতি অন্নদঃ প্রাণদো ভবেৎ ॥ ২৮
গৃহস্থেভ্যোঽপি নির্মুক্তা গৃহস্থানেব সংশ্রিতাঃ।
প্রভবঞ্চ প্রতিষ্ঠাঞ্চ দাতা বিন্দত্ত আশ্রমে ॥ ২৯

ত্যাগান্ন ভিক্ষুকঃ বিদ্যান্ন মৌঢ্যান্ন চ সাধনাৎ।
যস্তুভয়ং যোঽর্থং ত্যজতি ন সুখং বিদ্ধি ভিক্ষুকম্
অসক্তঃ সর্বদা গচ্ছন্ নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ স বৈ মুক্তো মহীপতে ॥ ৩১
পরিব্রজন্তি দানার্থং মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
সিতা বহুবিধৈঃ পাশৈঃ সংচিন্বন্তো বৃথামিষম্ ॥ ৩২
ত্রয়ীঞ্চ নাম বার্তাঞ্চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্ পশূংস্তথা যে
ত্রিবিষ্টপঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিগৃহ্ণন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩
অনিষ্কবাসে কাষায়মৌদার্যমিতি বিদ্ধি তৎ।
ধনবদ্ভ্যোঽন্যে মুণ্ডেভ্যো বৃত্ত্যর্থমিতি মে মতিঃ ॥ ৩৪
কাষায়েরজিনৈশ্চীরৈর্নষ্টান্ মুণ্ডান্ জটাধরান্
বিভ্রৎ সাধূন্ মহারাজ জয় লোকান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ

যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ করে (ভিক্ষা গ্রহণ করে) এবং যে সর্বদা স্বয়ংই দান করে, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ও ইঁহাদের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহা আপনি বুঝিবার চেষ্টা করুন।২৪

সর্বদাই যাচ্ঞাকারী ও দক্ষিণাদায়ক পুরুষকে প্রদত্ত দক্ষিণা দাবানলে প্রদত্ত আহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। ২৫

রাজন্! যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মীভূত না করিয়া অগ্নি শান্ত হয় না, সেইরূপ সর্বদাই যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ (যাচ্ঞার শেষ করিতে না পারিলে) কখনও শান্ত হইতে সমর্থ হন্ না। ২৬

এই জগতে দাতার অন্নই সৎপুরুষগণের জীবিকার নিশ্চিত আশ্রয় স্থল। যদি দাতা রাজা না থাকেন, তবে মোক্ষাভিলাষী সাধু সন্ন্যাসিগণ কি ভাবে জীবন ধারণ করিবেন? ২৭

এই জগতে অন্ন হইতেই গৃহস্থগণের এবং গৃহস্থদের নিকট হইতে ভিক্ষুকদকলের জীবন নির্বাহ হইয়া থাকে। অন্নের দ্বারা প্রাণশক্তির বিকাশ হয়, অতএব অন্নদাতাই হইলেন প্রাণদাতা। ২৮

জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থ-আশ্রম হইতে পৃথক্ থাকিয়াও গৃহস্থগণেরই আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন। এই গৃহস্থ হইতেই তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং গৃহস্থ আশ্রমেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। ২৯

কেবল ত্যাগের দ্বারাই কাহাকেও ভিক্ষুক বলিয়া জানা যায় না, মূর্খতাবশতঃ গৃহ ত্যাগ করিলেও তাহাকে ভিক্ষুক বলা চলে না এবং ভিক্ষা করিতে থাকিলেও ভিক্ষুক বলিতে পারা যায় না। যিনি সরলভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন এবং সুখভোগে আসক্ত হন্ না, তাঁহাকেই ভিক্ষুক বলিয়া জানিবেন। ৩০

পৃথ্বীনাথ! যিনি আসক্তিরহিত হইয়া আসক্তের ন্যায় বিচরণ করেন, যিনি বিষয়সম্বন্ধহীন, যিনি সর্বপ্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছেন এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহার সমান ভাব, তিনি মুক্ত। ৩১

বহু মানুষ দানগ্রহণের (উদরপূর্তির) জন্য বস্ত্রক মুণ্ডন করত গেরুয়া বস্ত্র পরিধান পূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নানাপ্রকার বন্ধনে আসক্ত থাকায় বৃথাই ভোগসমূহের অন্বেষণ করে। (এই পক্ষের ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৩২

বহু মূর্খ মানুষ তিন বেদের অধ্যয়ন, ইহাদের মধ্যে বণিক কর্ম, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে এবং ত্রিদণ্ড ও সন্ন্যাসীর বস্ত্র ধারণ করে। ৩৩

যদি হৃদয়ের কাষায় (রাগাদি দোষসকল) দূর না হয়, তবে কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্র ধারণ করা স্বার্থসিদ্ধির জন্য বুঝিতে হইবে। আমার এই ধারণা যে, যজ্ঞের জন্যধারী (ত্যাগকারী) দিগের বস্ত্রক মুণ্ডন তাহাদের জীবিকা চালাইবার একটি উপায়মাত্র।৩৪

মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনি নষ্ট, মুণ্ডিতমস্তক ও জটাধারী সাধুদিগকে গেরুয়া বস্ত্র, মৃগচর্ম এবং বল্কলসমূহের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে করিতে পুণ্যলোকসকল জয় করুন। ৩৫

অগ্ন্যাধেয়াদি গুর্বর্থং ক্রতূনপি সুদক্ষিণান্
দদাত্যহরহঃ পূর্বং কো নু ধর্মস্ততস্ততঃ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ।

তত্ত্বজ্ঞো জনকো রাজা লোকেঽস্মিন্নিতি শ্রূয়তে।
সোঽপ্যাসীন্মোহসম্পন্নো যা মোহক্ষয়জয়গা: ॥ ৩৭
এবং ধর্মমুক্রান্তা: সদা দানতপঃপরা:।
আনৃশংস্যগুণোপেতা: কামক্রোধবিবর্জিতা: ॥ ৩৮

যিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে শুদ্ধ ঘৃতমিশ্রিত যবের সক্তু (ছাতু) আহরণ করেন, উত্তম দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ এবং দান করেন, ইহা অপেক্ষা ধর্মসঞ্চয়ের আর কে হইবে? ৩৬

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! রাজা জনককে এ জগতে 'তত্ত্বজ্ঞ' বলিয়া বলা হয়, তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন (তাঁহার এইরূপ প্রবোধবাক্যে রাজা সন্ন্যাসগ্রহণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব) আপনিও মোহের বশীভূত হইবেন না।৩৭

যদি আমরা সদা দান ও তপস্যায় রত থাকিয়া এইরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান করি, দয়াপ্রভৃতি গুণসমূহে সম্পন্ন থাকি, কাম-ক্রোধাদি দোষসকল পরিত্যাগ করি এবং গুরুজন ও বৃদ্ধ পুরুষদের সেবা করিয়া যাই, তবে আমরা নিশ্চয়ের অতীত লোক লাভ করিতে সমর্থ হইব। ৩৮-৩৯

প্রজানাং পালনে যুক্তা দানযুক্তমনাস্থিতা:
ইষ্টাঁল্লোকানবাপ্স্যামো গুরুশুশ্রূষোপচারিন:
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্বপন্তো যথাবিধি।
স্থানমিষ্টমবাপ্স্যামো ব্রহ্মণ্যা: সত্যবাদিন: ॥ ৪০

এইরূপ দেবতা, অতিথি ও সমস্ত প্রাণীদিগকে বিধিপূর্বক তাঁহাদের ভাগ সমর্পণ করিতে করিতে যদি আমরা ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী হইতে পারি, তবে আমাদের অভীষ্ট স্থানপ্রাপ্তি অবশ্যই হইবে। ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে
অষ্টাদশোঽধ্যায়: ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়:

[যুধিষ্ঠিরেণ স্বমতস্য যাথার্থ্য-প্রতিপাদনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বেদাহং তাত শাস্ত্রাণি অপরাণি পরাণি চ।
উভয়ং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ ॥ ১
আকুলানি চ শাস্ত্রাণি হেতুভিশ্চিন্তিতানি চ
নিশ্চয়স্তৈশ্চ যো যত্রে বেদাহং তং যথাবিধি ॥ ২
তং তু কেবলমত্রজ্ঞো ধীরব্রতসমন্বিত:।
শাস্ত্রার্থং তত্ত্বতো গন্তুং ন সমর্থ: কথঞ্চন ॥ ৩
শাস্ত্রার্থসূক্ষ্মদর্শী যো ধর্মনিশ্চয়কোবিদ:।
তেনাপ্যেবং ন বাচ্যোঽহং যদি ধর্মং প্রপদ্যসি ॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিজ মতের যথার্থতা প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! আমি কর্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদনকারী অপর ও পর এই দুই প্রকার শাস্ত্রই জানি। বেদে দুই প্রকারের বচন পাওয়া যায়—এক, "কর্ম কর" এবং দুই "কর্ম ত্যাগ কর"। আমার এই উভয়ের জ্ঞান রহিয়াছে। ১

পরন্তু বিরোধী ভাবসমূহে যুক্ত যে সকল শাস্ত্রবাক্য আছে, আমি যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়াছি। বেদে এই দুই প্রকারের বাক্যসকলের যে সিদ্ধান্ত, সেই সকলও আমি জানি। ২

তুমি ত' কেবল অল্পবিদ্যায় পারদর্শী এবং ধীরব্রত পালন কর। শাস্ত্রসকলের তাৎপর্য যথার্থরূপে জানিবার শক্তি তোমার মধ্যে কোনরূপেই পাওয়া যায় না। ৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসকলের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন এবং ধর্মের নির্ণয় করিতে নিপুণ, তিনিও আমাকে এইভাবে উপদেশ দান করিতে সমর্থ নন্। যদি ধর্মের উপর তুমি দৃষ্টি স্থাপন কর, তবে আমার এই বাক্যের যথার্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ৪

শ্রাতুমেতদ্যথাতত্ত্বং ভবদ্ভিরনুভাষিতম্ ।
ভাষিতং চ কৌন্তেয় প্রীতোঽস্মি তেন তেঽনঘ ॥ ৫
যুদ্ধধর্মেষু সর্বেষু ক্রিয়াণাং নৈপুণেষু চ ।
ন ত্বয়া সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৬
ধর্মঃ সূক্ষ্মতরো বাচাং তত্র দুষ্প্রতরং ত্বয়া ।
ধনঞ্জয় ন মে বুদ্ধিমতিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৭
বৃদ্ধশাস্ত্রবিদেবৈষ ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া ।
সংক্ষিপ্তবিস্তরবিদ্যাং ন তেষাং বেৎসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৮
তপস্ত্যাগোঽবিধিরিতি নিশ্চয়েষ্বেষ বীমতাম্ ।
পরং পরং জ্যায় এষাং সেষাং নৈশ্রেয়সী গতিঃ ॥ ৯
যত্তেতন্মন্যসে পার্থ ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি ।
তত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথা নৈতৎ প্রধানতঃ ॥ ১০

তপঃস্বাধ্যায়শীলা হি দৃশ্যন্তে ধার্মিকা জনাঃ ।
অবধূতপসা যুক্তা সেব্যাঃ লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ১১
অজাতশত্রবো ধীরাস্তথান্যে বনবাসিনঃ
অরণ্যে বহবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ ॥ ১২
উত্তরেণ তু পন্থানমার্গা বিষয়নিগ্রহাৎ ।
অবৃদ্ধিজং তমস্ত্যক্ত্বা লোকাংস্ত্যাগবতাং গতাঃ ॥ ১৩
দক্ষিণেন তু পন্থানং যং ভাষন্তঃ প্রচক্ষতে ।
এতে ক্রিয়াবতাং লোকা যে শ্মশানানি ভেজিরে ॥ ১৪
অনির্দেশ্যা গতিঃ সা তু যাং প্রপদ্যন্তি যোগিনঃ ।
তস্মাদ্ যোগঃ প্রধানেষ্টঃ স তু দুঃখঃ প্রবেদিতুম্ ॥ ১৫
অনুশ্রুতা তু শাস্ত্রাণি কবয়ঃ সমবস্থিতাঃ ।
অস্তীহ স্যাদপীহ স্যাৎ সারাসারবিদূষকাঃ ॥ ১৬

অর্জুন ! হৃষীকেশ ! তুমি ব্রাহ্মণের নিকট যে কথা বলিয়াছ, উহা জ্ঞানসঙ্গত ও উচিত। আমি ইহাতে তোমার উপর প্রসন্নই হইয়াছি। ৫

সর্ববিধ যুদ্ধকর্ম ও সংগ্রাম করিবার কুশলতায় তোমার তুল্য ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। ৬

ধনঞ্জয় ! ধর্মের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহাতে তোমার প্রবেশ করাও অত্যন্ত কঠিন। আমারও বুদ্ধি উহা বুঝিতে পারিয়াছে কি না, এই আশঙ্কা তোমার করা উচিত নয়। ৭

তুমি বৃদ্ধশাস্ত্রেই বিদ্বান্, তুমি বৃদ্ধ পুরুষগণের কখনও সেবা কর নাই, অতএব সংক্ষেপে ও বিস্তারের সহিত ধর্ম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই মহাপুরুষগণের কি সিদ্ধান্ত, উহা তোমার জানা নাই ॥ ৮

যে মহানুভবগণের বুদ্ধি পরম কল্যাণে আসক্ত, সেই সব বুদ্ধিমান্‌দিগের নিশ্চয় এইরূপ। তপস্যা, ত্যাগ ও বিধিবিধানের অতীত (ব্রহ্মজ্ঞান) ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ৯

হৃষীকেশ ! তুমি ইহা মনে কর যে, ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোন বস্তু নাই, এই বিষয়ে আমি তোমাকে এইরূপ বাক্য বলিব যে, তাহার দ্বারা তোমার এই বোধ জন্মাইবে, ধনই সব বিষয়ে প্রধান নয়। ১০

এ জগতে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত বহু ধর্মাত্মা পুরুষ দেখা যায়, ঋষিগণ ও তপস্যাতেই আসক্ত থাকেন। সকলেরই সনাতন ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১১

এমন বহু বীর মানুষ আছেন, যাহাদের কোন অঙ্গই অস্ত্রক্ষত হয় নাই। ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক বনবাসী মানুষ আছেন, যাঁহারা বনমধ্যে স্বাধ্যায় করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১২

যাহা আধ্য পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্বস্বাভি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া অবিবেকজনিত অজ্ঞান ত্যাগ করত উত্তরমার্গের (দেবযান-পথের) দ্বারা ত্যাগী পুরুষগণের লোকে গমন করিয়াছেন। ১৩

ইহা ব্যতীত যে দক্ষিণ মার্গ আছে, যাহাকে প্রধানপথ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে যে সব লোক রহিয়াছে, এ সমস্তই সকাম কর্মকারী সেই গৃহস্থগণের, যাহারা শ্মশানভূমি সেবা করে (জন্মমৃত্যুর চক্রে পতিত হয়)। ১৪

কিন্তু মোক্ষমার্গে গমনকারী যতিগণ যে গতির সাক্ষাৎকার করেন, উহা অনির্দেশ্য, অতএব জ্ঞানযোগই সমস্ত সাধনসমূহ হইতে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহার স্বরূপ বোঝা অতিশয় কঠিন। ১৫

শুনা যায়, কোন এক সময় বিদ্বান্ পুরুষগণ সার ও অসার বস্তু নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় একত্রে সমবেত হইয়া সমস্ত শাস্ত্রকে বারংবার মন্থন করিতে করিতে এই বিচার আরম্ভ করিলেন যে, এই পার্থিব জীবন সার না ইহার ত্যাগ সার ? ১৬

বেদবাদানভিজ্ঞস্য শাস্ত্রাণ্যাগমকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্ভং সারং দদৃশিরে ন তে ॥ ১৭
অথৈকান্তব্যবাদেন শরীরে পাঞ্চভৌতিকে।
ইচ্ছাদ্বেষসমাসক্তমাত্মানং প্রাহুরিঙ্গিতৈঃ ॥ ১৮
অগ্রাহ্যং চক্ষুষা সূক্ষ্মমনির্দেশ্যঞ্চ তদ্গিরা।
কর্মহেতুপুরস্কারং ভূতেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ১৯
কল্যাণগোচরং কৃত্বা মনস্তৃষ্ণাং নিগৃহ্য চ।
কর্মসন্ততিমুৎসৃজ্য স্থানিরালম্বনঃ সুখী ॥ ২০
অস্মিন্নেবং সূক্ষ্মগম্যে মার্গে সদ্ভিনিষেবিতে।
কথমর্থমনর্থাচামর্জ্জুন ত্বং প্রশংসসি ॥ ২১
পূর্ব্বশাস্ত্রবিদোঽপ্যেবং জনাঃ পঞ্চন্তি ভারত।
ক্রিয়াসু নিরতা নিত্যং দানে যজ্ঞে চ কর্ম্মণি ॥ ২২
ভবন্তি মুহ্যমানাবর্ত্তা হেতুমন্তোঽপি পণ্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্ব্বে স্থিতা মূঢ়া নৈতদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২৩
অনুত্তস্তাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ ॥ ২৪
পার্থ যান্ন বিজানীমঃ কস্তান্ জ্ঞাতুমিহার্হতি।
এবং প্রাজ্ঞাঃ শ্রুতাস্চাপি মহান্তঃ শাস্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৫
তপসা মহদাপ্নোতি বুদ্ধ্যা বৈ বিন্দতে মহৎ।
ত্যাগেন সুখমাপ্নোতি সদা কৌন্তেয় তত্ত্ববিৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

তাঁহারা বেদসমূহের সকল বাক্য, শাস্ত্রসমূহ ও বৃহদারণ্যকাদি সমস্ত বেদান্ত ভাষ্য পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ কদলীস্তম্ভ বিদীর্ণ করিতে থাকিলে উহাতে কিছুই সারাংশ দেখা যায় না, সেইরূপ এ জগতে সার বস্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না ॥ ১৭

কিছু লোক একান্তভাবে পরিত্যাগ করত এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে বিভিন্ন সঙ্কেতের দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষাদিতে আসক্ত আত্মার স্থিতি বলিয়া বর্ণনা করে ॥ ১৮

কিন্তু আত্মার স্বরূপ ত' অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাঁহাকে নেত্রদ্বারা দেখা হয় না, বাক্যের দ্বারা তাঁহার কোন লক্ষণই বলা যায় না। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কর্ম্মের হেতুভূত অবিদ্যাকে সম্মুখে রাখিয়া—তাহার সাহায্যে নিজের স্বরূপকে গোপন করত বিদ্যমান আছেন ॥ ১৯

অতএব মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল মনকে কল্যাণমার্গে সংসক্ত করিয়া তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করা এবং কর্ম্মের পারম্পর্য্য পরিত্যাগ করত ধন-জনাদির অবলম্বন হইতে দূরে থাকিয়া সুখী হওয়া ॥২০

অর্জ্জুন! এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা জানিবার যোগ্য এবং সৎ-পুরুষগণের দ্বারা সেবিত এই উত্তমমার্গ থাকিতে তুমি অনর্থ-সকলে পূর্ণ অর্থের (ধনের) প্রশংসা কেন করিতেছ? ২১

ভরতনন্দন! দান, যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রাদি অন্য কর্ম্মসমূহেও নিত্য আসক্ত প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞগণও এ বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টি রাখেন ॥ ২২

কোন কোন তর্কবাদী পণ্ডিতও নিজের পূর্ব্বমতের দৃঢ় সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া যান যে, তখন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহারা আগ্রহসহকারে এই কথা বলেন যে, এই (আত্মা, ধর্ম্ম, পরলোক, বর্ণাশ্রমাদি) সব কিছুই নহে ॥ ২৩

কিন্তু এরূপ মহাশ্রেষ্ঠ, বলিতে অত্যন্ত ও বিদ্বান্ বহু ব্যক্তি আছেন, যিনি জনসভার সমক্ষে জনসভায় ব্যাখ্যা করিতে করিতে ও পূর্ব্বোক্ত অসত্য মতকে খণ্ডন করত সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ॥ ২৪

পার্থ! যে সব লৌকিক বিষয় আমরাও জানি না, সেই সমস্ত বিষয় কোন সাধারণ ব্যক্তি কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? আমি যেরূপ বলিলাম, এইভাবে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকেও বলিতে শুনা যায় ॥ ২৫

কুন্তীনন্দন! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তপস্যা দ্বারা সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করেন, জ্ঞানযোগে সেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং স্বার্থত্যাগের দ্বারা সদা নিত্য সুখের অনুভব হইয়া থাকে ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মুনিবর-দেবস্থানেন রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্তুং প্রেরণাদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অস্মিন্ বাক্যান্তরে বক্তা দেবস্থানো মহাতপাঃ।
অভিনীততরং বাক্যমিত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১

দেবস্থান উবাচ।

যদ্ বচঃ ফাল্গুনেনোক্তং ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি,
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি তদেকান্তমনাঃ শৃণু ॥ ২

অজাতশত্রো ধর্মেণ কৃৎস্না তে বসুধা জিতা।
তাং ক্ষিত্বা চ বৃথা রাজন্ ন পরিত্যক্তুমর্হসি ॥ ৩

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেষ প্রতিষ্ঠিতা।
তাং ক্রমেণ মহাবাহো গদ্যতাং ক্ষত্র পার্থিব ॥ ৪

তস্মাৎ পার্থ মহাযজ্ঞৈর্যজস্ব বহুদক্ষিণৈঃ।
স্বাধ্যায়যজ্ঞা ঋষয়ো জ্ঞানযজ্ঞাস্তথাপরে ॥ ৫

কর্মনিষ্ঠাংশ্চ বুদ্ধ্যোগান্তপোনিষ্ঠাংশ্চ পার্থিব।
বৈখানসানাং কৌন্তেয় বচনং শ্রূয়তে যথা ॥ ৬

বিংশ অধ্যায়।

[মুনিবর দেবস্থানের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের এই কথা সমাপ্ত হইলে পর মহাতপস্বী বাগ্মী দেবস্থান যুক্তিযুক্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

দেবস্থান বলিলেন,—রাজন্! অর্জুন যে এই কথা বলিয়াছিল, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই। আমিও এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিব, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২

হে রাজন্! অজাতশত্রো! তুমি ধর্মানুসারে এই সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় করিয়াছ। ইহাকে জয় করিয়া বৃথা ত্যাগ করা তোমার উচিত হইবে না ॥ ৩

মহাবাহু কৃপাল! ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করাইবার পক্ষে চারিটি সোপান স্বরূপ, যাহা যেমনই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাকে ক্রমানুসারে যথাযথভাবে ভঙ্গ কর ॥ ৪

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি বহু দক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞসমূহের দ্বারা পরমেশ্বরের যজনা কর। স্বাধ্যায় যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ও ঋষিগণ করেন ॥ ৫

ঈহেত ধনহেতোর্যস্তস্যানীহা গরীয়সী।
ভূয়ান্ দোষো হি বর্ধেত যস্তং ধনমুপাশ্রয়েৎ ॥ ৭

কৃচ্ছ্রাচ্চ দ্রব্যসংহারং কুর্বন্তি ধনকারণাৎ
ধনেন তৃষিতোঽবুদ্ধ্যা ভ্রূণহত্যাং ন বুধ্যতে ॥ ৮

অনর্হতে যদ্ দদাতি ন দদাতি যদর্হতে।
অর্থানর্হাপরিজ্ঞানাদ্ দানধর্মোঽপি দুষ্করঃ ॥ ৯

যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞোদ্দিষ্টঃ পুরুষো রক্ষিতা চ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং
ধনং ততোঽনন্তর এব কামঃ ॥ ১০

যজ্ঞৈরিজ্যো বিবিধৈ রত্নবদ্ভি-
র্দেবান্ সর্বানভ্যধাদ্ ভূরিতেজাঃ।
তেনেন্দ্রত্বং প্রাপ্য বিভ্রাজতেঽসৌ
তস্মাদ্ যজ্ঞে সর্বমেবোপযোজ্যম্ ॥ ১১

রাজন্! তুমি ইহাও জান যে, ঋষিগণের মধ্যে অনেকে কর্মনিষ্ঠ এবং অনেকে আবার তপোনিষ্ঠও আছেন। কুন্তীনন্দন! বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মাগণের বচন এইরূপ শুনা যায় ॥ ৬

যে ব্যক্তি ধনের জন্য চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি উহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে না, কারণ, চেষ্টা করা বা না করা অপেক্ষা চেষ্টা না করাই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই ধনের যে উপাসনা করে, তাহার প্রকৃত দোষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭

মনুষ্যগণ ধনের জন্য অতিশয় কষ্টের সহিত নানাবিধ দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু ধনের জন্য পিপাসু মনুষ্য অজ্ঞানভাবশতঃ ভ্রূণহত্যাসদৃশ পাপভাগী হয়, ইহা সে বুঝিতে পারে না ॥ ৮

বহুস্থলেই মানুষ অনধিকারীকে ধন দিয়া থাকে এবং অধিকারীকে ধনদান করে না। যোগ্য-অযোগ্য পাত্র সহজে চিনিতে পারা যায় না বলিয়া দানধর্ম করাও দুষ্কর ॥ ৯

বিধাতা যজ্ঞের জন্যই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই তাহার রক্ষক পুরুষকে উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব যজ্ঞেই সমস্ত ধন নিয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে সত্বর যজমানের সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০

মহাতেজস্বী ইন্দ্র ধনরত্নসমূহে সম্পন্ন নানাপ্রকার যজ্ঞসকলের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন করত সমস্ত দেবতা হইতে অধিক

মহাদেবঃ সর্বযজ্ঞে মহাত্মা
হুত্বাহইস্থানং দেবদেবো বভূব
বিশ্বাঁল্লোকান্ ব্যাপ্য বিষ্টভ্য কীর্ত্যা
বিরাজতে দ্যুতিমান্ কৃত্তিবাসাঃ ॥ ১২
আবিক্ষিতঃ পার্থিবোঽসৌ মরুত্তো
বৃত্ত্বা শক্রং যোঽজয়দ্ দেবরাজম্ ।
যজ্ঞে যস্য শ্রীঃ স্বয়ং সন্নিবিষ্টা
যস্মিন্ ভাণ্ডং কাঞ্চনং সর্বমাসীৎ ॥ ১৩

হরিশ্চন্দ্রঃ পার্থিবেন্দ্রঃ শ্রুতস্তে
যজ্ঞৈরিষ্টা পুণ্যভাগ্ বীতশোকঃ ।
জিত্বা শক্রং যোঽজয়ন্মানুষঃ সন্—
তস্মাদ্ যজ্ঞে সর্বমেবোপযোজ্যম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দেবস্থানবাক্যে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

উৎকর্ষশালী হইয়া গিয়াছে. অতএব যজ্ঞেই সম্পূর্ণ ধনের বিনিয়োগ করা উচিত ॥ ১১

পশুসমূহের চর্মকে যজ্ঞের ভাণ্ড ধারণকারী মহাত্মা মহাদেব সর্বস্ব সমর্পণরূপ যজ্ঞে নিজেই নিজেকে হোম করিয়া দেবতা বিশেষও দেবতা হইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ উত্তম কীর্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তেজস্বী রূপে প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১২

অবিক্ষিতের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ মরুত্ত নিজের সমৃদ্ধির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন। ইহার যজ্ঞে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের ব্যবহারোপযোগী সমুদয় পাত্রই স্বর্ণনির্মিত ছিল ॥ ১৩

রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম তুমি শ্রবণ করিয়াছ, যিনি মনুষ্য হইয়াও নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন ইনিও বহু প্রকারের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত পুণ্যভাগী ও শোকহীন হইয়া গিয়াছিলেন। সেই কারণে যজ্ঞেই সমস্ত ধনের ব্যয় করা উচিত ॥ ১৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে দেবস্থানের বাক্যবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবস্থান-মুনিনা যুধিষ্ঠিরায়োত্তমধর্ম্যঃ যজ্ঞাদীংশ্চানুষ্ঠাতুং পরামর্শদানম্ ।]

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ইন্দ্রেণ সময়ে পৃষ্টো যদুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ ১
সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্ ।
তুষ্টেন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২
যদা সংহরতে কামান্ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ
তদাত্মজ্যোতিরচিরাৎ স্বাত্মন্যেব প্রসীদতি ॥ ৩
ন বিভেতি যদা চায়ং যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি ।
কাম দ্বেষৌ চ জয়তি তদাত্মানঞ্চ পশ্যতি ॥ ৪

একবিংশ অধ্যায়।

[দেবস্থান-মুনিকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উত্তম ধর্ম ও যজ্ঞাদি করিবার উপদেশদান।]

দেবস্থান বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে সকল মানুষ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ১

রাজন্! সন্তোষ মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সন্তোষই অতিশয় সুখ। মানুষের মনে যদি উত্তমরূপে সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবে উহা অপেক্ষা অধিক জগতে আর কিছুই নাই ॥ ২

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল সর্বদিক্ হইতে নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন মানুষ নিজের সকল কামনাকে সর্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে, তখনই অতি শীঘ্র জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা নিজের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া উঠিবেন ॥ ৩

যখন মানুষ কাহাকেও ভয় করেন না ও তাঁহার নিকট হইতেও অপরে ভীত হয় না এবং যখন তিনি কাম (বিষয়-অনুরাগ) ও দ্বেষকে জয় করিবেন, তখনই সেই মানুষ নিজের আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ৪

যদাসৌ সর্বভূতানাং ন দ্রুহ্যতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৫
এবং কৌন্তেয় ভূতানি তং তং ধর্মং তথা তথা ।
তদাস্থানা প্রপদ্যন্তি তস্মাদ্ বুধ্যস্ব ভারত ॥ ৬
অন্যে সাম প্রশংসন্তি ব্যায়ামমপরে জনাঃ
নৈকং ন চাপরং কেচিদুভয়ঞ্চ তথাপরে ॥ ৭
যজ্ঞমেব প্রশংসন্তি সন্ন্যাসমপরে জনাঃ ।
দানমেকে প্রশংসন্তি কেচিচ্ছৈব প্রতিগ্রহম্ ॥ ৮
কেচিৎ সর্বং পরিত্যজ্য তূষ্ণীং ধ্যানপরা আসতে ।
রাজ্যমেকে প্রশংসন্তি প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৯
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ কেচিদেকান্তশীলিনঃ ।
এতৎ সর্বং সমালোক্য বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১০
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যো ধর্মঃ স সতাং মতঃ ।
অদ্রোহঃ সত্যবচনং সংবিভাগো দয়া দমঃ ॥
প্রজনং স্বেষু দারেষু মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ।
এষ ধর্মঃ প্রধানেষ্টঃ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১২
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন কৌন্তেয় প্রতিপালয় ।
যো হি রাজ্যে স্থিতঃ শশ্বদ্ বশী তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
ক্ষত্রিয়ো যজ্ঞশিষ্টাশী রাজা শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
অসাধুনিগ্রহরতঃ সাধূনাং প্রগ্রহে রতঃ ॥ ১৪
ধর্মবর্ত্মনি সংস্থাপ্য প্রজা বর্তেত ধর্মতঃ ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীশ্চ বনে বসেন্ন বর্তয়ন্ ॥
বিধিনা শ্রাবণেনৈব কৃত্স্নাৎ কর্মণাতপ্রিতঃ
য এবং বর্ততে রাজন্ স রাজা ধর্মনিশ্চিতঃ ॥
তস্যায়ঞ্চ পরশ্চৈব লোকঃ স্যাৎ সফলোদয়ঃ ।
নির্বাণং হি সুদুষ্প্রাপ্যং বহুবিঘ্নঞ্চ মে মতম্ ॥ ১৭

যখন এই মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রাণিগণের মধ্যে কাহারও সহিত কোনরূপ দ্রোহ করেন না এবং কোন বস্তুরই অভিলাষ করেন না, তখন তিনি পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন্ ॥ ৪

কুন্তীনন্দন! এইরূপে যখন সমস্ত জীব সেই সেই ধর্মকে যথাযথভাবে পালন করিবেন, তখন তাঁহারা স্বয়ংই আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ভরতনন্দন! অতএব এই সময় তুমি নিজের কর্তব্য অবগত হও ॥ ৬

কেহ কেহ নামকে (প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারকে) প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ আবার ব্যায়ামকে (যম ও পরিশ্রমকে) প্রশংসা করেন। কেহ আবার এই উভয়ের মধ্যে এক নামের প্রশংসা করেন না, কেহ আবার ব্যায়ামের প্রশংসা করেন না, আবার কেহ কেহ উভয়েরই গুণগান করিয়া থাকেন ॥ ৭

কেহ যজ্ঞের প্রশংসা করেন, অপর কেহ আবার সন্ন্যাসের গুণগান করেন। কেহ দানের প্রশংসা করেন, আবার কেহ দান-গ্রহণের প্রশংসা করেন ॥ ৮

বহু মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া মৌনগ্রহণ করত শ্রীভগবানের ধ্যানে সংলগ্ন থাকেন (ইহারই প্রশংসা করেন) এবং অন্য আরও অনেকে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও ধ্বস্ত করিয়া রাজ্যলাভের পর প্রজাপালনরূপী ধর্মের প্রশংসা করেন এবং অপর বহু মহাত্মা নির্জনে থাকিয়া আত্মচিন্তন করাকেই প্রশংসা করেন ॥ ৯½

এই সব বিষয়ের উপর বিচার করত বিদ্বান্‌গণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন প্রাণীর প্রতিই কোনরূপ দ্রোহ আচরণ না করিয়াই যে ধর্ম পালিত হয়, উহাই সৎপুরুষগণের মতে উত্তম ধর্ম ॥ ১০॥

কাহারও দ্রোহ না করা, সত্য কথা বলা, বলিবৈশ্বদেব কর্মের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহাদের যথাযোগ্য ভাগ সমর্পণ করা, সকলের প্রতি দয়াভাব রাখা, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম, নিজের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন এবং মৃদুতা, লজ্জা ও অচাঞ্চল্যাদি গুণ-সকলকে অবলম্বন করা—এই সবই হইল শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট ধর্ম। ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন ॥ ১১-১২

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমিও যত্নসহকারে এই ধর্ম পালন কর। যে ক্ষত্রিয় রাজা রাজসিংহাসনে অবস্থান করত নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সদা বশীভূত রাখেন, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, শাস্ত্রসকলের যথার্থ রহস্য জানেন, দুষ্টদের দমন ও সজ্জনগণের পালন করেন, সমস্ত প্রজাবর্গকে ধর্মপথে স্থাপিত করিয়া স্বয়ংও ধর্মানুকূল আচরণ করেন, বৃদ্ধাবস্থায় রাজলক্ষ্মীকে পুত্রের অধীনস্থ করিয়া দিয়া বনে গমন পূর্বক বনজাত ফলমূল আহার করত জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেও আলস্য পরিত্যাগ করত শাস্ত্রশ্রবণে পরিজ্ঞাত শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল পালন করেন, এরূপ আচরণকারী সেই রাজাই ধর্মকে নিশ্চিতরূপে জানেন ও প্রাপ্ত করেন ॥ ১৩-১৬

তাঁহার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই সফল হইয়া যায়। আবার বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসের দ্বারা মোক্ষলাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর এবং দুর্লভ, কারণ, উহাতে বহু বিঘ্ন আছে ॥ ১৭

এবং ধর্ম্মমনুক্রান্তাঃ সত্য-দান-তপঃপরাঃ।
আনৃশংস্যগুণৈর্যুক্তাঃ কাম-ক্রোধবিবর্জিতাঃ ॥১৮
প্রজানাং পালনে যুক্তা ধর্ম্মমুত্তমমাশ্রিতাঃ।
গোব্রাহ্মণার্থে যুধ্যন্তঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥ ১৯
এবং বৃত্তাঃ সবসবস্তথাদিত্যাঃ পরন্তপ।

এইভাবে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সত্য, দান ও তপস্যায় রত, ধর্ম্মাদি গুণসমূহে যুক্ত, কাম ক্রোধাদি দোষসমূহহীন, প্রজাপালন পরায়ণ, উত্তম ধর্ম্মের আচরণকারী এবং গো ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতদিগকে সর্ব্বোত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন। ১৮-১৯

সাধ্যা রাজর্ষিসঙ্ঘাশ্চ ধর্ম্মেতং সমাশ্রিতাঃ।
অপ্রমত্তাস্ততঃ স্বর্গং প্রাপ্তা পুণ্যৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি দেবস্থানবাক্যে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! এইভাবে রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং সাধ্যগণ ও রাজর্ষিবৃন্দ সাবধান হইয়া এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা নিজ পুণ্যকর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দেবস্থানের বাক্যবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং প্রশংসতার্জুনেন পুনঃ রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অস্মিন্নেবান্তরে বাক্যং পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।
নির্বিণ্ণমনসং জ্যেষ্ঠমিদং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥ ১
ক্ষত্রধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ প্রাপ্য রাজ্যং সুদুর্লভম্
জিত্বা চারীন্ নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে কিং ভৃশং ভবান্ ॥ ২
ক্ষত্রিয়াণাং মহারাজ সংগ্রামে নিধনং মতম্।
বিশিষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মর ॥ ৩
ব্রাহ্মণানাং তপস্ত্যাগঃ প্রেত্য ধর্ম্মবিধিঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নিধনং সংগ্রামে বিহিতং প্রভো ॥ ৪
ক্ষাত্রধর্ম্মো মহারৌদ্রঃ শস্ত্রনিত ইতি স্মৃতঃ।
যদ্বশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ কালে শস্ত্রেণ সংযুগে ॥ ৫
ব্রাহ্মণস্যাপি চেদ্ রাজন্ ক্ষত্রধর্ম্মেণ বর্ত্তত:
প্রশস্তং জীবিতং লোকে ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ৬
ন ত্যাগো ন পুনর্যজ্ঞো ন তপো মনুজেশ্বর
ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়ন্তে ন পরস্যোপজীবনম্ ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার মধ্যে দেবস্থানের ভাষণ সমাপ্ত হইলে পর অর্জ্জুন বিমর্ষচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট ও ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১

ধর্ম্মজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে এই পরম দুর্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া এত অধিক সন্তপ্ত হইতেছেন কেন? ২

মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করুন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ও বহু সংখ্যক যজ্ঞ হইতেও অধিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩

প্রভো! তপ ও ত্যাগ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম, যাহা মৃত্যুর পর পরলোকে ধর্ম্মজনিত ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সংগ্রামে প্রাণ মৃত্যুই পারলৌকিক পুণ্যফলের প্রদাতা। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর, উহা সর্ব্বদা শাস্ত্রনিষিদ্ধিত এবং সময় আসিলে যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা বধও হইয়া থাকে। (অতএব তাহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই।) ৫

রাজন্! ব্রাহ্মণও যদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাপন করেন, তবে এ জগতে তাঁহারও জীবন উত্তম বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; কারণ, ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতেই হইয়াছে। ৬

নরেশ্বর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্যাগ, যজ্ঞ, তপ ও অপরের ধনে জীবননির্ব্বাহ করিবার কোন বিধান নাই। ৭

স ভবান্ সর্বধর্মজ্ঞো ধর্মাত্মা ভরতর্ষভ।
রাজা মনীষী নিপুণো লোকে দৃষ্টপরাবরঃ ॥ ৮
ত্যক্ত্বা সন্তাপজং শোকং দংশিতো ভব কর্মণি।
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ দ্বয়ং বজ্রসমিতম্ ॥ ৯
জিত্বারীন্ ক্ষত্রধর্মেণ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
বিজিতাত্মা মহেন্দ্রেণ যজ্ঞদানপরো ভব ॥ ১০
ইন্দ্রো বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ কর্মণাভবৎ
জ্ঞাতীনাং পাপবৃত্তীনাং জঘান নবতীর্নব ॥ ১১
তচ্চাস্য কর্ম পূজ্যঞ্চ প্রশস্তঞ্চ বিশাম্পতে
তেনেন্দ্রত্বং সমাপেদে দেবানামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সমস্ত ধর্মেই বিশেষজ্ঞ, ধর্মাত্মা, রাজা, মনিষী, কর্তব্যপালন ও জগতে পর-পূর্ব সকল বিষয়েরই বিবেচক (জগতে কোন্ ধর্ম উত্তম ও কোন ধর্ম অধম তাহাও অবগত আছেন।) ॥৮

আপনি এই শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ক্ষত্রিয়ের দ্বয় ও বিশেষরূপে বজ্রতুল্য অতিশয় কঠোর ॥ ৯

নরেন্দ্র! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এখন আপনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞ এবং দানকার্যে তৎপর হউন ॥১০

দেখুন, ইন্দ্র ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু তিনি কর্মে ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছেন। তিনিও পাপকার্যে প্রবৃত্ত নিজেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা দৈত্যদিগের মধ্যে অষ্টষষ্ট দশ ব্যক্তিকে বধ করিয়াছেন ॥ ১১

সে তুমি সর্বধর্মজ্ঞ মহারাজ শতক্রতু বহুদক্ষিণৈঃ।
যজৈর্যজেন্দ্রো মহেন্দ্রত্বং চিরায় বিগতজ্বরঃ ॥ ১৩
মা ত্বমেবং গতে কিঞ্চিচ্ছোচেথাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
গতাস্তে ক্ষত্রধর্মেণ শস্ত্রপূতাঃ পরাং গতিম্ ॥ ১৪
ভবিতব্যং তথা তচ্চ যদ্ বৃত্তং ভরতর্ষভ।
দিষ্টং হি রাজশার্দূল ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

প্রজানাথ! তাঁহার এই কর্ম পূজনীয় ও প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। তিনি এই কর্মের দ্বারাই দেবেন্দ্রের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহাই আমরা শুনিয়াছি ॥ ১২

মহারাজ! নরেন্দ্র! আপনিও ইন্দ্রতুল্য শোকহীন ও নিশ্চিন্ত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন ॥ ১৩

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! এরূপ অবস্থায় আপনি অল্পও শোক করিবেন না। যুদ্ধে নিহত সেই সব বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে অস্ত্র-সকলের দ্বারা পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহা কিছু হইয়াছে, সে সমস্ত সেইভাবেই হইবার ছিল। রাজসত্তম! দৈবের বিধানকে উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

[শঙ্খ-লিখিতোপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা ব্যাসদেবেন রাজ্ঞঃ সুহৃদ্রক্ষণ দণ্ডধর্মপালনমহত্ত্বকথনম্, রাজধর্ম্ম এব দৃঢ়ত্বেনাবস্থাতুং যুধিষ্ঠিরায়াদেশদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ো গুড়াকেশেন পাণ্ডবঃ
নোবাচ কিঞ্চিৎ কৌরব্যস্ততো দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

বীভৎসোর্বচনং সৌম্য সত্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির
শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরো ধর্ম্মঃ স্থিতো গার্হস্থ্যমাশ্রিতঃ ॥ ২
স্বধর্ম্মং চর ধর্ম্মজ্ঞ যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ।
ন হি গার্হস্থ্যমুৎসৃজ্য তবারণ্যং বিধীয়তে ॥ ৩
গৃহস্থং হি সদা দেবাঃ পিতরোঽতিথয়স্তথা ।
ভৃত্যাশ্চৈবোপজীবন্তি তান্ ভরস্ব মহীপতে ॥
বয়াংসি পশবশ্চৈব ভূতানি চ জনাধিপ ।
গৃহস্থৈরেব বার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥ ৪
সোঽয়ং চতুর্ণামেতেষামাশ্রমাণাং দুরাচরঃ ।
তং চরাদ্য বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৬
বেদজ্ঞানঞ্চ তে কৃৎস্নং তপশ্চাচরিতং মহৎ ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ধুর্য্যবদ্ বোঢ়ুমর্হসি ॥ ৭
তপো যজ্ঞস্তথা বিদ্যা ভৈক্ষান্নিস্ত্রিগুসংযমঃ ।
ধ্যানমেকান্তশীলত্বং তুল্যান্যেতানি শক্তিতঃ ॥৮
ব্রাহ্মণানাং মহারাজ চেষ্টা সংসিদ্ধিকারিকা ।
ক্ষত্রিয়াণাং তু বক্ষ্যামি তবাপি বিদিতং পুনঃ ॥ ৯
যজ্ঞো বিদ্যা সমুদানমসম্ভোষঃ শ্রিয়ং প্রতি ।
দণ্ডধারণমুগ্রত্বং প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ১০
বেদজ্ঞানং তথা কৃৎস্নং তপঃ সুচরিতং তথা ।
দ্রব্যোপার্জ্জনং ভূরি পাত্রে চ প্রতিপাদনম্ ॥১১
এতানি রাজ্ঞাং কর্ম্মাণি সুকৃতানি বিশাম্পতে ।
ইমং লোকমমুঞ্চৈব সাধয়ন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

[শঙ্খ ও লিখিতের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রাজা সুহৃদ্রের দণ্ড বিধানের মহত্ত্ব বর্ণন এবং রাজধর্ম্মেই দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবার জন্য আদেশ দান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! নিদ্রাবিজয়ী অর্জুন এই কথা বলিলে পরও কুরুকুলনন্দন পাণ্ডুপুত্র কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির যখন কিছুই বলিলেন না, তখন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন ॥১

ব্যাসদেব বলিলেন,—সৌম্য যুধিষ্ঠির ! অর্জুন যে কথা বলিল, তাহা যথার্থ। শাস্ত্রোক্ত পরম ধর্ম্ম গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত আছেন ॥ ২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির ! তুমি শাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মেরই আচরণ কর। তোমার পক্ষে গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবার বিধান নাই ॥ ৩

মহীপতে ! দেবতা, পিতৃগণ, অতিথি ও ভৃত্যবর্গ সদা গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি তাঁহাদের ভরণ-পোষণ কর ॥ ৪

জনেশ্বর ! পশু, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণিগণও গৃহস্থদিগের দ্বারা পালিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই যথাযথভাবে পালন করা অতিশয় কঠিন। যাহার ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল, তাহার দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের আচরণ করা দুষ্কর। এখন তুমি সেই দুষ্কর ধর্ম্ম পালন কর ॥ ৬

তোমার বেদসমূহের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ। সেইজন্য নিজ পিতা-পিতামহের এই রাজ্যভার তোমাকে এক ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় বহন করিতে হইবে ॥ ৭

মহারাজ ! তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, নির্জ্জনে বাস করিবার স্বভাব, সন্তোষ ও যথাশক্তি শাস্ত্রজ্ঞান—এই সমস্ত তপ ও চেষ্টা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সিদ্ধি প্রদানকারী ॥ ৮

প্রভুনাথ ! এখন আমি পুনরায় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, যদিও তুমি তাহা জান। যজ্ঞ, বিদ্যাভ্যাস, শত্রুদের উপর আক্রমণ, রাজলক্ষ্মীপ্রাপ্তি, কখনও সন্তুষ্ট না হওয়া, দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করিতে উদ্যত থাকা, ক্ষত্রিয়তেজে সম্পন্ন, প্রজাদিগকে সর্ব্বদিকে রক্ষা করা, সমস্ত বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, তপস্যা, সদাচার, অধিক দ্রব্যোপার্জ্জন এবং সৎপাত্রে দান—এ সমস্ত হইল রাজার কর্ম্ম, যাহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই সফল হইয়া থাকে—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৯-১২

এষাং জ্যায়স্ত কৌন্তেয় দণ্ডধারণমুচ্যতে।
বলং হি ক্ষত্রিয়ে নিত্যং বলে দণ্ডঃ সমাহিতঃ ॥ ১৩
এতা বিদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াণাং রাজন্ সংসিদ্ধিকারিকাঃ।
অপি গাথামিমাঞ্চাপি বৃহস্পতিরগায়ত ॥ ১৪
ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্ ॥ ১৫
সুহৃদ্ভূতশ্চাপি রাজর্ষিঃ প্রয়তে দণ্ডধারণাৎ
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং দক্ষঃ প্রাচেতসো যথা ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ কর্মণা কেন সুহৃদ্ভো বসুধাধিপঃ
সংসিদ্ধিং পরমাং প্রাপ্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তং নৃপম্ ॥ ১৭

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শঙ্খশ্চ লিখিতশ্চাস্তাং ভ্রাতরৌ সংশিতব্রতৌ ॥ ১৮
তয়োরাবসথাবাস্তাং রম্যৌ পুষ্পিতকৌ পৃথক্ পৃথক্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরুপেতৌ বাহুদামনু ॥ ১৯
ততঃ কদাচিল্লিখিতঃ শঙ্খস্যাশ্রমমাগতঃ
যদৃচ্ছয়াথ শঙ্খোঽপি নিষ্ক্রান্তোঽন্যদাশ্রমাৎ ॥ ২০
সোঽন্তিগম্যাশ্রমং ভ্রাতুঃ শঙ্খস্য লিখিতস্তদা।
ফলানি পাতয়ামাস সমাকৃষ্য পরশ্বধান্ ॥ ২১
তান্যুপাদায় বিপ্রর্ষে ভক্ষয়ামাস স দ্বিজঃ।
তাংশ্চৈব ভক্ষয়ত্যেব শঙ্খোঽপ্যাশ্রমমাগতঃ ॥ ২২
ভক্ষয়ন্তং তু তং দৃষ্ট্বা শঙ্খো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
কুতঃ ফলান্যবাপ্তানি হেতুনা কেন বাদৃশি ॥ ২৩
সোঽব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমুপসৃত্যাভিবাদ্য চ।
ইত এব গৃহীতানি ময়েতি প্রহসন্নিব ॥ ২৪
তমব্রবীৎ তদা শঙ্খস্তীব্ররোষসমন্বিতঃ।
স্তেয়ং ত্বয়া কৃতমিদং ফলান্যাদদতা স্বয়ম্ ॥ ২৫
গচ্ছ রাজানমাসাদ্য স্বকর্ম কথয়স্ব বৈ।
অদত্তাদানমেব হি কৃতং পার্থিবসত্তম ॥ ২৬

কুরুনন্দন! ইহাদের মধ্যে দণ্ড ধারণ করা রাজার প্রধান ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে; কারণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বলের নিত্য স্থিতি এবং বলেই দণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৩

রাজন্! এই সব বিদ্যা (রাজিক ক্রিয়াসমূহ) ক্ষত্রিয়গণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন। ১৪

যেরূপ সর্প গর্তমধ্যে স্থিত ইঁদুর প্রভৃতি জীবগণকে গ্রাস করে, সেইরূপ বিরোধ করিতে অসমর্থ রাজা এবং প্রবাসে গমন করিতে অশক্ত ব্রাহ্মণ এই দুই ব্যক্তিকে ভূমি গ্রাস করিয়া থাকে। ১৫

শুনা যায়, রাজর্ষি সুহৃদ্ভূত দণ্ডধারণের দ্বারা প্রচেতানন্দন দক্ষের ন্যায় পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! পৃথিবীপতি সুহৃদ্ভূত কোন্ কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমি সেই নরপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১৭

ব্যাসদেব বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে সকল মানুষই এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন,—শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। ইহারা উভয়েই কঠোর ব্রতপালনকারী তপস্বী। ১৮

বাহুদা নদীর তীরে এই দুই তপস্বীর পৃথক পৃথক পরম সুন্দর দুইটি আশ্রম ছিল, যে স্থানদ্বয় সর্বদা ফল-পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত থাকিত। ১৯

একদিন লিখিত শঙ্খের আশ্রমে আসিলেন। দৈবেচ্ছায় সেই সময় শঙ্খও আশ্রমের বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন। ২০

ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে যাইয়া লিখিত অতিশয় পরিপক্ব বহু ফল পাড়িলেন এবং সেই সব ফল গ্রহণ করত এই ব্রহ্মর্ষি লিখিত নিশ্চিন্ত সহকারে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২১।

তারপর সেই সময় তিনি দেখিলেন যে, শঙ্খও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভ্রাতা লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শঙ্খ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এই সব ফল কোথা হইতে পাইলে এবং কিরূপ তুমি এই সকল ফল ভক্ষণ করিতেছ? ২২-২৩

লিখিত নিকটে গমন পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খকে প্রণাম করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—আমি এই সকল ফল এস্থান হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। ২৪

তখন শঙ্খ তীব্র রোষসহকারে বলিলেন,—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বয়ং ফল গ্রহণ করত চুরি করিয়াছ। ২৫

অতএব তুমি রাজার নিকট গমন কর এবং নিজের কর্মের কথা তাঁহাকে নিবেদন কর। তাঁহাকে বলিও—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি এইভাবে অদত্ত ফলসকল গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমাকে চোর

তেনং মাং ত্বং বিদিত্বা চ স্বধর্মমনুপালয়।
শীঘ্রং ধারয় চৌরস্য মম দণ্ডং নরাধিপ ॥ ২৭
ইত্যুক্তস্তস্য বচনাৎ সুদ্যুম্নঃ স নরাধিপম্।
অভ্যগচ্ছন্মহাবাহো লিখিতঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ২৮
সুদ্যুম্নস্ত্বথ পালেভ্যঃ শ্রুত্বা লিখিতমাগতম্
অভ্যগচ্ছৎ সহামাত্যঃ পদ্ভ্যামেব জনেশ্বরঃ ॥ ২৯
তমব্রবীৎ সমাগম্য স রাজা ধর্মবিত্তমম্।
কিমাগমনমাচক্ষ্ব ভগবন্ কৃতমেব তৎ ॥ ৩০
এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষিঃ সুদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ।
প্রতিশ্রুত্য কৃতিস্তেতি শ্রুত্বা তৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৩১
অনিসৃষ্টানি গুরুণা ফলানি মনুজর্ষভ।
ভক্ষিতানি মহারাজ তত্র মাং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৩২

সুদ্যুম্ন উবাচ।

প্রমাণং চেন্মতো রাজা ভবতো দণ্ডধারণে।

আনিয়া আপনি স্বীয় ধর্ম পালন করুন। হে নৃপ! চোরের জন্য যে দণ্ড বিহিত আছে, উহা সত্বর আমাকে প্রদান করুন। ২৬-২৭

মহাবাহো! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই কঠোর ব্রতপালনকারী লিখিত মুনি রাজা সুদ্যুম্নের নিকট গমন করিলেন। ২৮

নরপতি সুদ্যুম্ন দ্বারপালগণের নিকট হইতে 'লিখিত-মুনি আসিয়াছেন' এই সংবাদ শ্রবণ করত স্বীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ২৯

রাজা সুদ্যুম্ন সেই ধর্মজ্ঞ মুনির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কি উদ্দেশ্যে আপনার শুভাগমন হইয়াছে,—তাহা বলুন এবং আপনার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই আপনি মনে করুন। ৩০

তিনি এই কথা বলিলে পর বিপ্রর্ষি লিখিত সুদ্যুম্নকে ইহা বলিলেন—রাজন্! তুমি প্রথমে প্রতিজ্ঞা কর যে, 'আমি করিব' তাহার পর আমার উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ কর। ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্তৃক অদত্ত ফলসকল তাঁহার উপবনস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে গ্রহণ করত ভক্ষণ করিয়াছি; মহারাজ! ইহার জন্য তুমি আমাকে সত্বর দণ্ড দান কর। ৩২

সুদ্যুম্ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি দণ্ডদান করিতে রাজাকেই প্রমাণরূপে মনে করেন, তবে উহা ক্ষমা করিয়া

অনুজ্ঞায়ামপি তথা হেতুঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণর্ষভ ॥ ৩৩
স ভবানভ্যনুজ্ঞাতঃ শুচিকর্মা মহাব্রতঃ।
ব্রূহি কামানতোঽন্যাংস্ত্বং করিষ্যামি হি তে বচঃ ॥ ৩৪

ব্যাস উবাচ।

সংহৃষ্যমানো ব্রহ্মর্ষিঃ পার্থিবেন মহাত্মনা
নাস্তং স বরয়ামাস তস্মাদ্ দণ্ডাদৃতে বরম্ ॥ ৩৫
ততঃ স পৃথিবীপালো লিখিতস্য মহাত্মনঃ।
করৌ প্রচ্ছেদয়ামাস ধৃতদণ্ডো জগাম সঃ ॥ ৩৬
স গত্বা ভ্রাতরং শঙ্খমার্তরূপোঽব্রবীদিদম্
ধৃতদণ্ডস্ত দুর্বুদ্ধের্ভবাংস্তৎ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৩৭

শঙ্খ উবাচ।

ন কুপ্যো তব ধর্মজ্ঞ ন ত্বং দুষ্যসে মম।
সুনির্মলং কুলং ব্রহ্মন্নস্মিন্ জগতি বিশ্রুতম্।
ধর্মস্তু তে ব্যতিক্রান্তস্তস্তে নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ৩৮

আপনাকে ফিরিয়া যাইবারও সে আজ্ঞা দিতেছে কারণ, ইহাতে রাজার অধিকার আছে। ৩৩

আপনি পুণ্যকর্মকারী ও মহাব্রতপালনকারী। আমি আপনার অপরাধ ক্ষমা করত আপনাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতেছি। ইহা ব্যতীত যদি অন্য কোন বাসনা থাকে, তবে তাহাও বলুন, আমি আপনার সেই আজ্ঞা পালন করিব। ৩৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিলেও ব্রহ্মর্ষি লিখিত সেই দণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না। ৩৫

তখন সেই কৃপাল মহাত্মা লিখিতের দুই হস্ত ছেদন করাইয়া দিলেন। দণ্ড লাভ করত লিখিতও সে স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। ৩৬

স্বীয় ভ্রাতা শঙ্খের নিকট গমন পূর্বক লিখিত আর্ত হইয়া এই কথা বলিলেন,—আমি দণ্ডলাভ করিয়াছি। দুর্বুদ্ধি আমার সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। ৩৭

শঙ্খ বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই। ব্রহ্মন্! আমাদের উভয়ের বংশ এ জগতে অত্যন্ত নির্মল ও নিষ্কলঙ্করূপে বিখ্যাত। তুমি ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলে, সেইজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ। ৩৮

ত্বং গত্বা বাহুদাং শীঘ্রং তর্পয়স্ব যথাবিধি।
দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈব মা চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শঙ্খস্য লিখিতস্তদা।
অথগাঙ্গাপগাং পুণ্যামুদকার্থং প্রচক্রমে ॥ ৪০
প্রাদুরাস্তাং ততস্তস্য করৌ তুল্যসমপ্রভৌ।
ততঃ স বিস্মিতো ভ্রাতুর্দর্শয়ামাস তৌ করৌ ॥ ৪১
ততস্তমব্রবীচ্ছঙ্খস্তপসেদং কৃতং ময়া
মা চ তেঽত্র বিশঙ্কাভূদ্ দৈবমত্র বিধীয়তে ॥ ৪২

লিখিত উবাচ।

কিং ত্বয়া নাহৃতং পূর্বং তস্মাদ্ দণ্ডধরস্ত্বয়ি
যস্য তে তপসো বীর্যমীদৃশং দ্বিজসত্তম ॥ ৪৩

শঙ্খ উবাচ।

এবমেতন্ময়া কার্যং নাহং দণ্ডধরস্তব।
স চ পূতো নরপতির্যস্যাপি পিতৃভিঃ সহ ॥ ৪৪

ব্যাস উবাচ।

স রাজা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ান্ বৈ তেন কর্মণা।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং দক্ষঃ প্রাচেতসো যথা ॥ ৪৫
এষ ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং প্রজানাং পরিপালনম্
উৎপথোঽন্যো মহারাজ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৪৬
ভ্রাতুরস্য হিতং বাক্যং শৃণু ধর্মজ্ঞ সত্তম।
দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্মো ন মুণ্ডনম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

এখন তুমি শীঘ্র বাহুদানদীর তীরে গমন করত বিধি অনুসারে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর। ভবিষ্যতে আর কখনও অধর্মে মনোনিবেশ করিও না। ৩৯

শঙ্খের এই কথা শ্রবণ করত লিখিত সেই সময় পবিত্রনদী বাহুদাতে স্নান পূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবার চেষ্টা করিলেন, এমন সময় তাঁহার করদ্বয় দুইটি হস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। ৪০-৪১

তখনন্তর লিখিত বিস্মিত হইয়া নিজের ভ্রাতা শঙ্খকে সেই দুইটি হস্ত দেখাইলেন। তখন শঙ্খ তাঁহাকে বলিলেন,—এ বিষয়ে তুমি কোন বিতর্ক আশঙ্কা করিও না; কারণ, তপস্যার দ্বারা আমিই তোমার দুইটি হস্ত উৎপন্ন করিয়াছি। ইহাতে দৈবের বিধানই সফল হইয়াছে। ৪২-৪২

তখন লিখিত বলিলেন,—মহাতেজস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যখন আপনার তপস্যায় এরূপ সামর্থ, তখন আপনি প্রথমেই কেন আমাকে পবিত্র করিয়া দেন নাই? ৪৩

শঙ্খ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ইহা ঠিক যে, আমি এরূপ করিতে সমর্থ ছিলাম কিন্তু তোমাকে দণ্ডদান করিবার অধিকার আমার নাই। দণ্ডদান করিবার কার্য রাজার। এইরূপ দণ্ডদান করিয়া রাজা সুদ্যুম্ন এবং সেই দণ্ড স্বীকার করত তুমি পিতৃগণের সহিত পবিত্র হইয়া গিয়াছ। ৪৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেই দণ্ডদানরূপ কর্ম হইতে রাজা সুদ্যুম্ন উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রচেতার পুত্র দক্ষের ন্যায় পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ৪৫

মহারাজ! প্রজাগণকে সর্বতোভাবে পালন করাই রাজার মুখ্য ধর্ম। অন্য কার্য তাঁহার নিকট কুপথ-তুল্য, অতএব তুমি মনকে শোকাক্রান্ত করিও না। ৪৬

ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি স্বীয় ভ্রাতা এই অর্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। দণ্ডধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, মস্তক মুণ্ডন করত সন্ন্যাসগ্রহণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে। ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞো হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় রাজোচিতকর্ত্তব্যঃ পালনবিষয়ে উপদেশদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পুনরেব মহর্ষিস্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

অরণ্যে বসতাং তাত ভ্রাতৃণাং তে মনস্বিনাম্ ।
মনোরথা মহারাজ যে ত্রাসন্ যুধিষ্ঠির ॥ ২

তানি মে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুবন্তু মহারথাঃ ।
প্রশাধি পৃথিবীং পার্থ যযাতিরিব নাহুষঃ ॥ ৩

অরণ্যে দুঃখবসতিরনুভূতা তপস্বিভিঃ ।
দুঃখান্তান্তে নরব্যাঘ্র সুখান্যনুভবন্তু বৈ ॥ ৪

ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ভ্রাতৃভিঃ সহ ভারত
অনুভূয় ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থাতাসি বিশাম্পতে ॥ ৫

অগ্নিনাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ দেবতানাঞ্চ ভারত ।
আনৃণ্যং গচ্ছ কৌন্তেয় তত সর্বঞ্চ করিষ্যসি ॥ ৬

সর্বমেধাবমেধাভ্যাং যজস্ব কুরুনন্দন ।
ততঃ পশ্চাদ্বনাদ্রাজ গমিষ্যসি পরাং গতিম্ ॥ ৭

ভ্রাতৃংশ্চ সর্বান্ ক্রতুভিঃ সংযোজ্য বহুদক্ষিণৈঃ ।
সম্প্রাপ্তঃ কীর্ত্তিমতুলাং পাণ্ডবেয় ভবিষ্যসি ॥ ৮

বিদ্যন্তে পুরুষব্যাঘ্র বচনং কুরুসত্তম ।
শৃণুষ্বৈবং যথা কুর্বন্ ন ধর্ম্মাচ্চ্যবসে নৃপ ॥ ৯

আদদানস্য বিজয়ং নিগ্রহঞ্চ যুধিষ্ঠির ।
সমানধর্ম্মকুশলাঃ স্থাপয়ন্তি নরেশ্বর ॥ ১০

(প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ উপমানং তথাঽঽগমঃ
অর্থাপত্তিস্তথৈতিহ্যং সংশয়ো নির্ণয়স্তথা ।
আকারো হীঙ্গিতঞ্চৈব গতিশ্চেষ্টা চ ভারত ।
প্রতিজ্ঞা চৈব হেতুশ্চ দৃষ্টান্তোপনয়ৌ তথা ॥
উক্তং নিগমনং জ্ঞেয়াং প্রমেয়স্য প্রয়োজনম্ ।
এতানি সাধনাঙ্গান্যর্থবর্গপ্রসিদ্ধয়ে ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

[রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনাইয়া ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে উপদেশ দান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ব্যাসদেব অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় এই কথা বলিলেন । ১

তাত ! মহারাজ যুধিষ্ঠির ! বনে বাস করিবার সময় তোমার মনস্বী ভ্রাতৃগণের মনে যে সকল মনোরথ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সমস্তই এই মহারথী বীরগণ লাভ করুক । ২½

কুন্তীনন্দন ! তুমি নহুষপুত্র যযাতির ন্যায় এই পৃথিবীকে পালন কর । তোমার এই তপস্বী ভ্রাতারা বনবাসের সময় অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছে । নরশ্রেষ্ঠ ! এখন ইহারা সেই দুঃখের শেষে সুখ অনুভব করুক । ৩-৪

ভরতনন্দন ! প্রজানাথ ! এই সময় ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম উপভোগ কর । তাহার পরে বনে গমন করিও । ৫

ভরতনন্দন ! কুন্তীকুমার ! প্রথমে যাচক ও পিতৃগণ এবং দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্ত হও, তারপর অন্য সব কিছু করিবে । ৬

কুরুনন্দন মহারাজ ! প্রথমে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর । তাহার পর তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইবে । ৭

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণকে বহু দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞসমূহে নিযুক্ত করিয়া অতুলনীয় কীর্ত্তি লাভ করিবে । ৮

কুরুশ্রেষ্ঠ ! নৃপ ! পুরুষপ্রবর ! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি । এখন তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, যথাসাধ্য কার্য্য করিলে পর তুমি কখনও ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবে না । ৯

নরেশ্বর যুধিষ্ঠির ! সমানধর্ম্মে (বিধানবর্জ্জিত ধর্ম্মে) বিশেষজ্ঞ মহাত্মাগণ রাজার পক্ষে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়কেই সমান বলিয়া স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন । ১০

(হে ভারত ! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি, ঐতিহ্য, সংশয়, নির্ণয়, আকৃতি, সঙ্কেত, গতি, চেষ্টা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন—এই সকলের প্রয়োজন হইল প্রমেয়ের সিদ্ধি । সব বর্গের প্রসিদ্ধির জন্য এই সকলকে সাধন বলা হইয়াছে ।

(ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকেই সকলের পক্ষেই নির্ণয়ের আধার বলিয়া করিতে হইয়াছে । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের জ্ঞাতা পুরুষ দণ্ডনীতিতে কুশল হন্ । যাহারা

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ সর্বেষাং সোনিরিষ্যতে
প্রমাণজ্ঞো হি শক্নোতি দণ্ডনীতৌ বিচক্ষণঃ
অপ্রমাণবতাং নীতো দণ্ডো হন্যাদ্গরীয়সীম্ ।)
দেশকালপ্রতীক্ষী যো দস্যূন্ মর্ষয়তে নৃপঃ
শাস্ত্রজ্ঞাং বুদ্ধিমাস্থায় যুজ্যতে নৈনসা হি সঃ ॥ ১১
আদায় বলিষড্ভাগং যো রাষ্ট্রং নাভিরক্ষতি
প্রতিগৃহ্নাতি তৎ পাপং চতুর্থাংশেন ভূমিপঃ ॥ ১২
নিবোধ চ যথাঽহ্যভিষ্ঠন্ ধর্মান্ন চ্যবতে নৃপঃ ।
নিগ্রহাদ্ ধর্মশাস্ত্রাণামনুরুদ্ধ্যাদ্রূপেত্তমী: ১৩
কাম-ক্রোধাবনাদৃত্য পিতেব সমদর্শনঃ
শাস্ত্রজ্ঞাং বুদ্ধিমাস্থায় যুজ্যতে নৈনসা হি সঃ ॥ ১৪
দৈবেনাভ্যাহতো রাজা কর্মকালে মহাদ্যুতে ।
ন সাধয়তি যৎ কর্ম ন তত্রাহরতিক্রমম্ ॥ ১৫
ত্বরসা বুদ্ধিপূর্বং বা নিগ্রাহ্যা এব শত্রবঃ ।
পাপৈঃ সহ ন সম্বধ্যাদ্ রাজ্যং পাপং ন কারয়েৎ ॥ ১৬

প্রমাণহীন, তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত দণ্ড রাজার বিনাশকর হইয়া থাকে ।)

দেশ ও কালের প্রতীক্ষাকারী যে রাজা শাস্ত্রীয় বুদ্ধির আশ্রয় বিষয়ে যায় না হন্, পরন্তু সময়ে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, তিনি পাপলিপ্ত হন্ না । ১১

যে রাজা প্রজার আয়ের ষষ্ঠভাগ করস্বরূপে গ্রহণ করিয়াও রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন না, সেই রাজা উক্ত প্রজার চতুর্থাংশ পাপের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন । ১২

আমার এই কথা শ্রবণ কর, যাহার অনুসরণ করিলে পর রাজা ধর্ম হইতে চ্যুত হন্ না । ধর্মশাস্ত্রসকলের উপদেশ উল্লঙ্ঘনকারী রাজার পতন হইয়া থাকে এবং যদি রাজা ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলেন, তবে তিনি নির্ভয় হইয়া যান । ১৩

যে রাজা কাম ও ক্রোধকে অবহেলা করত শাস্ত্রবিধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সর্বত্র পিতার ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন্, তিনি কখনও পাপলিপ্ত হন্ না । ১৪

মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির ! দৈবকর্তৃক প্রতিহত রাজা কার্য করিবার সময় যে কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ বা অপরাধ হইবে না । ১৫

নিজের বল ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুদিগকে সব সময় বশীভূত করিয়া রাখা আবশ্যক । পাপী ব্যক্তিগণের সহিত সদ্ভাব রাখিতে নাই । নিজের রাজ্যকে অন্য রাজ্যের পাপ করিয়া রাখিবে না ॥ ১৬

শূরাশ্চার্যাংশ্চ সৎকার্যা বিদ্বাংশ্চ যুধিষ্ঠির
গোমিনো বনিনশ্চৈব পরিপাল্যা বিশেষতঃ ॥
ব্যবহারেষু ধর্ম্যেষু লোকব্যাপ্তা বহুশ্রুতাঃ
(প্রমাণজ্ঞা মহীপাল ন্যায়শাস্ত্রাবলম্বিনঃ ।
বেদার্থতত্ত্ববিদ্ রাজংস্তর্কশাস্ত্রবহুশ্রুতাঃ ॥
মন্ত্রে চ ব্যবহারে চ নিযোক্তব্যা বিজানতা
তর্কশাস্ত্রকৃতা বুদ্ধির্ধর্মশাস্ত্রাকৃতা চ যা
দণ্ডনীতিকৃতা চৈব ত্রৈলোক্যমপি সাধয়েৎ
নিযোজ্যা বেদতত্ত্বজ্ঞা যজ্ঞকর্মসু পার্থিব
বেদজ্ঞা যে চ শাস্ত্রজ্ঞাস্তে চ রাজন্ সুবুদ্ধয়ঃ
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বার্তা-দণ্ডনীতিষু পারগাঃ ।
তে তু সর্বত্র লোকব্যাপ্তে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ ॥)
গুণযুক্তেঽপি নৈকস্মিন্ বিশ্বসেত্ত বিচক্ষণঃ ॥ ১৮
অরক্ষিতা দুর্বিনীতো মানী স্তব্ধোঽভ্যসূয়কঃ ।
এনসা যুজ্যতে রাজা দুর্দান্ত ইতি চোচ্যতে ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির ! শৌর্যশালী বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও বিদ্বান্গণের সৎকার করা একান্ত প্রয়োজন । অধিকাধিক লোকপোষণকারী ও ধনবান্ বৈশ্যদিগকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবে । ১৭

যাঁহারা বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে মন্ত্র ও শাসন কার্যে নিযোগ করা উচিত । কৃপাল ! যাঁহারা প্রমাণসমূহের জ্ঞাতা, ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বনকারী, বেদসকলের তত্ত্বজ্ঞ এবং তর্কশাস্ত্রের বহু বিষয়েই বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্, এই সব বিজ্ঞ পুরুষদিগকে মন্ত্রণা ও শাসনকার্যে নিযোগ করা কর্তব্য ।

তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতির দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধি ত্রিভুবনকেও বিদ্যমান করিতে পারে ।

রাজন্ ! কৃপাল ! যাঁহারা বেদসমূহের তত্ত্বজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে যজ্ঞ কর্মে নিযুক্ত করা উচিত ।

আন্বীক্ষিকী (বেদান্ত), বেদত্রয়ী, বার্তা (লৌকাবিষয়) ও দণ্ডনীতিতে পারদর্শী বিদ্বান্, তাঁহাদিগকে সকল কার্যেই নিযোগ করা যায় . কারণ, ইঁহারা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় উন্নীত হইয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন এক ব্যক্তি বহু গুণবান্ হইলেও বিদ্বান্ পুরুষ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না ॥ ১৮

যে রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা করেন না, যিনি দুর্বিনীত, অভিমানী, স্তব্ধ (নিষ্ক্রিয়) ও অপরের দোষদর্শী, তিনি পাপযুক্ত হন্ এবং মানুষ তাঁহাকে 'দুর্দান্ত' বলে । ১৯

যেঽরক্ষ্যমাণা হীয়ন্তে দৈবেনাভ্যাহতা নৃপ।
তস্করৈশ্চাপি হীয়ন্তে সর্বং তদ্ রাজকিল্বিষম্ ॥ ২০

সুমন্ত্রিতে সুনীতে চ সর্বতশ্চোপপাদিতে।
পৌরুষে কর্ম্মণি কৃতে নাস্ত্যধর্ম্মো যুধিষ্ঠির ॥ ২১

বিজিগ্যুস্তে সমারব্ধাঃ সিদ্ধাস্তে চাপি দৈবতঃ।
কৃতে পুরুষকারে তু নৈনঃ স্পৃশতি পার্থিবম্

অত্র তে রাজশার্দূল বর্তয়িষ্যে কথামিমাম্।
যদ্ বৃত্তং পূর্বরাজর্ষের্হয়গ্রীবস্য পাণ্ডব ॥ ২৩

সত্রম্ হত্বা হতস্তাভ্যো শূরস্তাক্ষ্ণিষ্টকর্মণঃ।
অসহায়স্ত সংগ্রামে নির্জিতস্ত যুধিষ্ঠির ॥ ২৪

যৎ কর্ম্ম বৈ নিগ্রহে শত্রুবাণাং
যোগশ্চাগ্র্যঃ পালনে মানবানাম্।
কৃত্বা কর্ম্ম প্রাপ্য কীর্ত্তিং স যুদ্ধে
বাজিগ্রীবো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ২৫

সাবৃক্তাত্মা সমরেষ্বাততায়ী
শত্রূন্নিঘ্নো দস্যুভির্ব্যায়মানঃ।
অশ্বগ্রীবঃ কর্ম্মশীলো মহাত্মা
সংসিদ্ধার্থো মোদতে স্বর্গলোকে ॥২৬

ধনুর্যূপো রশনা জ্যা শরঃ স্রুক্
স্রুবঃ খড়্গো রুধিরং যত্র চাজ্যম্।
রথো বেদী কায়গো যুদ্ধমগ্নি-
শ্চাতুর্হোত্রং চতুরো বাজিমুখ্যাঃ ॥ ২৭

হত্বা তস্মিন্ যজ্ঞবরূথধারীন্
পাপামুক্তো রাজসিংহস্তরস্বী।
প্রাণান্ হুত্বা চাবভৃথে রণে স
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ২৮

রাষ্ট্রং রক্ষন্ বুদ্ধিপূর্বং নরেন
সম্ত্যক্তাত্মা যজ্ঞশীলো মহাত্মা।
সর্বাল্লোকান্ ব্যাপ্য কীর্ত্ত্যা মনস্বী
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥২৯

যে নৃপ! যে সকল প্রজা রাজা কর্তৃক রক্ষিত না হওয়ায় অনার্যবৃত্তি প্রকৃতি দৈব বিপদে এবং চোরগণের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের এই বিনাশের সমস্ত পাপ রাজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! যদি উত্তমরূপে মন্ত্রণা করা হইয়া থাকে, সুন্দর নীতিতে কার্য্য করা হইয়া থাকে এবং পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলেও পরও যদি প্রজাগণকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তবে রাজার কোন অধর্ম (পাপ) হয় না ॥২১

আরব্ধ করিবার পর বহু কার্য্য দৈবের প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়া যায় এবং দৈবের অনুকূলতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের পক্ষ হইতে যথাযথভাবে পুরুষার্থ করিলে পর যদি কার্য্যের সিদ্ধি নাও হয়, তবে উহাতে রাজাকে পাপ স্পর্শ করে না ॥ ২২

রাজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটি বৃত্তান্ত শুনাইতেছি, যাহা পূর্বকালবর্তী রাজর্ষি হয়গ্রীবের জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২৩

হয়গ্রীব অতিশয় শৌর্যশালী বীর ও অনায়াসেই বহু কর্ম করিতে সমর্থ ছিলেন। যুধিষ্ঠির! তিনি যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিহত করিয়াও পরে অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ায় শত্রুরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বধ করে ॥ ২৪

তিনি শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে যে পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, যজ্ঞ প্রজাদিগকে পালন করা বিষয়ে যে সর্বোত্তম উদ্যোগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, উহা অদ্ভুত ছিল। তিনি পুরুষার্থ প্রকাশ করত যুদ্ধে উত্তম কীর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বর্তমানে সেই রাজা হয়গ্রীব স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৫

তিনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া সমরাঙ্গনে অস্ত্রধারণ পূর্বক শত্রুদিগকে বধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন করত বধ করিয়াছিল। এই সময় কর্মপরায়ণ মহামনস্বী হয়গ্রীব পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৬

তাঁহার যজ্ঞ যূপ ছিল, ধনুক যজ্ঞ পশুবন্ধন রজ্জু, বাণ স্রুক্ (হাতা) এবং তরবারি স্রুবা (কোশা) ছিল। রক্তই ঘৃতে পরিণত হইয়াছিল, ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে সমর্থ রথ ছিল বেদী, দুষ্ট অগ্নি এবং চারিটি প্রধান অশ্বই ছিল ব্রহ্মাদি চারিজন ঋত্বিক্—ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য। এইরূপ বেদজ্ঞানী সেই রাজশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব এই যজ্ঞরূপী অগ্নিতে শত্রুদিগকে আহুতিদান করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং নিজের প্রাণকে হোম করত যুদ্ধের সমাপ্তিরূপ অবভৃথস্নান করিয়া তিনি বর্তমানে দেবলোকে আনন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ২৭-২৮

যজ্ঞ করাই সেই মহাত্মার স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। নীতির সাহায্যে বুদ্ধিপূর্বক রাজ্যকে রক্ষা করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ

দৈবীং সিদ্ধিং মানুষীং দণ্ডনীতিং
যোগক্ষেমৈঃ পালয়িত্বা মহীঞ্চ
তস্মাদ্‌ রাজা ধর্মশীলো মহাত্মা
বাজিশ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩০

বিদ্বাংস্ত্যাগী শ্রদ্দধানঃ কৃতজ্ঞ—
স্ত্যক্ত্বা লোকং মানুষং কর্ম কৃত্বা।
মেধাবিনাং বিদুষাং সম্মতানাং
তনুত্যজাং লোকমাক্রম্য রাজা ॥ ৩১

সম্যগ্‌ বেদান্‌ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্‌ রাজ্যং পালয়িত্বা মহাত্মা
চাতুর্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্মে
বাজিশ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩২

ক্রিত্বা সংগ্রামান্‌ পালয়িত্বা প্রজাশ্চ
সোমং পীত্বা তর্পয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যান্‌।
যুক্ত্যা দণ্ডং ধারয়িত্বা প্রজানাং
যুদ্ধে ক্ষীণো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৩

বৃত্তং সন্ত্য শ্লাঘনীয়ং মনুষ্যাঃ
সন্তো বিদ্বাংসোঽর্হয়ন্ত্যর্হণীয়ম্‌
স্বর্গং জিত্বা বীরলোকানবাপ্য
সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ পুণ্যকীর্তির্মহাত্মা ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে
চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

করত সেই মহাত্মা বৃহদ্রথ সম্পূর্ণ বিশ্বে নিজের কীর্তি বিস্তার করিয়া এই সময়ে দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ২৯

যোগ (কর্মবিষয়ক উৎসাহ) ও ক্ষেমের (অহঙ্কারাদি ত্যাগের) সহিত দৈবী সিদ্ধি যজ্ঞাদি ক্রিয়া, মানুষী সিদ্ধি শত্রুদমনাদি, দণ্ডনীতি এবং পৃথিবীকে পালন করত ধর্মশীল মহাত্মা রাজা বৃহদ্রথ এই সকলের পুণ্যে বর্তমানে দেবলোকে সুখভোগ করিতেছেন। ৩০

এই বিদ্বান্‌, ত্যাগী, শ্রদ্ধালু ও কৃতজ্ঞ রাজা বৃহদ্রথ নিজের কর্তব্য পালন করত মনুষ্যলোক ত্যাগ করিয়া মেধাবী, সর্বসম্মানিত, জ্ঞানী ও পুণ্যতীর্থসমূহে দেহত্যাগকারী পুণ্যাত্মাগণের লোকে গমনপূর্বক অবস্থান করিতেছেন। ৩১

বেদের জ্ঞান লাভ করত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া রাজ্যকে উত্তমরূপে পালন করিতে করিতে মহাত্মা রাজা বৃহদ্রথ চাতুর্বর্ণের মনুষ্যদিগকে নিজ নিজ ধর্মে স্থাপিত করিয়া এই সময় দেবলোকে আনন্দভোগ করিতেছেন। ৩২

রাজা বৃহদ্রথ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, প্রজাদিগকে পালন করিয়া, যজ্ঞসমূহে সোমরস পান করিয়া, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদির দ্বারা তৃপ্ত করিয়া এবং যুক্তির দ্বারা প্রজাসকলকে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডধারণ করিতে করিতে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং দেবলোকে সুখে বিহার করিতেছেন। ৩৩

সাধু ও বিদ্বান্‌ পুরুষগণ তাঁহার স্পৃহণীয় ও আদরণীয় চরিত্রের সর্বদা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুণ্যকীর্তি মহাত্মা বৃহদ্রথ স্বর্গলোক জয় করত বীরগণের লভ্য লোকে গমন করিয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সেনজিত উপদেশবাক্যমুল্লিখ্য ব্যাসদেবস্য যুধিষ্ঠিরং বোধয়িতুং প্রবৃত্তঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা কুপিতে চ ধনঞ্জয়ে।
ব্যাসমামন্ত্র্য কৌন্তেয়ঃ প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ

ন পার্থিবমিদং রাজ্যং ন ভোগাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য শোকো মাং কৃন্তয়ত্যয়ম্ ॥ ২

শ্রুত্বা বীরবিহীনানামপুত্রাণাঞ্চ যোষিতাম্।
পরিদেবয়মানানাং শান্তিং নোপলভে মুনে ॥ ৩

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং ব্যাসো যোগবিদাং বরঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাপ্রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞো বেদপারগঃ ॥ ৪

ব্যাস উবাচ

ন কর্মণা লভ্যতে চিন্তয়া বা
নাপ্নোতি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ
পর্যায়যোগাদ্ বিহিতং বিধাত্রা
কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৫

ন বুদ্ধিশাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং
প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈরকালে
মূর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্
কালো হি কার্য্যং প্রতি নিবিশেষঃ ॥ ৬

নাভূতিকালেষু ফলং দদন্তি
শিল্পানি মন্ত্রাশ্চ তথৌষধানি
তান্যেব কালেন সমাহিতানি
সিধ্যন্তি বর্ধন্তি চ ভূতিকালে ॥ ৭

কালেন শীঘ্রাঃ প্রবহন্তি বাতাঃ
কালেন বৃষ্টির্জলদাদুপৈতি।
কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলঞ্চ
কালেন পুষ্যন্তি বনেষু বৃক্ষাঃ ॥ ৮

কালেন কৃষ্ণাশ্চ সিতাশ্চ রাত্র্যঃ
কালেন চন্দ্রঃ পরিপূর্ণবিম্বঃ।
নাকালতঃ পুষ্পফলং দ্রুমাণাং
নাকালবেগাঃ সরিতো বহন্তি ॥ ৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[সেনজিতের উপদেশযুক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইবার চেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অর্জুন কুপিত হইলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করত উত্তরদান আরম্ভ করিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! এই পৃথিবীর রাজ্য এবং এই ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার ভোগ আজ আমার মনকে প্রসন্ন করিতে পারিতেছে না। এই শোক আমাকে চারিদিকে কৃত্ত করিতেছে (অতএব গুরুজনগণ ও বন্ধুবর্গের হিতবাক্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না) ॥ ২

ব্রহ্মন্! পতি ও পুত্রগণহীনা যুবতী রমণীগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর যোগবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ধর্মজ্ঞ মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! কোন ব্যক্তি কর্ম করিয়া নষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে না এবং চিন্তা করিয়াও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এরূপ কোন দাতাও নাই, যিনি বিনষ্ট বস্তু দান করিতে পারেন। ক্রমানুসারে বিধাতার বিধানেই মানুষ যথাসময়ে সব কিছুই পাইয়া থাকে ॥ ৫

বুদ্ধি অথবা শাস্ত্রাধ্যয়নেও মানুষ অসময়ে কোন বিশেষ বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং সময় আসিলে কখনও কখনও মূর্খও অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিয়া থাকে, অতএব কালই কার্যের সিদ্ধিবিষয়ে সাধারণ কারণ ॥ ৬

অসময়ের সময় শিল্পকলাসমূহ, মন্ত্র ও ঔষধও কোন ফল দান করে না। সেই জীবই আবার উন্নতির সময় যখন সেই সব ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তখন কালেরই প্রেরণায় সে সফল হয় এবং বর্ধিতও হইয়া থাকে ॥ ৭

সময়ানুসারে বায়ু সত্বর প্রবাহিত হয়। সময় আসিলেই মেঘ জল বর্ষণ করে, সময় হইলেই জলে পদ্ম বিকসিত হয় ও উৎপন্ন হয় এবং যথাসময়ে বনসমূহে বৃক্ষফল পুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮

সময়ানুসারে রাত্রি শুক্লপক্ষে চন্দ্র-জ্যোৎস্নায় শুভ্রবর্ণ ও চন্দ্রের অদর্শনে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি অন্ধকারময় হইয়া যায়। সময় আসিলে চন্দ্র পরিপূর্ণ বিম্ব প্রাপ্ত হয়, অসময়ে বৃক্ষসকলের মধ্যে ফল ও

নাকালমৃত্যুঃ খগপন্নগাশ্চ
মৃগদ্বিপাঃ শৈলমৃগাশ্চ লোকে।
নাকালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভা
নাসাদ্যকালে শিশিরোঽবর্ষাঃ ॥ ১০

নাকালতো ম্রিয়তে জায়তে বা
নাকালতো ব্যাহরতে চ বালঃ
নাকালতো যৌবনমভ্যুপৈতি
নাকালতো রোহতি বীজমুপ্তম্ ॥ ১১

নাকালতো ভানুরুপৈতি যোগং
নাকালতোঽস্তং গিরিমভ্যুপৈতি
নাকালতো বর্ধতে হীয়তে চ
চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি মহোর্মিমালী ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং রাজ্ঞা সেনজিতা দুঃখার্তেন যুধিষ্ঠির ॥ ১৩

সর্বানেবৈষ পর্যায়ো মর্ত্যান্ স্পৃশতি দুঃসহঃ
কালেন পরিপক্বা হি ভ্রিয়ন্তে সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৪
ঘ্নন্তি চান্যান্ নরা রাজংস্তানপ্যন্যে তথা নরাঃ।
সংজ্ঞৈষা লৌকিকী রাজন্ ন ম্রিয়ন্তি ন হন্যতে ॥ ১৫
হন্মীতি মন্যতে কশ্চিন্ন হন্মীত্যপি চাপরঃ।
স্বভাবতস্তু ম্রিয়তে ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥
নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে
অহো দুঃখমিতি ধ্যায়ন্ দুঃখস্যাপচিতিং চরেৎ ॥ ১৭

স কিং শোচসি মূঢ়ঃ সন্ শোচ্যান্ কিমনুশোচসি
পশ্য দুঃখেষু দুঃখানি ভয়েষু চ ভয়ান্যপি ॥ ১৮

আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বাপি পৃথিবী মম
যথা মম তথান্যেষামিতি পশ্যন্ ন মুহ্যতি ॥ ১৯

শোকস্থানসহস্রাণি হর্ষস্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২০

পুষ্পসমূহও দেখা যায় না এবং অসময়ে (গ্রীষ্মাদিকালে) নদীসমূহ অবেগে প্রবাহিত হয় না ॥৯

জগতে পক্ষী, সর্প, বন, মৃগ, হস্তী ও পার্বত্য মৃগসকলও সময় না হইলে মরে না। অসময়ে স্ত্রীগণের গর্ভ হয় না এবং সময় না আসিলে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাও হয় না ॥ ১০

সময় না হইলে বালক জন্মগ্রহণ করে না, মৃত্যুর বশীভূত হয় না এবং অসময়ে বালকের কোন বাক্যও স্ফূরিত হয় না। সময় না হইলে যৌবন আসে না এবং রোপণ করা বীজও অসময়ে অঙ্কুরিত হয় না ॥ ১১

অসময়ে সূর্য্য উদয়াচলের সহিত সংযুক্ত হন্ না এবং সময় না হইলে অস্তাচলেও যান না। সময় না হইলে পূর্ণ চন্দ্র বর্দ্ধিত বা ক্ষীণ হন্ না এবং সমুদ্রেও বড় বড় তরঙ্গসকল উত্থিত হয় না ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অনেকেই এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে শোকে মুহ্যমান রাজা সেনজিৎ তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহা আমি তোমাকে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ১৩

(রাজা সেনজিৎ মনে মনে বলিয়াছিলেন)—এই দুঃসহ কালচক্র সকল মানুষেরই উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে। একদিন সমস্ত কুপালই কালে পরিপক্ব হইয়া মৃত্যুর অধীনস্থ হইবেন ॥১৪

ঘ্নন্ত। যাহারা অন্যকে বধ করে, আবার তাহাকে অন্য পুরুষ হত্যা করে। বস্তুতঃ এই মরণ ও মারণ দুইটি লৌকিক সংজ্ঞা। প্রকৃত পক্ষে কেহ মৃত্যুবরণ করে না এবং কেহ কাহাকেও বধ করে না ॥ ১৫

কেহ মনে করেন—আত্মার মৃত্যু হয়। আবার কেহ মনে করে—আত্মার মৃত্যু হয় না; পাঞ্চভৌতিক দেহের কেবল জন্ম মৃত্যু স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত আছে ॥ ১৬

ধন নষ্ট হইলে পর অথবা স্ত্রী, পুত্র বা পিতার মৃত্যুর হইলে পর মানুষ 'হায়' আমার উপর গুরুতর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টা করে ॥১৭

তুমি মূঢ় হইয়া কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? সেই মৃত শোচনীয় ব্যক্তিগণকে কেন বারংবার স্মরণ করিতেছ? দেখ, শোক করিলে পর দুঃখে দুঃখ এবং ভয়ে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮

এই দেহও কাহার নিজের নহে এবং সমগ্র পৃথিবীও কাহার নিজের নহে। ইহা যেরূপ আমার এবং সেরূপ অন্যেরও। এতাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও মোহগ্রস্ত হয় না ॥ ১৯

শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং হর্ষেরও শত শত স্থান আছে, কিন্তু উহা প্রতিদিন মূঢ় মানুষেরই উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, বিদ্বান্‌গণের উপর নহে ॥ ২০

এবমেতানি কালেন প্রিয়দ্বেষ্যানি ভাগশঃ।
জীবেষু পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ২১
দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্মাৎ তদুপলভ্যতে।
তৃষ্ণাভিপ্রভবং দুঃখং সুখাভিপ্রভবং সুখম্ ॥ ২২
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ॥ ২৩
সুখমেব হি দুঃখান্তং কদাচিদ্ দুঃখতঃ সুখম্।
তস্মাদেতদ্ বরং জন্তোর্দ্ য ইচ্ছেন্নাত্মতঃ সুখম্ ॥ ২৪
সুখাদ্ভপ্রভবং দুঃখং দুঃখাদ্ভপ্রভবং সুখম্।
যস্মিন্নিতো ভবেচ্ছোকস্তাপো বা ভৃশদারুণঃ ॥ ২৫
আয়াসো বাপি যন্মূলস্তদেকাঙ্গমপি ত্যজেৎ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥ ২৬
ঈদৃশপ্যাত্ম দারাণাং পুত্রাণাং বা চরাপ্রিয়ম্।
তত্তো জ্ঞাস্যসি কঃ কস্য কেন বা কথমেব চ ॥ ২৭
যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ত এব সুখমেধন্তে মধ্যমঃ ক্লিশ্যতে জনঃ ॥ ২৮
ইত্যব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো যুধিষ্ঠির স সেনজিৎ।
পরাবরজ্ঞো লোকস্য ধর্মবিৎ সুখদুঃখবিৎ ॥ ২৯
যেন দুঃখেন যো দুঃখী ন স জাতু সুখী ভবেৎ।
দুঃখানাং হি ক্ষয়ো নাস্তি জায়তে সুপরাৎ পরম্ ॥ ৩০
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণং জীবিতঞ্চ
পর্য্যায়তঃ সর্বমবাপ্নুবন্তি
তস্মাদ্ ধীরো নৈব হৃষ্যেন্ন শোচেৎ ॥ ৩১
দীক্ষাং রাজ্ঞঃ সংযুগে যুদ্ধমাহু-
র্যোগং রাজ্ঞো দণ্ডনীত্যাঞ্চ সম্যক্।
বিত্তত্যাগো দক্ষিণাঞ্চ যজ্ঞে
সম্যগ্ দানং পাবনানীতি বিদ্যাৎ ॥ ৩২

এইভাবে এই সব প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবই দুঃখ ও সুখ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমস্ত জীবগণকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২১

সংসারে কেবল দুঃখই আছে, সুখ নাই, অতএব দুঃখই সকলের উপলব্ধি হয়। তৃষ্ণাজনিত পীড়া হইতে দুঃখ এবং দুঃখের পীড়া হইতে সুখ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুঃখে আর্ত্ত হইয়া মানুষের দুঃখের শেষে সুখের প্রতীতি হয় ॥ ২২

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসে। কেহ জগতে সর্ব্বদা দুঃখই পাইয়া থাকে না এবং কেহ আবার নিরন্তর সুখলাভ করিতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৩

কখনও দুঃখের শেষে সুখ এবং কখনও সুখের অবসানে দুঃখ আসিয়া থাকে; অতএব যিনি নিত্য সুখের অভিলাষী, তিনি এই সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিবেন; কারণ, সুখের শেষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সুখও দুঃখের অবসানে অবশ্যম্ভাবী। ২৪।

যাহার জন্য শোক অথবা অতিশয় নিদারুণ তাপ হয় এবং যাহা আয়াসের মূল কারণ, উহা যদি নিজের দেহের কোন একটি অঙ্গও হয়, তবে উহাও পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৫।

সুখ অথবা দুঃখ, প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, যখন যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন উহা হর্ষসহকারে গ্রহণ করিবে। নিজের হৃদয়ের দ্বারা উহার নিকট পরাজয় বরণ করিবে না ॥ ২৬

প্রিয় মিত্র, স্ত্রী অথবা পুত্রগণের অহিত অপ্রিয় আচরণ কর; তারপর স্বয়ং উহা বুঝিতে পারিবে যে, কোন ব্যক্তি কি কারণে কিরূপ কাহার সহিত কত সম্বন্ধ রাখে? ২৭

সংসারের যে অত্যন্ত মূর্খ অথবা যিনি বুদ্ধির পরপারে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী হন্; ইহার মধ্যবর্ত্তী মানুষ কেবল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! জগতের ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যৎ এবং সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধর্মবিৎ মহাজ্ঞানী সেনজিৎ এইরূপ বাক্যই বলিয়াছিলেন ॥ ২৯

যে কোন দুঃখে যে দুঃখী, সে কখনও সুখী হইতে পারে না; কারণ, তাহার আর দুঃখফলের শেষ হয় না, এক দুঃখের পর অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩০

সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-বিনাশ, লাভ-ক্ষতি ও জীবন-মরণ—এই সব যথাসময়ে ক্রমানুসারে সকলকেই প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য ধীর পুরুষ ইহাদের জন্য হর্ষ ও শোক করিবেন না ॥ ৩১

রাজার পক্ষে সংগ্রামে যুদ্ধ করাই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করা বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাজ্যকে রক্ষা করিতে করিতে দণ্ডনীতিতে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার পক্ষে যোগ-সাধন এবং যজ্ঞে দক্ষিণারূপে ধনদান ও উত্তমরীতিতে অন্যান্য বস্তুদানই রাজার-পক্ষে ত্যাগ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই তিনটি কার্য্যই রাজার পবিত্রকারক বলিয়া তুমি জানিবে ॥ ৩২

রক্ষন্ রাজ্যং বুদ্ধিপূর্বং নরেন্দ্র
সন্ত্যক্তাত্মা যজ্ঞশীলো মহাত্মা ।
সর্বাল্লোকান্ ধর্মদৃষ্ট্যা চরংশ্চা-
পূর্বং দেহাম্মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৩

জিত্বা সংগ্রামান্ পালয়িত্বা চ রাষ্ট্রং
সোমং পীত্বা বর্ধয়িত্বা প্রজাশ্চ ।
যুক্ত্যা দণ্ডং ধারয়িত্বা প্রজানাং
যুদ্ধে ক্ষীণো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৪

সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা
চাতুর্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্মে
পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৫

যস্য বৃত্তং নমস্যন্তি স্বর্গস্থস্যাপি মানবাঃ
পৌরজানপদামাত্যাঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনজিদ্-
উপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

যে রাজা অহঙ্কার পরিত্যাগ করত বুদ্ধিপূর্বক উদ্ভাবিত নীতির দ্বারা রাজ্যের রক্ষা করেন, স্বাভাবিকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত থাকেন এবং ধর্মকে রক্ষা করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সম্পূর্ণ জগতে বিচরণ করেন, সেই মহাত্মা নরপতি দেহত্যাগের পর দেবলোকে আনন্দ ভোগ করেন । ৩৩

যে রাজা সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, রাজ্যকে যথাযথভাবে পালন করিয়া, যজ্ঞে বিধি অনুসারে সোমরস পান করিয়া, প্রজাদিগের উন্নতি বিধান করিয়া এবং প্রজাবর্গের হিতের জন্য বুদ্ধিপূর্বক দণ্ডধারণ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু প্রাপ্ত হন, তিনি দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪

সম্যক প্রকারে বেদসকলের জ্ঞান, শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন, রাজ্যকে যথাযথভাবে পালন এবং চারি বর্ণকে নিজ নিজ ধর্মে স্থাপন করত যিনি নিজের মনকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই রাজা দেবলোকে সুখী হন ॥ ৩৫

স্বর্গে অবস্থান করিলেও যাঁহার চরিত্রকে নগর ও জনপদবাসী মনুষ্য এবং মন্ত্রিগণ নতমস্তকে প্রণাম করেন, সেই রাজা সমস্ত নরপতিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে সেনজিতের উপাখ্যান-বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরেণ ধনদানমহত্ত্বস্য প্রতিপাদনম্‌ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অস্মিন্নেব প্রকরণে ধনঞ্জয়মুদারধীঃ
অভিনীততরং বাক্যমিত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

যদেতন্মন্যসে পার্থ ন ভ্যান্নোঽস্তি ধনাদিতি
ন স্বর্গো ন সুখং নার্থো নির্ধনস্যেতি তন্মৃষা ॥ ২

স্বাধ্যায়যজ্ঞসংসিদ্ধা দৃশ্যন্তে বহবো জনাঃ ।
তপোরতাশ্চ মুনয়ো যেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৩

স্বধীণাং সময়ং শশ্বদ্‌ যে রক্ষন্তি ধনঞ্জয়
আশ্রিতাঃ সর্বধর্মজ্ঞা দেবাস্তান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ বিদুঃ ॥

স্বাধ্যায়নিষ্ঠান্‌ হি ঋষীন্‌ জ্ঞাননিষ্ঠাংস্তথাপরান্‌
বৃদ্ধোপাঃ সন্ততং চাপি ধর্মনিষ্ঠান্‌ ধনঞ্জয় ॥ ৫

জ্ঞাননিষ্ঠেষু কার্যাণি প্রতিষ্ঠাপ্যানি পাণ্ডব
বৈখানসানাং বচনং যথা নো বিদিতং প্রভো ॥ ৬

অজাশ্চ পৃশ্নয়শ্চৈব সিকতাশ্চৈব ভারত ।
অরুণাঃ কেতবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ ॥ ৭

অবাপ্যোক্তানি কর্মাণি বেদোক্তানি ধনঞ্জয় ।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো নিগ্রহশ্চৈব দুষ্কৃতঃ ॥৮

দক্ষিণেন চ পন্থানমর্যমো যে দিবং গতাঃ ।
এতান্‌ ক্রিয়াবতাং লোকানুক্তবান্‌ পূর্বমপ্যহম্‌ ॥ ৯

উত্তরেণ তু পন্থানং নিয়মাদ্‌ যং প্রপশ্যসি ।
এতে যাগবতাং লোকা ভান্তি পার্থ সনাতনাঃ ॥ ১০

তত্রোত্তরাং গতিং পার্থ প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ
সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্‌ ॥ ১১

তুষ্টেন কিঞ্চিৎ পরমং সা সম্যক্‌ প্রতিতিষ্ঠতি ।
বিনীতক্রোধহর্ষস্য সততং সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা গীতা যযাতিনা ।
যাতিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্‌ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ॥ ১৩

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ধনদানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এই প্রসঙ্গে উদারবুদ্ধি রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১

পার্থ ! তুমি এই যে মনে করিতেছ, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু নাই এবং নির্ধনের স্বর্গসুখ ও অর্থপ্রাপ্তিও হয় না, উহা ঠিক নহে ॥ ২

বহু মানুষকে কেবল স্বাধ্যায়-যজ্ঞের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে । তপস্যায় নিরত বহু মুনিও এরূপ ছিলেন, যাঁহারা সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩

ধনঞ্জয় ! সর্বধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ যে সব পুরুষ ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করত ঋষিগণের স্বাধ্যায়সম্পত্তিকে সর্বদা রক্ষা করেন, দেবতারাও তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন ॥ ৪

অর্জুন ! তোমার সহা উচিত বুঝা আবশ্যক যে, ঋষিগণের মধ্যে অনেকে বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায়েই তৎপর থাকেন, অনেকে জ্ঞানোপার্জনে রত থাকেন এবং অনেকে আমার ধর্মপালনেই সংসক্ত থাকেন ॥ ৫

প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ! বানপ্রস্থাবলম্বী ঋষিগণের বাক্য আমরা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারেই জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাগণের উপরেই ধর্মের সমুদয় কার্যভার সমর্পণ করা উচিত ॥ ৬

অজ, পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতু নামক ঋষিগণ ও' কেবল স্বাধ্যায়ের দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ৭

ধনঞ্জয় ! দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও নিগ্রহ—এ সমস্ত কর্মই অতিশয় কঠিন । এই বেদোক্ত কর্মসকলের (সকাম ভাবে) আশ্রয় গ্রহণ করত সূর্যের দক্ষিণ পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন । এই সব কর্মযোগী পুরুষগণের আলোচনা আমি পূর্বেও করিয়াছি ॥৮-৯

কুন্তীনন্দন ! সূর্যের উত্তরে অবস্থিত যে পথ আছে, তুমি যাহাকে নিয়মের প্রভাবে দর্শন করিতেছ, সে স্থানে এই যে সনাতন লোক প্রকাশিত হইতেছে, উহা নিত্য যজ্ঞকারিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

পার্থ ! প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই দুই স্বর্গের মধ্যে উত্তর স্বর্গেরই প্রশংসা করেন । প্রকৃতপক্ষে সন্তোষই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ এবং সন্তোষই সর্বোত্তম সুখ ॥ ১১

সন্তোষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই । যিনি ক্রোধ ও হর্ষকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই পরম বৈরাগ্যরূপ সন্তোষের সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা তিনি সর্বদা উত্তম সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১২

এই প্রসঙ্গে মানুষ রাজা যযাতি কর্তৃক কথিত এই গাথা

যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৪
যদা ন ভাবং কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্ ।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৫
বিনীতদমমোহশ্চ বহুসঙ্গবিবর্জিতঃ ।
তদাঽঽত্মজ্যোতিষঃ সাধোর্নির্বাণমুপপদ্যতে ॥ ১৬
ইদং তু শৃণু মে পার্থ ব্রুবতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
ধর্মযজ্ঞে বৃত্তযজ্ঞে ধনমীহন্তি চাপরে ॥ ১৭
ধনহেতোর্থ ঈহেত তস্মান্নীহা গরীয়সী ।
ভূয়ান্ দোষো হি বিত্তস্য গন্ধ ধনবতামপ্রয়ঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষমনুপশ্যামি তবাপি তদ্বেদিতুমর্হসি ।
বর্জনং বর্জনীয়ানামীহমানেন দুষ্করম্ ॥ ১৯
যে বিত্তমভিপদ্যন্তে সম্যক্‌ত্বং তেষু দুর্লভম্ ।

ক্রুদ্ধতঃ প্রৈতি তং প্রাহুঃ প্রতিকূলং যথাতথম্ ॥ ২০
যস্তু সন্নিহিতঃ স্যাদ্ বীতশোকস্তয়ো নরঃ ।
অন্যেন দূষিতো ক্রুদ্ধৈ ক্রুদ্ধস্তাংশ্চ ন বৃণীতে ॥ ২১
দুষ্প্রত্যাদদতো দৃষ্ট্বা নিত্যং দস্যূত্তরাদিব ।
দুর্লভং ধনং প্রাপ্য ভূশং দত্ত্বানুতপ্যতে ॥ ২২
অধনঃ কস্য কিং বাচ্যো বিমুক্তঃ সর্বতঃ সুখী
দেবস্বমুপগৃহ্যৈব ধনেন ন সুখী ভবেৎ ॥ ২৩
অত্র গাথাঃ গজগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
ত্রয়ীমুপাশ্রিতাঃ লোকে যজ্ঞ সংতন্তরকারিকাম্ ॥ ২৪
যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞায় সৃষ্টাঃ পুরুষো রক্ষিতা চ ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ প্রযোগযোক্তাঃ
ধনং ন কামায় হিতং প্রশস্তম্ ॥ ২৫

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন। যাহার দ্বারা মানুষ সমস্ত কামনাকেই সেইভাবে প্রত্যাহার করিয়া থাকে, যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকলকে সবদিক্ হইতে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে। ১৩

রাজা যযাতি বলিয়াছিলেন,—যখন কোন মানুষ কাহারও নিকট হইতে ভীত হয় না, যখন তাঁহার নিকট হইতেও কেহ ভীত হয় না এবং যখন তিনি কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না ও কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তখন সেই মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন্। ১৪

যখন এই মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত ভূতগণের প্রতি পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে পাইয়া থাকেন। ১৫

যাহার মান ও মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি নানাপ্রকার বিষয়ের আসক্তিশূন্য এবং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই সাধু পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন্। ১৬

কুন্তীনন্দন! আমি এখন যে কথা তোমাকে বলিব, উহা তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া শ্রবণ কর। অনেকে যজ্ঞ, অনেকে সদাচার এবং অন্য কেহ কেহ ব্যক্তি আবার ধন লাভের আশায় চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৭

যে ব্যক্তি ধনের জন্য চেষ্টা করে, তাহার সে চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা ভাল, কারণ, ধন ও তাহার দ্বারা অর্জিত ধনে বহুদোষ দেখা যায়। ১৮

আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং তুমিও দেখিতে পাইতেছ যে, যে ব্যক্তি ধনোপার্জনের চেষ্টায় নিরত আছে, তাহার পক্ষে ত্যাজ্য কর্মসকল ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন। ১৯

যাহারা ধনের মোহে পতিত, তাহাদের মধ্যে সাধুতা দুর্লভ। কারণ, যাহারা ধনলোভ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাদেরই ধনলাভ হয়—ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, আবার সেই প্রাপ্ত ধন প্রকারান্তরে ধনীকে চৌরাদির ভয় দেখাইতে থাকিয়া তাহার প্রতিকূল হইয়া যায়। ২০

শোক ও ভয়রহিত হইলেও যে মানুষ সদাচার হইতে এষ্ট হয়, তাহার যদি অতি অল্পও ধনের তৃষ্ণা থাকে, তবে সে ঐ ধনের জন্য অপরের প্রতি এরূপ দ্বেষ করিতে থাকে যে, ক্রুদ্ধভাবে স্থায় পাপকার্য করিয়াও সে সেই পাপের বিষয় বুঝিতে পারে না। ২১

নিজের বেতন বা সময়ে পাইলেও যখন ভৃত্যগণের সন্তোষ হয় না, তখন তাহারা প্রভুর প্রতি অপ্রসন্ন হয় এবং সেই ধনী দুর্লভ ধন প্রাপ্ত হইয়া যদি সেবকগণকে প্রদত্ত ধন দিতে বাধ্য হয়, তবে উহা প্রদান করত সে দস্যুভয়ের ন্যায় তাহাদের প্রতি ভীত হইয়া অনুতাপ ভোগ করিতে থাকে। ২২

দান ও যজ্ঞাদি কার্যসকল না করিলেও নির্ধন মানুষকে কে কি বলিতে পারে? সে দস্যু-তস্করাদি সর্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত থাকিয়া সুখী হয়। দেবতাগণের সম্পত্তি ভক্ষণ করিয়াও কেহ ধন হইতে সুখী হয় না। ২৩

এবিষয়ে যজ্ঞে ঋষিগণের দ্বারা গীত এক গাথা আছে, যাহা তিন বেদকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই গাথা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাকারিণী। পুরাতন বৃত্তান্তসমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। ২৪

বিধাতা যজ্ঞের জন্যই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন এই কারণে সমস্ত ধনই যজ্ঞ কার্যে ব্যবহার করিতে হয়। ভোগের জন্য ধনের ব্যবহার হিতকর নয় এবং প্রশস্তও নয়। ২৫

এতৎ স্বার্থে চ কৌন্তেয় ধনং ধনবতাং বর।
ধাতা দদাতি মর্ত্যেভ্যো যজ্ঞার্থমিতি বিদ্ধি তৎ
তস্মাদ্ বুধ্যন্তি পুরুষা ন হি তৎ কস্যচিদ্ধ্রুবম্।
শ্রদ্দধানস্ততো লোকো দত্ত্বাজৈব যজেত চ ॥ ২৭
লক্ষ্যং ত্যাগমিত্যাহুর্ন ভোগং ন চ সঞ্চয়ম্।
তস্য কিং সঞ্চয়েনার্থঃ কার্য্যে জ্যায়সি তিষ্ঠতি ॥ ২৮
যে স্বধর্মাদপেতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ
শতং বর্ষাণি তে প্রেত্য পূয়ীষং ভুঞ্জতে জনাঃ

ধনবান্‌গণের মধ্যে প্রেত কুন্তীভূয়ার ধনলুব্ধ বিধাতা মনুষ্যগণের স্বার্থের জন্যই যে ধন দিয়া থাকেন, উহাও যজ্ঞের নিমিত্তই জানিবে। ২৬

সেইহেতু বুদ্ধিমান্ এই কথা বুঝিয়া থাকেন যে, ধন কখনও কোন একজনের নিকট স্থিরভাবে থাকে না, অতএব শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি ধন দান করিবেন এবং উহা যজ্ঞে বিনিয়োগ করিবেন। ২৭

প্রাপ্ত ধনের দান করাই উচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা ভোগে ব্যয় করা এবং সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় দ্বারা কর্ত্তব্য নহে। যাহার সম্মুখে অতিবৃহৎ কার্য্য যজ্ঞাদি রহিয়াছে, তাহার পক্ষে ধন সংগ্রহ করিয়া রাখার কি আবশ্যকতা আছে? ২৮

যে সকল মন্দমতি মানুষ নিজ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত ব্যক্তিদিগকে ধনদান করে, সেই সব মানুষ মৃত্যুর পর শতবর্ষ পর্য্যন্ত নরকে থাকিয়া বিষ্ঠা ভোজন করিতে থাকে। ২৯

মানুষ অনধিকারীকে ধন দান করে এবং অধিকারীকে ধন দান করে না,—এই উভয় কার্য্যই তাহার দোষ উৎপাদন করে। যোগ্য-অযোগ্য পাত্রের জ্ঞান না হইলে পর দান ধর্ম্ম সম্পাদন করাও অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। ৩০

অনর্হেভ্যো যদ্ দদাতি ন দদাতি যদর্হতে।
অর্হানর্হাপরিজ্ঞানাদ্ দানধর্মোঽপি দুষ্করঃ ॥ ৩০
লক্ষণানামপি বিত্তানাং বোদ্ধব্যৌ দ্বাবতিক্রমৌ।
অপাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ পাত্রে চাপ্রতিপাদনম্ ॥ ৩১

প্রাপ্ত ধনের ব্যবহার বিষয়ে দুই প্রকার অতিক্রম (কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন) আছে বলিয়া জানিবে। প্রথম অতিক্রম—অপাত্রকে ধন দান এবং দ্বিতীয় হইল—সুপাত্রে ধনদান না করা। ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শোকাকুলতয়া দেহং ত্যক্তুমুদ্যতং যুধিষ্ঠিরং নিবার্য্য তস্মৈ ব্যাসদেবস্য প্রবোধদানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অভিমন্যৌ হতে বালে দ্রৌপদ্যাস্তনয়েষু চ
ধৃষ্টদ্যুম্নে বিরাটে চ দ্রুপদে চ মহীপতৌ ॥ ১
বৃষসেনে চ ধর্ম্মজ্ঞে ধৃষ্টকেতৌ তু পার্থিবে।
তথান্যেষু নরেন্দ্রেষু নানাদেশ্যেষু সংযুগে ॥ ২
ন চ মুঞ্চতি মাং শোকো জ্ঞাতিঘাতিনমাতুরম্।
রাজ্যকামুকমত্যুগ্রং স্বয়ংশোচ্যোদ্যকারিণম্ ॥ ৩
যস্যাঙ্কে ক্রীড়মানেন ময়া বৈ পরিবর্ত্তিতম্।
স ময়া রাজ্যলুব্ধেন গাঙ্গেয়ো যুধি পাতিতঃ ॥ ৪
যদা স্নেহং বিঘূর্ণন্তমপশ্যং পার্থসায়কৈঃ।
কম্পমানং যথা বজ্রৈঃ প্রেক্ষমাণং শিখণ্ডিনা ॥ ৫
জীর্ণসিংহমিব প্রাংশুং নরসিংহং পিতামহম্।
কীর্য্যমাণং শরৈর্দৃষ্ট্বা ভৃশং মে ব্যথিতং মনঃ ॥ ৬
প্রাঙ্মুখং সীদমানঞ্চ রথে পরমধার্ম্মিকম্
ঘূর্ণমানং যথা শৈলং তদা মে কম্পুলোঽভবৎ ॥ ৭
যঃ স বাণধনুষ্পাণির্ঘোররূপমবাসয়ৎ ভার্গবম্
বহুশস্ত্রধরান্ কৌরবাঃ কুরুক্ষেত্রে মহামৃধে ॥ ৮
সমেতং পার্থিবঃ ক্ষত্রং বারাণস্যাং নদীসুতঃ
কন্যার্থমাহ্বয়দ্ বীরো রথেনৈকেন সংযুগে
যেন চোগ্রায়ুধো রাজা চক্রবর্ত্তী দুরাসদঃ।
দণ্ডশ্চাস্ত্রপ্রতাপেন স মহ্যা যুধি পাতিতঃ ॥ ১০
স্বয়ং মৃত্যুং রক্ষমাণঃ পাঞ্চাল্যং যঃ শিখণ্ডিনম্।
ন বাণৈঃ পাতয়ামাস সোঽর্জ্জুনেন নিপাতিতঃ ॥ ১১
যদৈনং পতিতং ভূমাবপশ্যং রুধিরোক্ষিতম্
তদৈবাবিশদদ্যাগ্র্যো জ্বরো মাং মুনিসত্তম ॥ ১২

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[শোকবশতঃ যুধিষ্ঠিরকে দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রবোধ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, রাজা দ্রুপদ, ধর্ম্মজ্ঞ বৃষসেন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং নানা দেশের অধিপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিগণও বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি জ্ঞাতিগণের ঘাতক, রাজ্য লোভী, অত্যন্ত ক্রূর এবং নিজের বংশধ্বংসকারী আছি। এই সব চিন্তা করিতে থাকায় আমাকে শোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে না এবং আমি অতিশয় আতুর হইয়া পড়িয়াছি। ১-৩

যাঁহার ক্রোড়ে আমি খেলা করিতাম ও পরিবর্ত্তিত হইতাম (ওলট পালট করিতাম), সেই পিতামহ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকেও আমি রাজ্য-লোভে আহত করিয়া ধূলায়িত করিয়াছি। ৪

যখন আমি দেখিলাম যে, অর্জ্জুনের বজ্রোপম বাণসমূহে আহত হইয়া বৃদ্ধ সিংহসদৃশ উন্নতদেহ পুরুষসিংহ আমার পিতামহ কম্পিত হইতেছেন এবং তিনি যেন ঘুরিতেছেন, শিখণ্ডী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও তাঁহার দেহ বাণসকলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন এই সব দেখিয়া আমার মনে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইল। ৫-৬

যিনি সকলের রথ সীদমানকে পীড়াদান করিতে সমর্থ ছিলেন, তিনি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া রথে উপবেশন করত বাণসমূহের আঘাতে মগ্ন হইয়াছেন এবং যেরূপ পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থায় তিনি ঘোরতর হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার যেন মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭

কুরুকুলধুরন্ধর যে বীর কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত বহুদিন পর্য্যন্ত পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে বীর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম বারাণসী নগরীতে কাশীরাজের কন্যাগণের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর একমাত্র রথের দ্বারা সেস্থানে সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয়নরপতিগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং যিনি সুদক্ষ চক্রবর্ত্তী রাজা উগ্রায়ুধকে নিজের অস্ত্রসকলের প্রতাপে মগ্ন করিয়া নিহত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি যুদ্ধে বধ করাইয়াছি। ৮-১০

যিনি নিজের মৃত্যুবলে উপস্থিত পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডীকে স্বয়ংই রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বাণসমূহে কৃপাভিত করেন নাই, সেই পিতামহ ভীষ্মকে আমি অর্জ্জুনের দ্বারা ধরাশায়ী করাইয়াছি। ১১

মুনিশ্রেষ্ঠ! যখন আমি পিতামহ ভীষ্মকে রক্তাপ্লুত হইয়া

যেন সংবর্ধিতা বালা যেন স্ম পরিরক্ষিতাঃ।
স ময়া রাজলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা ॥ ১৩
অল্পকালস্য রাজ্যস্য কৃতে মূঢ়েন ঘাতিতঃ
আচার্যস্তু মহেষ্বাসঃ সর্বপার্থিবপূজিতঃ ॥ ১৪
অভিগম্য রণে মিথ্যা পাপেনোক্তঃ শ্রুতঃ প্রতি
তস্মে দহতি গাত্রাণি যন্মাং গুরুরভাষত ॥ ১৫
সত্যমাখ্যাহি রাজেন্দ্র যদি জীবতি মে সুতঃ।
সত্যমামর্ষণং বিপ্রো ময়ি তৎ পরিপৃষ্টবান্ ॥ ১৬
কুঞ্জরং চাত্তরং কৃত্বা মিথ্যোপচরিতং ময়া
সুভৃশং রাজলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা ॥ ১৭
সত্যকণ্ঠকমুন্মুচ্য ময়া স গুরবে তদা
অশ্বত্থামা হত ইতি নিরুক্তং কুঞ্জরে বধে ॥ ১৮
কাংলোকাংস্তু গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্

কুতলে পতিত হইতে দেখিলাম, সেই সময় আমার উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শোক ভয়ের আবেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ১২

যিনি আমাদের বালাকাল হইতে ভরণ-পোষণ করিয়া সর্বতোভাবে রক্ষিত করিয়াছেন এবং সর্বদিক্ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকেই পাপী, রাজ্যলোভী, গুরুঘাতী ও মূর্খ আমি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের জন্য বধ করাইয়াছি। ১৩।

সমস্ত রাজগণের দ্বারা পূজিত, মহাধনুর্ধর আচার্যের নিকট যাইয়া পাপী আমি তাঁহার পুত্রের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছি। ১৪।

সেই সময় গুরু দ্রোণাচার্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—রাজন্! যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তবে তুমি সত্য কথা বল। সেই বিপ্র সত্যের নির্ণয়ের জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যখন আমার এই কথা স্মরণ হয়, তখনই আমার সর্বাঙ্গ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। ১৫-১৬

কিন্তু অতিশয় রাজ্যে লুব্ধ হইয়া পাপী আমি গুরুকে হত্যা করিবার বাসনায় তাঁহাকে হস্তীর নামে নিজেকে আবৃত রাখিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছি এবং তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছি ॥১৭

আমি সত্যের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া যুদ্ধে অশ্বত্থামা নামে হাতীর মৃত্যুতে গুরুদেবকে বলিলাম যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে। (ইহাতে তিনি নিজের পুত্রই নিহত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন)। ১৮

আমি এই সব অত্যন্ত দুষ্কর পাপকার্য করিয়া কোন্ লোকে

অঘাতয়ঞ্চ যং কর্ণঃ সমরেষ্বপলায়িনম্ ॥ ১৯
জ্যেষ্ঠভ্রাতরমত্যুগ্রং কো মত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।
অভিমন্যুং যথা বালং ভ্রাতৃং সিংহমিবাভিষু ॥ ২০
প্রাবেশয়ন্নহং লুব্ধো বাহিনীং দ্রোণপালিতাম্
তদাপ্রভৃতি বীভৎসুঃ ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্ ॥ ২১
কৃষ্ণস্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ কিবিষী ভ্রূণহা যথা।
দ্রৌপদীং চাপি দুঃখার্তাং পশ্য পুত্রৈর্বিনাকৃতাম্ ॥ ২২
শোচামি পৃথিবীং হীনাং পক্ষভিঃ পর্বতৈরিব
সোঽহমাগন্ধকরঃ পাপঃ পৃথিবীনাশকারকঃ ॥ ২৩
আসীন এবমেবেদং শোষয়িষ্যে কলেবরম্।
প্রায়োপবিষ্টং জানীধ্বমথ মাং গুরুঘাতিনম্ ॥২৪
জাতিঘস্যাপি যথা ন ভবেয়ং কুলান্তকৃৎ।
ন ভোক্ষ্যে ন চ পানীয়মুপভোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥ ২৫

গমন করিব? যুদ্ধে যিনি কখনও পলায়ন করেন না, সেই অতিশয় উগ্র পরাক্রমশালী নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণকেও আমি বধ করাইয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা মহাপাপকারী ব্যক্তি আর কে আছে? ১৯।

আমি রাজ্যলোভে পতিত হইয়া যখন উৎপন্ন সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী অভিমন্যুকে দ্রোণাচার্য কর্তৃক সুরক্ষিত কৌরব সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম, তখন হইতেই ভ্রূণ-হত্যাকারীর ন্যায় পাপাচারী আমি অর্জুন ও কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না। ২০-২১।

পৃথিবী পক্ষ পর্বতহীন হইয়া যাইলে তাঁহার যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ নিজের পক্ষ পুত্রহীন হইয়া দুঃখকাতরা দ্রৌপদীর জন্য আমার নিরন্তর শোক হইতেছে। ২২।

অতএব আমি পাপী, অপরাধী ও সম্পূর্ণ পৃথিবীর বিনাশকারী, সেইজন্য এ স্থানে এইরূপে উপবিষ্ট এই নিজের দেহকে শুষ্ক করিয়া দিব। ২৩।

আপনারা গুরুঘাতী আমাকে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট বলিয়াই অবগত হউন, যাহাতে পর জন্মে আমি পুনরায় এরূপ নিজের কুলবিনাশকারী না হই। ২৪।

তপোধনগণ! এখন আমি কোনরূপেই অন্নও ভক্ষণ করিব না এবং জলও পান করিব না। এ স্থানে অবস্থান করত আমি নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥২৫॥

শোষয়িষ্যে প্রিয়ান্ প্রাণানিত্যেতোঽহং তপোধনাঃ
যথেষ্টং গম্যতাং কামমনুজানে প্রসাদ্য বঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

সর্বে মামনুজানীত ত্যক্ষ্যামীদং কলেবরম্ ।
তমেবংবাদিনং পার্থং বন্ধুশোকেন বিহ্বলম্ ॥ ১৭

ব্যাস উবাচ

নৈবমিত্যব্রবীদ্ ব্যাসো নিগৃহ্য মুনিসত্তমঃ ।
অতিবেলং মহারাজ ন শোকং কর্তুমর্হসি ॥ ১৮
পুনরুক্তং তু বক্ষ্যামি দিষ্টমেতদিতি প্রভো ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ভাতানাং প্রাণিনাং ধ্রুবম্ ॥ ১৯
বুদ্বুদা ইব তোয়েষু ভবন্তি ন ভবন্তি চ

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ॥ ২০
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্
সুখং দুঃখান্তমালস্যং দাক্ষ্যং দুঃখং সুখোদয়ম্
তুষ্টিঃ শ্রীর্দুর্ধৃতিঃ কীর্তির্লজ্জে বসতি নালসে
নালং সুখায় সুহৃদো নালং দুঃখায় শত্রবঃ ।
ন চ প্রজ্ঞালমর্থেভ্যো ন সুখেভ্যোঽপালং ধনম্
যথা সৃষ্টোঽসি কৌন্তেয় ধাত্রা কর্মসু তৎ কুরু
অতএব হি সিদ্ধিস্তে নেতরঃ কর্মণাং নৃপ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

আমি আপনাদিগকে প্রসন্ন করত আপনাদের জানাইতেছি যে, আপনারা নিজ নিজ স্থানে ইচ্ছানুসারে গমন করুন। আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি দান করুন যে, আমি অনশন করত এই দেহকে পরিত্যাগ করিব ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! স্বীয় বন্ধুগণের শোকে বিহ্বল হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এরূপ কথা বলিতে দেখিয়া মুনিবর ব্যাসদেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—না, এরূপ হইতে পারে না ॥ ১৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহারাজ! তুমি কদাচ এরূপ শোক করিও না। প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! আমি পূর্বে কথিত বাক্যটি পুনরায় বলিতেছি,—এ সমস্তই প্রারব্ধের ফল ॥ ১৮

যেরূপে জলে বুদ্বুদ উত্থিত হয় ও আবার উহাতেই বিলিয়া যায়, সেইরূপ জগতে উৎপন্ন প্রাণিগণের যে পরস্পর সংযোগ হইয়া থাকে, উহার শেষও নিশ্চয়ই বিয়োগেই হইয়া থাকে ॥ ১৯

সমস্ত সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়েই হইয়া থাকে, সকল উন্নতির অন্ত পতনে হয়, সংযোগের অন্ত বিয়োগে হইয়া থাকে এবং জীবনের অন্ত মরণে হয় ॥ ২০

আলস্য সুখরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার অন্তে দুঃখলাভ হইয়া থাকে এবং কার্যনৈপুণ্য দুঃখরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ইহা হইতে সুখের উদয় হয়। ইহা ব্যতীত—ঐশ্বর্য, লক্ষ্মী, লজ্জা, তুষ্টি ও কীর্তি—ইহারা কার্যদক্ষ পুরুষেই বাস করে—অলস পুরুষে নহে ॥ ২১

সুহৃদ্‌গণও সুখদান করিতে সমর্থ হয় না, আবার শত্রুরাও দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে না। সেইরূপ প্রজ্ঞারাও ধনদান করিতে সমর্থ হয় না এবং ধনও সুখদান করিতে পারে না ॥ ২২

কুন্তীনন্দন! নৃপ! বিধাতা যেরূপ কর্মফলের জন্য তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি সেই সকল কর্ম অনুষ্ঠান কর। তাহার দ্বারা তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তুমি কর্মফল ত্যাগ করিবার অধিকারী নও ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[অশ্ম-জনকসংবাদমুল্লিখ্য প্রারব্ধস্য প্রবলত্বাং বর্ণয়তা ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জ্ঞাতিশোকাভিতপ্তস্য প্রাণানুৎসিসৃক্ষতঃ ।
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডুপুত্রস্য ব্যাসঃ শোকমপানুদৎ ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
অশ্মস্য চ নরব্যাঘ্র তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
অশ্মানং ব্রাহ্মণং প্রাজ্ঞং বৈদেহো জনকো নৃপঃ
সংশয়ং পরিপপ্রচ্ছ দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ৩

জনক উবাচ ।

আগমে যদি বাপায়ে জ্ঞাতীনাং দ্রবিণস্য চ
নরেণ প্রতিপত্তব্যঃ কল্যাণং কমনিচ্ছতা ॥ ৪

অশ্ম্যোবাচ ।

উৎপন্নমিতি মান্বানঃ নরস্যানন্তরং ততঃ ।
জানি তান্যনুবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৫
তেষামন্যতরাপত্তৌ যদ্ যদেবোপপদ্যতে ।
তদস্য চেতনামাশু হরত্যাভ্রমিবানিলঃ ॥ ৬
অভিজাতোঽস্মি সিদ্ধোঽস্মি নাস্মি কেবলমানুষঃ
ইত্যেতির্হেতুভিস্তস্য ত্রিবিধশ্চিত্তঃ প্রসিচ্যতে ॥ ৭
সম্প্রসক্তমনা ভোগান্ বিসৃজ্য পিতৃসঞ্চিতান্ ।
পরিক্ষীণঃ পরস্বানামাদানং সাধু মন্যতে ॥ ৮
তমভিক্রান্তমর্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্
প্রতিষেধন্তি রাজানো লুব্ধা মৃগমিবেষুভিঃ ॥ ৯
যে চ বিংশতিবর্ষা বা ত্রিংশদ্বর্ষাশ্চ মানবাঃ ।
পরেণ তে বর্ষশতাদ্ন ভবিষ্যন্তি পার্থিব ॥ ১০
তেষাং পরমদুঃখানাং বুদ্ধ্যা ভৈষজ্যমাচরেৎ ।
সর্বপ্রাণভৃতাং বৃত্তং প্রেক্ষমাণস্ততস্ততঃ ॥ ১১

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

[অশ্মাঋষি ও জনকের সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রারব্ধের প্রবলতার কথা বলিতে বলিতে ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! মহর্ষি ব্যাসদেব জ্ঞাতিগণের শোকে অভিশয় সন্তপ্ত হইয়া নিজের প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের শোক এইভাবে দূর করিয়াছিলেন ॥ ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! জ্ঞানী পুরুষগণ এ প্রসঙ্গে অশ্মা ব্রাহ্মণের সীতসম্বন্ধযুক্ত এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি উহা শ্রবণ কর ॥ ২

কোন একদিন দুঃখ শোকে নিতান্ত বিদেহরাজ জনক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ অশ্মাকে নিজের মনের এই সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! জ্ঞাতি ও ধনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলে পর কল্যাণকামী মানুষের কিরূপ কর্তব্য স্থির করা উচিত ? ॥ ৪

অশ্মা বলিলেন,—রাজন্ ! মানুষের এই দেহ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহার সহিত সুখ ও দুঃখও তাহার অনুগমন করে ॥ ৫

এই সুখ-দুঃখের মধ্যে তাহার কোনটা কোন একটি প্রাপ্তি হইতেই থাকে ; অতএব যেই সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখনই উহা মানুষের জ্ঞানকে সেইভাবে হরণ করিয়া থাকে, যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া লইয়া যায় ॥ ৬

ইহার ফলে "আমি উচ্চকুলসম্ভূত, আমি সিদ্ধ এবং আমি একজন সাধারণ মানুষ নহি" অহংকারের এই ত্রিবিধ ধারা মানুষের চিত্তকে সিক্ত করিতে থাকে ॥ ৭

তারপর সেই মানুষ ভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া ক্রমশঃ পিতৃপিতামহ কর্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া যায় এবং অপরের ধন গ্রহণ করাকে উত্তম উপায় মনে করিতে থাকে ॥ ৮

যেরূপ ব্যাধ নিজের বাণসকলের দ্বারা মৃগগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ মর্যাদা (শাস্ত্রবিধি) অতিক্রম করত অনুচিত উপায়ে অপরের ধন অপহরণকারী সেই মানুষকে রাজারা দণ্ডদানের দ্বারা কুপথে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন ॥ ৯

রাজন্ ! বিশ অথবা ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে সকল মনুষ্য চৌর্যাদি কুমার্গে গমন করে, তাহারা শতবৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১০

যে যে স্থলে সমস্ত প্রাণিগণের দুঃখদায়ক আচরণ অনুষ্ঠিত হইবে, উহা দর্শন করত জ্ঞানী ব্যক্তি সেই মহাদুঃখসকলকে নিবারণ করিবার জন্য বুদ্ধির দ্বারা ঔষধের ন্যায় ব্যবস্থা করিবেন (অর্থাৎ উপদেশাদির দ্বারা তাহাদিগকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের মহাদুঃখসকলের প্রতীকার করিবেন) ॥ ১১

মানসানাং পুনর্যোনির্দুঃখানাং চিত্তবিভ্রমঃ।
অনিষ্টোপনিপাতো বা তৃতীয়ং নোপপদ্যতে ॥ ১১
এবমেতানি দুঃখানি তানি জানীহ মানবম্।
বিবিধাস্ত্বাপবর্তন্তে তথা সংস্পর্শজাস্থপি ॥ ১৩
জরা-মৃত্যূ হি ভূতানাং খাদিতারৌ বৃকাবিব।
বলিনাং দুর্বলানাঞ্চ দুষ্টানাং মহতামপি ॥ ১৪
ন কশ্চিজ্জাতিচক্রমেজরা-মৃত্যূ হি মানবঃ।
অপি সাগরপর্যান্তাং বিজিত্যোর্বীং বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫
সুখং বা যদি বা দুঃখং ভূতানাং পর্যুপস্থিতম্।
প্রাপ্তব্যমবশৈঃ সর্বং পরিহারো ন বিদ্যতে ॥ ১৬
পূর্বে বয়সি মধ্যে বাপ্যুত্তরে বা নরাধিপ
অবর্জনীয়াস্তেঽর্থা বৈ কাশ্চিন্তা যে ততোঽন্যথা ॥ ১৭
অপ্রিয়ৈঃ সহ সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সুপ্রিয়ৈঃ।
অর্থানর্থৌ সুখং দুঃখং বিধানমনুবর্ত্ততে ॥ ১৮

মনুষ্যগণের বারংবার দুঃখপ্রাপ্তির কারণ দুইটি মাত্র প্রকার,—চিত্তের ভ্রম ও অনিষ্টাগম। এ বিষয়ে তৃতীয় কোন কারণ পাওয়া যায় না। ১২

এইরূপ এই দুই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষয়সমূহের আসক্তিতেও দুঃখলাভ হয়। ১৩

বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু—এই দুইটি দুইটি চিতাগ্নির তুল্য, ইহারা বলবান্, দুর্বল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীকেই ভক্ষণ করে। ১৪

কোন মানুষই কখনও বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। ইহারা এই সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছে। ১৫

প্রাণিগণের নিকট যে সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, উহা সকলকেই বিবশ হইয়া সহ্য করিতে হয়; কারণ, ইহাকে অতিক্রম করিবার কোনই উপায় নাই। ১৬

হে নরাধিপ! বাল্যকালে, যুবাবয়সে অথবা বার্দ্ধক্যে—কখনও না কখনও অনিবার্য্যরূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, যাহাকে মানুষ তাহার বিপরীতরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। (অর্থাৎ সুখের পর সুখই কামনা করে কিন্তু তাহাকে কষ্ট ভোগও করিতে হয়)। ১৭

অপ্রিয় বস্তুসকলের সহিত সংযোগ, অত্যন্ত প্রিয় বস্তুসমূহের বিয়োগ, অর্থ, অনর্থ, সুখ ও দুঃখ—এ সকলের প্রাপ্তি প্রারব্ধের বিধানানুসারে হইয়া থাকে। ১৮

প্রাদুর্ভাবশ্চ ভূতানাং দেহত্যাগস্তথৈব চ।
প্রাপ্তির্ব্যায়ামযোগশ্চ সর্বমেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯
গন্ধ-বর্ণ-রস স্পর্শা নিবর্ত্তন্তে স্বভাবতঃ।
তথৈব সুখ-দুঃখানি বিধানমনুবর্ত্ততে ॥ ২০
আসনং শয়নং যানমুত্থানং পান-ভোজনম্।
নিয়তং সর্বভূতানাং কালেনৈব ভবত্যুত ॥ ২১
বৈদ্যাশ্চাপ্যাতুরাঃ সন্তি বলবন্তশ্চ দুর্বলাঃ।
শ্রীমন্তশ্চাপরে সন্তো বিচিত্রঃ কালপর্য্যয়ঃ ॥ ২২
কৃশে ক্ষম তথা বীর্য্যমারোগ্যং রূপমেব চ
সৌভাগ্যমুপভোগশ্চ ভবিতব্যেন লভ্যতে।
সন্তি পুত্রাঃ সুবহবো দরিদ্রাণামনিচ্ছতাম্।
নাস্তি পুত্রঃ সমৃদ্ধানাং বিচিত্রং বিধিচেষ্টিতম্ ॥ ২৪
ব্যাধিরত্যর্জনঃ শস্ত্রং বুভুক্ষাশ্চাপদো বিষম্।
অরণ্ঞ মরণং জরা কৃচ্ছ্রাশ্চ পতনং তথা। ২৫

প্রাণিগণের উৎপত্তি, দেহত্যাগ, লাভ ও ক্ষতি—এ সমস্তই প্রারব্ধের আধারেই অবস্থিত আছে। ১৯

যেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্বভাবতই আসিয়া থাকে ও নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য সুখ এবং দুঃখসকল প্রারব্ধানুসারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০

সকল প্রাণীরই উপবেশন, শয়ন, গমনাগমন, উত্থান, পান ও ভোজন—এসমস্ত কার্য্যই সময় অনুসারে নিয়ত রূপে হইতে থাকে। ২১

এ জগতে বৈদ্য ও রোগী, বলবান্ ও দুর্বল এবং শ্রীমন্ত পুরুষ ও বিশ্রী মনুষ্যগণ—এইরূপ ঘটনাসমূহ বহু বাকি রহিয়াছে। অতএব কালেরই গতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। ২২

উত্তম কৃশে জন্ম, বল পরাক্রম, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও উপভোগ সামগ্রী—এ সমস্তই ভবিতব্য অনুসারে লাভ হইয়া থাকে। ২৩

যাহারা দরিদ্র ও সন্তানের কামনা করে না, তাহাদের বহু পুত্র হইয়া থাকে এবং যাহারা ধনী, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আবার একটিও পুত্র লাভ হয় না। অতএব বিধাতার কার্য্য অতিশয় বিচিত্র। ২৪

রোগ, অগ্নি, জল, অস্ত্র, ক্ষুধা, পিপাসা, বিপত্তি, বিষ, ক্ষয় ও উচ্চস্থান হইতে পতন—এ সমস্ত জীবের মৃত্যুর কারণ। জন্মের সময় যাহার জন্য প্রারব্ধবশতঃ যে নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া

নির্মাণে যস্য যদ্ দিষ্টং তেন গচ্ছতি সেতুনা।
দৃশ্যতে নাপ্যতিক্রামন্ নিষ্ক্রান্তোঽথবা পুনঃ ॥ ২৬
দৃশ্যন্তে চাপ্যতিক্রামন্নিষ্ক্রান্তোঽথবা পুনঃ।
দৃশ্যতে হি যুবৈবেহ বিনশ্যন্ বসুমান্ নরঃ।
দরিদ্রশ্চ পরিক্লিষ্টঃ শতবর্ষো জরান্বিতঃ ॥ ২৭
অকিঞ্চনাশ্চ দৃশ্যন্তে পুরুষাশ্চিরজীবিনঃ।
সমূলে চ বৃক্ষে জাতা বিনশ্যন্তি পতঙ্গবৎ ॥ ২৮
প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্যন্তে দরিদ্রাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২৯
অহমেতৎ করোমীতি মন্যতে কালনোদিতঃ।
যদ্ যদিষ্টমসম্ভোষাদ্ দুরাত্মা পাপমাচরেৎ ॥ ৩০
মৃগয়াক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ পানং প্রসঙ্গা নিন্দিতা যুবৈঃ।
দৃশ্যন্তে পুরুষাস্তত্র সম্প্রযুক্তা বহুশ্রুতাঃ ॥ ৩১

ইতি কালেন সর্বর্থানীপ্সিতানীপ্সিতানিহ।
স্পৃশন্তি সর্বভূতানি নিমিত্তং নোপলভ্যতে ॥ ৩২
বায়ুমাকাশমগ্নিঞ্চ চন্দ্রাদিত্যাবহঃক্ষপে।
কোঽতীতঃ সরিতঃ শৈলান্ কঃ করোতি বিভর্তি চ ॥ ৩৩
শীতমুষ্ণং তথা বর্ষং কালেন পরিবর্ত্ততে।
এবমেব মনুষ্যাণাং সুখ-দুঃখে নরর্ষভ ॥ ৩৪
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবম্ ॥ ৩৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ৩৬
যে চৈব পুরুষাঃ স্ত্রীভির্গীতবাদ্যৈরুপস্থিতাঃ।
যে চানাথাঃ পরান্নাদাঃ কালস্তেষু সমক্রিয়ঃ ॥ ৩৭

দেওয়া হইয়াছে, উহাই তাহার অদৃষ্ট, অতএব তাহার দ্বারা সে গমন করে অর্থাৎ পরলোকে গমন করে। ২৫½

কাহাকেও এই অদৃষ্টকে উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা যায় না কিংবা পূর্বে কেহই ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, এরূপও দেখা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি যে (তপস্যাদি প্রবল পুরুষার্থের দ্বারা) দৈবের নিয়ন্তৃরূপে থাকিবার যোগ্য হন্ না, তাঁহাদেরই পূর্বোক্ত অদৃষ্টকে উল্লঙ্ঘন করিতেও দেখা যায়। ২৬।

এ জগতে ধনী ব্যক্তিরও যুবক অবস্থায় নষ্ট হয়—ইহা দেখা যায়, আবার ক্লেশে পতিত দরিদ্রও শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে—ইহাও দেখা যায়।২৭

যাহার নিকট কিছুই নাই, এরূপ দরিদ্রকেও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিতে দেখা যায়। ধনীর বংশে উৎপন্ন মনুষ্যকেও কীট পতঙ্গের ন্যায় নষ্ট হইতে দেখা যায়। ২৮

জগতে প্রায় ধনবান্‌গণের ভোজন করিয়া উহা পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না; কিন্তু দরিদ্রদিগের উদরে কাষ্ঠও সর্বতোভাবে পরিপাক হইয়া যায়। ২৯

দুরাত্মা মনুষ্য কালপ্রেরিত হইয়া এই অভিমান করিতে থাকে যে, আমি ইহা করিব। তাহার পর অসন্তোষবশতঃ তাহার যাহা যাহা অভিরুচি হয়, সেই সব পাপপূর্ণ কার্যও সে করিতে থাকে। ৩০

জ্ঞানী পুরুষগণ মৃগয়া (শিকার করা), পাশাখেলা, স্ত্রীগণের সংসর্গে থাকা, মদ্যপান এবং অসৎসংসর্গ—এই সকলকে নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই সব পাপকর্মে বহু শাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়নকারী পুরুষগণকেও সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। ৩১

এইরূপে কালপ্রভাবে সমস্ত প্রাণী ইষ্ট ও অনিষ্ট পদার্থসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে অদৃষ্ট ব্যতীত আর অন্য কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।। ৩২

বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্বতসকলকে কাল ব্যতীত অন্য কে নির্মাণ করিতে এবং ধারণ করিতে পারেন? ৩৩

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল প্রভৃতি ঋতুসমূহও কালেরই প্রেরণায় পরিবর্তিত হইতে থাকে, নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মনুষ্যগণের সুখ-দুঃখও কালেরই দ্বারা পরিবর্তিত হয়। ৩৪

বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর বশীভূত মনুষ্যকে না ঔষধ, না মন্ত্র, না হোম এবং না জপ রক্ষা করিতে পারে। ৩৫

যেরূপ মহাসাগরে কোন কাষ্ঠ এক দিক হইতে আসিয়া এবং অপর কোন কাষ্ঠ অন্য দিক হইতে আসিয়া অল্পকালের জন্য মিলিত হইয়া পুনরায় বিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ এ জগতে প্রাণীগণেরও সংযোগ ও বিয়োগ হইতে থাকে। ৩৬

জগতে যে সব ধনবান্ পুরুষগণের প্রীতিবিধানের জন্য বহু সুন্দরী স্ত্রী ও বাদ্যাদির দ্বারা তাহাদের সেবায় নিরতা থাকে, তাহাদের প্রতি যে সব অনাথ পুরুষ পরের অন্নের দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে থাকে, ইহাদের সকলেরই প্রতি কালসমান ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৩৭

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ৩৮
নৈবাস্য কশ্চিদ্ ভবিতা নায়ং ভবতি কস্যচিৎ।
পথি সঙ্গতমেবেদং দার-বন্ধু-সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ৩৯
কাসে ক চ গমিষ্যামি কো ঽহং কিমিহাহিতঃ।
কস্মাৎ কিমনুশোচেয়মিত্যেবং স্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৪০
অনিত্যে প্রিয়সংবাসে সংসারে চক্রবদ্গতৌ
পথি সঙ্গতবদ্ভ্রাতা মাতা পিতা সখা ॥৪১
ন দৃষ্টপূর্বং প্রত্যক্ষং পরলোকং বিদুর্বুধাঃ।
আগমাংস্ত্বনতিক্রম্য শ্রদ্ধাতব্যং বুভূষতা ॥ ৪২
কুর্বীত পিতৃদৈবত্যং ধর্মাণি চ সমাচরেৎ
যজেচ্ছ বিদ্বান্ বিধিবৎ ত্রিবর্গং চাপ্যুপাচরেৎ ॥ ৪৩
সংনিমজ্জেজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
জরামৃত্যুমহাগ্রাহে ন কশ্চিদববুধ্যতে ॥ ৪৪
আয়ুর্বেদমধীয়ানাঃ কেবলং সপরিগ্রহাঃ।
দৃশ্যন্তে বহবো বৈদ্যা ব্যাধিভিঃ সমভিপ্লুতাঃ ॥৪৫
তে পিবন্তঃ কষায়াংশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ।
ন মৃত্যুমতিবর্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ৪৬
রসায়নবিদশ্চৈব সুপ্রযুক্তরসায়নাঃ
দৃশ্যন্তে জরয়া ভগ্না নগা নাগৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৪৭
তথৈব তপসোপেতাঃ স্বাধ্যায়াভ্যাসনে রতাঃ।
দাতারো যজ্ঞশীলাশ্চ ন তরন্তি জরাবৃকৌ ॥ ৪৮
ন হ্রস্বানি নিবর্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ সমাঃ
জাতানাং সর্বভূতানাং ন পক্ষা ন পুনঃ ক্ষপাঃ ॥ ৪৯
সোঽহং বিপুলমধ্বানং কালেন ধ্রুবকর্মণা।
নরোঽবশঃ সমক্রোমি সর্বভূতনিষেবিতম্ ॥ ৫০

এ জগতে বহুবার জন্মগ্রহণ করত সহস্র সহস্র মাতা পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রগণের সুখ অনুভব করা হইয়াছে, কিন্তু এখন তাঁহারা কাহার এবং আমরাই বা তাঁহাদের কে ? ৩৮

বস্তুতঃ জগতে এই জীবের কেহ চিরসঙ্গী হইবে না এবং দেহও কাহারও চিরসঙ্গী নয়। যেরূপ পথে চলিবার সময় অন্য পথিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সবন্ধ স্থাপিত হয়, সেইরূপ এ জগতে ভ্রাতা-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র এবং সুহৃদ্গণের সহিত মিলন হইয়া সম্পর্ক স্থাপিত হয় ॥ ৩৯

অতএব বিবেকবান্ পুরুষের নিজের মনে এই বিচার করা উচিত যে, আমি কোথায় কোন স্থানে যাইব, এ জগতে কিজন্য আসিয়াছি এবং কিজন্য কাহার উদ্দেশ শোক করিব ? ৪০

এই সংসার চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ইহার মধ্যে প্রিয় জনগণের সহবাস অনিত্য। এ স্থানে ভ্রাতা, মিত্র, পিতা ও মাতা প্রভৃতির সহিত মিলন পথিমধ্যে মিলিত পথিকগণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪১

যদিও জ্ঞানী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, পরলোক প্রত্যক্ষ দেখা যায় না এবং পূর্বে কেহই তাহাকে দর্শন করে নাই, তথাপি নিজের কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখা কর্তব্য ॥ ৪২

বিদ্বান্ পুরুষ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও দেবতাদিগের যজন করিবেন। ধর্মানুকূল কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন ও যজ্ঞ করিবেন এবং বিধি অনুসারে ধর্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ করিবেন ॥ ৪৩

সংসার মধ্যে বার্ধক্য ও মৃত্যুরূপী বড় বড় গ্রাহ (হিংস্রজলজন্তু)-সকল পূর্ণ হইয়া আছে, আর সেই গম্ভীর কালসাগরে জগৎমান সম্পূর্ণ জগৎ নিমজ্জিত আছে, কিন্তু কেহই ইহা বুঝিতে পারেন না ॥ ৪৪

কেবল আয়ুর্বেদ অধ্যয়নকারী বহু চিকিৎসকগণকেও পরিবার বর্গের সহিত রোগসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায় ॥ ৪৫

তাঁহারা বহুপ্রকারের রসায়ন ঔষধ ভক্ষণ ও নানা প্রকার ঘৃত পান করিতে থাকিলেও যেরূপ মহাসাগর নিজের তীরভাগ উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় না, সেইরূপ মৃত্যুকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না ॥ ৪৬

রসায়ন-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে নিজের জন্য রসায়ন সকলের উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়াও বার্ধক্যের দ্বারা সেইরূপ জর্জরিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়, যেরূপ শ্রেষ্ঠ হস্তীদিগের আঘাতে শুষ্ক বৃক্ষসকল ভগ্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৭

সেইরূপ শাস্ত্রসকলের স্বাধ্যায় ও অভ্যাসে নিরত বিদ্বান্, তপস্বী, দানী এবং যজ্ঞশীল পুরুষগণও জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না ॥ ৪৮

সংসারে জন্মগ্রহণকারী সকল প্রাণীদিগেরই দিবস, রজনী, বর্ষ, মাস ও পক্ষ একবার অতিবাহিত হইয়া যাইলে উহা আর ফিরিয়া আসে না ॥ ৪৯

মৃত্যুর এই বিশাল পথের সেবা সকল প্রাণীকেই করিতে হয়। এই অনিত্য মানবকেও কালের দ্বারা বিবশ হইয়া সজ্ঞান অবিচলিত মৃত্যুর পথেই গমন করিতে হয় ॥ ৫০

দেহো বা জীবতোঽভোতি জীবো বাভোতি দেহতঃ।
পথি সঙ্গমমভোতি দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৫১

নাত্মমত্তামুসংবাসো লভ্যতে জাতু কেনচিৎ
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ৫২

ক্ব নু তেঽদ্য পিতা রাজন্ ক্ব নু তেঽদ্য পিতামহাঃ
ন ত্বং পশ্যসি তানদ্য ন ত্বাং পশ্যন্তি তেঽনঘ ॥ ৫৩

ন চৈব পুরুষো দ্রষ্টা স্বর্গস্য নরকস্য চ।
আগমস্তু সতাং চক্ষুর্দৃশ্যতে তন্নিবোধত ॥ ৫৪

চরিতব্রহ্মচর্যো হি প্রজায়েত যজেত চ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণামানৃণ্যাদনসূয়কঃ ॥ ৫৫

স যজ্ঞশীলঃ প্রজনে নিবিষ্টঃ
প্রাগ্ ব্রহ্মচারী প্রবিবিক্তচক্ষুঃ।
আরাধয়েৎ স্বর্গমিমঞ্চ লোকং
পরঞ্চ মুক্ত্বা হৃদয়ব্যলীকম্ ॥ ৫৬

সমং হি ধর্মং চরতো নৃপস্য
ত্রয্যাদি চাত্যাহরতো যথাবৎ
প্রবৃত্তধর্মস্য যশোঽভিবর্ধতে
সর্বেষু লোকেষু চরাচরেষু ॥ ৫৭

ইত্যেবমাজ্ঞায় বিদেহরাজো
বাক্যং সমগ্রং পরিপূর্ণহেতুঃ
অস্যানমামন্ত্র্য বিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্যযৌ গৃহং স্বং প্রতি শান্তশোকঃ ॥৫৮

তথা ত্বমপ্যুহ্য মুক্ত শোক-
মুত্তিষ্ঠ শক্রোপম হব্যবেহি।
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ মহী জিতা তে
তাং ভুঙ্ক্ষ্ব কুন্তীসুত মাবমংস্থাঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
ব্যাসবাক্যেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

হইবার জন্য সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ করিবে, কাহারও প্রতি দোষদৃষ্টি রাখিবে না ॥ ৫৪

মানুষ প্রথমে ব্রহ্মচর্যব্রতপালন করত সন্তানোৎপাদনের জন্য বিবাহ করিবে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে পবিত্র রাখিবে এবং স্বর্গলোক ও ইহলোকের সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের শোক-সন্তাপ দূর করত যজ্ঞপরায়ণ হইয়া পরমাত্মার আরাধনা করিতে থাকিবে ॥ ৫৬

রাজা যদি নিয়মপূর্বক প্রজাগণের নিকট হইতে করূপে দ্রব্যগ্রহণ করেন এবং রাগ-দ্বেষহীন হইয়া রাজধর্ম পালন করিতে থাকেন, তবে সেই ধর্মপরায়ণ নরেন্দ্রের সুযশ সম্পূর্ণ চরাচর জগতে বিস্তৃত হইয়া থাকে ॥ ৫৭

নিখিল বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদেহরাজ জনক অশ্মার এই যুক্তিপূর্ণ সমগ্র উপদেশ শ্রবণ করত শোকরহিত হইয়া যাইলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৫৮

নিজ ধর্ম হইতে অবিচ্যুত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, উঠ এবং হৃদয়ে হর্ষ ধারণ কর। তুমি নিজ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে এই পৃথিবীকে জয় করিয়াছ, অতএব ইহাকে উপভোগ কর। তুমি ইহাকে অবহেলা করিও না ॥ ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক
অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণেন নারদ সৃঞ্জয়সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শরাজোপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা যুধিষ্ঠিরস্য শোকং নিবারয়িতুমুদ্যোগঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথাব্রবীত রাজেন্দ্র ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে
গুডাকেশো হৃষীকেশমভ্যভাষত পাণ্ডবঃ ॥ ১

অর্জুন উবাচ ।

জ্ঞাতিশোকাভিসন্তপ্তো ধর্মপুত্রঃ পরন্তপঃ
এষ শোকার্ণবে মগ্নস্তমাশ্বাসয় মাধব ॥ ২
সর্বে স্ম তে সংশ্রিতাঃ পুনরেব জনার্দন ।
অস্য শোকং মহাবাহো প্রণাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু গোবিন্দো বিজয়েন মহাত্মনা
পর্য্যবর্তত রাজানং পুণ্ডরীকেক্ষণোঽচ্যুতঃ ॥ ৪
অনতিক্রমণীয়ো হি ধর্মরাজস্য কেশবঃ ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি গোবিন্দঃ প্রীত্যা চাভ্যধিকোঽর্জুনাৎ ॥ ৫
সম্প্রগৃহ্য মহাবাহুর্ভুজং চন্দনচর্চিতম্
শৈলস্তম্ভোপমং শৌরিরুবাচাভিবিনোদয়ন্ ॥ ৬
ততস্তে বদনং তস্য সুদংষ্ট্রং চারুলোচনম্
ব্যাকোশমিব বিস্পষ্টং পদ্মং সূর্য্য ইবোদিতে ॥ ৭

বাসুদেব উবাচ ।

মা কৃথাঃ পুরুষব্যাঘ্র শোকং ত্বং গাত্রশোষণম্
ন হি তে সুলভা ভূয়ো যে হতাস্মিন্ রণাজিরে ॥ ৮
স্বপ্নলব্ধা যথা লাভা বিত্তথাঃ প্রতিবোধনে
এবং তে ক্ষত্রিয়া রাজন্ যে ব্যতীতা মহারণে ॥ ৯
সর্বেঽপ্যভিমুখাঃ শূরা বিজিতা রণশোভিনঃ ।
নৈষাং কশ্চিৎ পৃষ্ঠতো বা পলায়ন্ বাপি পাতিতঃ ॥ ১০
সর্বে তাক্ত্বাঽঽত্মনঃ প্রাণান্ যুদ্ধ্বা বীরা মহামৃধে ।
শস্ত্রপূতা দিবং প্রাপ্তা ন তান্ শোচিতুমর্হসি ॥ ১১

একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদ-সৃঞ্জয় সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শ সংখ্যক রাজার উপাখ্যান শুনাইয়া যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণের উদ্যোগ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সকলেই এইভাবে বুঝাইতে থাকিলে পরও যখন ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির নীরব রহিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন । ১

অর্জুন বলিলেন,—মাধব! শত্রুদিগের সন্তাপদায়ক এই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং জ্ঞাতিগণের শোকে সন্তপ্ত হইয়া শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। আপনি ইঁহাকে বৈরাগ্যদান করুন । ২

মহাবাহু জনার্দন! আমরা সকলে পুনরায় সেই মহাসংকটে পতিত হইয়াছি। আপনি ইঁহার শোকনাশ করুন । ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা অর্জুন এই কথা বলিলে পর স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত কমললোচন ভগবান্ গোবিন্দ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ঘুরিয়া বসিলেন । ৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা কখনও উল্লঙ্ঘন করিতেন না, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অর্জুন অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন । ৫

মহাবাহু গোবিন্দ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ন্যায় চন্দন চর্চ্চিত বাহু স্বীয় হস্তে ধারণ করত তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন । ৬

সেই সময় সুখের বদনমণ্ডলীতে সুশোভিত ও মনোহর নেত্রদ্বয়ে ভূষিত তাঁহার বদন সূর্য্যোদয়ের সময় পূর্ণরূপে বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শোক করিও না। শোক ত' দেহকে শুষ্ক করিয়া দেয়। এই সমরাঙ্গণে যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহারা পুনরায় দেহে মিলিত হইবে, ইহা অসম্ভব । ৮

রাজন্! যেরূপ স্বপ্নে লব্ধ ধনসকল জাগরিত হইলেই মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ যে সব ক্ষত্রিয় মহাসমরে নিহত হইয়াছে, তাহাদের দর্শন এখন অতিশয় দুর্লভ । ৯

সংগ্রামে সুশোভিত এই সব বীরবর যোদ্ধারা শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া পরাজিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহই পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং যুদ্ধ ত্যাগপূর্বক পলায়ন করিতে করিতে নিহত হয় নাই । ১০

সকল বীরই মহাযুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে নিজ নিজ প্রাণত্যাগ করত অস্ত্রসকলের দ্বারা পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে; অতএব তোমার তাহাদের জন্য শোক করা উচিত হইবে না । ১১

ক্ষত্রধর্মরতাঃ শূরা বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
প্রাপ্তা বীরগতিঃ পুণ্যাং তান্ ন শোচিতুমর্হসি ॥ ১১
মৃতান্ মহানুভাবাংস্ত্বং শ্রুত্বৈব পৃথিবীপতীন্
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১২
সৃঞ্জয়ং পুত্রশোকার্তং নগধাধিপং নারদোঽব্রবীৎ।
সুখ-দুঃখৈরহং ত্বক্ত প্রভাঃ সর্বাংশ্চ সৃঞ্জয় ॥ ১৪
অবিমুক্তা মরিষ্যামস্তত্র কা পরিদেবনা।
মহাভাগ্যং পুরা রাজ্ঞাং কীর্ত্যমানং ময়া শৃণু ॥ ১৫
গচ্ছাবধানং নৃপতে ততো দুঃখং প্রহাস্যসি।
মৃতান্ মহানুভাবাংস্ত্বং শ্রুত্বৈব পৃথিবীপতীন্ ॥ ১৬
শময়ানয় সন্তাপং শৃণু বিস্তরশশ্চ মে।
ক্রূরগ্রহাভিশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্ ॥ ১৭
অগ্র্যমাণাং ক্ষিতিভুজামুপাদানং মনোহরম্
আবিক্ষিতং মরুত্তঞ্চ মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ১৮

যস্য দেবাঃ সবরুণা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
দেবা বিশ্বসৃজো রাজ্ঞো যজ্ঞমীয়ুর্মহাত্মনঃ ॥ ১৯
যঃ স্পর্ধয়াযজচ্ছক্রং দেবরাজং পুরন্দরম্।
শক্রপ্রিয়ৈষী যং বিদ্বান্ প্রত্যাচষ্ট বৃহস্পতিঃ ॥ ২০
সংবর্তো যাজয়ামাস যবীয়ান্ স বৃহস্পতেঃ
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং নৃপতৌ রাজসত্তম
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী বিবভৌ চৈতামালিনী ॥ ২১
আবিক্ষিতস্য বৈ যজ্ঞে বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সাধ্যাশ্চাসন্ মহাত্মনঃ ॥ ২২
মরুদ্গণা মরুত্তস্য যৎ সোমমপিবংস্ততঃ
দেবান্ মনুষ্যান্ গন্ধর্বানত্যরিচ্যত দক্ষিণাঃ ॥ ২৩
স চেষ্ট্বায়ং সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ২৪

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে তৎপর, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী এই বীরবর নরপতিগণ পুণ্যময়ী বীর-গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে নিহত মহানুভব নৃপতিগণের চরিত্র শ্রবণ করত এই বন্ধু বান্ধবগণের জন্য তুমি শোক করিও না। ১১।

এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দেওয়া হয়—যেরূপ এই দেবর্ষি নারদ পুত্রশোকে পীড়িত রাজা সৃঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন। ১৩।

সৃঞ্জয়! আমি, তুমি ও এই সমস্ত প্রজাবর্গ কেহই সুখ ও দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত নহি এবং একদিন আমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করিব। সুতরাং সে বিষয়ে শোক করিবার কি আছে? ১৪।

নৃপতে! আমি পুরাকালীন রাজগণের মহাসৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিব। তুমি উহা শ্রবণ কর এবং সাবধান হইয়া যাও। ইহাতে তোমার দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। ১৫।

মৃত মহানুভব নৃপতিগণের নাম শ্রবণ করিয়াই তুমি নিজের মানসিক সন্তাপকে শান্ত কর এবং আমার নিকট হইতে সবিস্তারে তাঁহাদের সকলের পরিচয় শ্রবণ কর। ১৬।

সেই পুরাকালীন রাজগণের শ্রবণযোগ্য মনোহর বৃত্তান্ত অতিশয় উত্তম, ক্রূরগ্রহগণের শান্তিকারক এবং আয়ুবর্দ্ধক। ১৭।

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্তও নিহত হইয়াছেন, যে মহাত্মা নরপতির যজ্ঞে ইন্দ্র ও বরুণসহ সমস্ত দেবতা এবং প্রজাপতিগণ বৃহস্পতিকে অগ্রে করত উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮-১৯।

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্পর্ধা করিতেন বলিয়া নিজ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের প্রিয় করিতে অভিলাষী বৃহস্পতি যখন তাঁহার যজ্ঞ করিবার জন্য অস্বীকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত মরুত্তকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ২০।

নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা মরুত্ত যখন এই পৃথিবীকে শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় কর্ষণ ও বপন না করিলেও পৃথিবী অন্ন উৎপন্ন করিতেছিলেন এবং সমস্ত ভূমণ্ডলে দেবালয়সমূহ মালার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, ইহার দ্বারা এই পৃথিবী অতিশয় শোভা-প্রাপ্ত হইতেছিল। ২১।

মহাত্মা মরুত্তের যজ্ঞে বিশ্বেদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন এবং মরুদ্গণ ও সাধ্যগণ পরিবেষনকারী ছিলেন। ২২।

মরুদ্গণ মরুত্তের যজ্ঞে সেই সময় প্রচুর সোমরস পান করিয়াছিলেন। রাজা যে সব দক্ষিণা দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্বগণ হইতেও অধিক ছিল। ২৩।

সৃঞ্জয়! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি বিষয়ে রাজা মরুত্ত তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও নিহত হইয়াছেন, তখন আর অন্যের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না। ২৪

সুহোত্রং চৈবাভিবিদং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্মিন্ হিরণ্যং বসুধে মঘবা পরিবৎসরম্ ॥ ২৪
সন্তানামা বসুমতী যং প্রাপ্যাসীজ্জনাধিপম্
হিরণ্যমবহন্ নদ্যস্তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ॥ ২৫
কূর্মান্ কর্কটকান্ নক্রান্ মকরান্ শিংশুকানপি
নদীষ্বপাতয়দ্ রাজন্ মঘবা লোকপূজিতঃ ॥ ২৬
হিরণ্যান্ পাতিতান্ দৃষ্ট্বা মৎস্যান্ মকর-কচ্ছপান্।
সহস্রশোঽথ শতশস্ততোঽস্মরদথোঽভিভিঃ ॥ ২৭
তদ্ধিরণ্যমপর্য্যন্তমাবৃতং কুরুকাঞ্জলে।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমার্পয়ৎ ॥
স চেমমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্বরা
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৩০
অদক্ষিণমযজ্ঞানং বৈত্য সংশাম্য মা শুচঃ

অঙ্গং বৃহদ্রথঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ৩১
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং শ্বেতানশ্বানবাসৃজৎ
সহস্রঞ্চ সহস্রাণাং কন্যা হেমপরিষ্কৃতাঃ ॥ ৩২
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং গজানাং পদ্মমালিনাম্
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ
শতং শতসহস্রাণি বৃষাণাং হেমমালিনাম্।
গবাং সহস্রানুচরং দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
অঙ্গস্য গচ্ছমানস্য তদা বিষ্ণুপদে গিরৌ
অমাত্যমিশ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভিরিভাতয়ঃ
যস্য যজ্ঞেষু রাজেন্দ্র শতসংখ্যেষু বৈ পুরা
দেবান্ মনুষ্যান্ গন্ধর্বানত্যরিচ্যন্ত দক্ষিণাঃ
ন ভূতো ভবিতা নান্যঃ পুমান্ যঃ সম্প্রদাস্যতি ॥ ৩৭

সৃঞ্জয়! অতিথিপ্রিয় রাজা সুহোত্রও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার রাজ্যে ইন্দ্র এক বর্ষ পর্য্যন্ত ধন বর্ষণ করিয়াছিলেন। ২৪

সুহোত্রকে রাজারূপে পাইয়া পৃথিবীর 'বসুমতী' নাম সার্থক হইয়া গিয়াছে। যে সময় তিনি জনপদের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় সেখানকার সকল নদী জলের সহিত সুবর্ণও বহন করিত। ২৫

রাজন্! লোকপূজিত ইন্দ্র স্বর্ণনির্ম্মিত বহু কচ্ছপ, কর্কট (কাঁকড়া), কুম্ভীর, মকর, শিংশুক ও মৎস্য সেই নদীসমূহে পাতিত করিয়াছিলেন। ২৬

এই সব নদীতে শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় সুবর্ণময় মৎস্য, মকর ও কচ্ছপকে (ইন্দ্রকর্ত্তৃক) পাতিত হইতে দেখিয়া অতিথিপ্রিয় রাজা সুহোত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন। ২৭

এই অনন্ত স্বর্ণরাশি কুরুকাঞ্জলপ্রদেশকে আবৃত করিয়াছিল। রাজা সুহোত্র সেখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত ধনরাশি ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ২৮

শ্বেতপুত্র সৃঞ্জয়! তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনি নিহত হইয়াছেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না, কারণ, সে কোন যজ্ঞও করে নাই এবং কোন দক্ষিণাদানও করে নাই, সুতরাং তাহার জন্য শোক করিও না, শান্ত হও। ৩০½

অঙ্গ বৃহদ্রথও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমি শুনিয়াছি। তিনি যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞে দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণের অশ্ব ও স্বর্ণের আভরণে ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩১-৩২½

এইরূপ যজমান বৃহদ্রথ সেই বিস্তৃত যজ্ঞে সুবর্ণময় পদ্মের মালায় বিভূষিত দশ লক্ষ হস্তীও দক্ষিণারূপে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৩½

তিনি সেই যজ্ঞে এক কোটি সুবর্ণমালাযুক্তা গাভী, বৃষ ও তাহাদের শত সহস্র সহস্র সেবক দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৪½

যজমান অঙ্গ যখন বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র সেখানে সোমরস পান করত মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দক্ষিণারূপের দ্বারা ব্রাহ্মণগণও আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৩৫½

রাজেন্দ্র! প্রাচীন কালে অঙ্গরাজ এরূপ শত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই সব যজ্ঞে তিনি যে সমস্ত দক্ষিণা দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দক্ষিণা দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের যজ্ঞ হইতেও অধিক ছিল। ৩৬½

অঙ্গরাজ সব সোমসংস্থাতে (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম—এই সপ্ত সোম-সংস্থা।) যেরূপ ধনদান করিয়াছিলেন, তাদৃশ ধনদান করিতে সমর্থ কোন মানুষ অতাবধি জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করিবে না। ৩৭½

যদঙ্গঃ প্রদদৌ বিত্তং সোমসংস্থাসু সপ্তসু।
স চেন্নমার সূক্ষ্ম চতুর্ভদ্রতরস্বয়া ॥ ৩৮
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
শিবিরৌশীনরশ্চৈব মৃত্যুং সূক্ষ্ম শুক্রম ॥ ৩৯
য ইমাঃ পৃথিবীঃ সর্বাঃ চর্মবৎসমবেষ্টয়ৎ।
মহতা রথঘোষেণ পৃথিবীমনুনাদয়ন্ ॥ ৪০
একচক্রাঃ মহীকৃত্বে কৈত্রেণৈকরথেন যঃ।
যাবদ্ধ গবাধ্বং স্যাদারথৈঃ পত্তিভিঃ সহ ॥ ৪১
তাবতীঃ প্রদদৌ গাঃ স শিবিরৌশীনরোঽধ্বরে
ন বোচারং ধ্রুবং তস্য কশ্চিন্মেনে প্রজাপতিঃ ॥ ৪২
ন ভূতঃ ন ভবিষ্যশ্চ সর্বরাজসু সূক্ষ্ম।
অন্যত্রৌশীনরাচ্ছৈব্যাদ্ রাজর্ষেরিন্দ্রবিক্রমাৎ ॥ ৪৩
অদক্ষিণময়জ্ঞানং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
স চেন্নমার সূক্ষ্ম চতুর্ভদ্রতরস্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৪৪
ভরতশ্চৈব দৌষন্তিঃ মৃতং সূক্ষ্ম শুক্রম।
শাকুন্তলং মহাত্মানং ভূরিদ্রবিণসঞ্চয়ম্ ॥ ৪৫
যো বদ্ধ্বা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামনু
সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামনু চতুর্দশ ॥ ৪৬
অশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ
ইষ্টবান্ স মহাতেজা দৌষন্তির্ভরতঃ পুরা ॥৪৭
ভরতস্য মহৎ কর্ম সর্বরাজসু পার্থিবাঃ।
ধ্রুবং মর্ত্যা ইব বাহুভ্যাং নানুগন্তুমলং ক্বচন্ ॥ ৪৮
পরং সহস্রাদ্ যো বদ্ধ্বান্ হয়ান্ মেধ্যানবিত্তমা চ।
সহস্রং যত্র পদ্মানাং কথায় ভরতো দদৌ ॥ ৪৯
স চেন্নমার সূক্ষ্ম চতুর্ভদ্রতরস্বয়া
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৫০

সূক্ষ্ম। পুত্রকথিত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে যুবরাজ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন, অতএব তুমি পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না। ৩৮½

সূক্ষ্ম। যিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে চর্মের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজের অধীনস্থ করিয়াছিলেন, সেই উশীনরপুত্র রাজা শিবিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৩৯½

তিনি নিজের রথের গম্ভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে একমাত্র বিজয়শীল রথের দ্বারা এই কৃষ্ণতলকে একচক্রারূপে শাসন করিয়াছিলেন। ৪০½

আর জগতে বনজাত পশুগণের সহিত যত গরু (গাভী, বৃষ বলদ) ও অশ্ব আছে, তত সংখ্যক কেবল গরু উশীনরপুত্র শিবি যজ্ঞে দান করিয়াছিলেন। ৪১½

সূক্ষ্ম! প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী উশীনরপুত্র রাজা শিবি ব্যতীত সমস্ত রাজাদের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে কোন রাজাকেই শিবির কার্যভার বহন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন না। ৪২-৪৩

সূক্ষ্ম! রাজা শিবি পূর্বোক্ত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না; কারণ, এই পুত্র কোন যজ্ঞ করে নাই এবং দক্ষিণাও প্রদান করে নাই। তুমি এরূপ পুত্রের জন্য শোক করিও না। ৪৪

সূক্ষ্ম! দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র অতিশয় ধনবান্ মহাত্মা ভরতও মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৪৫

এই মহাতেজস্বী দুষ্মন্তকুমার ভরত পূর্বে দেবতাগণের প্রসন্নতার জন্য যমুনার তীরে তিন শত, সরস্বতীর তীরে বিশ এবং গঙ্গার তীরে চৌদ্দটি অশ্ব বন্ধন করিয়া উক্ত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।* ইনি নিজের জীবনে এক হাজার অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৪৬-৪৭

যেরূপ বাহুর দ্বারা আকাশের অনুসরণ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সকল রাজাদের মধ্যে কেহই ভরতের মহৎ কর্মের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। ৪৮

তিনি সহস্র হইতেও অধিক অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞবেদিসকল বিস্তার করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সব যজ্ঞে ভরত আচার্য কণ্বকে এক হাজার স্বর্ণনির্মিত পদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৯

সূক্ষ্ম! ইনি দান, ধ্যান, দম ও ভেদ—এই চারিটি কল্যাণকারিণী নীতি অথবা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি

---

* পূর্বে দ্রোণপর্বে এই ষোড়শ রাজার উপাখ্যান প্রসঙ্গ ও এ স্থানের ষোড়শ রাজার উপাখ্যানের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য দেখা যায়। সে স্থলে (দ্রোণপর্বে) ভরত কর্তৃক যমুনাতীরে শত, সরস্বতীর তীরে তিন শত ও গঙ্গার তীরে চারিশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল—ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং সুপ্তম শুশ্রুম।
যোঽবকল্পত বৈ নিত্যাঃ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ॥ ৫১
বিধবা যস্য বিষয়ে নানাথাঃ কাঞ্চনাভবন্।
সদৈবাসীৎ পিতৃসমো রামো রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৫২
কালবর্ষী চ পর্জন্যঃ শস্যানি সমপাদয়ৎ।
নিত্যাঃ সুভিক্ষমেবাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৫৩
প্রাণিনো নাপ্সু মজ্জন্তি নাস্তথা পাবকোঽদহৎ
রুজাভয়ং ন তত্রাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৫৪
আসন্ বর্ষসহস্রিণ্যস্তথা বর্ষশতোনকাঃ
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৫৫
নান্যোঽন্যেন বিবাদোঽভূৎ স্ত্রীণামপি কুতো নৃণাম্।
ধর্মনিত্যাঃ প্রজাশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৫৬

যজ্ঞকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা। যখন ইনিও জীবিত থাকিতে পারেন নাই, তখন অপর আর কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে? অতএব তুমি নিজের মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না। ৫০

সূতগণ! শুনিয়াছি যে, দশরথনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও এই ধরণী হইতে পরম ধামে গমন করিয়াছেন। ইনি নিজ প্রজাগণের উপর ঔরসজাত পুত্রদের ন্যায় কৃপা করিতেন। ৫১

তাঁহার রাজ্যে কোন স্ত্রী বিধবা ও অনাথা হন্ নাই। শ্রীরামচন্দ্র যতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, ততকাল তিনি নিজের প্রজাগণের নিকট পিতৃতুল্য কৃপালু ছিলেন। ৫২

যথাকালে বপন করিয়া ক্ষেত্রে শস্যসকল উৎপাদন করিত। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে সর্বদা অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যাইত (অথবা সব সময় সুকাল ছিল, কোন সময়েই অকাল আসিত না)। ৫৩

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য শাসনের সময় কখনও কোন প্রাণী জলে নিমগ্ন হইত না, অগ্নি অনুচিত ভাবে কখনও কাহাকেও প্রজ্বলিত করিত না এবং কোন প্রাণীরই রোগের ভয় ছিল না। ৫৪

শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় সকল স্ত্রী হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন এবং সকল পুরুষও হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন। কাহারও কোন রোগ হইত না ও সকল মানুষের সর্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হইত। ৫৫

সন্তুষ্টাঃ সর্বসিদ্ধার্থা নির্ভয়াঃ স্বৈরচারিণঃ।
নরাঃ সত্যব্রতাশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি
নিত্যপুষ্পফলাশ্চৈব পাদপা নিরুপদ্রবাঃ।
সর্বা দ্রোণদুঘা গাবো রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৫৮
স চতুর্দশবর্ষাণি বনে প্রেষ্যো মহাতপাঃ
দশাশ্বমেধান্ আজহ্বানাজহার নিরর্গলান্ ॥ ৫৯
যুবা শ্যামো লোহিতাক্ষো মাতঙ্গ ইব যূথপঃ
আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
অযোধ্যাধিপতির্ভূত্বা রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৬১
স চেজ্মার সুপ্তস্য চতুর্ভিরুত্তরস্বয়া
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।

স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইত না সুতরাং পুরুষ দিগের মধ্যে কিভাবে বিবাদ সম্ভব হইবে? শ্রীরামের রাজশাসন কালে সকল প্রজাই ধর্ম নিরত ছিলেন। ৫৬

শ্রীরামচন্দ্র যে সময় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময় সকল মানুষই সন্তুষ্ট, পূর্ণকাম, নির্ভয়, স্বাধীন ও সত্যব্রতী ছিলেন। ৫৭

শ্রীরামের রাজ্যশাসন কালে সকল বৃক্ষই নিরিবিলে সর্বদা পুষ্প ও ফলদান করিত এবং সমস্ত গাভীই এক এক কলস দুগ্ধ প্রদান করিত। ৫৮

মহাতপস্বী শ্রীরাম চৌদ্দ বর্ষ পর্যন্ত বনে বাস করত রাজ্য প্রাপ্তির পর দশটি এরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে সকল যজ্ঞ শুভিযোগ্য ছিল এবং সর্বপ্রকার যাচকগণের জন্য কোন সময়েই দ্বার বন্ধ থাকিত না। ৫৯

শ্রীরামচন্দ্র নবযুবক ও শ্যামবর্ণ ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল ইনি যূথপতি গজরাজগণের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও জানু পর্যন্ত লম্বা ছিল তাঁহার বদন সুন্দর এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় মাংসল ছিল। ৬০

শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি হইয়া দশ হাজার ও দশ শত বর্ষ অর্থাৎ এগার হাজার বর্ষ পর্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। ৬১

সূতগণ! ইনিও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও এ জগৎ পরিত্যাগ করত নিত্য ধামে গমন করিয়াছেন, তখন আর

ভগীরথঞ্চ রাজানং মৃতং শ্রুত্বা শুভ্রম।
যজ্ঞেন্দ্রো বিততে যজ্ঞে সোমং পীত্বা মহোৎকটঃ ॥ ৬৩
অসুরাণাং সহস্রাণি বহূনি সুরসত্তমঃ।
অজয়দ্ বাহুবীর্য্যেণ ভগবান্ পাকশাসনঃ
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং কন্যা হেমবিভূষিতাঃ।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামতাকালয়ৎ ॥ ৬৫
সর্বা রথগতাঃ কন্যা রথাঃ সর্বে চতুর্যুজঃ।
শতং শতং রথে নাগাঃ পদ্মিনো হেমমালিনঃ ॥ ৬৬
সহস্রমশ্বা একৈকং হস্তিনং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ
গবাং সহস্রমেহেহকে সহস্রং গবাজাবিকম্ ॥ ৬৭
উপস্থরে নিবসতো যস্যাঙ্কে নিষসাদ হ।
গঙ্গা ভাগীরথী তস্মাদূর্বশী চাভবৎ পুরা ॥ ৬৮
ভূরিদক্ষিণমিক্ষ্বাকুং যজমানং ভগীরথম্।
ত্রিলোকপথগা গঙ্গা দুহিতৃত্বমুপেয়ুষী ॥ ৬৯

স চেক্ষ্মাক শুভ্র চতুর্ভিস্তত্তরম্বরা।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৭০
দিলীপঞ্চ মহাত্মানং মৃতং শ্রুত্বা শুভ্রম।
যস্য কর্মাণি ভূরীণি কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭১
যা ইমাঃ বসুসম্পূর্ণাঃ বসুধাং বসুধাধিপঃ।
দদৌ তস্মিন্ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৭২
যস্যোহ যজমানস্য যজ্ঞে যজ্ঞে পুরোহিতঃ।
সহস্রং বারণান্ হৈমান্ দক্ষিণামতাকালয়ৎ ॥ ৭৩
যস্য যজ্ঞে মহানাসীদ্ যূপঃ শ্রীমান্ হিরণ্ময়ঃ।
তং দেবাঃ কর্ম কুর্বাণাঃ শক্রজ্যেষ্ঠা উপাশ্রয়ন্ ॥ ৭৪
চষালো যস্য সৌবর্ণে তস্মিন্ যূপে হিরণ্ময়ে।
ননৃতুর্দেবগন্ধর্বাঃ ষট্ সহস্রাণি সপ্তধা ॥ ৭৫
অবাদয়ৎ তত্র বীণাং মধ্যে বিশ্বাবসুঃ স্বয়ম্।
সর্বভূতাগমজ্ঞস্তু মম বাদয়তীত্যুত ॥ ৭৬

অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না। ৬২

সূত্রধর! রাজা ভগীরথও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। যাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞে সোমপান করত মহোগ্রবল সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পাকশাসনইন্দ্র নিজের বাহুবলে বহুসহস্র অসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৬৩-৬৪

যিনি যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিরাট যজ্ঞে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা দশ লক্ষ কন্যাকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। ৬৫

এই সব কন্যা পৃথক পৃথক্ রথে উপবিষ্টা ছিলেন। প্রত্যেক রথে চারিটি করিয়া অশ্ব যোজিত ছিল এবং প্রতি রথের পশ্চাতে স্বর্ণমালা-শোভিত ও পদ্মযুক্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শত শত হাতী ছিল। ৬৬

প্রত্যেক হাতীর পশ্চাতে এক এক হাজার অশ্ব, এক এক অশ্বের পশ্চাতে হাজার হাজার গরু এবং এক এক গরুর পশ্চাতে হাজার হাজার ছাগল ও মেষ ছিল। ৬৭

তীরের নিকটে বাস করিবার সময় গঙ্গা রাজা ভগীরথের ক্রোড়ে আসিয়া বসিতেন। সেই কারণে তিনি পুরে ভাগীরথী ও ঊর্বশী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। ৬৮

ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কন্যাভাবপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত দক্ষিণা-দাতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় যজমান ভগীরথকে নিজের পিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৬৯

সূত্রধর! ইনিও পূর্বোক্ত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তোমার পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না। ৭০

সূত্রধর! মহারাজা রাজা দিলীপও নিহত হইয়াছেন,—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার মহৎ কর্মসকল আজও ব্রাহ্মণগণ কীর্তন করেন। ৭১

একাগ্রচিত্ত হইয়া এই নরপতি নিজের সেই বিখ্যাত মহাযজ্ঞে ধন ও ধনে পরিপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবীকে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ৭২

যজমান দিলীপের প্রত্যেক যজ্ঞে পুরোহিত স্বর্ণনির্মিত এক হাজার হাতী দক্ষিণারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৩

তাঁহার যজ্ঞে স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত উজ্জ্বল অতি বৃহৎ যূপ শোভা পাইত। যজ্ঞ কর্ম করিবার সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ সদা সেই যূপের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছিলেন। ৭৪

তাঁহার সেই সুবর্ণময় যূপে যে স্বর্ণের চষাল (বেষ্টন) ছিল, তাহার উপর ছয় হাজার দেব-গন্ধর্ব নৃত্য করিতেন। সে স্থানে সাক্ষাৎ বিশ্বাবসু স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া সপ্ত স্বর অনুসারে বীণা বাজাইতেছিলেন। সেই সময় সকল প্রাণী ইহাই মনে করিত যে, এই বীণা আমারই সম্মুখে বাদিত হইতেছে। ৭৫-৭৬

এতদ্ রাজ্ঞো দিলীপস্য রাজানো নানুচক্রিরে
যজ্ঞেভ্যো হেমসংভারাঃ পথি মত্তাঃ স্ম শেরতে ॥ ৭৭
রাজানং শতবন্ধানং দিলীপঃ সত্যবাদিনম্ ।
দেবপন্থন্ সুমহাত্মানং তেঽপি স্বর্গজিতো নরাঃ ॥ ৭৮
ত্রয়ঃ শক্রা ন জীর্য্যন্তে দিলীপস্য নিবেশনে
যাজ্যারম্ভোঽয়ো জ্যায়োঽয়ো দীয়তামিতি চৈব ত্রয়ঃ ॥ ৭৯
স হেমমার সুজয় চতুর্ভদ্রতরদ্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৮০
মান্ধাতারং যৌবনাশ্বঃ মৃতং সূনুং শুশ্রুম ।
যং দেবা মরুতো গর্ভং পিতুঃ পার্শ্বাদপাহরন্
সম্ভূতো যুবনাশ্বস্য জঠরে যো মহাত্মনঃ
পৃথদাজ্যোদ্ভবঃ শ্রীমাংস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৮২
য পৃষ্টা পিতৃকৃৎসঙ্গে শয়ানং দেবরূপিণম্ ।
অস্তোক্ষ্যমক্রবন্ দেবাঃ কমন্নং ধাস্যতীতি বৈ ॥ ৮৩
মামেব ধাস্যতীত্যেবমিন্দ্রোঽধাক্ষীদপপদ্যত
ধাস্যতেতি ততস্তস্য নাম চক্রে শতক্রতুঃ
ততস্তু পয়সো ধারাঃ পুষ্টিহেতোর্মহাত্মনঃ ।
তস্যাসো যৌবনাশ্বস্য পাণিরিন্দ্রস্য চাস্রবৎ ৮৫
তং পিবন্ পাণিমিন্দ্রস্য শতমন্যু ববর্ধত ।
স আসীদ্ দ্বাদশসমো দ্বাদশাহেন পার্থিবঃ
তমিমং পৃথিবী সর্বা একাহ্না সমপদ্যত
ধর্মাত্মানং মহাত্মানং পুত্রমিন্দ্রসমং যুধি ৮৭
গচ্ছাঙ্গারং তু নৃপতিং মরুত্তমসিতং গয়ম্ ।
অঙ্গং বৃহদ্রথং চৈব মান্ধাতা সমরেঽজয়ৎ ॥ ৮৮
যৌবনাশ্বো যদাঙ্গারং সমরে প্রত্যুধ্যত
বিস্ফারৈর্ধনুষো দেবা স্তৌরভেলীতি মেনিরে ॥ ৮৯

রাজা দিলীপের এই বহৎ কর্মের অনুসরণ অপর কোন রাজাই করিতে সমর্থ হইবেন না। স্বর্গের আভরণে বিভূষিত ও সুসজ্জিত বদবস্ত বহু হস্তী পথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত। সত্যবাদী শতবন্ধ মহাত্মা রাজা দিলীপকে যে সব মানুষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বর্গলোক জয় করিয়াছেন। ৭৭-৭৮

মহারাজ দিলীপের ভবনে বেদসমূহের স্বাধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনি, বীরবৃন্দের ধনুর টঙ্কার ধ্বনি এবং 'দান কর' এইরূপ শব্দ —এই তিন প্রকার শব্দ কখনও বন্ধ হইত না। ৭৯

সুজয়! এই রাজা দিলীপ যজ্ঞ, দান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য— এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন অন্যের নিধনের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের নিহত পুত্রের জন্য শোক করিও না। ৮০

সুজয়! যাঁহাকে মরুৎ দেবতাগণ গর্ভাবস্থায় পিতার পার্শ্ব ভাগ বিদীর্ণ করত নিষ্কাশন করিয়াছিলেন, সেই যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতাও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৮১

ত্রিলোকবিজয়ী শ্রীমান্ রাজা মান্ধাতা পৃথদাজ্য (ঘৃতমিশ্রিত যে হবি পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজ পিতা মহাত্মা যুবনাশ্বের উদরেই সর্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ৮২

যখন তিনি বাল্যকালে পিতার গর্ভ হইতে জন্মলাভ করত তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার রূপ দেব-বালকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল এরূপ অবস্থায় দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—এই মাতৃহীন বালক কাহার দুগ্ধ পান করিবে? ৮৩

ইহা শ্রবণ করত ইন্দ্র বলিলেন,—'মাং ধাতা' আমার দুগ্ধ পান করিবে। যখন ইন্দ্র এইভাবে তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইবার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন হইতেই তিনি এই বালকের নাম 'মান্ধাতা' রাখিয়া দিলেন। ৮৪

তদনন্তর সেই মহাত্মা বালক যুবনাশ্ব-পুত্রের পুষ্টির জন্য তাঁহার মুখে ইন্দ্রের হস্ত দুগ্ধ-ধারা নিঃসারণ করিতে লাগিল। ৮৫

ইন্দ্রের সেই হস্ত পান করিতে করিতে এই বালক একদিনেই শত দিনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন বার দিনে রাজকুমার বার বৎসরের বালকের ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন। ৮৬

রাজা মান্ধাতা অতিশয় ধার্মিক এবং মহাত্মা পুরুষ ছিলেন তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য প্রকাশ করিতেন। এই সমগ্র পৃথিবী একদিনেই তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল ॥৮৭

মান্ধাতা সমরাঙ্গণে রাজা অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয় ও অঙ্গরাজ বৃহদ্রথকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। ৮৮

যে সময় যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা রণাঙ্গনে রাজা অঙ্গারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবগণ ইহাই মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহার ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে সম্পূর্ণ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ৮৯

যত্র সূর্য্য উদেতি স্ম যত্র চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ২০
অশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা রাজসূয়শতেন চ।
অদদাদ্ রোহিতান্ বৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো
বিশাম্পতে ॥ ২১
হৈরণ্যান্ যোজনোৎসেধানায়তান্ দশযোজনম্।
অতিরিক্তান্ দ্বিজাতিভ্যো যাতঃস্ত্বিতরে জনাঃ ॥ ২২
স চেমমার সর্বস্য চতুর্ভদ্রতরস্বরা।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব ন পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ২৩
যযাতিঃ নাহুষঃ চৈব মৃতঃ সর্বস্য শুশ্রুম।
য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং বিজিত্য সহসাগরাম্ ॥ ২৪
শয্যাপাতেনাত্যতীরাদ্ বেদীভিশ্চিত্রয়ন্ মহীম্।

যেখানে সূর্য্য উদিত হন্ সেখান হইতে এবং যেখানে সূর্য্য অস্ত যান, সেখান পর্য্যন্ত সমগ্র দেশকে যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতারই রাজ্য বলিয়া বলা হইত ॥ ২০

প্রভানাথ! তিনি শত অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দশ যোজন লম্বা ও এক যোজন উচ্চ সহস্রসংখ্যক স্বর্ণের রোহিত মৎস্য নির্ম্মাণ করত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইবার পর আরও যত অবশিষ্ট ছিল, সেই সমস্তই তিনি অপর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন ॥ ২১-২২

সঞ্জয়! এই রাজা মান্ধাতাও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ২৩

সঞ্জয়! নহুষপুত্র যযাতিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি সমুদ্রসহ এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া শয্যাপাতের* দ্বারা পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করত যজ্ঞবেদী

ঐজান: ক্রতুভির্ভূরি: পর্য্যগচ্ছদ্ বসুন্ধরাম্ ॥ ২৫
ইষ্ট্বা ক্রতুসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তপরামাস বিপ্রেন্দ্রাংস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ ॥ ২৬
ব্যূঢ়েনাসুরযুদ্ধেন হত্বা দৈতেয়দানবান্
বাভজৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ২৭
অন্যেষু পুত্রান্ নিক্ষিপ্য যদুদ্রহ্যপুরোগমান্।
পূরুং রাজ্যেঽভিষিচ্যাথ সদারঃ প্রাবিশদ্ বনম্ ॥ ২৮
স চেমমার সর্বস্য চতুর্ভদ্রতরস্বরা।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব ন পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ২৯
অম্বরীষঞ্চ নাভাগিং মৃতং সর্বস্য শুশ্রুম।
যং প্রজা বব্রিরে পুণ্যং গোপ্তারং নৃপসত্তমম্ ॥ ৩০

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব বেদীর দ্বারা পৃথিবীর বিচিত্র শোভা হইতেছিল। এই সকল বেদীর উপর তিনি প্রধান প্রধান যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সম্পূর্ণ ভারতভূমি পরিক্রমা করিয়াছিলেন ॥ ২৪-২৫

তিনি এক হাজার রাজসূয় যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণের তিনটি পর্ব্বত দান করত পূর্ণরূপে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২৬

নহুষপুত্র যযাতি ব্যূহ-রচনাযুক্ত আসুর যুদ্ধের দ্বারা দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজের পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৭

তিনি দীর্ঘায়ু প্রবেশনমুহে নিজের তিন পুত্র যদু, দ্রুহ্য ও অনুকে স্থাপিত করত যযাতিরাজের রাজ্য পূরুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তারপর স্বীয় স্ত্রীবর্গের সহিত তিনি বন গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৮

সঞ্জয়! ইনিও তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ২৯

সঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, নাভাগের পুত্র অম্বরীষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেই নৃপশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে সমস্ত প্রজারাই নিজেদের পুণ্যময় রক্ষকরূপে বরণ করিয়াছিল ॥ ৩০

---

* নিরভাগ স্থূল (মোটা) কাষ্ঠ দণ্ডকে 'শয্যা' বলা হয়। ইহাকে যখন কোন বলবান্ পুরুষ উত্তোলন করত সবলে নিক্ষেপ করে, তখন যত দূরে গিয়া ইহা পতিত হয়; তত দূর পর্য্যন্ত ভূভাগকে 'শয্যাপাত' বলে। এরূপ এক এক শয্যাপাত অন্তর এক একটি যজ্ঞ বেদী রাজা যযাতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যঃ সহস্রং সহস্রাণাং রাজ্ঞামমৃতযাজিনাম্
ঔজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংবৃতঃ ।
নৈতৎ পূর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
ইত্যস্বরীষং নাভাগিমঘ্নোদন্ত দক্ষিণাঃ ॥ ১০২
শতং রাজসহস্রাণি শতং রাজশতানি চ ।
সর্বেঽশ্বমেধৈরীজানাস্তেঽবসুর্দক্ষিণায়নম্ ॥ ১০৩
স চেশ্বরাৎ সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্বরাৎ ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১০৪
শশবিন্দুঃ চৈত্ররথঃ মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যস্য ভার্যাসহস্রাণাং শতমাসীন্মহাত্মনঃ ॥১০৫
সহস্রং তু সহস্রাণাং সম্ভাসন্ শশবিন্দবাঃ ।
হিরণ্যকবচাঃ সর্বে সর্বে চোত্তমধন্বিনঃ । ১০৬

ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিমান্ রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞ-মণ্ডপে দশ লক্ষ সেইরূপ রাজাকে সেই ব্রাহ্মণগণের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাহারা প্রত্যেকই দশ দশ হাজার যজ্ঞ করিয়াছেন ॥ ১০১

এই যজ্ঞকর্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ নাভাগপুত্র অম্বরীষের প্রশংসা করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এরূপ যজ্ঞ পূর্বে কেহ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১০২

তাঁহার যজ্ঞে এক লক্ষ দশ হাজার রাজা সেবা কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করত দক্ষিণা দানের পর উপস্থিত উত্তরায়ণ মার্গে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১০৩

সৃঞ্জয় ! রাজা অম্বরীষ ধৈর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও জীবিত থাকিতে সমর্থ হন্ নাই, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে ? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১০৪

সৃঞ্জয় ! আমরা শুনিয়াছি যে, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দুও মৃত্যু হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মা নরপতির এক লক্ষ ভার্যা ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্ভ হইতে রাজার দশ লক্ষ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১০৫½

শতং কন্যা রাজপুত্রমেকৈকং পৃথগন্বয়ুঃ ।
কন্যাং কন্যাং শতং নাগা নাগং নাগং শতং রথাঃ ॥ ১০৭
রথে রথে শতং চাশ্বা দেশজা হেমমালিনঃ ।
অশ্বে অশ্বে শতং গাবো গবাং ত্বন্যজাবিকম্ ॥ ১০৮
এতদ্ ধনমপর্যন্তমধমেধে মহাধ্বরে ।
শশবিন্দুমহারাজ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১০৯
স চেশ্বরাৎ সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্বরাৎ ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১১০
গয়শ্চামূর্তরয়সং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যঃ স বর্ষশতং রাজা হুতশিষ্টাশনোঽভবৎ ॥ ১১১
মধ্যে বহ্নির্বরং প্রাদাৎ ততো যজ্ঞে বরান্ গয়ঃ
দদতো যোঽক্ষয়ং বিত্তং ধর্মে শ্রদ্ধা চ বর্ধতাম্ ॥১১২

এই সব রাজকুমার সুদর্শনীয় কলেবরধারী ও উত্তম বস্ত্রধারী ছিলেন। এক এক রাজকুমারের পৃথক্ পৃথক্ শত শত কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই সব প্রত্যেক কন্যার সহিত শত শত হাতী রাজকুমারগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এক এক হাতীর সহিত শত শত রথও লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১০৬-১০৭

প্রত্যেক রথের সহিত সুবর্ণ মাল্যধারী শত শত দেশীয় অশ্ব ছিল। প্রতি অশ্বের পশ্চাতে শত শত গরু এবং এক এক গরুর পশ্চাতে শত শত ছাগল ও মেষ ছিল ॥ ১০৮

মহারাজ ! রাজা শশবিন্দু এই অত্যন্ত ধনরাশি অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১০৯

সৃঞ্জয় ! ইনিও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যু হইতে রক্ষা পান নাই, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে ? অতএব তুমি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১১০

সৃঞ্জয় ! আমরা শুনিয়াছি যে, অমূর্তরয়ের পুত্র রাজা গয়ও নিহত হইয়াছিলেন। তিনি শত বৎসর যাবৎ হোমের শেষে অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিতেন ॥ ১১১

এক সময় অগ্নিদেব তাঁহাকে বর প্রার্থনার জন্য বলিয়াছিলেন, তখন রাজা গয় এই বর প্রার্থনা করিলেন—অগ্নিদেব ! আপনার কৃপায় দান করিবার সময় আমার নিকট অক্ষয় ধন ভাণ্ডার যেন পূর্ণই থাকে। ধর্মে যেন আমার শ্রদ্ধা বর্ধিত হয় এবং আমার মন সর্বদা সত্যেই অনুরক্ত থাকে ॥ ১১২½

মনো মে রমতাং সত্যে ত্বৎপ্রসাদাদ্ধুতাশন
লেভে চ কামানস্তান্ সর্বান্ পাবকাদিভিরীপ্সিতম্ ॥১১৩
দর্শৈশ্চ পূর্ণমাসৈশ্চ চাতুর্মাস্যৈঃ পুনঃ পুনঃ।
অগ্নিষ্টুতেন যজ্ঞেন সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১১৪
শতং গবাং সহস্রাণি শতমশ্বতরাণি চ।
ঔষাহোবায় বৈ প্রাদাৎ সহস্রং পরিবৎসরান্
তর্পয়ামাস সোমেন দেবান্ পিতৃপিতামহান্।
পিতৃন্ স্বধাভিঃ কামৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স পুরুষর্ষভ ॥
সৌবর্ণীং পৃথিবীং কৃত্বা দশব্যামাং হিরণ্ময়ীম্
দক্ষিণামদদদ্ রাজা বাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥ ১১৭
যাবত্যঃ সিকতা রাজন্ গঙ্গায়াং পুরুষর্ষভ।
তাবতীরেব গাঃ প্রাদাদামুত্তরসো গয়ঃ
স চেষ্ট্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ চতুর্ভিরতরত্নবা
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপাথাঃ ॥ ১১৯

শুনিয়াছি, অগ্নিদেবের নিকট হইতে তিনি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক হাজার বর্ষ পর্যন্ত বারংবার দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এবং অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১১৩-১১৪

তিনি হাজার বর্ষ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া এক লক্ষ গরু এবং শত শত খচ্চর দান করিতেন। ১১৫

পুরুষপ্রবর! তিনি সোমরসের দ্বারা দেবগণকে, মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, শ্রাদ্ধকর্মের দ্বারা পিতৃগণকে এবং কামভোগের দ্বারা স্ত্রীগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ১১৬

রাজা গয় অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে দশ ব্যাম (পঞ্চাশ হাত) প্রস্থ ও তাহার দ্বিগুণ লম্বা স্বর্ণের পৃথিবী নির্মাণ করিয়া দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন। ১১৭

পুরুষপ্রবর নহুষ! গঙ্গার মধ্যে যত সিকতা আছে, অমূর্তরয়ের পুত্র গয় ততসংখ্যক গরু দান করিয়াছিলেন। ১১৮

পুরু! ইনিও যজ্ঞ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না। ১১৯

পুরু! সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—

রন্তিদেবস্য সাঙ্কৃত্যাঃ মৃতং পুরুষ শুশ্রুম।
সমাগম্যাব্রবীদ্ যং শক্রাদ্ বরং লেভে মহাতপাঃ ॥১২০
অন্নস্য নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ দেবা চ যাচিতং কৃতম্ ॥ ১২১
উপাতিষ্ঠন্ত পশবঃ স্বয়ং তং সংনিকৃত্তম্।
গ্রাম্যারণ্যা মহারাজ রন্তিদেবং যশস্বিনম্ ॥ ১২২
মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সম্প্রসুস্রুবে যতঃ
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী ॥ ১২৩
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ নিষ্কান্ সদসি প্রস্তুতে নৃপঃ
তুভ্যং নিষ্কং তুভ্যং নিষ্কমিতি ক্রোশন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥১২৪
সহস্রং তুভ্যমিত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণান্ সম্প্রপদ্যতে
অন্নাহার্য্যোপকরণং দ্রব্যোপকরণঞ্চ যৎ ॥১২৫
ঘটাঃ পাত্র্যঃ কটাহাশ্চ স্থাল্যশ্চ পিঠরাণি চ
নাসীৎ কিঞ্চিদসৌবর্ণং রন্তিদেবস্য ধীমতঃ ॥ ১২৬

ইহা আমরা শুনিয়াছি। সেই মহাতপস্বী নরপতি ইন্দ্রের উত্তমরূপে আরাধনা করত তাঁহার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমাদের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন সর্বদা অতিথির সেবা করিবার সুযোগ পাই, আমাদের শ্রদ্ধা যেন নষ্ট না হয় এবং আমরা কাহারও নিকট যেন কিছু প্রার্থনা না করি ॥ ১২০-১২১

কঠোর ব্রতপালনকারী, তপস্বী ও মহাত্মা রাজা রন্তিদেবের নিকট গরু প্রভৃতি গ্রাম্য ও বন্য প্রভৃতি আরণ্য পশুগণ স্বতই যজ্ঞের জন্য উপস্থিত হইত। ১২২

রন্তিদেবের যজ্ঞে নিহত পশুগণের চর্মরাশির রক্ত হইতে যে জল নিঃসৃত হইত, উহার দ্বারা এক বিশাল নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। এই নদী চর্মণ্বতী (চম্বল) নামে বিখ্যাত ॥১২৩

রাজা নিজের বিশাল যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণনির্মিত পঞ্চক দান করিয়াছিলেন। সেখানে বহু দ্বিজ চীৎকার করিতে করিতে বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ! এই আপনার নিষ্ক (পঞ্চক, কেহ বলেন 'মোহর'), এই আপনার নিষ্ক, কিন্তু কেহই তখন উহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই। তখন পুনরায় তাঁহারা এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, এই আপনার জন্য এক সহস্র নিষ্ক; এইভাবে তাঁহারা বহু ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥১২৪½

বুদ্ধিমান্ রাজা রন্তিদেবের সেই যজ্ঞে অন্নাহার্য্য-অগ্নিতে আহুতি দান করিবার জন্য যে উপকরণ ও দ্রব্যসংগ্রহের জন্য

সাঙ্কৃতে রন্তিদেবস্য যাঃ রাত্রিমবসন্ গৃহে।
আলভ্যন্ত শতং গাবঃ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ॥ ১২৭
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশন্তি সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
সূপঃ সুরিষ্টমশ্নীধ্বং নাদ্য ভোজ্যা যথা পুরা॥ ১২৮
স চেষ্টমান স্তনয় চতুর্ভদ্রতরস্বয়া
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব যা পুত্রমনুতপ্যথাঃ॥ ১২৯
সগরঞ্চ মহাত্মানং মৃতং শুশ্রুম সঞ্জয়।
ঐক্ষ্বাকং পুরুষব্যাঘ্রমতিমানুষবিক্রমম্॥ ১৩০
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি যং যান্তমনুজজ্ঞিরে।
নক্ষত্ররাজং বর্ষান্তে বাতে জ্যোতির্গণা ইব
একচ্ছত্রা মহী যস্য প্রতাপাদভবৎ পুরা।
যোঽশ্বমেধসহস্রেণ তর্পয়ামাস দেবতাঃ॥ ১৩২

যঃ প্রাদাৎ কনকস্তম্ভং প্রাসাদং সর্বকাঞ্চনম্।
পূর্ণং পদ্মপলাক্ষীণাং স্ত্রীণাং শয়নসঙ্কুলম্॥ ৩৩
দ্বিজাতিভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ কামাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
যস্যাদেশেন তদ্ বিত্তং যাতমস্য দ্বিজাতয়ঃ॥ ১৩৪
খানয়ামাস যঃ কোপাৎ পৃথিবীং সাগরাঙ্কিতাম্
যস্য নাম্না সমুদ্রশ্চ সাগরত্বমুপাগতঃ ১৩৫
স চেষ্টমান স্তনয় চতুর্ভদ্রতরস্বয়া
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব যা পুত্রমনুতপ্যথাঃ॥ ১৩৬
রাজানঞ্চ পৃথুং বৈন্যং মৃতং শুশ্রুম সঞ্জয়
যমভ্যষিঞ্চন্ সম্ভূয় মহাত্মানো মহর্ষয়ঃ॥ ১৩৭
প্রথয়িষ্যতি বৈ লোকান্ পৃথুরিত্যেব শব্দিতঃ
ক্ষতাদ্ যো বৈ ত্রায়তীতি স তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥ ১৩৮

যে সব পাত্রে—কলস, থালা কড়াই, হাতা ও পিঠি সব কিছুই সমান ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন পাত্রই এরূপ ছিল না, যাহা স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হয় নাই। ১২৪-১২৬

সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রিতে অতিথিদিগকে ভোজনের জন্য বাস করিতেন, সেই সময় বিশ হাজার এক শত গরু বধ করা হইত। ১২৭

সেখানেও বিশুদ্ধ মণিময় কুণ্ডলধারণকারী পাচকগণ চীৎকার করত বলিতেছিলেন যে, আপনারা পরিপূর্ণভাবে ঘৃত ভাত ভক্ষণ করুন। আজ যে ভোজন লাভ হইয়াছে, তাহা পূর্বের তুল্য নহে অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় অধিক মাংস আজ খাওয়া হয় নাই।১২৮

সঞ্জয়! রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা পূর্বোক্ত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি উহার জন্য শোক করিও না। ১২৯

সঞ্জয়! ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সগরও মৃত্যু হইতে রক্ষা পান নাই—ইহা আমার শুনিয়াছি। ইহার পরাক্রম অলৌকিক ছিল। ১৩০

যেরূপ বর্ষার শেষে শরৎকালে মেঘহীন আকাশের মধ্যে তারাগণ নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা সগর যখন যুদ্ধাদির জন্য কোথাও যাত্রা করিতেন, তখন তাঁহার ষাট হাজার পুত্র তাঁহার অনুসরণ করিয়া যাইতেন।১৩১

পুরাকালে রাজা সগরের প্রতাপে একচ্ছত্র পৃথিবী তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। তিনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করত দেবগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।। ১৩২

রাজা সগর স্বর্ণস্তম্ভযুক্ত পূর্ণরূপে স্বর্ণেরই দ্বারা এক অন্তঃপুর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই অন্তঃপুর কমলনয়না সুন্দরী ললনাগণের দ্বারা দ্বারা সুশোভিত ছিল। এইরূপ অন্তঃপুর নির্মাণ করত রাজা সগর ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত নানাপ্রকার ভোগসামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন তাঁহার আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সমস্ত ধন পরস্পর বিভাগ করত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৩-১৩৪

এক সময় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সাগরচিহ্নিত সমগ্র পৃথিবীকে খনন করাইয়া ছিলেন। সেই হইতে তাঁহার নামানুসারে সমুদ্রের সাগর নাম হইয়াছে। ১৩৫

সঞ্জয়! ইনিও পূর্বোক্ত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাঁহার জন্য শোক করিও না। ১৩৬

সঞ্জয়! বেনের পুত্র মহারাজ পৃথুকেও নিজের প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে—ইহা আমরা শুনিয়াছি মহর্ষিগণ মহাবনে একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন। ১৩৭

ঋষিগণ এই চিন্তাই করিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি সমস্ত লোকের মধ্যেই যশকে প্রথিত (স্থাপিত) করিবে, এই কারণে তাঁহার নামও পৃথু রাখিলেন। যিনি ক্ষত অর্থাৎ দুঃখ ও সঙ্কট হইতে সকলকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। ১৩৮

পৃথুং বৈন্যং প্রজা দৃষ্ট্বা রক্তাঃ স্মেতি যদব্রুবন্ ।
ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদজায়ত ॥ ১৩৯
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী পুটকে পুটকে মধু ।
সর্বা ক্ষোণ্যুষ্য গাবো বৈন্যস্যাসন প্রশাসতঃ ॥ ১৪০
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা মনুষ্যা অকুতোভয়াঃ ।
যথাভিকামমবসন ক্ষেত্রেষু চ গৃহেষু চ ॥ ১৪১
আপস্তস্তিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ।
সরিতশ্চানুদীর্যন্তে অভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ১৪২
হৈরণ্যাংস্ত্রিনলোৎসেধান্ পর্বতানেকবিংশতিম্
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা যোঽশ্বমেধে মহামখে ॥ ১৪৩
স চেন্নমার্য সুভগ চতুর্ভদ্রতরব্রতা ।
পুত্রাৎ পণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১৪৪
কিংবা তূষ্ণীং ধ্যায়তে সুভগ ত্বং
ন মে রাজন্ বাচমিমাং শৃণোষি ।
ন চেন্মোঘং বিপ্রলপ্তং ময়েদং
পথ্যং মুমূর্ষোরিব সুপ্রযুক্তম্ ॥ ১৪৫

সুভগ উবাচ

শৃণোমি তে নারদ বাচমেনাং
বিচিত্রার্থাং প্রকৃতিষু পুণ্যগন্ধাম্
রাজর্ষীণাং পুণ্যকৃতাং মহাত্মনাং
কীর্ত্যা যুক্তানাং শোকনির্ণাশনার্থাম্ ॥ ১৫৬
ন তে মোঘং বিপ্রলপ্তং মহর্ষে
দৃষ্টৈবাহং নারদ ত্বাং বিশোকঃ
শুশ্রূষে তে বচনং ব্রহ্মবাদিন্
ন তে তৃপ্যামামৃতস্যেব পানাৎ ॥ ১৫৭
অমোঘদর্শিন্ যদি মে প্রসাদঃ
সন্তাপদগ্ধস্য বিভো প্রকুর্যাঃ
মৃতস্য সঞ্জীবনমদ্য মে স্যাৎ
তব প্রসাদাৎ সুতসঙ্গমশ্চ ॥ ১৫৮

যেননন্দন পৃথুকে দেখিয়া সমস্ত প্রজাগণ বলিয়াছিলেন যে, আমরা ইহার প্রতি অনুরক্ত, এইভাবে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'রাজা' হইয়াছিল ॥ ১৩৯

পৃথুর রাজ্যশাসনকালে পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্য উৎপন্ন করিতেন, প্রত্যেক মধুচক্রেই মধু পূর্ণ থাকিত এবং সকল গাভীই এক এক কলস দুগ্ধ প্রদান করিতেন ॥ ১৪০

সকল মানুষ নীরোগ ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইত এবং তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে ভীত হইতেন না। সমস্ত মানুষ নিজেদের ইচ্ছানুসারে গৃহে ও ক্ষেত্রে বাস করিতেন ॥ ১৪১

যখন তিনি সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিতেন, তখন সমুদ্রের জল স্থির হইয়া যাইত। নদীসকলের বৃদ্ধি শান্ত হইত এবং তাঁহার রথের ধ্বজ কখনও ভগ্ন হইত না ॥ ১৪২

রাজা পৃথু অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে পঞ্চদশ (প্রাচীনগণের মতে চারিশত) হস্ত উচ্চ একুশটি সুবর্ণময় পর্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১৪৩

সুভগ! ইনি পূর্বোক্ত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১৪৪

সুভগ! তুমি নীরবে কি চিন্তা করিতেছ? রাজন্! আমার এই কথা কেন শ্রবণ করিতেছ না? যেরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর উত্তমরূপে প্রযুক্ত ঔষধও ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ আমার এই সমস্ত উপদেশবাক্য নিষ্ফল হইয়া যায় নাই ত? ১৪৫

সুভগ বলিলেন,—নারদ! পবিত্রগন্ধযুক্ত বাক্যের দ্বারে বিচিত্র অর্থে পরিপূর্ণ আপনার এই উপদেশ বাণী আমি শ্রবণ করিতেছি। পুণ্য কার্যকারী মহাত্মা কীর্তিমান্ রাজর্ষিগণের চরিত্রযুক্ত আপনার এই বচন সমস্ত শোকের বিনাশক ॥ ১৫৬

মহর্ষি নারদ! আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, আপনার সেই উপদেশ ব্যর্থ হয় নাই। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি শোকহীন হইয়া গিয়াছি। ব্রহ্মবাদী মুনে! আমি আপনার এই বচন আরও শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ, অমৃতপানের ন্যায় আপনার উপদেশ শুনিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৫৭

প্রভো! আপনার দর্শন অমোঘ। আমি পুত্রশোকের সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিলাম। যদি আপনি আমার প্রতি কৃপা করেন, তবে আমার পুত্র পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিবে এবং আপনার প্রসাদে আমার পুত্রবিগম সুখ সুলভ হইবে ॥ ১৫৮

নারদ উবাচ।

যস্তে পুত্রো গমিতোঽয়ং বিষাদঃ
স্বর্ণষ্ঠীবী যমদাৎ পর্বতস্তে।
পুনস্ত্বে পুত্রমহং দদামি
হিরণ্যনাভং বর্ষসহস্রিণঞ্চ ॥ ১৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ষোড়শরাজোপাখ্যানে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই যে সুবর্ণষ্ঠীবী নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যাহাকে পর্বতমুনি তোমায় প্রদান করিয়াছিল, সে ত' চলিয়া গিয়াছে। এখন আমি পুনরায় তোমাকে হিরণ্যনাভনামক এক পুত্র তোমায় প্রদান করিতেছি, যাহার আয়ু এক হাজার বৎসর হইবে। ১৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ষোড়শরাজোপাখ্যান-বিষয়ক* একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* এই ষোড়শরাজোপাখ্যান দ্রোণপর্বেও আছে। তাহারই কিছু সংক্ষেপ করিয়া এস্থলে পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বের পরশুরামের চরিত্র এস্থলে নাই এবং পূর্বে রাজা পৌরবের চরিত্রস্থলে এস্থানে অন্যরাজ বৃহদ্রথের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কথার ক্রমযোগও ক্রমভঙ্গ আছে এবং শ্লোকের পাঠযোগও স্থানে স্থানে ভেদ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত
অনুবাদ সমাপ্ত।